পত্রাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন কার্য্যালয়
বাগবাজার, কলিকাতা

চার টাকা আট আনা

নিবেদন

পত্রাবলীর দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। প্রথম ভাগের প্রকাশকের নিবেদনে আমরা বলিয়াছিলাম যে, দ্বিতীয় ভাগে ১৬১ খানি পত্র প্রকাশিত হইবে; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পরে স্বামিজীর অনেকগুলি অপ্রকাশিত পত্র পাইয়া আমরা দ্বিতীয় ভাগে সেগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছি। অতএব এই ভাগে ২৩৯ খানি পত্র প্রকাশিত হইল। তন্মধ্যে ৬৮ খানি বাংলা, ১৬৮ খানি ইংরেজীর অনুবাদ এবং ৩ খানি সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পত্রগুলির অনুবাদও দেওয়া হইল।

প্রথম ভাগের ন্যায় ইহাতেও পত্রগুলি তারিখ অনুযায়ী সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পত্রোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও একটি নির্ঘণ্ট যোগ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে ১৮৯৫ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন পর্য্যন্ত (অর্থাৎ স্বামিজীর মহাসমাধির ২০ দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) লিখিত পত্রগুলি স্থান পাইয়াছে।

স্বামিজীর উদ্দীপনাময় পত্রগুলি ভারতের নর-নারীর প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিয়া স্বদেশের এবং বিশ্বজগতের সেবায় তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করুক—এই প্রার্থনা।

প্রকাশক

কার্ত্তিক শুক্লা পঞ্চমী, ১৩৫১

পত্রাবলী

(১)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

ই টি ষ্টার্ডির বাড়ী
কেভার্শ্যাম, রিডিং, ইংলণ্ড
১৮৯৫

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার ও সান্ন্যালের পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম। তোমাদের চিঠি লেখার দুইটি দোষ—বিশেষ তোমার। প্রথম, যে সকল কাজের কথা জিজ্ঞাসা করি, প্রায় তার কোনটিরই জবাব থাকে না। দ্বিতীয়, জবাব লেখায় অত্যন্ত বিলম্ব। তোমরা ত ঘরে বসে আছ ভায়া! আমাকে এ বিদেশে পেটের চেষ্টা করতে হয়, আবার দিনরাত খাটতে হয়; তার উপর লাটিমের মত ঘুরে বেড়ান।...আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি যে, আমায় একা কাজ করতে হবে।...

শশী সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বটে; কিন্তু তোমরা খালি শশীর আসা সম্ভব কিনা তাই বিচার করছ।... এ সকল হল মহাবিলাসী বাবুর দেশ; নখের কোণে একটু ময়লা থাকলে তাকে স্পর্শ করে না। শরৎ আসতে না চায় সারদাকে পাঠাবে। অথবা মান্দ্রাজে লিখে কোন লোক পাঠাবে। প্রায় দু মাস পূর্ব্বে আমি এ

বিষয়ে লিখেছি। তারকদা শেষ পত্রে লিখেন যে, পর মেলে এবিষয়ে সবিশেষ জানবে। কিন্তু এখনও দেখছি তার কিছুই ঠিকানা হয় নাই। আশা ছিল আমি থাকতে থাকতেই কেউ আসবে; কিন্তু এখনও ত কিছুই ঠিকানা নাই, এবং দু বছরে এক একটা সংবাদ আসে। Business is business—অর্থাৎ কাজকর্ম্ম তৎপর করতে হয়, গড়িমসির কাজ নয়। আসছে সপ্তাহের শেষে আমি আমেরিকায় যাব। অতএব যে আসবে, তার সঙ্গে সাক্ষাতের কোনও আশা নাই। গিরিশবাবু আমার কাজে সহায়তা করতে পারবেন কেমন করে? আমি চাই সংস্কৃতজানা লোক, অর্থাৎ বই-টই তর্জ্জমা করতে সহায়তা করে ষ্টার্ডিকে—আমার অনুপস্থিতিতে ষ্টার্ডির সঙ্গে বইপত্র তর্জ্জমা করে এই মাত্র। অধিক আমি আশা করি না।···কেবল এই দরকার, আমার অবর্ত্তমানে একটু আধটু সংস্কৃত পড়ায় বা তর্জ্জমা করে—এই বাস্, আবার কি করবে? গিরিশবাবু এদেশে বেড়িয়ে যান না, বেশ কথা। ইংলণ্ড ও আমেরিকা ঘুরে যেতে ৩০০০৲ টাকা মাত্র পড়বে। যত লোক এ সব দেশে আসে, ততই ভাল। তবে ঐ টুপিপরা সাহেব হতভাগাদের দেখলে গা জ্বলে। ভূত কালো—আবার সাহেব! ভদ্রলোকের মত দেশী কাপড়-চোপড় পর্ বাবা, তা না হয়ে, ঐ জানোয়ারী রূপ! আর কেন, হরি বল! এখানে সমস্তই ব্যয়, আয় এক পয়সাও নাই। ষ্টার্ডি আমার জন্য অনেক টাকা খরচ করেছে। এখানে লেকচারে আমাদের দেশের মত উল্টে ঘর থেকে খরচ করতে হয়। তবে অনেকদিন করলে ও খাতির জমে গেলে খরচটা পুষিয়ে যায়।

টাকা কড়ি সেই যা প্রথম বৎসর আমেরিকায় করি, (তারপর হতে এক পয়সাও নিই না) তা প্রায় ফুরিয়ে গেল ; আমেরিকায় পঁহুছিবার মত মাত্র আছে। আমার এই ঘুরে ঘুরে লেকচার করে শরীর অত্যন্ত নার্ভাস (স্নায়ুপ্রধান) হয়ে পড়েছে—প্রায় ঘুম হয় না, ইত্যাদি। তার উপর একলা। দেশের লোকের কথা কি বল ? কেউ না একটা পয়সা দিয়ে এপর্য্যন্ত সহায়তা করেছে, না একজন সাহায্য করতে এগিয়েছে। এ সংসারে সকলেই সাহায্য চায়—এবং যত কর ততই চায়। তার পর যদি আর না পার ত তুমি চোর !

…যা লিখতে হয় ষ্টার্ডিকে লিখবে—লোক পাঠাবার মতামত—যখন আসছে যুগে তোমরা সিদ্ধান্তয় উপস্থিত হবে।…শশীকে আমি বিশ্বাস করি, ভালবাসি। He is the only faithful and true man there (ওখানে সেই একমাত্র বিশ্বস্ত ও খাঁটি লোক)। তার ব্যাম ফ্যাম সব প্রভুর কৃপায় ভাল হয়ে যাবে। তার সব ভার আমার।… ইতি

বিবেকানন্দ

(২) ইং

লণ্ডন

১৮ই নবেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

'ব্রহ্মবাদিন্' সম্বন্ধে আমার গোটাকতক প্রস্তাব আছে। আমি ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছি যে, আমেরিকায় ওর অনেক-গুলি গ্রাহক হয়েছে। ইংলণ্ডেও তোমায় কতকগুলি গ্রাহক যোগাড় করে দেবো। ইংলণ্ডে আমার কাজ বাস্তবিক খুব চমৎকার হয়েছে , আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। ইংরাজেরা খবরের

কাগজে বেশী বকে না; কিন্তু তারা নীরবে কাজ করে। আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডে অনেক বেশী কাজ হবে নিশ্চিত বলেই আমার স্থির বিশ্বাস। দলে দলে লোক আসছে, কিন্তু এত লোকের ত আমার জায়গা নেই। সুতরাং বড় বড় সম্ভ্রান্ত মহিলা ও আর আর সকলেই মেজের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে। আমি তাদের কল্পনা করতে বলি যে, তারা যেন ভারতের আকাশ-তলে শাখাপ্রশাখাসমন্বিত বিস্তীর্ণ বটবৃক্ষের নীচে বসে আছে—আর তারা অবশ্য এ ভাবটা পছন্দই করে। আমাকে আগামী সপ্তাহেই এখান থেকে চলে যেতে হবে—তাই এরা ভারি দুঃখিত। কেউ কেউ ভাবছে, আমি যদি এত শীঘ্র চলে যাই, আমার এখানকার কাজের ক্ষতি হবে। আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমি কোন লোক বা জিনিসের ওপর নির্ভর করি না—একমাত্র প্রভুই আমার ভরসা এবং তিনি আমার ভেতর দিয়ে কাজ করছেন।

'ব্রহ্মবাদিনে'র প্রত্যেক সংখ্যায় ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু লেখা বেরুনো দরকার। দ্বিতীয়তঃ, ওর লেখার ধাঁজটা ভারি কটমটে—একটু যাতে স্বচ্ছ, প্রসাদগুণসম্পন্ন ও ওজস্বী হয়, তার চেষ্টা কর। গত সংখ্যায় ক্ষত্রিয়দের খুব বাড়ান হয়েছে, পরের সংখ্যাটায় ব্রাহ্মণদের খুব প্রশংসা কর, তার পরের সংখ্যাটায় বৈশ্যদের। কপট ও কাপুরুষ না হয়ে সকলকে খুশী কর। দৃঢ়তা ও পবিত্রতার সহিত তোমাদের নিজেদের ভাবগুলি আঁকড়ে ধরে থাক; আর এখন যেরূপ বাধাই আসুক না কেন, জগৎ অবশেষে তোমাদের কথা শুনবেই শুনবে। আরও কতকগুলো

বিজ্ঞাপন যোগাড়ের চেষ্টা কর—বিজ্ঞাপনের জোরেই কাগজ চলে। আমি তোমার জন্য 'ভক্তি' সম্বন্ধে বড় একটা কিছু লিখব; কিন্তু এটি মনে রেখো যে, বাঙ্গালীদের ভাষায়, 'আমার মরবার পর্য্যন্ত সময় নেই।' দিবারাত্র কাজ, কাজ, কাজ! নিজের রুটির যোগাড় করতে হচ্ছে এবং আমার দেশকে সাহায্য করতে হচ্ছে—সব একলাই; আর তার দরুণ শত্রুমিত্র সকলেরই কাছে কেবল গাল খাচ্ছি! যাই হোক, তোমরা ত শিশুমাত্র—আমাকে সব সহ্য করতে হবে।

আমি কলকাতা থেকে একজন সন্ন্যাসীকে ডেকে পাঠিয়েছি, তাকে লণ্ডনে কাজের জন্য রেখে যাব। আমেরিকার জন্য আমার আর একজনের আবশ্যক। তোমরা কি মান্দ্রাজ থেকে উপযুক্ত একজন কাউকে পাঠাতে পার না? অবশ্য তার খরচপত্র সব আমি দেব। তার ইংরেজী সংস্কৃত দু-ই ভাল জানা চাই—ইংরেজীটা একটু বেশী। আবার তার খুব শক্ত লোক হওয়া দরকার—মেয়ে প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে যেন বিগড়ে না যায়। অধিকন্তু তার সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ হওয়া চাই। তোমার কি সংস্কৃত চলনসই গোছ জানা আছে? জি জি কিছু কিছু জানে। আমি আমার নিজ জন চাই। গুরুভক্তিই সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল। আমার আশঙ্কা হয়, তুমি তোমার কাগজ ফেলে আসতে পারবে না। জি জি কি আসতে পারে? আমি দু জন লোককে এই দুই কেন্দ্রে রেখে যেতে চাই, তার পর ভারতে ফিরে গিয়ে তাদের অবসর দেবার জন্য নূতন নূতন লোক পাঠাব। বাস্তবিক আমি অবিরাম কাজ করে করে ক্লান্ত

হয়ে পড়েছি। আমি যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করেছি, আর কোন হিন্দুকে এরূপ করতে হলে সে এতদিনে রক্ত-বমি করে মরে যেত। কে মেনন পূর্ব্বের মতই বিশ্বস্ত ও অনুগত আছেন। তিনি প্রায়ই এসে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকেন। আমাকে C/o মিস্ মেরি ফিলিপ্স্, ১৯, পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা, নিউইয়র্ক ঠিকানায় পত্র লিখো। আমি আগামী সপ্তাহে (আমেরিকায়) যাচ্ছি এবং আগামী গ্রীষ্মে (এখানে) আবার ফিরব। ইতিমধ্যে কাকে পাঠাবে ভাবতে থাক। আমি দীর্ঘকাল বিশ্রামের জন্য ভারতে যেতে চাই। কিডি, ডাক্তার, সেক্রেটারি সাহেব, বালাজী এবং বাকী সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে। সদা আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

পুঃ—'ব্রহ্মবাদিনে' বিবিধ সংবাদের একটা স্তম্ভ থাকা উচিত। একটি ভক্ত বৈরাগী shuffled off his mortal coil (নশ্বর বন্ধন ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন)—এইরূপ ভাবের ভাষা লিখো না। ভক্ত বৈরাগীর মৃত্যুর সঙ্গে এইরূপ বাক্যযোজনা একটু হাস্যোদ্দীপক।

(৩) ইং

লণ্ডন

২১শে নবেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয়—,

আমি ব্রিটানিকা জাহাজে চড়ে আগামী ২৭শে বুধবার (আমেরিকা) রওনা হচ্ছি। এখানে এ পর্য্যন্ত আমার যতটা কাজ

হয়েছে, তা বেশ সন্তোষজনক হয়েছে এবং আগামী গ্রীষ্মে চমৎকার কাজ করতে পারব বলে আমার বিশ্বাস আছে। ...ভালবাসাদি জানবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

(৪) ইং
মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত

২২৮, পশ্চিম ৩৯ সংখ্যক রাস্তা
নিউইয়র্ক
৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস্ বুল,

আপনার পত্রে আমায় যে আহ্বান জানিয়েছেন তজ্জন্য অজস্র ধন্যবাদ। দশ দিন অতি বিরক্তিকর দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর আমি গত শুক্রবার এখানে পৌঁছেছি। সমুদ্র ভয়ানক বিক্ষুব্ধ ছিল এবং জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম আমি 'সমুদ্রপীড়ায়' অতিশয় কষ্ট পেয়েছি। আপনি একটি পৌত্র লাভ করেছেন জেনে আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি; শিশুটির মঙ্গল হউক। দয়া করে মিসেস্ এ্যাডাম্সন ও মিস্ থার্সবিকে আমার ঐকান্তিক ভালবাসা জানাবেন।

ইংলণ্ডে আমি জনকয়েক বিশিষ্ট বন্ধু করে এসেছি। আগামী গ্রীষ্মে আমি পুনরায় ফিরে যাব—এই আশায় তাঁরা আমার এই অনুপস্থিতিকালে তথায় কাজ করবেন। এখানে আমি কি প্রণালীতে কাজ করব তা এখনও স্থির করি নাই। ইতিমধ্যে একবার ডিট্রয়েট ও চিকাগো ঘুরে আসবার ইচ্ছা

আছে—তারপর নিউইয়র্কে ফিরব। সাধারণের কাছে প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা দেওয়াটা আমি একেবারে ছেড়ে দেব স্থির করেছি; কারণ আমি দেখছি, আমার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাজ হচ্ছে—প্রকাশ্য বক্তৃতায় কিংবা আপনাআপনি ক্লাসে—একদম টাকাকড়ির সংশ্রব না রাখা। পরিণামে ওতে কাজের ক্ষতি হবে এবং এতে অসৎ দৃষ্টান্ত দেখান হবে।

ইংলণ্ডে আমি ঐ ধারায় কার্য্য করেছি, এবং লোকেরা স্বেচ্ছায় যে টাকাকড়ি দিতে এসেছিল তাও ফেরৎ দিয়েছি। মিঃ ষ্টার্ডির টাকা থাকায় বড় বড় হলে বক্তৃতা দেবার অধিকাংশ খরচ তিনিই বহন করতেন এবং বাকী আমি করতাম। এতে বেশ কাজ চলেছিল। আর একটি নীচ দৃষ্টান্ত দিলে যদি দোষ না হয় ত বলি, ধর্ম্মের হাটেও চাহিদার চেয়ে বেশী মাল সরবরাহ করা ঠিক নয়। চাহিদা এবং শুধু চাহিদা অনুযায়ীই সরবরাহ হওয়া চাই। যদি লোকে আমাকে চায়, তবে তারাই বক্তৃতার সমস্ত বন্দোবস্ত করবে। এই সমস্ত নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নাই। যদি আপনি মিসেস্ এ্যাডামস্ ও মিস্ লকির সঙ্গে পরামর্শ করে মনে করেন যে, আমার চিকাগো গিয়ে ধারাবাহিক কতকগুলি বক্তৃতা দেওয়া সম্ভবপর হবে, তবে আমাকে লিখবেন; অবশ্য টাকাকড়ির ব্যাপার একদম বাদ দিতে হবে।

আমি বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী দলের পক্ষপাতী। তারা নিজেদের কাজ নিজেদের মত করুক, তারা যা খুশী করুক। আমার নিজের সম্বন্ধে আমার এইটুকু বক্তব্য যে, আমি নিজেকে

কোন প্রতিষ্ঠানের ভেতর জড়াতে চাই না। আশা করি, আপনার শরীর মন ভাল আছে। ইতি

ভগবদাশ্রিত আপনার
বিবেকানন্দ

(৫) ইং

মিস্ ম্যাক্‌লাউড্‌কে লিখিত

২২৮, পশ্চিম ৩৯ সংখ্যক রাস্তা
নিউইয়র্ক
৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় জো-জো,

সারাজীবনে যত সমুদ্রযাত্রা হয়েছে, তার মধ্যে এই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক দশদিনব্যাপী সমুদ্রযাত্রার পরে নিউইয়র্কে পৌঁছেছি। একাদিক্রমে দিনকয়েক বড়ই পীড়িত ছিলাম।

ইউরোপের তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে শহরগুলির পরে নিউ-ইয়র্কটাকে বড়ই নোংরা ও হতচ্ছাড়া মনে হয়। আগামী সোমবার হতে কাজ আরম্ভ করব। এ্যালবার্টা যাঁদের 'স্বর্গীয় দম্পতি' বলে, তাঁদের কাছে তোমার বাণ্ডিলগুলি ঠিক ঠিক পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। চিরকালেরই মত তাঁরা বড় সহৃদয়। মিঃ ও মিসেস্ হ্যাল্‌মন ও অপরাপর বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। ঘটনাক্রমে মিসেস্ গার্ণ্‌সির ওখানে মিসেস্ পীকের সঙ্গে দেখা হয়; কিন্তু এ যাবৎ মিসেস্ রথিবার্গারের কোন খবর নাই। 'স্বর্গের পাখীদের' সঙ্গে এই বড়দিনের সময় রিজলিতে যাচ্ছি; তুমিও ওখানে থাকলে কতই না আনন্দ হত!

লেডি ইজাবেলের সঙ্গে তোমার মধুর আলাপপরিচয়াদি হয়ে গেছে বোধ হয়? সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে এবং নিজেও বহু মহাসাগর-প্রমাণ ভালবাসা জানবে।

চিঠি ছোট হল বলে কিছু মনে করো না; আগামী বার থেকে বড় বড় সব লিখব।

সদা প্রভুপদাশ্রিত
তোমাদের
বিবেকানন্দ

(৬) ইং

২২৮, পশ্চিম ৩৯ সংখ্যক রাস্তা
নিউইয়র্ক
১০ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয়—,

…আমি সেক্রেটারীর পত্র পেয়েছি এবং তাঁর অনুরোধ মত হার্ভার্ড দার্শনিক ক্লাবে আনন্দের সহিত বক্তৃতা দেব। তবে অসুবিধা এই যে, আমি এখন এক মনে লিখতে আরম্ভ করেছি; কারণ আমি এমন কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক লিখে ফেলতে চাই, যেগুলি আমি চলে গেলে, আমার কাজের ভিত্তিস্বরূপ হবে। তার পূর্ব্বে আমাকে চারখানি ছোট ছোট বই তাড়াতাড়ি করে শেষ করতে হবে।

এই মাসে চারটি রবিবাসরীয় বক্তৃতার জন্য বিজ্ঞাপন বের করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ব্রুক্‌লিনে যে বক্তৃতাগুলি

দিতে হবে, ডাক্তার জেন্‌স্‌ প্রভৃতি তার বন্দোবস্ত করছেন। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছাদি জানবে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(৭) ইং

মিঃ ই টি ষ্টার্ডিকে লিখিত

২২৮, পশ্চিম ৩৯ সংখ্যক রাস্তা
নিউইয়র্ক
১৬ই (?) ডিসেম্বর, ১৮৯৫

স্নেহাশীর্ব্বাদভাজনেষু,

তোমার সব কখানি চিঠি একই ডাকে আজ এসেছে। মিস্‌ মূলারও আমায় একখানি লিখেছেন। তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় পড়েছেন যে, স্বামী কৃষ্ণানন্দ ইংলণ্ডে আসছেন। তাই যদি হয়, তবে আমি যাদের পেতে পারি তাদের মধ্যে ইনিই হবেন সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী।

এখানে সপ্তাহে আমার ছটি করে ক্লাস হচ্ছে; তা ছাড়া প্রশ্নোত্তর ক্লাসও একটি আছে। শ্রোতার সংখ্যা ৭০ থেকে ১২০ পর্য্যন্ত হয়। এছাড়া প্রতি রবিবারে আমি সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি বক্তৃতা দেই। গত মাসে যে সভাগৃহে আমার বক্তৃতাগুলি হয়েছিল, তাতে ৬০০ জন বসতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ ৯০০ জন আসত—৩০০ জন দাঁড়িয়ে থাকত, আর ৩০০ জন জায়গা না পেয়ে ফিরে যেত। সুতরাং এ সপ্তাহে একটা বৃহত্তর হল নিয়েছি, যাতে ১২০০ জন বসতে পারবে।

এই বক্তৃতাগুলিতে যোগ দেবার জন্য কোন অর্থাদি চাওয়া হয় না; কিন্তু সভায় যা চাঁদা ওঠে তাতে বাড়ী-ভাড়াটা পুষিয়ে যায়। এ সপ্তাহে খবরের কাগজগুলির দৃষ্টি আমার উপর পড়েছে এবং এ বৎসর আমি নিউইয়র্ককে অনেকটা মাতিয়ে তুলেছি। আমি যদি এই গ্রীষ্মে এখানে থাকতে পারতুম এবং গ্রীষ্মের জন্য একটা আড্ডা করতে পারতুম তবে এখানে কাজটা সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলতে থাকত। কিন্তু মে মাসে আমি ইংলণ্ডে যাবার সঙ্কল্প করেছি বলে, আমায় এটা অসম্পূর্ণই রেখে যেতে হবে। অবশ্য কৃষ্ণানন্দ যদি ইংলণ্ডে আসেন এবং তাঁকে তোমার সুদক্ষ ও সুযোগ্য বলে মনে হয় এবং তুমি যদি বুঝতে পার যে, এই গ্রীষ্মে আমার অনুপস্থিতিতে কাজটার ক্ষতি হবে না, তবে আমি বরং গ্রীষ্মটা এখানেই থেকে যাব।

অধিকন্তু আমার ভয় হচ্ছে, অবিরাম কাজের চাপে আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমার কিছু বিশ্রাম আবশ্যক। আমরা এই সব পাশ্চাত্ত্য রীতিতে অনভ্যস্ত—বিশেষতঃ ঘড়ি-ধরে-চলা বিষয়ে। 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকাখানি এখানে সুন্দর চলছে! আমি ভক্তি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছি; তা ছাড়া মাসিক কাজের একটা বিবরণও তাদের পাঠাচ্ছি। মিস্ মূলার আমেরিকায় আসতে চান; আসবেন কি না জানি না। এখানে জনকয়েক বন্ধু আমার রবিবাসরীয় বক্তৃতাগুলি ছাপছেন। প্রথমটির কয়েক কপি আমি তোমায় পাঠিয়েছি। আগামী ডাকে পরবর্ত্তী দুটি বক্তৃতার কয়েক কপি তোমাকে পাঠাব এবং তোমার যদি পছন্দ হয় তবে অনেকগুলি পাঠিয়ে দেব। ইংলণ্ডে কয়েক শত কপি

বিক্রীর ব্যবস্থা করতে পার কি?—তাতে ওরা পরবর্ত্তী বক্তৃতাগুলি ছাপতে উৎসাহিত হবে।

আগামী মাসে আমি ডিট্রয়েট যাব, তার পরে বষ্টনে ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। অতঃপর আমি কিছু বিশ্রাম লব; এবং তার পরে ইংলণ্ডে যাব—যদি না তুমি মনে কর যে, আমাকে বাদ দিয়েও কৃষ্ণানন্দের সাহায্যে সব সুরাহা হয়ে যাবে। ইতি

সতত স্নেহপর ও আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ

(৮) ইং

২২৮, পশ্চিম ৩৯ সংখ্যক রাস্তা
নিউইয়র্ক
২০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এই সঙ্গে 'ভক্তিযোগে'র কপি কতকটা পূর্ব্ব থেকেই পাঠালাম—সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম সম্বন্ধেও একটা বক্তৃতা পাঠালাম। এরা এখন একজন সাঙ্কেতিকলিখনবিৎ নিযুক্ত করেছে, এবং আমি ক্লাসে যা কিছু বলি, সে সেই সব টুকে নেয়। সুতরাং এখন তুমি কাগজের জন্য যথেষ্ট মাল পাবে। এগিয়ে চল। ষ্টার্ডি পরে আরও লিখবে। ইংলণ্ডে এরা নিজেদের একটা কাগজ বার করবে মনে করছে—সেই জন্য 'ব্রহ্মবাদিনে'র জন্য আমি বেশী কিছু করতে পারি নি। কাগজটার বাইরে একটা মানানসই মলাট না দেবার মানেটা কি বল দেখি? এখন কাগজটার ওপর তোমাদের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ কর; কাগজটা দাঁড়িয়ে যাক

—আমি এটা দেখতে দৃঢ়সঙ্কল্প। ধৈর্য্য ধরে থাক এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে থাক। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না। টাকা-কড়ির লেন-দেন বিষয়ে সম্পূর্ণ খাঁটী হও। তাড়াহুড়ো করে টাকা রোজগারের চেষ্টা করো না—ওসব ক্রমে হবে। আমরা এখনও বড় বড় কাজ করবো জেনো। প্রতি সপ্তাহে এখান থেকে কাজের একটা রিপোর্ট পাঠান হবে। যত দিন তোমাদের বিশ্বাস, সাধুতা ও নিষ্ঠা থাকবে ততদিন সব বিষয়ে উন্নতিই হবে। আগামী মেলে কাগজটা সম্বন্ধে সব কথা আমায় লিখবে।

বৈদিক স্ক্তগুলি অনুবাদের সময় ভাষ্যকারদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখো, পাশ্চাত্ত্যবিদ্‌দের দিকে একদম দেখো না। ওরা কিছুই বোঝে না। শুধু ভাষাতত্ত্ববিদেরা ধর্ম্ম বা দর্শন বুঝতে পারে না।

'ভক্তিযোগ' সম্বন্ধে লেখাগুলো অনেকটা প্রণালীবদ্ধ আকারে আছে; কিন্তু ক্লাসে যে সব বলা হয়েছে, সেগুলো অমনি এলোপাতাড়ি বলা হয়েছে—সুতরাং সেগুলো একটু দেখেশুনে ছাপাতে হবে। তবে আমার ভাবগুলোর ওপর বেশী কলম চালিও না। সাহসী ও নির্ভীক হও—তা হলেই রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। 'ভক্তিযোগ'টা বহুদিন ধরে তোমাদের কাগজের খোরাক যোগাবে। তারপর ওটা গ্রন্থাকারে ছাপিও। ভারত, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে উহা খুব বিক্রী হবে। মনে রেখো, থিওসফিষ্টদের সঙ্গে যেন কোন প্রকার সম্বন্ধ না রাখা হয়। তোমরা যদি সকলে আমাকে ত্যাগ না কর, আমার পশ্চাতে ঠিক খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পার এবং ধৈর্য্য না হারাও, তবে আমি তোমাদের নিশ্চিত করে বলতে

পারি, আমরা আরও খুব বড় বড় কাজ করতে পারব! হে বৎস, ইংলণ্ডে ধীরে ধীরে খুব বড় কাজ হবে। আমি বুঝতে পারছি, তুমি মাঝে মাঝে নিরুৎসাহ হয়ে পড়; আর আমার ভয় হয়, তোমার থিওসফিষ্টদের হাতে পড়বার প্রলোভন আসে। এইটি মনে রেখো, ইতিহাসের এই একমাত্র সাক্ষ্য যে, গুরুভক্তে জগৎ জয় করবে। আমি জি জির চিঠি পেয়ে ভারী খুশী হয়েছি। বিশ্বাসেই মানুষকে সিংহ করে। তুমি সর্ব্বদা মনে রেখো, আমাকে কত কাজ করতে হয়। কখনও কখনও দিনে দু-তিনটা বক্তৃতা করতে হয়। তারপর সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতা কাটিয়ে রুটির যোগাড় করতে হয়—কঠিন কাজ! আমার চেয়ে নরম জানের লোক হলে এতেই তার মৃত্যু হত। ষ্টার্ডির প্রবন্ধটা ছাপিয়েছ কি? মিঃ কৃষ্ণ মেনন আমাকে বরাবর বলে এসেছে—সে লিখবে; কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সে এখনও কিছু লিখে নি। ইংলণ্ডে সে দুরবস্থায় পড়েছে। আমি তাকে ৮ পাউণ্ড দিয়ে সাহায্য করেছি—এর বেশী আর আমার করবার ক্ষমতা ছিল না। আমি বুঝতে পারছি না, সে দেশে ফিরছে না কেন। তার কাছ থেকে কিছু আশা করো না। বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সহিত লেগে থাক। সত্যনিষ্ঠ, সাধু ও পবিত্র হও—আর নিজেদের ভেতর বিবাদ করো না। ঈর্ষ্যাই আমাদের জাতির অভিশাপস্বরূপ।

মেল যাচ্ছে—তাড়াতাড়ি করে চিঠিখানা শেষ করতে হচ্ছে। তোমাকে ও আমাদের সকল বন্ধুবান্ধবকে ভালবাসা জানাচ্ছি। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনঃ—পূর্ব্বে যে সূক্তের অনুবাদের কথা বলেছি, তার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখ—'ব্রহ্মবাদিনে' প্রথম সংখ্যায় ঋগ্বেদসংহিতার "আনিদ-বাতং" এর অনুবাদ করা হয়েছে—"তিনি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস না নিয়ে জীবনধারণ করতে লাগলেন।" এখন প্রকৃতপক্ষে এখানে মুখ্য প্রাণকে লক্ষ্য করা হয়েছে, আর "অবাতং" শব্দের আক্ষরিক অর্থ "অবিচলিতভাবে" অর্থাৎ "অস্পন্দভাবে"। ইহাতে কল্পপ্রারম্ভে প্রাণের অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিনী জাগতিক শক্তির অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এই বিষয়ে ভাষ্যকারগণের ভাষ্য আলোচনা কর। আমাদের ঋষিগণের জ্ঞানানুসারে ব্যাখ্যা কর—আহাম্মক ইউরোপীয়গণের মতে নয়। ফিরিঙ্গিরা কি জানে? ইতি

বিবেকানন্দ

(৯) ইং

স্বামী সারদানন্দকে লিখিত

২২৮, পশ্চিম ৩৯ সংখ্যক রাস্তা
নিউইয়র্ক
২৩ শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় শরৎ,

তোমার পত্রে আমি শুধু অধিক দুঃখিতই হয়েছি। আমি দেখছি, তুমি একেবারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছ। আমি তোমাদের সকলকে—তোমাদের ক্ষমতা ও অক্ষমতাকে—জানি। তুমি কোন কাজে অপারগ হলে আমি তোমায় তাতে ডাকতুম না; আমি তোমায় শুধু সংস্কৃতের প্রাথমিক বিষয়গুলি শিখাতে বলতুম এবং অভিধান প্রভৃতির সাহায্যে অনুবাদ ও অধ্যাপনার

কাজে ষ্টার্ডির সহায়তা করতে বলতুম। আমি তোমাকে ঐ কাজের জন্য গড়ে নিতুম। বস্তুতঃ যে কেহ ঐ কাজ চালাতে পারত—একান্ত প্রয়োজন ছিল সংস্কৃতের শুধু একটু চলনসই জ্ঞানের। যাক্, যা হয় সব ভালর জন্যই! এটা যদি ঠাকুরের কাজ হয়, তবে ঠিক জায়গার জন্য ঠিক লোক যথা সময়ে এসে যাবে। তোমাদের কারও নিজেকে উত্ত্যক্ত মনে করাব প্রয়োজন নাই। হাইভিউ, কেভার্শ্যাম্, রিডিং, ইংলণ্ড—এই ঠিকানায় ষ্টার্ডির নিকট টাকা পাঠিয়ে দিও।

সান্যালের বিষয়ে বক্তব্য এই—টাকা কে নিচ্ছে বা না নিচ্ছে তা আমি গ্রাহ্য করি না; কিন্তু বাল্যবিবাহকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। এ জন্য আমি ভয়ানক ভুগেছি, আব এই মহাপাপে আমাদের জাতকে ভুগতে হচ্ছে। অতএব এরূপ পৈশাচিক প্রথাকে যদি আমি প্রত্যক্ষতঃ বা পরোক্ষতঃ সমর্থন করি, তবে নিজেই নিজের কাছে ঘৃণ্য হব। আমি তোমাকে এ বিষয়ে স্পষ্টই লিখেছিলাম; এবং সান্যালের পক্ষে এমন কোনই যুক্তি ছিল না যাতে সে "মোকদ্দমা আছে এবং তা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করছি" ইত্যাদি লিখে আমায় ধোঁকা দিতে পারে। আমি কখনও তার অনিষ্ট না করলেও সে যে আমাকে ঠকিয়েছে, এতে আমি দুঃখিত। এই ত দুনিয়া! তুমি যতই ভাল কর না কেন, আসে যায় না; কিন্তু যাই তুমি তা না করবে, অমনি ঠাকুর তোমায় না বাঁচালে তুমি পাজী বলে গণ্য হবে; তাই না? আমার মত ভাবপ্রবণ লোককে আত্মীয়-স্বজনরা সর্ব্বদাই লুটেপুটে খায়। এ দুনিয়া নিষ্ঠুর! যতক্ষণ আমরা

এর দাস হয়ে থাকি ততক্ষণই সে আমাদের বন্ধু—তার বেশী নয়। তামাম দুনিয়া পড়ে আছে আমার জন্য; এর এক কোণে আমি চিরকালই স্থান পাব। ভারতের লোকেরা যদি আমায় পছন্দ না করে, অপরেরা করবে। বাল্যবিবাহরূপ এই আসুরিক প্রথার উপর আমাকে যথাশক্তি দৃঢ়ভাবে পদাঘাত করতে হবে—সে জন্য তোমাতে কোন দোষ বর্ত্তাবে না। তোমার ভয় হয় ত তুমি দূর হতে নিজেকে বিপদ থেকে বাঁচাও। আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে—এটা অস্বীকার করলেই হল; আর আমিও তা দাবী করার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহান্বিত নই। আমি দুঃখিত—অতি দুঃখিত যে, খুকীদের জন্য বর যোগাড়ের ব্যাপারের সঙ্গে আমি মোটেই নিজেকে জড়াতে পারব না; ভগবান আমার সহায় হউন! আমি এতে কোন দিন ছিলাম না এবং কোন দিন থাকবও না। ম—বাবুর কথা ভাব দেখি! এর চেয়ে বেশী কাপুরুষ বা পশুপ্রকৃতির লোক কখন দেখেছ কি? মোদ্দা কথা এই—আমার সাহায্যের জন্য এরূপ লোক চাই যারা সাহসী, অদমনীয় ও বিপদে অপরাঙ্মুখ—আমি খোকাদের ও ভীরুদের চাই না। প্রত্যুত আমি একাই কাজ করব। আমায় একটা ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে। আমি একাই তা সম্পন্ন করব। কে আসে বা কে যায় তাতে আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। সান্ন্যাল ইতিমধ্যেই সংসারে ডুবেছে, আর তোমাতেও দেখছি তার ছোঁয়াচ লাগছে! বাবা, সাবধান! এখনও সময় আছে। তোমায় এইটুকু মাত্র উপদেশ দেওয়া আমার কর্ত্তব্য মনে করেছিলাম। অবশ্য এখন তোমরা স্বপ্রধান বড়

লোক—আমার কথা তোমাদের নিকট মোটেই বিকাবে না। কিন্তু আমি আশা করি যে, এমন সময় আসবে যখন তোমরা স্পষ্টতর দেখতে পাবে, জানতে পাবে এবং সম্প্রতি যেরূপ ভাবছ তা থেকে অন্যরূপ ভাববে।

আমি যোগেনের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। আমার মনে হয় না যে, কলকাতা তার পক্ষে অনুকূল। ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে হজমের অপূর্ব্ব উপকার হয়।...

এবার আসি! আর তোমাদের বিরক্ত করব না; তোমাদের সকলের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ হোক! আমি অতি আনন্দিত যে, কখনও তোমাদের কাজে লেগেছি—অবশ্য তোমরাও যদি তাই মনে কর। অন্ততঃ গুরুমহারাজ আমার উপর যে কর্ত্তব্য অর্পণ করেছিলেন তা সম্পন্ন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি —এই ভেবে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করছি; উহা সুসম্পন্ন হোক আর নাই হোক আমি চেষ্টা করেছি জেনেই খুশী আছি। সুতরাং তোমাদের নিকট বিদায়! তোমাদের যথেষ্ট শক্তি আছে; আর আমার পক্ষে যতটা হওয়া সম্ভব তোমরা তার চেয়েও উঁচু; সুতরাং তোমরা নিজের পথে চল। সান্যালকে বলবে যে, আমি তার উপর মোটেই রাগ করিনি—পরন্তু আমি দুঃখিত, পরম দুঃখিত হয়েছি। এটা টাকার জন্য নয়—টাকাতে আর কি যায় আসে! কিন্তু সে একটা নীতি লঙ্ঘন করেছে এবং আমার উপর ধাপ্পাবাজি করেছে বলেই আমি ব্যথিত হয়েছি। তার কাছে বিদায় নিচ্ছি, আর তোমাদেরও সকলের কাছে। আমার জীবনের একটা পরিচ্ছেদ শেষ হয়ে গেল। অপরেরা তাদের পালা অনুযায়ী আসুক—

তারা আমায় প্রস্তুত দেখতে পাবে। তুমি আমার জন্য মোটেই ব্যতিব্যস্ত হয়ো না। আমি কোন দেশের কোন মানুষের তোয়াক্কা রাখি না। সুতরাং বিদায়! ঠাকুর তোমাদিগকে চিরকাল, সুচিরকাল আশীর্ব্বাদ করুন! ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(১০) ইং

মিস্ এস্ ফার্ম্মারকে লিখিত

নিউইয়র্ক

২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনি,

এই যে জগৎ যেখানে কিছুই নষ্ট হয় না, যেখানে আমরা জীবন-নামধেয় মৃত্যুর মধ্যে বাস করি, এখানে প্রত্যেক চিন্তা জীবিত থাকে—তা প্রকাশ্যেই করা হোক অথবা অপ্রকাশ্যেই করা হোক, সদর রাস্তার ভিড়ের মধ্যেই হোক অথবা প্রাচীন কালের নিবিড় নিভৃত অরণ্য মধ্যেই হোক। তারা ক্রমাগত শরীর পরিগ্রহ করবার চেষ্টা করছে, এবং যতদিন না করছে, ততদিন অভিব্যক্ত হবার জন্য চেষ্টা করবেই এবং উহাদিগকে যতই চাপবার চেষ্টা করা হোক না কেন, উহারা কিছুতেই নষ্ট হবে না। কিছুরই বিনাশ নাই—যে সকল চিন্তা অতীতে অনিষ্ট-সাধন করেছিল, তারাও শরীর পরিগ্রহের চেষ্টা করছে, তারাও পুনঃ পুনঃ প্রকাশের দ্বারা শুদ্ধ হয়ে অবশেষে সম্পূর্ণ সৎ চিন্তায় পরিণত হবার চেষ্টা করছে।

সুতরাং বর্ত্তমান কালেও এমন কতকগুলি ভাবরাশি বিদ্যমান আছে যারা আত্মপ্রকাশে সচেষ্ট। এই অভিনব ভাবরাশি আমাদিগকে বলছে যে, আমাদের অন্তরে যে ভেদের কল্পনা আছে—কোন বস্তু স্বরূপতঃ ভাল বা মন্দ এবম্বিধ যে কল্পনা আছে এবং তাহাদিগকে দাবানোর জন্য যে ততোধিক উৎকট বৃথা আশা রয়েছে—এ সমস্তকেই পরিহার করতে হবে। উহা আমাদিগকে এই শিখাচ্ছে যে, জগতের উন্নতির রহস্য হচ্ছে প্রবৃত্তির উচ্ছেদ নহে, পরন্তু উচ্চতর দিকে উহার মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। উহা শিখাচ্ছে যে, এই জগৎ ভাল ও মন্দ দিয়ে প্রস্তুত নয়; প্রত্যুত এর উপাদান হচ্ছে ভাল ও তার চেয়ে ভাল এবং তারও চেয়ে ভাল। উহা সকলকে নিজ কোলে টেনে না নেওয়া পর্য্যন্ত তৃপ্ত হয় না। উহা শিক্ষা দেয় যে, কোন অবস্থাতেই একেবারে হাল ছেড়ে দেবার কারণ নাই। সুতরাং যে কোনও মনোবৃত্তি, নীতি বা ধর্ম্মকে সে যে অবস্থায় পায় সে অবস্থাতেই আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করে, এবং উহার উপর বিন্দুমাত্র দোষারোপ না করে উহাকে বলে যে, এ পর্য্যন্ত সে ভালই করেছে; অতঃপর এখন আরও ভাল করার সময় এসেছে। প্রাচীন কালে যাকে মন্দের পরিবর্জ্জনরূপে কল্পনা করা হত, এই নব শিক্ষানুসারে তাকে বলা হয় মন্দের রূপান্তরপরিগ্রহ—ভাল হতে আরও ভাল করবার চেষ্টা। সর্ব্বোপরি ইহা এই শিক্ষা দেয় যে, আমাদের যদি পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে দেখবে যে, স্বর্গরাজ্য পূর্ব্ব হতেই বিদ্যমান; মানুষের যদি দেখবার সাধ থাকে তবে সে দেখবে যে, সে পূর্ব্ব হতেই পূর্ণ। . . .

বিগত গ্রীষ্ম ঋতুতে গ্রীনএকারে যে সকল সভা হয়েছিল সেগুলি এত চমৎকার হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, তুমি পূর্ব্বোক্ত ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত যন্ত্র-স্বরূপ হয়ে উহার অবাধ প্রবেশের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রেখেছিলে এবং স্বর্গরাজ্য পূর্ব্ব হতেই বিদ্যমান আছে—নব চিন্তাপ্রণালীর এই সর্ব্বোচ্চ শিক্ষারূপ ভিত্তির উপর তুমি দণ্ডায়মান ছিলে।

তুমি এই ভাব জীবনে পরিণত করে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাবার উপযুক্ত আধাররূপে প্রভুকর্তৃক মনোনীত ও আদিষ্ট হয়েছ, এবং যে তোমাকে এই অদ্ভুত কার্য্যে সহায়তা করবে, সে প্রভুরই সেবা করবে।

আমাদের গীতাতে আছে—'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।' অর্থাৎ যারা আমার ভক্তগণের ভক্ত, তারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তুমি প্রভুর সেবিকা; সুতরাং আমি যেথা-নেই থাকি না কেন, ভগবৎপ্রেরণায় তুমি যে মহোচ্চ ব্রতে দীক্ষিতা হয়েছ তার উদ্‌যাপনে যে কোন প্রকারে সহায়তা করতে পারি, শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস আমি তৎসাধনে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করব ও তা সাক্ষাৎ প্রভুরই সেবা বলে মনে করব। ইতি

তোমার চিরস্নেহাবদ্ধ ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

(১১)

১৮৯৫

প্রিয়বরেষু,

সান্ন্যাল যে যে পুস্তক পাঠাইয়াছিল তাহা পৌছিয়াছে—

একথা লিখিতে ভুল হয়। তাহাকে জ্ঞাত করিবে। তোমাদের জন্য লিখি—

১। পক্ষপাতই সকল অনিষ্টের মূল কারণ জানিবে। অর্থাৎ যত্মপি তুমি কাহারও প্রতি অধিক স্নেহ অন্যাপেক্ষা দেখাও, তাহা হইলেই ভবিষ্যৎ বিবাদের মূল পত্তন হইবে।

২। কেহ তোমার নিকট অপর কোনও ভাইয়ের নিন্দা করিতে আসিলে তাহা বিলকুল শুনিবে না—শুনাও মহাপাপ, ভবিষ্যৎ বিবাদের স্থত্রপাত তাহাতে।

৩। অধিকন্তু সকলের দোষ সহ্য করিবে, লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিবে এবং সকলকে তুমি যদি নিঃস্বার্থ ভালবাস, সকলেই ধীরে ধীরে পরস্পরকে ভালবাসিবে। একের স্বার্থ অন্যের উপর নির্ভর করে, একথা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলেই সকলে ঈর্ষ্যা একেবারে ত্যাগ করিবে; দশজন মিলিয়া একটা কার্য্য করা আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই নাই, এজন্য ঐ ভাব আনিতে অনেক যত্ন-চেষ্টা ও বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে। আমি তোমাদের মধ্যে ত বড় ছোট দেখিতে পাই না, কাজের বেলায় সকলেই মহাশক্তি প্রকাশ করিতে পারে, আমি দেখিতে পাইতেছি। শশী কেমন স্থান জাগিয়ে বসে থাকে, তার দৃঢ়নিষ্ঠা একটা মহাভিত্তিস্বরূপ। কালী ও যোগেন টাউনহল মিটিং কেমন উত্তমরূপে সিদ্ধ করিল—কত গুরুতর কার্য্য! নিরঞ্জন সিলোন (সিংহল) প্রভৃতি স্থানে অনেক কার্য্য করিয়াছে। সারদা কত দেশ পর্য্যটন করিয়া বড় বড় কার্য্যের বীজ বপন করিয়াছে। হরির বিচিত্র ত্যাগ, স্থিরবুদ্ধি ও তিতিক্ষা আমি যখনই মনে করি

তখনই নূতন বল পাই। তুলসী, গুপ্ত, বাবুরাম, শরৎ প্রভৃতি সকলের মধ্যেই এক এক মহাশক্তি আছে। তিনি যে জহুরী ছিলেন, এখনও যদি তাতে সন্দেহ হয় তা হলে তোমাতে আর উন্মাদে তফাৎ কি? দেখ এদেশে শত শত নরনারী প্রভুকে সকল অবতারের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিতেছে। ধীরে ধীরে, মহাকার্য্য ধীরে ধীরে হয়। ধীরে ধীরে বারুদের স্তর পুঁতিতে হয়; তারপর একদিন এক কণা অগ্নি—আর সমস্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে!

তিনি কাণ্ডারী, ভয় কি? তোমরা অনন্তশক্তিমান—সামান্য ঈর্ষ্যাবুদ্ধি ও অহংপূর্ণবুদ্ধি দমন করিতে তোমাদের কদিন লাগে? যখনই ঐ বুদ্ধি আসিবে, প্রভুর কাছে শরণ লও। শরীর মন তাঁর কাজে সঁপে দাও দেখি, হাঙ্গাম মিটে যাবে একদম।

যে বাড়ীতে তোমরা আপাততঃ আছ তাহাতে স্থান পূর্ণ হইবে না, দেখিতে পাইতেছি। একটা প্রশস্ত বাটীর দরকার, অর্থাৎ সকলে গুঁতোগুঁতি করে একঘরে শোবার আবশ্যক নাই। পারতপক্ষে একঘরে দুই জনের অধিক থাকা উচিত নহে। একটা বড় হল, সেখানে পুঁথি-পাটা রাখিবে।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে কালী, হরি, তুলসী, শশী প্রভৃতি অদল-বদল করে যেন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শাস্ত্রপাঠ করে ও পরে সন্ধ্যাকালে আর একবার পাঠ ও ধ্যান-ধারণা একটু ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়। একদিন যোগ, একদিন ভক্তি, একদিন জ্ঞান ইত্যাদি বিভাগ করিয়া লইলেই হইবে। এইমত একটা রুটিন (পাঠের ক্রম) করিয়া লইলে বড়ই মঙ্গলের বিষয়—সন্ধ্যা-

কালের পাঠাদির সময় সাধারণ লোকেরা যাহাতে আসিতে পারে। এবং প্রতি রবিবার দশটা হইতে নাগাত রাত্র ক্রমান্বয়ে পাঠ-কীর্ত্তনাদি হওয়া উচিত। সেটা পাব্লিক এর (সাধারণের) জন্য। এই প্রকার নিয়মাদি করে কিছুদিন কষ্ট করে চালিয়ে দিলেই পরে আপনা হতে গড় গড় করে চলে যাবে। উক্ত হলে যেন তামাক খাওয়া না হয়। তামাক খাবার একটা যেন আলাহিদা জায়গা থাকে। এই ভাবটা তুমি যদি পরিশ্রম করে ধীরে ধীরে আনতে পার, তা হলে বুঝলাম অনেক কাজ এগুল। কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ

পুঃ—হরমোহন নাকি একটা কাগজ বার করবার যোগাড় কচ্ছিল, তার কি হল? কালী, শরৎ, হরি, মাষ্টার, জি সি ঘোষ যোগাড় করে একটা যদি পারে ত ভালই বটে।

(১২)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

১৮৯৫

অভিন্নহৃদয়েষু,

এইমাত্র তোমার পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। ভরতবর্ষে যত কার্য্য হক না হক, কার্য্য এদেশে। কাহারও এক্ষণে আসিবার দরকার নাই। আমি দেশে গিয়ে কয়েক জনকে তৈয়ার করে তুলব, তারপর পাশ্চাত্ত্য দেশে কোন ভয় থাকিবে না। গুণনিধির কথাই লিখিয়াছিলাম। হরি সিং প্রভৃতি সকলকে বিশেষ প্রেম আশীর্ব্বাদ দিবে। ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে থাকিবে

'না। কার বাপের সাধ্য খেতড়ির রাজাকে দাবায়? মা জগদম্বা তার শিয়রে। কালীরও চিঠি পেয়েছি—কাশ্মীরে যদি সেণ্টার (কেন্দ্র) করতে পার ত বড়ই ভাল হয়। যেখানে পার একটা সেণ্টার কর।...এখন এদেশে আর বিলেতে আমার গোড়া বেঁধে গেছে; কারু সাধ্যি কি তা টলায়? নিউইয়র্ক এবার তোলপাড়! আসছে গরমিতে লণ্ডন তোলপাড়! বড় বড় হাতী দিগ্‌গজ ভেসে যাবে। পুঁঠি পাঁঠার কি খবর রে দাদা? তোরা কোমর বেঁধে লেগে যা দেখি, হুহুঙ্কারে দুনিয়া তোলপাড় করে দেব। এই ত সবে সন্ধ্যা রে ভাই! দেশে কি মানুষ আছে? ও শ্মশানপুরী। যদি lower classদের education (নিম্নশ্রেণীদের শিক্ষা) দিতে পার তা হলে উপায় হতে পাবে। জ্ঞানবলের চেয়ে বল আর কি আছে—বিদ্যা শেখাতে পার? বড়-মান্‌ষেরা কোন্ কালে কোন্ দেশে কার কি উপকার করেছে? সকল দেশেই বড় বড় কাজ গরীবেরা করে। টাকা আসতে কতক্ষণ? মানুষ কই? দেশে কি মানুষ আছে? দেশের লোকগুলো বালক, ওদের সঙ্গে বালকের ন্যায় ব্যবহাব করতে হবে। ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি দশ বছরের মেয়ে বে করে করে খরচ হয়ে গেছে।...

কারুর সঙ্গে ঝগড়া না করে মিলে মিশে চলে যাও—এ দুনিয়া বড়ই ভয়ানক, কাউকেই বিশ্বাস নাই। ভয় নাই, মা আমার সহায় —এমন কাজ এবার হবে যে, তোরা অবাক্ হয়ে যাবি।

ভয় কি? কার ভয়? ছাতি বজ্র করে লেগে যাও। কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ

পুঃ—সারদা কি বাঙ্গলা কাগজ বার করবে বলছে। সেটার বিশেষ সাহায্য করবে, সে মতলবটা মন্দ নয়। কারুর উৎসাহ ভঙ্গ করতে নাই। Criticism (বিরুদ্ধ সমালোচনা) একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধ হয় সকলকে সাহায্য করবে, যেখানটা ভাল না বোধ হয় ধীরে বুঝিয়ে দিবে। পরস্পরকে criticise (বিরুদ্ধভাবে সমালোচনা) করাই সকল সর্ব্বনাশের মূল! দল ভাঙ্গবার ঐটি মূলমন্ত্র। "ও কি জানে," "সে কি জানে," "তুই আবার কি করবি"—আর তার সঙ্গে ঐ একটু মুচকি হাসি, ঐগুলো হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদের মূলসূত্র।

(১৩)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

১৮৯৫

কল্যাণবরেষু,

তোমার এক পত্র কাল পাই, তাহাতে কতকমত সমাচার পাই। সবিশেষ কিছুই নাই, এই মাত্র। আমার শরীর এক্ষণে অনেক ভাল। এ বৎসরের প্রচণ্ড শীত প্রভুর কৃপায় কিছুই লাগে না; কি দোর্দ্দণ্ড শীত! তবে এদের বিজ্ঞের জোরে সব দাবিয়ে রাখে। প্রত্যেক বাটীর নীচের তলা মাটীর ভেতর, তার মধ্যে বৃহৎ বয়লার—সেখান হতে গরম হাওয়া বা ষ্টীম ঘরে ঘরে রাতদিন ছুটিতেছে। তাইতে সব ঘর গরম, কিন্তু ইহার এক দোষ যে, ঘরের ভেতর গরমি কাল আর বাইরে জিরোর (শূন্যের)

নীচে ৩০।৪০ ডিগ্রি! এদেশের বড় মানুষেরা অনেকেই শীতকালে ইউরোপে পালায়—ইউরোপ অপেক্ষাকৃত গরম দেশ।

যাক, এক্ষণে তোমাকে গোটা দুই উপদেশ দিই। এই চিঠি তোমার জন্য লেখা হচ্ছে। তুমি এই উপদেশগুলি রোজ একবার করে পড়বে এবং সেই রকম কাজ করবে। সারদার চিঠি পাইয়াছি—সে উত্তম কার্য্য করিতেছে—কিন্তু এক্ষণে organization (সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করা) চাই। তাহাকে আমার বিশেষ প্রেমালিঙ্গন, আশীর্ব্বাদ—তারকদাদা প্রভৃতি সকলকে দিবে। তোমাকে আমার এই কটি উপদেশ দিবার কারণ এই যে, তোমাতে organizing power (সঙ্ঘগঠন ও পরিচালন শক্তি) আছে—একথা ঠাকুর আমায় বল্লেন, কিন্তু এখনও ফোটে নাই। শীঘ্রই তাঁর আশীর্ব্বাদে ফুটবে। তুমি যে কিছুতেই centre of gravity (ভারকেন্দ্র) ছাড়িতে চাওনা,* ইহাই তাহার নিদর্শন, তবে intensive and extensive (গভীর ও উদার) দুই হওয়া চাই।

১। এ জগতে যে ত্রিবিধ দুঃখ আছে, সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, তাহা নৈসর্গিক (natural) নহে, অতএব অপনেয়।

২। বুদ্ধাবতারে প্রভু বলিতেছেন যে, এই আধিভৌতিক দুঃখের কারণ জাতি, অর্থাৎ জন্মগত বা গুণগত বা ধনগত সর্ব্বপ্রকার জাতিই এই দুঃখের কারণ। আত্মাতে স্ত্রী পুং বর্ণাশ্রমাদি ভাব নাই এবং যে প্রকার পঙ্ক দ্বারা পঙ্ক ধৌত হয়

* অর্থাৎ 'এদিক্ ওদিক্ না ঘুরিয়া একস্থানে থাক।'

না, সে প্রকার, ভেদবুদ্ধি দ্বারা অভেদ সাধন হওয়া সম্ভব নহে।

৩। কৃষ্ণাবতারে বলিতেছেন যে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের কারণ "অবিদ্যা"। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়; কিন্তু কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি ইত্যাদি (কোন্‌টি কর্ম্ম, কোন্‌টি অকর্ম্ম—এই বিষয়ে জ্ঞানীরাও মোহিত হন)।

৪। যে কর্ম্মের দ্বারা এই আত্মভাবের বিকাশ হয়, তাহাই কর্ম্ম। যদ্দ্বারা অনাত্মভাবের বিকাশ, তাহাই অকর্ম্ম।

৫। অতএব ব্যক্তিগত, দেশগত ও কালগত কর্ম্মাকর্ম্মের সাধন।

৬। যজ্ঞাদি প্রাচীন কালে উপযুক্ত ছিল, তথা জাত্যাদি কর্ম্ম; আধুনিক সময়ের জন্য তাহা নহে।

৭। রামকৃষ্ণাবতারের জন্মদিন হইতেই সত্যযুগোৎপত্তি হইয়াছে।

৮। রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা নাস্তিকতারূপ ম্লেচ্ছনিবহ ধ্বংস হইবে এবং ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা সমস্ত জগৎ একীভূত হইবে। অপিচ এ অবতারে রজোগুণ অর্থাৎ নামযশাদির আকাঙ্ক্ষা একেবারেই নাই, অর্থাৎ যে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করে, সেই ধন্য; তাঁহাকে মানে বা নাই মানে, ক্ষতি নাই।

৯। প্রাচীন কালে বা আধুনিক কালে সাম্প্রদায়িকেরা ভুল করে নাই। They have done well but they must do better (তাহারা ভালই করিয়াছে, তবে তাহাদিগকে আরও ভাল করিতে হইবে)। কল্যাণ—তর—তম।

১০। অতএব সকলকে যেখানে তাহারা আছে, সেইখানেই গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ কাহারও ভাবে ব্যাঘাত না করিয়া উচ্চতর ভাবে লইয়া যাইতে হইবে। তথা সামাজিক অবস্থামধ্যে যাহা আছে, তাহা উত্তম, কিন্তু উৎকৃষ্টতর—তম করিতে হইবে।

১১। জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।

১২। সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে "স্ত্রীগুরু"-গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাব-সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব-প্রচার।

১৩। সেই জন্যই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতরভাবাপন্না নারীকুলের আকরস্বরূপ হইবে।

১৪। চালাকী দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। তৎ কুরু পৌরুষম্ (সুতরাং পৌরুষ প্রকাশ কর)।

১৫। কাহারও সহিত বিবাদ-বিতর্কে আবশ্যক নাই। তোমার যাহা শিখাইবার আছে শিখাও—অন্যের খবরে আবশ্যক নাই। Give your message, leave others to their own thoughts (তোমার যাহা শিখাইবার আছে শিখাও, অপরে নিজ নিজ ভাব লইয়া থাকুক)। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং", তদা কিং বিবাদেন? (সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় কখনও হয় না; তবে বিবাদের প্রয়োজন কি?)

এখন তোমাকে কিছু বিষয়কার্য্য শিখাই। প্রথমতঃ যখন আমাকে বা অন্য কাহাকেও পত্র লিখিবে, তাহাদের পূর্ব্বপত্র পাঠ

করিয়া সকল প্রশ্নের উত্তর দিবে। বাজে খবর দিবে না। গম্ভীর ভাব রাখিতে হইবে। বাল্যগাম্ভীর্য্যভাব মিশ্রিত করিবে। সকলের সহিত মিশিয়া চলিবে। অহংভাব দূর করিবে, সম্প্রদায়-বুদ্ধিবিহীন হইবে, বৃথা তর্ক মহাপাপ।

ম্যাক্সমূলর তোমাদের এক পত্র পাঠাইয়াছেন। তাঁহাকে বিনয়পূর্ণ উত্তর দিয়াছ কি না একথা লিখ নাই। আমি কাহাকে টাকা পাঠাইব তাহা লিখ নাই, কেমন করিয়া পাঠাইব?··· প্রায় দেড় মাসে একখানা পত্র আসে, একটা ভুল শুধরাইতে তিন মাস লাগে। এই কথা সদা মনে রাখিবে। সারদার পত্রে অবগত হইলাম ন— ঘোষ আমাকে যীশুখৃষ্টাদির সহিত তুলনা করিয়াছেন। ওসকল আমাদের দেশে ভাল বটে; কিন্তু এদেশে ছাপাইয়া পাঠাইলে আমার অপমানের সম্ভাবনা। অর্থাৎ আমি কাহারও ভাবে ব্যাঘাত করি না, আমি কি মিশনরি? যদি কালী ঐ সকল কাগজ এতদ্দেশে না পাঠাইয়া থাকে, তাহা হইলে পাঠাইতে নিষেধ করিবে। কেবল address (অভিনন্দন) পাঠাইলেই যথেষ্ট, proceedingsএ (কার্য্যবিবরণীতে) কোন আবশ্যক নাই। এক্ষণে এতদ্দেশের অনেক গণ্যমান্য নরনারী আমায় শ্রদ্ধা করেন। মিশনরি প্রভৃতিরা বহু চেষ্টা করিয়া এক্ষণে হার মানিয়া শান্তি অবলম্বন করিয়াছে। সকল কার্য্যই নানা বিঘ্নের মধ্যে সমাধান হয়। শান্তভাব অবলম্বন করিলেই সত্যের জয় হয়। হাড্‌সন নামক কে কি বকিয়াছে, তাহাকে আমার জবাব দিবার কোন আবশ্যক নাই। প্রথমতঃ অনাবশ্যক, দ্বিতীয়তঃ তাহা হইলে আমি হাড্‌সন প্রভৃতি ফেরঙ্গদের

সমদেশবর্ত্তী হইব। তুমি উন্মাদ না কি? আমি এখান হইতে কে এক হাড্‌সনের সহিত লড়াই করিব? প্রভুর কৃপায় হাড্‌সন বাড্‌সনের গুরুর গুরুরা আমার কথা ভক্তিভাবে গ্রহণ করে। তুমি কি পাগল নাকি? খবরের কাগজ প্রভৃতি আর পাঠাইও না। ওসকল দেশে চলুক, হানি নাই। ওসকল কাগজে নামের প্রয়োজন ছিল, প্রভুর কার্য্যের জন্য। যখন তাহা সমাধিত হইয়াছে, তখন আর আবশ্যক নাই। আমার প্রত্যেক পত্রাদি গোপন করিবে, ঝট করিয়া কাগজে ছাপাইবে না। নামযশের ঐ দায়—কিছু গোপন রাখা যায় না। আমার চিঠি পূর্ব্বের ভাবের মত হাটের মাঝে পড়িবে না। কথা কাণে হাঁটে, মনে রাখিবে। মা ঠাকুরাণীর জন্য পত্রপাঠ জায়গা অনুসন্ধান করিবে।

ঠাকুরের কাছে সকল কার্য্যের প্রারম্ভে প্রার্থনা করিবে। তিনি সৎ পন্থা দেখাইবেন। একটা বড় জমি প্রথমে চাই; তার পর বাড়ী ঘর সব হবে। আমাদের মঠ ধীরে ধীরে হবে, ভাবনা নাই। যখন আমাকে চিঠি লিখবে বিশেষ চিন্তা করে আবশ্যকীয় সমাচার বিস্তারিতভাবে দিবে—অনাবশ্যক…আমার শুনিবার সময় নাই।

কালী প্রভৃতি সকলেই উত্তম কার্য্য করিতেছে। সকলকেই আমার প্রেমালিঙ্গন দিও। মান্দ্রাজীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবে এবং মধ্যে মধ্যে একজন তথায় যাইও। নামযশ কর্তৃত্বের বাসনা জন্মের মত ত্যাগ করিবে। আমি যতদিন পৃথিবীতে আছি, তিনি আমার মধ্যে কার্য্য করিতেছেন—ইহাতে

তোমাদের যতদিন বিশ্বাস থাকিবে, ততদিন কোন অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

অক্ষয় যে ঠাকুরের পুঁথি পাঠাইয়াছে, তাহা পরম সুন্দর। কিন্তু প্রথমে শক্তির বর্ণনা নাই, এই মহাদোষ। দ্বিতীয় সংস্করণে শুদ্ধ করিতে বলিবে। এই কথা মনে সদা রাখিবে যে, আমরা এক্ষণে জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান। আমাদের প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক কথা লোকে দেখিতেছে, শুনিতেছে—এই ভাব মনে রাখিয়া সকল কার্য্য করিবে।

যদি তুমি কাহাকে টাকা পাঠাই অর্থাৎ কাহার নামে, লিখিতে, তাহা হইলে আজই আমি টাকা পাঠাইতাম। টাকা পাঠাইবামাত্রই জমি খরিদ করিবে। আমাদের মঠের জন্য একটা জমি দেখিতে থাক। কাছাকাছি হওয়া চাই, অর্থাৎ দুইটা জমি যাহাতে অতি নিকটে হয় এমন চেষ্টা করিবে। কলিকাতা হইতে কিছু দূরে হয়, চিন্তা নাই; যেখানে আমরা মঠ বানাইব, সেথাই ধূম মাচিবে। মহিম চক্রবর্ত্তীর কথায় আমি পরম আনন্দিত হইলাম—এণ্ডিস্ পর্ব্বতে এক্ষণে গয়াক্ষেত্র বনিয়া গেল যে! সে কোথায়? তাহাকে, বিজয় গোস্বামীকে ও আমাদের সকল বন্ধুবর্গকে আমার বিশেষ প্রণয়-সম্ভাষণ দিবে।.... পরকে মারিতে গেলে ঢাল খাঁড়া চাই, অতএব ইংরেজী ও সংস্কৃত বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিবে। কালীর ইংরেজী দিন দিন বেশ পরিষ্কার হইতেছে। সারদার ইংরেজীর অধোগতি হইতেছে; তাহাকে flowery style (ফেনান ভাষা) পরিত্যাগ করিতে কহিবে। বিজাতীয় ভাষায় flowery style

আমার বন্ধুরা একজন সাঙ্কেতিক লেখক (গুড্‌উইনকে) নিযুক্ত করায় এই সমস্ত ক্লাসের পাঠগুলি ও বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ হচ্ছে। প্রত্যেকটির এক এক কপি তোমাকে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছা আছে। ঐ সব থেকে তুমি হয় ত কিছু চিন্তার খোরাক পেতে পার। এখানে আমি তোমার মত এমন একজন শক্তিশালী লোক চাই, যার বুদ্ধি, যোগ্যতা ও ভালবাসা আছে। এই সর্ব্বজনীন শিক্ষার দেশে সকলকেই যেন গলিয়ে একটা সাধারণ মাঝারি স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে; যে কয়জন যোগ্য ব্যক্তি আছে, তারা যেন গতানুগতিক অর্থার্জ্জনের গুরুভারে পীড়িত।

পল্লী অঞ্চলে আমার একটি জমি পাবার সম্ভাবনা আছে; তাতে কয়েকটি বাড়ি, বহু গাছ ও একটি নদী আছে। উহাকে গ্রীষ্মকালে ধ্যানভূমিরূপে ব্যবহার করা চলবে। অবশ্য আমার অনুপস্থিতিতে ওটার দেখাশুনার জন্য এবং টাকাকড়ি লেনদেন, ছাপা ও অন্যান্য কাজের জন্য একটি কমিটির প্রয়োজন হবে।

আমি নিজেকে টাকাকড়ির ব্যাপার থেকে একেবারে আলাদা করে ফেলেছি; অথচ টাকাকড়ি না হলে কোন আন্দোলন চলতে পারে না। সুতরাং বাধ্য হয়ে কার্য্যপরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব একটি কমিটির হাতে দিতে হয়েছে; তারা আমার অনুপস্থিতিতে এই সব চালিয়ে যাবে। স্থিরভাবে কাজ করে যাওয়া আমেরিকানদের ধাতে নাই। কেবল দলবেঁধে কাজ করতেই তারা জানে। সুতরাং তাদের তাই করতে দিতে হবে। প্রচারের দিকটায় ব্যবস্থা এই হয়েছে যে, আমার বন্ধুরা প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে এদেশের জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়াবে;

এবং তারা স্বতন্ত্র দল গঠন করতে পারবে। ঐ হচ্ছে বিস্তারের সব চেয়ে সহজ উপায়। অতঃপর যখন আমরা যথেষ্ট বলশালী হব, তখন আমাদের শক্তিরাশিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য আমরা বাৎসরিক সম্মেলন করব।

কমিটিটি নিছক কাজ চালানর জন্য এবং উহা নিউইয়র্কে সীমাবদ্ধ।

সতত স্নেহপরায়ণ ও আশীর্ব্বাদক
তোমার
বিবেকানন্দ

(১৮) ইং

আমেরিকা
২৩শে জানুয়ারী, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এতদিনে তুমি আমার প্রেরিত 'ভক্তিযোগের' কপি (ছাপাবার মত) যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্চিত পেয়েছ। আমি 'ব্রহ্মবাদিন্' কাগজের ২১শে ডিসেম্বর তারিখের শেষ সংখ্যা পেয়েছি।

'ব্রহ্মবাদিন্'-এর বিগত কয়েক সংখ্যা পড়ে আমার একটু সন্দেহ জাগছিল—তোমরা থিওসফিষ্টদের দলে যোগ দেবে নাকি ? এবারে তোমরা ওদের হাতে একেবারে আত্মসমর্পণ করেছ। তোমাদের মন্তব্যের স্তম্ভে থিওসফিষ্টদের বক্তৃতার একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলে কেন ? থিওসফিষ্টদের সঙ্গে আমার কোন রকম যোগ আছে সন্দেহ করলে ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়ত্র আমার কাজের ক্ষতি হবে, আর তা হতেই পারে। যাদের মাথার কিছু গোল নেই,

এরূপ সকলেই তাদের ভ্রান্ত মনে করে; আর তারা যে মনে করে, সে ঠিকই করে—আর তোমরাও তা ভালরূপেই জান। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তোমরা আমার উপর টেক্কা দেবার চেষ্টা করছ। তোমরা মনে করছ, থিওসফিষ্টদের নামে বিজ্ঞাপন দিলে ইংলণ্ডে অনেক গ্রাহক পাবে। তোমরাও যেমন আহাম্মক!

আমি থিওসফিষ্টদের সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না; কিন্তু আমার ভাব হচ্ছে, তাদের একদম আমল না দেওয়া। তারা কি বিজ্ঞাপনের জন্য তোমাদের টাকা দিয়েছিল? তোমরা আগ বাড়িয়ে বিজ্ঞাপন দিতে গেলে কেন? আমি আবার যখন ইংলণ্ডে যাব, তোমাদের জন্য যথেষ্ট গ্রাহক যোগাড় করব।

আমি বিশ্বাসঘাতক কাকেও চাই না। আমি তোমাদের স্পষ্ট বলে রাখছি, কোন বদমাস আমার উপর চাল মেরে যাবে, এ আমি হতে দেব না। আমার সঙ্গে কপটতা চলবে না। হয় তোমরা ঝাণ্ডা উড়িয়ে দাও আর তোমাদের কাগজে প্রকাশ্য ভাবে বিজ্ঞাপন দাও যে, তোমরা আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সংশ্রব ত্যাগ করে থিওসফিষ্টদের দলে যোগ দিয়েছ, অথবা তাদের সঙ্গে সংশ্রব একদম ছেড়ে দাও। আমি তোমাদের খুব স্পষ্ট কথাই বলছি। একজন, মাত্র একজন যদি আমার অনুসরণ করে, সেও ভাল, কিন্তু সে যেন মৃত্যু পর্য্যন্ত বিশ্বাসী থাকে। সিদ্ধি বা অসিদ্ধি আমি গ্রাহ্যই করি না। সমগ্র জগতে প্রচারকার্য্যের মিছে কাজে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, তখন কি তাদের কেহ আমার সাহায্যার্থে এসেছিল? বাজে আহাম্মকি যত! আমি হয় আমার আন্দোলনটিকে

সম্পূর্ণ খাঁটী রাখবো, তা না হয়, মোটেই আন্দোলন চালাব না। ইতি

তোমার

বিবেকানন্দ

পুঃ—তোমরা কি ঠিক করলে, তা পত্রপাঠ আমায় লিখবে। আমার এ বিষয়ে মতামত একচুল নড়বার নয়। ইতি

বি—

পুঃ—'ব্রহ্মবাদিন্' বেদান্ত প্রচারের জন্য, থিওসফি প্রচারের জন্য নয়। তোমাদের যদি উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল, তবে গোড়া থেকে আমাকে তা বলা উচিত ছিল। পরিষ্কার ভাবে নিজেদের অভিপ্রায় না জানিয়ে কার্য্যকালে অন্যরূপ করতে দেখলে আমি প্রায় ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলি।

বি—

পুঃ—জগৎটা এই। যাদের তুমি সবচেয়ে ভালবাস এবং সবচেয়ে বেশী সাহায্য কর, তারাই তোমায় ঠকাতে চায়। ঘৃণিত সংসার!!!

বি—

(১৯)

স্বামী যোগানন্দকে লিখিত

২২৮, পশ্চিম ৩৯ নং রাস্তা, নিউইয়র্ক,

২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯৬

যোগেন ভায়া,

অড়হর দাল, মুগের দাল, আমসত্ত্ব, আমসি, আমতেল, আমের মোরব্বা, বড়ি, মসলা সমস্ত ঠিক ঠিকানায় পৌঁছিয়াছে।

বিল্ অব্ লেডিং-এতে (মাল-চালানের বিলে) নাম সহি করিবার ভুল হইয়াছিল ও ইন্‌ভয়েস (চালান) ছিল না ; তজ্জন্য কিঞ্চিৎ গোল হয়। পরে, যাহা হউক, ভালোয় ভালোয় সমস্ত দ্রব্য পৌঁছিয়াছে। বহু ধন্যবাদ ! এক্ষণে যদি ইংলণ্ডে ষ্টার্ডির ঠিকানায় —অর্থাৎ হাইভিউ, ক্যাভার্শ্যাম, রিডিং-এতে—ঐ প্রকার দাল ও কিঞ্চিৎ আমতেল পাঠাও ত আমি ইংলণ্ডে পৌঁছিলেই পাইব। ভাজা মুগদাল পাঠাইবার আবশ্যক নাই। ভাজা দাল কিছু অধিক দিন থাকিলে বোধ হয় খারাপ হয়ে যায়। কিঞ্চিৎ ছোলার দাল পাঠাইবে। ইংলণ্ডে ডিউটি (শুল্ক) নাই—মাল পৌঁছিবার কোন গোল নাই। ষ্টার্ডিকে চিঠি লিখিয়া দিলেই সে মাল লইবে। ইতি

তোমার শরীর এখনও সারে নাই বড়ই দুঃখের বিষয়। খুব ঠাণ্ডা দেশে যেতে পার, শীতকালে যেখানে বরফ বিস্তর পড়ে—যথা দার্জ্জিলিং ? শীতের গুঁতোয় পেটভায়া দুরস্ত হয়ে যাবে, যেমন আমার হয়েছে। আর ঘি ও মসলা খাওয়া একদম ছেড়ে দিতে পার ? মাখন ঘির চেয়ে শীঘ্র হজম হয়। অভিধান পৌঁছিলেই খবর দিব। আমার বিশেষ ভালবাসা জানিবে ও সকলকে জানাইবে। নিরঞ্জনের খবর এখনও ঠিকানা করিতে পার নাই ? গোলাপ মা, যোগেন মা, রামকৃষ্ণের মা, বাবুরামের মা, গৌর মা প্রভৃতি সকলকে আমার প্রণামাদি জানাইবে। ৺মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রীকে আমার প্রণাম দিবে।

তিন মাস বাদে আমি ইংলণ্ডে আসিতেছি, পুনরায় হুজুগের বিশেষ চেষ্টা দেখিবার জন্য। তারপর আসছে শীতে

ভারতবর্ষে আগমন। পরে বিধাতার ইচ্ছা। সারদা যে কাগজ বার করতে চায়, তার জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। শশীকে যত্ন করিতে বলিবে ও কালী প্রভৃতিকে। কাহারও এক্ষণে ইংলণ্ডে আসিবার আবশ্যক নাই। আমি ভারতে যাইয়া তাদের তৈয়ার করিব। তারপর যেথায় ইচ্ছা যাইবে। কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ

পুঃ—নিজেরা কিছু করে না এবং অপরে কিছু করিতে গেলে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়, এই দোষেই আমাদের জাতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। হৃদয়হীনতা, উদ্যমহীনতা সকল দুঃখের কারণ। অতএব ঐ দুইটি পরিত্যাগ করিবে। কার মধ্যে কি আছে, কে জানে প্রভু বিনা? সকলকে Opportunity (সুযোগ) দাও। পরে প্রভুর ইচ্ছা। সকলের উপর সমান প্রীতি বড়ই কঠিন; কিন্তু তা না হলে মুক্তি হবে না। ইতি—

বি

(২০) ইং

মিঃ ই টি ষ্টাডিকে লিখিত

২২৮, পশ্চিম ৩৯ সংখ্যক রাস্তা

নিউইয়র্ক

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬

স্নেহাশীর্ব্বাদভাজনেষু,

ভাঁরতবর্ষ থেকে যে সন্ন্যাসী আসবেন, তিনি তোমাকে অনুবাদের কাজে এবং অন্য কাজেও সাহায্য করবেন নিশ্চিত। অতঃপর আমি যখন (ওখানে) যাব, তখন তাঁকে আমেরিকায়

পাঠিয়ে দেব। আজ আর একজন সন্ন্যাসীকে তালিকাভুক্ত করা হল। এবারের আগন্তুকটি একজন পুরুষ; সে খাঁটি আমেরিকান এবং ধর্ম্মপ্রচারক হিসাবে এদেশে তার কিছু খ্যাতি আছে। তার নাম ছিল ডাঃ ষ্ট্রীট্। এখন সে যোগানন্দ, কারণ যোগের দিকেই তার সব ঝোঁক।

আমি এখান থেকে 'ব্রহ্মবাদিনে' নিয়মিতভাবে কার্য্যবিবরণ পাঠাচ্ছি। সে সব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। ভারতে কিছু পৌছাতে কি দীর্ঘ সময়ই না লাগে! আমেরিকায় কাজ সুন্দর গড়ে উঠছে। শুরু থেকেই কোন আজগুবি না থাকায় আমেরিকার সমাজের সেরা লোকদের দৃষ্টি বেদান্তের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্ণহার্ড এখানে 'ইৎশীল' অভিনয় করছেন। ইহা কতকটা ফরাসী ধাঁজে উপস্থাপিত বুদ্ধজীবনী। এতে ইৎশীল নাম্নী এক গণিকা বোধিদ্রুম-মূলে বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করতে সচেষ্ট; আর বুদ্ধ তাকে জগতের অসারতা উপদেশ দিচ্ছেন। সে কিন্তু সারাক্ষণ বুদ্ধের কোলেই বসে আছে। যা হোক, শেষ রক্ষাই রক্ষা—গণিকা বিফলকাম হল! ম্যাদাম বার্ণহার্ড গণিকার অভিনয় করেন।

আমি এই বুদ্ধ-ব্যাপারটা দেখতে গিয়েছিলাম। ম্যাদাম কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে আমায় দেখতে পেয়ে আলাপ করতে চাইলেন। আমার পরিচিত এক সম্ভ্রান্ত পরিবার এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। তাতে ম্যাদাম ব্যতীত বিখ্যাত গায়িকা ম্যাদাম এম্ মোরেল এবং শ্রেষ্ঠ বৈদ্যুতিক টেস্লাও ছিলেন। ম্যাদাম (বার্ণহার্ড) খুব সুশিক্ষিতা মহিলা এবং দর্শনশাস্ত্র

অনেকটা পড়ে শেষ করেছেন। এম্ মোরেল ঔৎসুক্য দেখাচ্ছিলেন; কিন্তু মিঃ টেস্‌লা বৈদান্তিক প্রাণ ও আকাশ এবং কল্পের তত্ত্ব শুনে মুগ্ধ হলেন। তাঁর মতে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কেবল এই তত্ত্বগুলিই গ্রহণীয়। আকাশ ও প্রাণ আবার জগদ্ব্যাপী মহৎ, সমষ্টি-মন, ব্রহ্মা বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হয়। মিঃ টেস্‌লা মনে করেন, তিনি গণিতের সাহায্যে দেখিয়ে দিতে পারেন যে, জড় ও শক্তি উভয়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে। আগামী সপ্তাহে এই নূতন গণিতমূলক প্রত্যক্ষপ্রমাণ দেখবার জন্য তাঁর কাছে আমার যাবার কথা আছে।

তা যদি প্রমাণ হয়ে যায়, তবে বৈদান্তিক সৃষ্টিবিজ্ঞান দৃঢ়তম ভিত্তির উপর স্থাপিত হল। আমি এক্ষণে বেদান্তের সৃষ্টিবিজ্ঞান ও পরলোকতত্ত্ব নিয়ে খুব খাটছি। আমি স্পষ্টই আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের ঐ তত্ত্বগুলির সম্পূর্ণ ঐক্য দেখছি; উহাদের একটা পরিষ্কার হলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি পরে প্রশ্নোত্তরাকারে এই বিষয়ে একখানা বই লিখব মনে করছি।* উহার প্রথম অধ্যায়ে থাকবে সৃষ্টি-বিজ্ঞান—তাতে বেদান্তমতের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য দেখান হবে।

* স্বামিজী ঠিক এই ভাবের কোন পুস্তক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে এই সময়ের পরবর্তী অনেক বক্তৃতায় এই তত্ত্বগুলির কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।

প্রাণ ও আকাশ = শক্তি ও জড়

পরলোকতত্ত্ব কেবল অদ্বৈতবাদের দিক থেকে দেখান হবে। অর্থাৎ দ্বৈতবাদী বলেন—মৃত্যুর পর আত্মা প্রথমে আদিত্যলোকে, পরে চন্দ্রলোকে ও তথা হইতে বিদ্যুল্লোকে যান; সেখান থেকে একজন পুরুষ এসে তাঁকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যায়। (অদ্বৈতবাদী বলেন, তার পর তিনি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন।)

এখন অদ্বৈতবাদীর মতে আত্মার যাওয়া আসা নাই, আর এই যে সব বিভিন্ন লোক বা জগতের স্তরসমূহ—এগুলি আকাশ ও প্রাণের নানাবিধ মিশ্রণে উৎপত্তি মাত্র। অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন বা অতি স্থূল স্তর হচ্ছে আদিত্যলোক বা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—এখানে প্রাণ জড়-শক্তিরূপে ও আকাশ স্থূলভূতরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। তারপর হচ্ছে চন্দ্রলোক—উহা আদিত্যলোককে ঘেরে আছে। এ আমাদের এই চন্দ্র একেবারেই নয়, এ দেবগণের আবাসভূমি—অর্থাৎ এখানে প্রাণ মনঃশক্তিরূপে এবং আকাশ তন্মাত্রা বা সূক্ষ্মভূতরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। এরও ওপর বিদ্যুল্লোক—অর্থাৎ এমন এক অবস্থা, যেখানে প্রাণ আকাশের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন বল্লেই হয়, আর তখন বলা কঠিন যে, বিদ্যুৎ জিনিষটা জড়বিশেষ বা শক্তিবিশেষ। তারপর

ব্রহ্মলোক—সেখানে প্রাণও নেই, আকাশও নেই ; সেখানে এই উভয়ই মূল মন বা আদ্যাশক্তিতে সম্মিলিত হয়েছে। আর এখানে প্রাণ বা আকাশ না থাকায় (ব্যষ্টি) জীব সমস্ত বিশ্বকে সমষ্টিরূপে অথবা মহতের বা বুদ্ধির সংহতিরূপে কল্পনা করে। ইঁহাকেই পুরুষ বলে বোধ হয়—ইনি সমষ্টি আত্মাস্বরূপ, কিন্তু ইনিও সেই সর্ব্বাতীত নিরপেক্ষ সত্তা নন—কারণ এখানেও বহুত্ব রয়েছে। এইখান থেকেই জীব শেষে তার চরম লক্ষ্যস্বরূপ একত্বকে অনুভব করে। অদ্বৈতমতে জীবের আসা-যাওয়া নেই—এই দৃশ্যগুলি* ক্রমান্বয়ে জীবের সামনে আবির্ভূত হতে থাকে ; আর এই যে বর্ত্তমান দৃশ্যজগৎ দেখা যাচ্ছে, তাও এইরূপেই সৃষ্ট হয়েছে। সৃষ্টি ও প্রলয় অবশ্য এই ক্রমেই হয়ে থাকে—তবে প্রলয় মানে পশ্চাদ্দেশে চলে যাওয়া, আর সৃষ্টি মানে বেরিয়ে আসা।

আর যখন প্রত্যেক জীব কেবল নিজের নিজের জগৎ-মাত্র দেখতে পায়, তখন ঐ জগৎ তার বন্ধন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হয়, আর তার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়—যদিও অন্যান্য বদ্ধ জীবের পক্ষে ঐ জগৎ থেকে যায়। এখন নাম-রূপ হচ্ছে জগতের উপাদান। সমুদ্রের একটা তরঙ্গকে তরঙ্গ ততক্ষণ বলি, কেবল যতক্ষণ উহা নাম-রূপের দ্বারা সীমাবদ্ধ। তরঙ্গের বিরাম হলে

* দৃশ্যগুলি এই—(১) স্থূলশক্তি ও জড়—আদিত্যলোক, (২) বিকশিতা সূক্ষ্মা সৃষ্টিশক্তি—চন্দ্রলোক, (৩) বিকাশোন্মুখী সৃষ্টিশক্তি—বিদ্যুল্লোক, (৪) অব্যক্তা আদিশক্তি—ব্রহ্মলোক এবং (৫) সর্ব্বাতীতা নিরপেক্ষা সত্তা—নির্গুণ ব্রহ্ম।

উহা সমুদ্রই হয়ে যায়, আর সেই নাম ও রূপ তখনই চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়। সুতরাং যে জলটা নাম-রূপের দ্বারা তরঙ্গাকারে পরিণত হয়েছিল, সেই জল ছাড়া তরঙ্গের নাম-রূপের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, অথচ নাম-রূপকেও তরঙ্গ বলা চলে না। তরঙ্গ জলে পরিণত হলেই নাম-রূপ ধ্বংস হয়ে যায়। তবে অন্যান্য তরঙ্গগুলির অন্যান্য নাম-রূপ থাকে বটে। এই নাম-রূপকেই বলে মায়া, আর জলই ব্রহ্ম (এর দৃষ্টান্ত)। জল ছাড়া তরঙ্গ কখনও ছিল না। অথচ তরঙ্গরূপে তার নাম-রূপও ছিল। আবার এই নাম-রূপও এক মুহূর্ত্তের জন্যও তরঙ্গ থেকে পৃথক ভাবে থাকতে পারে না, যদিও জলস্বরূপে সেই তরঙ্গটি চিরকালই নাম-রূপ থেকে পৃথক থাকতে পারে। কিন্তু যেহেতু তরঙ্গ থেকে নাম-রূপকে কখনই পৃথক করা চলে না, সেই হেতু তারা যে 'আছে' তা বলা যেতে পারে না। কিন্তু তারা একেবারে যে শূন্য তাও নয়,—ইহাকেই বলে মায়া।

আমি এই সমস্ত ভাবগুলি সাবধানে বিস্তার করতে চাই; তবে যা বল্লুম তাতে নিশ্চিত এক আঁচড়ে বুঝে নেবে, আমি ঠিক পথ ধরেছি। মন, চিত্ত, বুদ্ধি ইত্যাদির তত্ত্ব আরও ভাল করে দেখাতে গেলে শারীর-বিজ্ঞান-শাস্ত্র আরও বেশ করে আলোচনা করতে হবে। উচ্চতর ও নিম্নতর কেন্দ্রগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে। তবে আমি এখন এ বিষয়ে এমন স্পষ্ট আলোক দেখতে পাচ্ছি যা সমস্ত গাঁজাখুরি থেকে মুক্ত। আমি শুষ্ক সুকঠিন যুক্তিকে প্রেমের মধুরতম রসে কোমল করে, কর্ম্মের

মসলাতে সুস্বাদু করে এবং যোগের রান্নাঘরে রেঁধে তাদের নিকট পরিবেশন করতে চাই, যাতে শিশুরা পর্য্যন্ত তা হজম করতে পারে। আমার আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(২১) ইং

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এইমাত্র তোমার পত্র পেয়ে এবং তোমরা সকলে সঙ্কল্পে দৃঢ়ব্রত আছ জেনে খুব খুশী হলাম। আমার চিঠিগুলিতে আমি খুব কড়া কথা ব্যবহার করেছি; সে জন্য তুমি কিছু মনে করো না, কারণ তুমি জানই ত—মাঝে মাঝে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কাজটি ভয়ানক কঠিন, আর যতই উহা বাড়ছে ততই কঠিনতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমার দীর্ঘকাল বিশ্রামের বড়ই প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। অথচ এখনই আমার সম্মুখে ইংলণ্ডে বিস্তর কাজ পড়ে আছে। তোমায় অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে জেনে আমি বড়ই দুঃখিত হলাম।

ধৈর্য্য ধরে থাক বৎস! কাজ এত বাড়বে যে তুমি ভাবতেও পার না। আমরা আশা করছি, এখানে শীঘ্রই বহু সহস্র গ্রাহক সংগ্রহ করতে পারব, আর আমি ইংলণ্ডে গেলেই সেখানেও অনেক পাব। ষ্টার্ডি 'ব্রহ্মবাদিনের' জন্য তোড়জোড় করছে। সবই সুন্দর, খুব সুন্দর চলছে। তুমি পত্রিকাখানিকে একটা

কমিটির হাতে দেবার যে সঙ্কল্প করেছ, আমি তা মোটেই অনুমোদন করি না। ওরকম কিছু করো না। পত্রিকার সমস্ত পরিচালনা নিজ হাতে রাখ এবং তুমিই স্বত্বাধিকারী থাক। পরে কি করা যায় দেখা যাবে। তুমি ভয় পেয়ো না। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি—যেমন করেই হোক, আমি ব্যয় নির্ব্বাহ করব। কমিটি করা মানে—নানা রুচির লোক আসবে তাদের বিভিন্ন খেয়াল প্রচার করতে, আর অবশেষে সবটা পণ্ড করবে। তোমার ভগ্নীপতি পত্রিকাখানি সুন্দরভাবে সম্পাদনা করছেন, তিনি সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ও অদম্য কর্ম্মী। তাঁকে আমার অশেষ শ্রদ্ধা জানাবে এবং আর সব বন্ধুকেও জানাবে। সকল কাজেই কৃতকার্য্য হবার পূর্ব্বে শত শত বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। যারা লেগে থাকবে, তারা শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক আলো দেখতে পাবে।

এই যে আমি তোমায় চিঠি লিখছি, এরই সঙ্গে সঙ্গে গত রবিবারের বক্তৃতার ফলে আমার সব কয়খানি হাড়ে ব্যথা চলেছে। আমি এক্ষণে মার্কিন সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ নিউইয়র্ককে জাগাতে সমর্থ হয়েছি; কিন্তু এর জন্য আমাকে ভয়ানক খাটতে হয়েছে। গত দুবৎসর এক পয়সাও আসেনি। হাতে যা-কিছু ছিল তা সবই এই নিউইয়র্ক ও ইংলণ্ডের কাজে ব্যয় করেছি। এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, কাজ চলে যাবে।

তারপর ভাব দেখি—হিন্দুভাবগুলি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা, আর শুষ্ক দর্শন, জটিল পুরাণ ও অদ্ভুত মনোবিজ্ঞানের মধ্য হতে এমন ধর্ম্ম বের করা, যা একদিকে সহজ, সরল ও

সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হবে, আবার অন্যদিকে বড় বড় মনীষিগণের• উপযোগী হবে—এ যারা চেষ্টা করেছে তারাই বলতে পারে কি কঠিন ব্যাপার। সূক্ষ্ম অদ্বৈততত্ত্বকে প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী, জীবন্ত ও কবিত্বময় করতে হবে; অসম্ভব রূপ জটিল পৌরাণিক তত্ত্বসকলের মধ্য হতে জীবন্ত প্রকৃত চরিত্রের দৃষ্টান্তসকল বের করতে হবে; আর বুদ্ধিবিভ্রমকারী যোগশাস্ত্রের মধ্য হতে বৈজ্ঞানিক ও কার্য্যে পরিণত করবার উপযোগী মনস্তত্ত্ব বের করতে হবে—আর এগুলিকে এমন ভাবে প্রকাশ করতে হবে যে, একটি শিশুও উহা বুঝতে পারে। ইহাই আমার জীবনব্রত। প্রভুই কেবল জানেন, আমি কতদূর কৃতকার্য্য হব। কর্ম্মে আমাদের অধিকার, ফলে নহে। বড়ই কঠিন কাজ, বৎস, বড়ই কঠিন। যতদিন না অপরোক্ষানুভূতি ও পূর্ণ ত্যাগের ভাব ধারণা করবার উপযুক্ত একদল শিষ্য তৈয়ার হচ্ছে, ততদিন এই কামকাঞ্চনের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে আপনাকে স্থির রেখে নিজ আদর্শ ধরে থাকা প্রকৃতই কঠিন ব্যাপার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এরই মধ্যে অনেকটা কৃতকার্য্য হওয়া গেছে। আমি মিশনরিদের বা থিওসফিষ্টদের আর দোষ দেই না; তারা এ ছাড়া আর কি করতে পারত? তারা ত জীবনে পূর্ব্বে কখনও এমন লোক দেখে নি, যে কামিনীকাঞ্চনের মোটেই ধার ধারে না। প্রথমে যখন তারা দেখলে, তারা বিশ্বাস করতে পারলে না—পারবেই বা কিরূপে? তুমি যদি কখনও ভেবে থাক যে, ব্রহ্মচর্য্য ও পবিত্রতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যবাসীদের ধারণা ভারতীয়দেরই অনুরূপ, তবে তুমি একান্তই ভ্রান্ত। তাদের অনুরূপ শব্দ হচ্ছে সতীত্ব ও

'সাহস। তাদের সাধুতা ঐ পর্য্যন্ত। তাদের মতে বিবাহাদি স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম —এ না থাকলে মানুষ অসাধু; আর যে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সম্মান না করে সে ত অসৎ। মিশনরিই বল, আর থিওসফিষ্টই বল—এদের সকলেরই পবিত্রতাব ধারণা এইরূপ। এখন তারা দলে দলে আমার নিকট আসছে। এখন শত শত লোক বুঝেছে যে, এমন লোক আছে, যারা নিজেদের কামবৃত্তিকে সত্যই সংযত করতে পারে—আর ভক্তিশ্রদ্ধাও বাড়ছে। যারা ধৈর্য্য ধরে থাকে তাদের নিকট সবই এসে যায়। তুমি আমার অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

তোমার

বিবেকানন্দ

(২২) ইং

মিঃ ই টি ষ্টার্ডিকে লিখিত

নিউইয়র্ক (?)

১৭ই মার্চ্চ, ১৮৯৬

··· আমি তোমায় আবার অনুরোধ করছি—এই পুস্তক-প্রচারের বিষয়টা ভেবে দেখো ··· এবং স্মরণ রেখো, "সর্ব্বপ্রাণীর একত্বই আমাদের মূল মন্ত্র", আর জাতীয়তামূলক সমস্ত ভাবই কুসংস্কার মাত্র। অধিকন্তু, ইহা আমার নিশ্চিত ধারণা যে, যিনি অপরের মতগুলিকে আমল দিতে প্রস্তুত থাকেন, অবশেষে তিনি তাঁরই মতের জয় প্রত্যক্ষ করেন। চরমে নম্রতাই সর্ব্বত্র জয়লাভ করে।

(২৩)

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লিখিত

বষ্টন

২২শে মার্চ্চ, ১৮৯৬

Dear Sarada (প্রিয় সারদা),

তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম। মহোৎসব উপলক্ষে আমি এক cable (তার) পাঠাই, তাহার কোন সংবাদও লিখ নাই দেখিতেছি। কয়েক মাস পূর্ব্বে শশী যে সংস্কৃত অভিধান পাঠাইয়াছিল, তাহা ত আজিও পৌছে নাই। ...আমি শীঘ্রই ইংলণ্ড যাইতেছি। শরতের এখন আসিবার কোনই আবশ্যক নাই ; কারণ আমি নিজেই ইংলণ্ড যাইতেছি। যাদের মনের ঠিকানা করতে ছ মাস লাগে, তাদেব আমার দরকার নাই। তাকে ইউরোপ বেড়াবার জন্য আমি ডাকিও নাই এবং টাকাও আমার নাই। অতএব তাকে আসতে বারণ করবে, কাউকেই আসতে হবে না।

টিবেটের (তিব্বতের) সম্বন্ধে তোমার পত্র পাঠ করে তোমার বুদ্ধির উপর হতশ্রদ্ধা হল। প্রথম—নোটোভিচ্ এর বই সত্য—nonsense (কি আহাম্মকী) ! তুমি কি original (মূল গ্রন্থ) দেখেছ বা ইণ্ডিয়ায় (ভারতে) এনেছ ? দ্বিতীয়—Jesus এবং Samaritan woman এর (যীশু ও সামারিয়া দেশীয় নারীর) ছবি কৈলাসের মঠে দেখেছ—কি করে জানলে সে যীশুর ছবি, ঘিষুর নয় ? যদি তাও হয়, কি করে বুঝলে যে, কোনও ক্রশ্চান লোকের দ্বারা তাহা উক্ত মঠে স্থাপিত হয়

নাই? টিবেটিয়ানদের (তিব্বতীদের) সম্বন্ধে তোমার মতামতও অযথার্থ। তুমি heart of Tibet (তিব্বতের মর্ম্মস্থান) ত দেখ নাই—only a fringe of the trade-route (শুধু বাণিজ্য-পথের একটুখানি) দেখিয়াছ। ঐ সকল স্থানে কেবল dregs of a nation (জাতের ওঁচা ভাগটাই) দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতার চীনেবাজার আর বড়বাজার দেখে যদি কেউ বাঙ্গালীমাত্রকে চোর বলে, তা কি যথার্থ হয়?

শশীর সঙ্গে বিশেষ পরামর্শ করে article (প্রবন্ধ) প্রভৃতি লিখবে…। ইতি

নরেন্দ্র

(২৪) ইং

বষ্টন

২৩শে মার্চ্চ, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তোমার চিঠির উত্তর আগে দিতে পারি নি; আর এখন আমার বেজায় তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে। সম্প্রতি যাদের আমি সন্ন্যাস দিয়েছি, তাদের মধ্যে সত্যই একজন স্ত্রীলোক; ইনি মজুরদের নেত্রী ছিলেন। বাকি সব পুরুষ। ইংলণ্ডেও আমি আরো কয়েকজনকে সন্ন্যাস দেব, তারপর তাদের আমার সঙ্গে ভারতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। এই সব 'সাদা মুখ' হিন্দুদের চাইতে সেখানে বেশী প্রভাব বিস্তার করবে; তা ছাড়া তাদের কাজ করবার শক্তিও বেশী, হিন্দুরা ত মরে গেছে।

ভারতের একমাত্র ভরসার স্থল জনসাধারণ—অভিজাত সম্প্রদায় ত শারীরিক ও নৈতিক হিসাবে মরে গেছে।

হরমোহন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমি দীর্ঘকাল পূর্ব্বেই তাকে আমার বক্তৃতাগুলি ছাপবার স্বাধীনতা দিয়েছিলাম, কারণ সে আমার পুরাণো বন্ধু, সাচ্চা ভক্ত ও অত্যন্ত গরীব।

'ব্রহ্মবাদিনে' লম্বা লম্বা সংস্কৃত প্রবন্ধ থাকায় ইউরোপ ও আমেরিকায় উহা চলার সম্ভাবনা বড়ই অল্প। তুমি এটাকে সংস্কৃতে ছাপালেই ত পার! সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ এবং অফুরন্ত সংস্কৃত শ্লোকাদি উদ্ধৃত করলে হিন্দুদের ও সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের হয়ত বেশ সাহায্য হতে পারে; কিন্তু সাধারণ পাশ্চাত্ত্যবাসী ত আর তোমার হিন্দু দর্শনের ধার ধারে না! একান্ত যদি রাখতে চাও ত না হয় একটা প্রবন্ধ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ কর—বাকীগুলিতে সংস্কৃত শব্দ না থাকাই উচিত এবং লেখা হালকা হওয়া উচিত। আমার যে সাফল্য হচ্ছে, তার কারণ আমার সহজ ভাষা। আচার্য্যের মহত্ত্ব তাঁর ভাষার সরলতার উপর নির্ভর করে। তুমি যদি জনসাধারণের উপযুক্ত করে বেদান্ত সম্বন্ধে লিখতে পার, তবে 'ব্রহ্মবাদিন্' এখানে জনপ্রিয় হবে—নতুবা নহে। যে কয়জন গ্রাহক হয়েছে, তারা শুধু আমার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার ফলে।

শ্রীগুরুমহারাজের জন্মতিথিতে আমি ভারতে যে তার পাঠিয়েছিলাম, তা তারা পেয়েছে কিনা, একটু খোঁজ নিয়ে দেখো ত।

আগামী মাসে ইংলণ্ডে যাচ্ছি। আমার ভয় হয়—আমার খাটুনি অত্যধিক হয়ে পড়েছে; এই দীর্ঘ একটানা মেহনতে আমার

স্নায়ুমণ্ডলী যেন ছিঁড়ে গেছে। তোমাদের কাছ থেকে সহানুভূতি আমি কিছুমাত্র চাই না; আমি শুধু এইজন্যে লিখছি যে তোমরা আমার কাছ থেকে বেশী কিছু আশা করো না। যতদূর সম্ভব ভাল করে কাজ করে যাও। আমার দ্বারা সম্প্রতি কোন বৃহৎ কাজ হবে, এরূপ আশা আমি বড় একটা রাখি না। তথাপি সাঙ্কেতিক প্রণালীতে আমার বক্তৃতাগুলি লিখে নেবার ফলে অনেকটা সাহিত্য গড়ে উঠছে দেখে আমি খুশী আছি। চার খানি বই প্রস্তুত হয়ে গেছে। একখানি বেরিয়ে গেছে, 'পাতঞ্জলসূত্রের' অনুবাদ সহ 'রাজযোগে'র বইখানি ছাপা হচ্ছে, 'ভক্তিযোগে'র বইটা তোমার কাছে আছে, আর 'জ্ঞানযোগে'রটা গুছিয়ে নিয়ে ছাপার জন্য তৈয়ার হচ্ছে। তা ছাড়া রবিবাসরীয় বক্তৃতাগুলিও ছাপা হয়ে গেছে। ষ্টার্ডি বিরাট কর্ম্মী, সে সব কাজই খুব এগিয়ে দিতে পারে। যাক, লোককল্যাণের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—এই মনে করেই আমি সন্তুষ্ট আছি; আর কাজ থেকে অবসর নিয়ে আমি যখন গিরিগুহায় ধ্যানে মগ্ন হব, তখন এ বিষয়ে আমার বিবেক সাফ থাকবে।

সকলে আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

(২৫) ইং

আমেরিকা
মার্চ্চ, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এই সঙ্গে পত্রিকার জন্য তোমাকে ১৬০ ডলার পাঠালাম। আমি আমার শিষ্যদের বলে এসেছি, যাতে তোমার জন্য কিছু

গ্রাহক সংগ্রহ করে। জনকয়েক ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে।' কাজ চালিয়ে যাও। কিন্তু তুমি মনে রেখো যে, আমাকে লণ্ডন, নিউইয়র্ক, কলকাতা ও মান্দ্রাজে কাজ চালাতে হচ্ছে। এখন আমি লণ্ডনের কাজে যাচ্ছি। প্রভুর ইচ্ছা হলে এখানে ও ইংলণ্ডে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীতে ছেয়ে যাবে। বৎসগণ, কাজ করে যাও।

মনে রেখো—যতদিন তোমাদের গুরুর উপর শ্রদ্ধা থাকবে, ততদিন কেউ তোমাদের বাধা দিতে পারবে না। ভাষ্য তিন-খানির ঐ অনুবাদটি পাশ্চাত্ত্যবাসীদের দৃষ্টিতে একটা মস্ত বড় কাজ হবে।

ঐ 'সার্ব্বজনীন মন্দির'টি আমি ছেড়ে দিয়েছি—এখন একটা নূতন নাম দিয়েছি 'মুমুক্ষু'। ইতিমধ্যেই আমার দুই জন সন্ন্যাসী শিষ্য ও কয়েক শত গৃহস্থ শিষ্য হয়েছে; কিন্তু বৎস, জন-কয়েক ছাড়া তাদের অধিকাংশই গরীব। তবে জনকয়েক খুব ধনীও আছে। এ সংবাদটি এখনই প্রকাশ করে দিও না যেন। ঠিক সময়ে আমি জনমণ্ডলীর সম্মুখে প্রচণ্ডবেগে আত্মপ্রকাশ করব। স্থির হয়ে থাক, বৎস! স্থির হও, আর কাজ করে যাও। ধৈর্য্য, ধৈর্য্য! আগামী বৎসর আমি নিউইয়র্কে একটি মন্দির করবার আশা রাখি; তারপর ঠাকুর জানেন।

আমি এখানে একখানি পত্রিকা চালাব। আমি লণ্ডনে যাচ্ছি এবং যদি প্রভুর কৃপা হয় তবে ওখানেও ঠিক তাই করব। আমার ভালবাসাদি জানবে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(২৬) ইং

আমেরিকা
১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

গত সপ্তাহে আমি তোমাকে 'ব্রহ্মবাদিন্' সম্বন্ধে লিখেছিলাম। উহাতে ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলির কথা লিখতে ভুলেছিলাম। ঐগুলি সব একসঙ্গে একখানা পুস্তাকাকারে বের করা উচিত। কয়েক শত আমেরিকায় নিউইয়র্কে গুডইয়ারের নামে পাঠাতে পার। আমি বিশ দিনের ভিতর জাহাজে ইংলণ্ড রওনা হচ্ছি। আমার কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ সম্বন্ধে আরো বড় বড় বই রয়েছে। 'কর্ম্মযোগ' ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে। 'রাজযোগ'-খানা খুব বড় হবে—উহা ইতিমধ্যেই যন্ত্রস্থ হয়েছে। 'জ্ঞানযোগ'-খানা বোধ হয় ইংলণ্ড থেকে ছাপাতে হবে।

তোমরা 'ব্রহ্মবাদিনে' কু—র একখানা পত্র ছেপেছ, তা ভাল করনি। কু— থিয়োসফিষ্টদের কাছ থেকে যে ঘা খেয়েছে, তাইতে জ্বলে মরছে। আর ওরকম চিঠি অসভ্যোচিত; কারণ ওতে সকলকে খোঁচান হয়। 'ব্রহ্মবাদিনে'র সুরের সঙ্গে উহা খাপ খায় না। সুতরাং কোন সম্প্রদায় যত ছিটগ্রস্ত বা কিম্ভুত-কিমাকার হোক না কেন, ভবিষ্যতে কু— যখন কিছু লিখবে, তখন তাতে তাদের উপর কোন আক্রমণ থাকলে উহার সুর খুব নরম করে দিয়ে তবে ছেপো। কোন সম্প্রদায় ভালই হোক, আর মন্দই হোক, তাদের বিরুদ্ধে 'ব্রহ্মবাদিনে' কিছু ছাপান যেন না হয়। অবশ্য বুজরুকদের সঙ্গে গায়ে পড়ে

সহানুভূতি দেখাবারও কোন আবশ্যক নেই। আবার তোমাদের জানিয়ে রাখছি, কাগজটা এতই বিশেষজ্ঞ-ঘেঁষা হয়ে পড়েছে যে, এখানে গ্রাহক বড় হবে না। সাধারণ পাশ্চাত্ত্যদেশবাসী ঐ সব দাঁতভাঙ্গা খটমটে সংস্কৃত কথা বা পরিভাষা জানেও না, জানবার বিশেষ আগ্রহও রাখে না। এইটুকু আমি দেখছি যে, কাগজটা ভারতের পক্ষে বেশ উপযোগী হয়েছে। কোন একটা মতবিশেষের ওকালতি করা হচ্ছে, এমন একটি কথাও যেন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে না থাকে। আর সর্ব্বদা মনে রেখো যে, তোমরা শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎকে সম্বোধন করে কথা বলছ; আর তোমরা যা বলতে চাচ্ছ, জগৎ তার সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। প্রত্যেক সংস্কৃত শ্লোকের তর্জ্জমা খুব সাবধানে করো, আর যতটা সম্ভব সহজ করবার চেষ্টা করো।

তোমরা এই পত্র পাবার পূর্ব্বেই আমি ইংলণ্ড পৌঁছে যাবো। সুতরাং আমাকে ই টি ষ্টার্ডির ঠিকানায়—হাইভিউ, কেভার্শ্যাম, ইংলণ্ড—বলে পত্র লিখবে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(২৭) ইং

মিসেস ওলি বুলকে লিখিত

১৬২৮ ইণ্ডিয়ানা এভিনিউ
সিকাগো, ইল্,
৬ই এপ্রিল, ১৮৯৬

প্রিয় মিসেস্ বুল,

আপনার সহৃদয় পত্রখানি যথাসময়ে পেয়েছি। বন্ধুগণ-

সমভিব্যাহারে আমি ইতিমধ্যে বহু সুন্দর স্থান দেখেছি এবং অনেকগুলি ক্লাস করেছি। আরও কয়েকটি ক্লাস করতে হবে, তারপর আগামী বৃহস্পতিবার আমি রওনা হব।

মিস্ এডাম্‌সের অনুগ্রহে এখানকার সব ব্যবস্থাই সুন্দর হয়েছে। তিনি অতি চমৎকার এবং অত্যন্ত দরদী!

গত দুইদিন যাবৎ সামান্য একটু জ্বরে ভুগছি বলে দীর্ঘ পত্র লিখতে পারলাম না। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—বষ্টনের সকলকে আমার ভালবাসা জানাবেন।

(২৮) ইং

১২৫, পূর্ব্ব ৪৪ সংখ্যক রাস্তা,
নিউইয়র্ক
১৪ই এপ্রিল, ১৮৯৬

প্রিয়—

...এই অনুসন্ধিৎসু ভদ্রলোকটি বোম্বে হতে একখানি চিঠি নিয়ে এখানে আমার কাছে এসেছেন। তিনি হাতে হেতেড়ে শিল্পকার্য্য করতে দক্ষ (practical mechanic), এবং তাঁর একমাত্র ইচ্ছা এই যে, তিনি এদেশের ছুরি, কাঁচি ও অন্যান্য লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যসকলের কারখানা দেখে বেড়ান।... আমি তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কিন্তু তিনি যদি মন্দ লোকও হন, তাহলেও আমার স্বদেশবাসীদের ভেতর এরূপ বে-পরোয়া সাহসের ভাব দেখলে উহাতে উৎসাহ দিতেই ইচ্ছা করি। তাঁর নিজের খরচ চালাবার মত টাকা আছে।

এক্ষণে যদি আপনি সতর্কতার সহিত লোকটা কতদূর সাঁচ্চা

এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হন, তাহলে এ ব্যক্তি ঐ কারখানা-গুলি দেখবার একটা সুযোগ চায় মাত্র। আশা করি, তাঁর মধ্যে কোন ভেজাল নেই, আর আপনি তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারবেন। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাদি জানবেন। ইতি

ভবদীয়
বিবেকানন্দ

(২৯) ইং

ডাক্তার নঞ্জুণ্ড রাওকে লিখিত

নিউইয়র্ক
১৪ই এপ্রিল, ১৮৯৬

প্রিয় ডাক্তার—

আজ সকালে আপনার চিঠি পেলাম। কাল আমি ইংলণ্ডে রওনা হচ্ছি, তাই আপনাকে তাড়াতাড়ি দুচার লাইন মাত্র লিখতে পারব। আপনার প্রস্তাবিত ছেলেদের কাগজের বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, এবং তাকে চালিয়ে যাবার জন্য আমি যথাসাধ্য সাহায্যও করব। আপনার উচিত, 'ব্রহ্মবাদিনে'র ধারা অবলম্বন করে কাগজটাকে স্বাধীন মতাবলম্বী করা; কেবল ভাষা ও প্রবন্ধগুলো যাতে আরো সহজবোধ্য হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখবেন। ধরুন, আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে সে সমস্ত অপূর্ব্ব গল্প ছড়ান আছে, তা সহজবোধ্য ভাষায় আবার লেখা ও জনপ্রিয় করা দরকার; এই একটা মস্ত সুযোগ রয়েছে, যা হয় ত আপনারা স্বপ্নেও ভাবেন নি। এই জিনিসটাই আপনাদের কাগজের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হবে। যেমন সময় পাব তেমনি আপনাদের জন্য আমি যত বেশী পারি গল্প

লিখব। কাগজটাকে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ করবার চেষ্টা একেবারে ত্যাগ করুন, তার জন্যে 'ব্রহ্মবাদিন্' রয়েছে। এইভাবে চললে কাগজটা ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে নিশ্চিত। ভাষাটা যতদূর সম্ভব সহজ করবেন, তাহলেই আপনারা সফল হবেন। গল্পের ভেতর দিয়ে ভাব দেওয়াই হবে প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাগজটাকে জটিল দার্শনিক তত্ত্ববহুল মোটেই করবেন না। লেন-দেনের দিকটা সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতে রাখবেন—"অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।" ভারতে একটা জিনিসের বড়ই অভাব—একতা বা সংহতিশক্তি; তা লাভ করবার প্রধান রহস্য হচ্ছে আজ্ঞানুবর্ত্তিতা।

কলকাতায় বাঙ্গলা ভাষায় একখানি পত্রিকা আরম্ভ করতে সাহায্য করব বলে আমি কথা দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপার এই—প্রথম দুবৎসরই মাত্র আমি বক্তৃতার জন্য টাকা আদায় করেছি; গত দুবৎসর আমার কাজের সঙ্গে দেনা-পাওনার কোন সম্পর্ক ছিল না। এর ফলে আপনাকে বা কলকাতার লোকদিগকে পাঠাবার মত টাকা আমার মোটেই নাই। তথাপি আপনাকে সাহায্য করতে পারে এমন লোক আমি শীঘ্রই জুটিয়ে দেব। বীরের মত এগিয়ে চলুন। একদিনে বা এক বছরে সফলতার আশা রাখবেন না। সর্ব্বদা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে থাকুন। দৃঢ় হউন, হিংসা ও স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিন। নেতার আদেশ মেনে চলুন; আর সত্য, স্বদেশ ও সমগ্র মানবজাতির নিকট চির বিশ্বস্ত হউন; তা হলেই আপনি জগৎ কাঁপিয়ে তুলবেন। মনে রাখবেন—ব্যক্তিগত 'চরিত্র' এবং 'জীবন'ই শক্তির

উৎস, আর কিছুই নহে। এই চিঠিখানা রেখে দেবেন এবং যখনই উদ্বেগ ও হিংসার ভাব মনে উঠবে তখনই এই শেষের কটা লাইন পড়বেন। হিংসাই সমস্ত দাসজাতির ধ্বংসের কারণ। এ হতেই আমাদের জাতির সর্ব্বনাশ। ইহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক এবং আপনার সাফল্য কামনা করি। ইতি

আপনার স্নেহপরায়ণ

বিবেকানন্দ

(৩০)

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লিখিত

নিউইয়র্ক

১৪ই এপ্রিল, ১৮৯৬

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম। শরৎ পৌঁছিয়াছে সংবাদ পাইলাম। তোমার প্রেরিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রও পাইলাম। লেখা উত্তম হইতেছে, বরাবর লিখিয়া যাও। দোষ দেখা বড়ই সহজ, গুণ দেখাই মহাপুরুষের ধর্ম্ম, এ কথা ভুলিবে না। "মুগের ডাল তৈয়ার হয় নাই" মানে কি ? ভাজা মুগের ডাল পাঠাইতে আমি পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়াছি ; ছোলার ডাল ও কাঁচা মুগের ডাল পাঠাইতে বলি। ভাজা মুগ এতদূর আসিতে খারাপ ও বিস্বাদ হইয়া যায় ও সিদ্ধ হয় না। যদি এবারও ভাজা মুগ হয়, টেম্‌সের জলে যাইবে ও তোমাদের পণ্ডশ্রম। আমার চিঠি না পড়িয়াই কাজ কেন কর ? চিঠি হারাও বা কেন ? যখন চিঠি লিখবে, পূর্ব্বের পত্র সম্মুখে রাখিয়া লিখিবে।

'তোমাদের একটু business (কাজ-চালানের) বুদ্ধি আবশ্যক। যে সকল কথা আমি জিজ্ঞাসা করি তাহার উত্তর প্রায়ই পাই না—কেবল আবোল-তাবোল!......চিঠি হারায় কেন? ফাইল হয় না কেন? সকল কাজেই ছেলেমানুষি! আমার চিঠি হাটের মাঝে পড়া হয় বুঝি? আর যে আসে, সেই ফাইল হতে চিঠি পড়ে বুঝি?...... You need a little business faculty....Now what you want is organisation—that requires strict obedience and division of labour. I will write out everything in every particular from England, for which I start to-morrow. I am determined to make you decent workers thoroughly organised[১]. .... "Friend" (ফ্রেণ্ড—বন্ধু) শব্দ সকলের প্রতি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজী ভাষায় ওসকল cringing politeness (দীনা হীনা ভদ্রতা) নাই; ঐ সকল বাঙ্গলা শব্দের তর্জ্জমা হাস্যাস্পদ হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস, ঈশ্বর, ভগবান—ওসকল এদেশে কি চলে? M.— has a tendency to put that stuff down everybody's throat, but that will make our movement a little sect. You keep separate from

১। তোমাদের একটু কাজচালানোর বুদ্ধি থাকা আবশ্যক। এখন তোমাদের চাই সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। তজ্জন্য সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহতা এবং শ্রমসংবিভাগের প্রয়োজন। আমি সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া ইংলণ্ড হইতে লিখিয়া পাঠাইব। কাল আমি তথায় চলিলাম। আমি তোমাদিগকে যেমনটি হওয়া উচিত তেমনি করিয়া এবং সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করাইবই করাইব।

such attempts. At the same time, if people worship him as God, no harm. Neither encourage nor discourage. The masses will always have the *person*, the higher ones, the *principle*; we want both. But principles are universal, not *persons*. Therefore stick to the principles he taught; let people think whatever they like of this person..... Truce to all quarrels and jealousy and bigotry! These will spoil everything. "The first should be last and the last first." [১] "মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ" (আমার ভক্তগণের যাহারা ভক্ত তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত)। ইতি

বিবেকানন্দ

১। সকলকে জোর করিয়া ঐ ভাবটা গলাধঃকরণ করাইবার একটা ঝোঁক ম—এর আছে। কিন্তু তাহাতে আমাদিগকে একটা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে পরিণত করিবে মাত্র। তোমরা এবংবিধ সকল প্রয়াস হইতে পৃথক থাকিবে। অথচ যদি লোকে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে, ক্ষতি নাই। তাহাদিগকে উৎসাহও দিও না, নিরুৎসাহও করিও না। ইতর-সাধারণ ত চিরকাল ব্যক্তিই চাহিবে, উচ্চশ্রেণীরা ভাবটা গ্রহণ করিবে। আমরা দুইই চাই, কিন্তু ভাবগুলিই সার্ব্বভৌম, ব্যক্তিরা নহে। সুতরাং তাঁহার প্রচারিত ভাবগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাক; এখন লোকে তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যাহা খুশী ভাবুক না কেন। সর্ব্বপ্রকার বিবাদ, বিদ্বেষ ও গোঁড়ামির বিরাম হউক; এই সব থাকিলে সব পণ্ড হইবে। "যে প্রথম আছে, সে সর্ব্বশেষে যাইবে; যে সর্ব্বশেষে আছে, সে প্রথম হইবে।"

(৩১)

হাইভিউ, কেভার্শ্যাম,
রিডিং, ইংলণ্ড
২৭শে এপ্রিল, ১৮৯৬

কল্যাণবরেষু,

শরতের মুখে সবিশেষ অবগত……হইলাম। "দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল"—একথা সর্ব্বদা মনে রাখিবে। ……আমি নিজের কর্তৃত্ব লাভের আশায় নয়, কিন্তু তোমাদের কল্যাণ ও প্রভুর অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্য সফলের জন্য লিখিতেছি। তিনি তোমাদের ভার আমার উপর দিয়াছিলেন এবং তোমাদের দ্বারা জগতের মহাকল্যাণ হইবে, যদিও অনেকেই এক্ষণে তাহা অবগত নও; এজন্যই বিশেষ লিখিতেছি, মনে রাখিবে। তোমাদের মধ্যে দ্বেষভাব ও অহমিকা প্রবল হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়। যারা দশ জনে দশ দিন প্রীতির সহিত বাস করিতে সক্ষম নহে, তাহাদের দ্বারা জগতে প্রীতি স্থাপন কি সম্ভব? নিয়মবদ্ধ হওয়া ভাল নহে বটে, কিন্তু অপক্ব অবস্থায় নিয়মের বশে চলার আবশ্যক—অর্থাৎ প্রভু যে প্রকার আদেশ করিতেন যে, কচিগাছের চারিদিকে বেড়া দিতে হয় ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, অলস মনে অনেক পরচর্চ্চা, দলাদলি প্রভৃতি ভাব সহজেই আসে। সেইজন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি লিখিতেছি। তদনুযায়ী কাজ যদি কর, পরম মঙ্গল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহও নাই। না যদি কর শীঘ্রই সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইবার সম্ভাবনা।

প্রথমতঃ মঠ চালাইবার সম্বন্ধে লিখি—

১। মঠের জন্য একটা যথেষ্ট স্থান সহিত বাটী ভাড়া লইবে অথবা বাগান, যাহাতে প্রত্যেকের জন্য এক একটি ছোট ঘর হয়। একটা বড় হল পুস্তকাদি রাখিবার জন্য এবং একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর, সেখানে লোকজনের সহিত দেখাশুনা করিবে। যদি সম্ভব হয় আরও একটা বড় হল ঐ বাটীতে থাকার আবশ্যক, যেথানে প্রত্যহ শাস্ত্র ও ধর্ম্মচর্চ্চা সাধারণের জন্য হইবে।

২। কোনও লোক মঠে আসিলে সে যার সহিত দেখা করিতে চায় তারই সঙ্গে দেখা করিয়া চলিয়া যাইবে, অপরকে দিক্ না করে।

৩। এক একজন পরিবর্ত্তন করিয়া প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা উক্ত হলে সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত উপস্থিত থাকিবে—যাহাতে সাধারণ লোক যাহা জিজ্ঞাসা করিতে আসে, তাহার সদুত্তর পায়।

৪। যে যার আপনার ঘরে বাস করিবে—বিশেষ কার্য্য না পড়িলে আর একজনের ঘরে কিছুতেই যাইবে না। পুস্তকাগারে যাহার পড়িবার ইচ্ছা হইবে যাইয়া পাঠ করিবে। কিন্তু তথায় তামাক খাওয়া বা অপরের সহিত কথাবার্ত্তা একেবারেই নিষেধ করিবে। নিঃশব্দে পাঠ করিতে হইবে।

৫। সারাদিন সকলে পড়ে একটা ঘরে বাজে কথা কওয়া ও বাহিরের লোক যে-সে আসছে ও সেই গোলমালে যোগ দিচ্ছে, তাহা একেবারেই নিষেধ।

৬। কেবল যাহারা ধর্ম্মজিজ্ঞাসু, তাহারা শান্তভাবে আসিয়া সাধারণ হলে বসিয়া থাকিবে ও যাহাকে চায় তাহার সহিত

দেখা করিয়া চলিয়া যাইবে। অথবা কোন সাধারণ জিজ্ঞাস্য থাকে, সেদিনকার জন্য যিনি সেই কার্য্যের ভার পাইয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাইবে।

৭। একজনের কথা আর একজনকে বলা বা গুজোগুজি, পরনিন্দা একেবারেই ত্যাগ করিবে।

৮। একটা ছোট ঘরে আফিস হইবে। যিনি সেক্রেটারি, তিনি সেই ঘরে থাকিবেন ও সেই ঘরে কালি, কাগজ, চিঠি লেখবার সরঞ্জাম ইত্যাদি সমস্ত থাকিবে। তিনি সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন ও যে সমস্ত চিঠিপত্র ইত্যাদি আসে, তাহা তাঁহার নিকট আসিবে ও তিনি পত্রাদি না খুলিয়া যাহার যাহার নামে তাহাকে তাহাকে বাঁটিয়া দিবেন। পুস্তক ও পত্রিকাদি পুস্তকাগারে যাইবে।

৯। একটা ছোট ঘর থাকিবে তামাক খাইবার জন্য। তদ্ভিন্ন অপর কোনও স্থানে তামাক খাইবার আবশ্যক নাই।

১০। যিনি গালিমন্দ বা ক্রোধাদি করিতে চান, তাঁহাকে ঐ সকল কার্য্য মঠের বাহিরে যাইয়া করিতে হইবে। ইহার অন্যথা তিলমাত্র না হয়।

শাসন-সমিতি

১। একজন মহান্ত প্রতি বৎসর নির্ব্বাচন করিবে অধিক লোকের মত লইয়া। দ্বিতীয় বৎসর আর একজন ইত্যাদি।

২। এবৎসর রাখালকে মহান্ত কর, তদ্বৎ আর একজনকে সেক্রেটারি কর। তদ্বৎ আর একজন পূজাপত্র ও রান্নাবান্নার তদারক করিবার জন্য নির্ব্বাচন কর।

৩। সেক্রেটারির আর এক কাজ—তিনি সকলের স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখিবেন। এই বিষয়ে তিনটী উপদেশ আছে :—

প্রত্যেক ঘরে প্রত্যেক লোকের জন্য এক একটী নেয়ারের খাটিয়া ও তোষক ইত্যাদি (থাকিবে)। প্রত্যেককে আপনার আপনার ঘর পরিষ্কার করিতে হইবে।

রান্না ও খাওয়ার জন্য জল যাহাতে পরিষ্কার ও দোষহীন হয়, তাহা অবশ্যই করিবে; কারণ, দুষ্ট বা অপরিষ্কৃত জলে ভোগ রাঁধিলে মহাপাপ হয়।

শরৎকে যে প্রকার কোট করিয়া দিয়াছ, ঐ প্রকার গেরুয়া আল্‌খেল্লা—প্রত্যেককে দুটি করিয়া দিবে এবং কাপড়-চোপড় যাহাতে পরিষ্কার থাকে (তাহা দেখিবে) ;…বাটী অত্যন্ত পরিষ্কার যাহাতে হয়—নীচের উপরের সমস্ত ঘর—(সে দিকে নজর রাখিবে)।

৪। যে কেউ সন্ন্যাসী হতে চায়, প্রথমে তাহাকে ব্রহ্মচারী করিবে—এক বৎসর মঠে, এক বৎসর বাহিরে, তার পর সন্ন্যাসী করিয়া দিবে।

৫। ঠাকুরপূজার ভার উক্ত ব্রহ্মচারীদের মধ্যে একজনকে দিবে এবং মধ্যে মধ্যে বদলাইয়া দিবে।

বিভাগ

মঠে এই কয়েকটি বিভাগ থাকিবে, যথা :—বিদ্যা বিভাগ, প্রচার বিভাগ, সাধন বিভাগ।

বিদ্যা বিভাগ—যাহারা পড়িতে চায় তাহাদের জন্য পুস্তকাদি ও অধ্যাপক সংগ্রহ এই বিভাগের উদ্দেশ্য। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে তাহাদের জন্য অধ্যাপক উপস্থিত থাকিবে।

প্রচার বিভাগ—মঠবাসী ও প্রবাসী। মঠবাসী প্রচারকেরা প্রত্যহ শাস্ত্রাদিপাঠ ও প্রশ্নোত্তরাদি দ্বারা জিজ্ঞাসুদের শিক্ষা দিবে। প্রবাসীরা গ্রামে গ্রামে প্রচার করিবে ও স্থানে স্থানে উক্তরূপ মঠ স্থাপনের চেষ্টা করিবে।

সাধন বিভাগ—যাঁহারা সাধন-ভজন করিতে চান, তাঁহাদের আপন আপন ঘরে সাধন-ভজনের যাহা আবশ্যক তাহার সহায়তা করা ইত্যাদি। কিন্তু একজন সাধন করেন বলিয়া আর কাউকেও যে পড়িতে দিবেন না, অথবা প্রচার করিতে দিবেন না, এ প্রকার না হয়। যিনি উৎপাত করিবেন, তাঁহাকে অন্তর হইতে তৎক্ষণাৎ বলিবে—ইহাতে অন্যথা না হয়।

মঠবাসী প্রচারকেরা পর্য্যায়ক্রমে ভক্তি, জ্ঞান, যোগ ও কর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ করিবেন এবং তৎসম্বন্ধে দিবস ও সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া উক্ত শিক্ষাগৃহের দ্বারে লটকাইয়া দিবেন—অর্থাৎ যাহাতে ভক্তিজিজ্ঞাসু জ্ঞানশিক্ষার দিনে আসিয়া আঘাত না পায় ইত্যাদি। বামাচার-সাধনের উপযুক্ত তোমরা কেহই নহ; অতএব বামমার্গের নামগন্ধও মঠে যেন না হয়। যিনি একথা না শুনিবেন, তাঁহার স্থান বাহিরে। ও-সাধনের নাম পর্য্যন্ত যেন মঠে না হয়। তাঁর ঘরে যে দুর্ব্বৃত্ত বিকট বামাচার ঢোকায়, তার ইহ-পরকাল উৎসন্ন হইবে।

কয়েকটী সাধারণ নির্দ্দেশ

১। কোনও স্ত্রীলোক যদি কোনও সন্ন্যাসীর সহিত দেখা করিতে আইসে, তাহা হইলে সাধারণ গৃহে যাইয়া কথাবার্ত্তা

কহিবে। কোনও স্ত্রীলোক অন্য কোনও ঘরে প্রবেশ করিতে পাইবে না, ঠাকুরঘর ছাড়া।

২। কোনও সন্ন্যাসী মেয়েদের মঠে যাইয়া বাস করিতে পাইবে না। যদি না শুনে মঠ হইতে দূর করিবে। দুষ্ট গরুর অপেক্ষা শূন্য গোয়াল (ভাল)।...

৩। দুশ্চরিত্র লোকের একেবারেই প্রবেশ নিষেধ। কোনও অছিলায় তাদের ছায়া যেন আমার ঘরে না পড়ে। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ দুশ্চরিত্র হয়, যে কেহ হউক, তৎক্ষণাৎ বিদায় কর। দুষ্ট গরুর দরকার নাই। প্রভু অনেক ভাল ভাল লোক আনিবেন।

৪। শিক্ষা দিবার গৃহে ও সময়ে, ও প্রচারের গৃহে ও সময়ে, যে কোনও স্ত্রীলোক আসিতে পারেন; কিন্তু উক্ত সময় অতীত মাত্রেই চলিয়া যাইতে হইবে।

৫। কোনও ক্রোধ বা ঈর্ষা প্রকাশ বা গোপনে একজনের নিন্দা আর একজনের কাছে কদাচ করিবে না।... একজন আর একজনের দোষ দেখতে খুব মজবুত—আপনার দোষগুলি কেউ সারাবেন না!

৬। আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় যেন হয়। প্রত্যেকের বসিবার জন্য একটা আসন ও খাইবার জন্য একটা ছোট চৌকি (থাকিবে)—আসনে বসে চৌকির উপর থালা রেখে খাবে—যে প্রকার রাজপুতনায়।

কার্য্যকরী সভা

সমস্ত অফিসার তোমরা করিয়া লইবে ব্যালটের দ্বারায়, যে

প্রকার বুদ্ধ মহারাজের আজ্ঞা—অর্থাৎ একজন প্রপোস (প্রস্তাব) করিল, "অমুক এক বৎসরের জন্য মহান্ত হউক।" সকলে হাঁ কি না কাগজে লিখিয়া একটা কুম্ভে নিক্ষেপ করিবে। যদি হাঁ অধিক হয়, তিনি মহান্ত (হইবেন) ইত্যাদি।

যদিও তোমরা উক্ত প্রকারে অফিসার করিয়া লইবে, তথাপি আমি suggest (প্রস্তাব) করি যে, এ বৎসর রাখাল মহান্ত, তুলসী সেক্রেটারি ও ট্রেজারার, গুপ্ত লাইব্রেরিয়ান্, শশী, কালী, হরি ও সারদা পর্য্যায়ক্রমে পড়াবার ও উপদেশ করবার ভার লউক—ইত্যাদি। সারদা যে কাগজ বা· করতে চেয়েছে, সে উত্তম কথা বটে; কিন্তু সকলে মিলেমিশে করতে পার ত আমার সম্মতি আছে।

মতামত সম্বন্ধে এই যে, যদি কেউ পরমহংসদেবকে অবতার ইত্যাদি বলে মানে উত্তম কথা, না মানে উত্তম কথা। সার এই যে, পরমহংসদেব চরিত্র সম্বন্ধে পুরাতন ঠাকুরদের উপরে যান এবং শিক্ষা সম্বন্ধে সকলের চেয়ে উদার ও নূতন এবং progressive (প্রগতিশীল)—অর্থাৎ পুরাণোরা সব একঘেয়ে—এ নূতন অবতার বা শিক্ষকের এই শিক্ষা যে, এখন যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্মের উৎকৃষ্ট ভাব এক করে নূতন সমাজ তৈয়ারী করতে হবে।···পুরাণোরা বেশ ছিলেন বটে, কিন্তু এ যুগের এই ধর্ম্ম—একাধারে যোগ, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম—আচণ্ডালে জ্ঞান-ভক্তি-দান—আবালবৃদ্ধবনিতা। ও-সকল কেষ্ট বিষ্টু বেশ ঠাকুর ছিলেন; কিন্তু রামকৃষ্ণে একাধারে সব ঢুকে গেছেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এবং প্রথম উদ্যোগীর পক্ষে নিষ্ঠা বড়ই আবশ্যক

—অর্থাৎ শিক্ষা দাও যে, অন্য সকল দেবকে নমস্কার, কিন্তু পূজা রামকৃষ্ণের। নিষ্ঠা ভিন্ন তেজ হয় না—তা না হলে মহাবীরের ন্যায় প্রচার হয় না। আর ওসব পুরাণো ঠাকুরদেবতা বুড়িয়ে গেছে—এখন নূতন ভারত, নূতন ঠাকুর, নূতন ধর্ম্ম, নূতন বেদ। হে প্রভো, কবে এ পুরাণোর হাত থেকে উদ্ধার পাবে আমাদের দেশ! গোঁড়ামি না হলে কল্যাণ দেখছি কৈ; তবে অপরের দ্বেষ ত্যাগ করতে হবে।

যদি আমার বুদ্ধিতে চলা তোমাদের উচিত বিচার হয় এবং এই সকল নিয়ম পালন কর, তা হলে আমি মঠভাড়ার এবং সমস্ত খরচ-পত্র পাঠিয়ে দেব। নতুবা তোমাদের সঙ্গত্যাগ এক দম। অপিচ গৌর মা, যোগীন মা প্রভৃতিকে এই চিঠি দেখিয়ে তাঁদের দিয়ে ঐ প্রকার একটা মেয়েদের জন্য স্থাপন করাইবে। সেখানে গৌর মাকে এক বৎসর মহান্ত করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউই সেখানে যেতে পাবে না। তারা আপনারা সমস্ত করিবে, তোমাদের হুকুমে কাউকে চলিতে হবে না। তারও সমস্ত খরচ-পত্র আমি পাঠিয়ে দেব।

প্রভু তোমাদের সৎবুদ্ধি দেন! দুজন জগন্নাথ দেখতে গেল—একজন দেখলে ঠাকুর, আর একজন দেখলে পুঁই গাছ!!! বাবু হে, তোমরা সকলেই তাঁর সেবায় ছিলে বটে; কিন্তু যখনই মন ফুলে আমড়া গাছ হবে তখনই মনে করো যে, থাকলে কি হয় তাঁর সঙ্গে? দেখেছ কেবল পুঁই গাছ! যদি তা না হত ত এত দিনে প্রকাশ হত। তিনি নিজেই বলতেন, "নাচিয়ে গাহিয়ে তারা

নরকে যাইবে"—ঐ নরকের মূল 'অহঙ্কার'। "আমিও যে ও-ও সে" —বটেরে মধ্যে? "আমাকেও তিনি ভালবাসতেন"—হায় মধুরাম, তা হলে কি তোমার এ দুর্গতি হয়?...এখনও উপায় আছে— সাবধান! মনে রেখো যে, তাঁর কৃপায় বড় বড় দেবতার মত মানুষ তৈয়ারি হয়ে যাবে, যেখানে তাঁর দয়া পডবে।...এখনও সময় আছে, সাবধান! Obedience is the first duty (আজ্ঞাবহতাই প্রথম কর্ত্তব্য)—যা বলি, করে ফেল দেখি! এই কটা ছোট্ট ছোট্ট কাজ প্রথমে কর দেখি—তারপর বড় বড় কাজ ক্রমে হবে। অলমিতি

নরেন্দ্র

পুঃ—এই চিঠি সকলকে পড়াবে এবং তদনুযায়ী কাজ করা যদি উচিত বোধ হয় আমাকে লিখবে। রাখালকে বলবে, যে সকলের দাস, সেই সকলের প্রভু। যার ভালবাসায় ছোট বড় আছে, সে কখনও অগ্রণী হয় না। যার প্রেমের বিরাম নাই, উচ্চ-নীচ নাই, তার প্রেম জগৎ জয় করে।

নরেন্দ্র

(৩২) ইং

৬৩নং সেণ্ট জর্জ্জেস্ রোড, লণ্ডন

মে, ১৮৯৬

প্রিয় ভগিনি,

আবার লণ্ডনে। এখন ইংলণ্ডের আবহাওয়া বেশ চমৎকার ও ঠাণ্ডা; ঘরে অগ্নিকুণ্ডে আগুন রাখতে হয়। তুমি জেনো, আমাদের ব্যবহারের জন্ত এবার একটা গোটা বাড়ী পাওয়া

গেছে। বাড়ীটি ছোট হলেও বেশ সুবিধাজনক। লণ্ডনে বাড়ীভাড়া আমেরিকার মত তত বেশী নয়, তা বোধ হয় তুমি জান। এই তোমার মার কথাই ভাবছিলাম। এই মাত্র তাঁকে একখানা পত্র লেখা শেষ করে উহা মনরো এণ্ড কোংএর হেপাজতে ৭নং রুয়ে স্ক্রিব্, প্যারিস, এই ঠিকানায় পাঠিয়েছি। এখানে জনকয়েক পুরাণো বন্ধুও আছেন। মিস্ ম্যাক্লাউড সম্প্রতি ইউরোপ ভ্রমণ করে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করেছেন। তাঁর স্বভাবটি সোনার ন্যায় খাঁটি এবং তাঁর স্নেহপ্রবণ হৃদয়টির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমরা এই বাড়ীতে বেশ ছোট খাট একটি পরিবার হয়েছি; আর আছেন ভারতবর্ষ হতে আগত একজন সন্ন্যাসী। 'বেচারা হিন্দু' বলতে যা বোঝায়, তা এঁকে দেখলেই বেশ বুঝতে পারবে। সর্ব্বদাই যেন ধ্যানস্থ রয়েছেন; অতি নম্র এবং মধুর স্বভাব। আমার যেমন একটা অদম্য সাহস এবং ঘোর কর্ম্মতৎপরতা আছে, তাঁতে তার কিছুই নাই। ওতে চলবে না। আমি তাঁর ভেতর একটু কর্ম্মশীলতা প্রবেশ করিয়ে দেবার চেষ্টা করব। এখনই আমার দুটি করে ক্লাসের অধিবেশন হচ্ছে। চার-পাঁচ মাস ঐরূপ চলবে—তারপর ভারতে যাচ্ছি; কিন্তু আমেরিকাতেই আমার হৃদয় পড়ে আছে—আমি ইয়াঙ্কি দেশ ভালবাসি। আমি নূতন সব দেখতে চাই। আমি পুরাতন ধ্বংসাবশেষের চারদিকে অলসভাবে ঘুরে বেড়িয়ে, সারাজীবন প্রাচীন ইতিহাসসমূহ নিয়ে হা-হুতাশ করে, আর প্রাচীনকালের লোকদের কথা ভেবে ভেবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে রাজি নই। আমার রক্তের যা জোর

আছে, তাতে ঐরূপ করা চলে না। সমস্ত ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত স্থান, পাত্র ও সুযোগ কেবল আমেরিকায়ই আছে। আর আমি আমূল পরিবর্ত্তনের ঘোরতর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি। আমি শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরব, পরিবর্ত্তনবিরোধী থস্‌থসে জেলি মাছের ন্যায় ঐ বিরাট পুঞ্জটার কিছু করতে পারি কি না দেখতে। তারপর প্রাচীন সংস্কারগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নূতন করে আরম্ভ করব—একেবারে সম্পূর্ণ নূতন, সরল অথচ সবল—সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় নবীন ও সতেজ। প্রাচীন যা-কিছু দূর করে ফেলে দাও—নূতন করে আরম্ভ কর। যিনি সনাতন, অসীম, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বজ্ঞ তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষ নহেন—তত্ত্বমাত্র। তুমি, আমি সকলেই সেই তত্ত্বের বাহ্য প্রতিরূপ মাত্র। এই অনন্ত তত্ত্বের যত বেশী কোন ব্যক্তির ভিতর প্রকাশিত হয়েছে, তিনি তত মহৎ; শেষে সকলকেই উহার পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি হতে হবে; এইরূপে এখন যদিও সকলেই স্বরূপতঃ এক, তথাপি তখনই প্রকৃতপক্ষে এক হয়ে যাবে। ধর্ম্ম ইহা ছাড়া অপর কিছুই নহে। এই একত্বানুভব বা প্রেমই উহার সাধন। সেকেলে নির্জীব অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণাসকল প্রাচীন কুসংস্কারমাত্র। বর্ত্তমানেও সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা কেন? পার্শ্বেই যখন জীবন এবং সত্যের নদী বয়ে যাচ্ছে তখন আর তৃষ্ণার্ত্ত লোকগুলোকে নরদমার পঁচা জল খাওয়ান কেন? ইহা মনুষ্যসুলভ স্বার্থপরতা ব্যতীত অপর কিছুই নয়। পুরাতন সংস্কারগুলোকে সমর্থন করতে করতে আমি বিরক্ত হয়ে পড়েছি। আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, পূতিগন্ধময় ও গতায়ু

ভাবরাশির সমর্থন করতে গিয়ে আজ পর্য্যন্ত আমার অনেক শক্তি বৃথা ক্ষয় হয়েছে। জীবন ক্ষণস্থায়ী, সময়ও ক্ষিপ্রগতিতে চলে যাচ্ছে। যে স্থান ও পাত্রে ভাবরাশি সহজে কার্য্যে পরিণত হতে পারে, সেই স্থান ও পাত্রই প্রত্যেকের বেছে নেওয়া উচিত। হায়! যদি দ্বাদশ জন মাত্র সাহসী, উদার, মহৎ ও অকপটহৃদয় লোক পেতাম!

আমি নিজে বেশ আছি এবং জীবনটাকে খুব সম্ভোগ করছি। আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(৩১) ইং

মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত

৬৩ সেণ্ট জর্জ্জেস্ রোড

লণ্ডন, দক্ষিণ পশ্চিম,

৩০শে মে, ১৮৯৬

প্রিয় মিসেস্ বুল,

গত পরশু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সহিত আমার বেশ দেখা-শুনা হয়ে গেল। তিনি একজন ঋষিকল্প লোক; তাঁর বয়স ৭০ বৎসর হলেও তাঁকে যুবা দেখায়; এমন কি তাঁর মুখে একটি বার্দ্ধক্যের রেখা নাই। হায়! ভারতবর্ষ ও বেদান্তের প্রতি তাঁর যেরূপ ভালবাসা তার অর্দ্ধেক যদি আমার থাকত! তার উপর তিনি যোগশাস্ত্রের প্রতিও অনুকূল ভাব পোষণ

করেন এবং উহাতে বিশ্বাস করেন। তবে বুজরুকদের তিনি একদম দেখতে পারেন না।

সর্ব্বোপরি রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপর তাঁর ভক্তি অগাধ এবং তিনি 'নাইন্টিন্থ্ সেঞ্চুরিতে' তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি তাঁকে জগতের সমক্ষে প্রচার করবার জন্য কি করছেন?" রামকৃষ্ণ তাঁকে অনেক বৎসর যাবৎ মুগ্ধ করেছেন। ইহা কি একটা সুসংবাদ নয়?...

এখানে কাজকর্ম্ম ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হচ্ছে। আগামী রবিবার হতে আমার সাধারণ বক্তৃতা আরম্ভ হবে ঠিক হয়েছে। ইতি

আপনার চিরকৃতজ্ঞ ও স্নেহপাত্র

বিবেকানন্দ

(৩৪) ইং

মিস্ মেরী হেল্‌কে লিখিত

৬৩ সেণ্ট্ জর্জ্জেস্ রোড

লণ্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম,

৩০শে মে, ১৮৯৬

প্রিয় মেরী,

তোমার চিঠি এইমাত্র পেলাম। তুমি অবশ্যই ঈর্ষ্যাপরবশ হও নাই, কিন্তু দীন-দরিদ্র ভারতবর্ষের প্রতি সহসা যেন তোমার করুণা উথলে উঠেছিল। যা হোক, ভয় পাবার কারণ নাই। ...সপ্তাহ কয়েক আগে 'গির্জ্জা'-মাইজীর নিকট পত্র লিখেছিলাম; আজ পর্য্যন্ত একছত্র জবাব আদায় করতে পারি নি।

ভয় হয়, তিনি দলবলসহ সন্ন্যাস গ্রহণ করে কোন ক্যাথলিক মঠে ঢুকে পড়েছেন ; ঘরে চার চারটী আইবুড়ো মেয়ে থাকলে বুড়ী মায়ের পক্ষে সন্ন্যাস না নিয়ে আর উপায় কি ?

অধ্যাপক মাক্সমূলারের সহিত চমৎকার দেখাশুনা হয়ে গেল। তিনি ঋষিকল্প লোক—বেদান্তের ভাবে ভরপূর। তোমার কি মনে হয় ? অনেক বছর যাবৎই তিনি আমার গুরুদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তিনি 'নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী'তে আচার্য্যদেব সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন—উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। ভারতসংক্রান্ত নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হল। হায়, হায় ! ভারতের প্রতি তাঁর প্রেমের অর্দ্ধেকও যদি আমার থাকত !

এখানে আমরা আর একটি ক্ষুদ্র পত্রিকা বার করব। 'ব্রহ্মবাদিন্'-এর খবর কি ? উহার প্রচার বাড়াচ্ছ ত ? যদি চার জন উৎসাহী আইবুড়ো মিলে একখানা পত্রিকা ভালরকম চালু করতে না পার ত আমার সকল আশায় জলাঞ্জলি ! তুমি মাঝে মাঝে আমার চিঠি পাবে। আমি ত ছুঁচটি নই যে, যেখানে-সেখানে হারিয়ে যাব ! এখন এখানে ক্লাস খুলেছি। আগামী সপ্তাহ হতে প্রতি রবিবারে বক্তৃতা আরম্ভ করব। ক্লাসগুলি খুব বড় হয় ; যে বাড়ীটি সারা মরশুমের জন্য ভাড়া করেছি, সেই বাড়ীতেই উহা হয়। কাল রাত্রে আমি নিজেই রান্না করেছিলাম। জাফরান, লেভেণ্ডার, জয়ত্রী, জায়ফল, কাবাবচিনি, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, মাখন, লেবুর রস, পেঁয়াজ, কিস্‌মিস্, বাদাম, গোলমরিচ এবং চাউল—এই সবগুলি মিলিয়ে এমনই সুস্বাদু

খিচুড়ি বানিয়েছিলাম যে, নিজেই গলাধঃকরণ করতে পারি নি! ঘরে হিং ছিল না, নতুবা তারও খানিকটা মিশালে গিলবার পক্ষে সুবিধা হত।

কাল হাল ফ্যাশনের এক বিবাহে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধু মিস্ মূলার নাম্নী জনৈকা ধনী মহিলা, একটি হিন্দু ছেলেকে দত্তক গ্রহণ করেছেন এবং আমার কাজে সাহায্য করবার জন্য আমি যে বাড়ীতে আছি সেই বাড়ীতেই কোঠা ভাড়া করেছেন, তিনিই উহা দেখবার জন্য আমাদিগকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এঁরই এক ভাই-ঝি কিংবা ভাগনী ছিল বিবাহের পাত্রী, আর বরও ছিল অবশ্যি কারো না কারো ভাইপো অথবা ভাগনে। বিবাহের অনুষ্ঠান যেন আর শেষ হয় না—কি আপদ! তুমি যে বিবাহে নারাজ,—এতে আমি খুশী আছি। তবে এখন বিদায়! তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানবে। আর লিখবার সময় নাই; এখনি মিস্ ম্যাক্‌লাউডের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-ভোজনে যাচ্ছি। ইতি

তোমাদের চির শুভাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ

(৩৫) ইং

৬৩ সেণ্ট জর্জ্জেস্ রোড
লণ্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম,
৫ই জুন, ১৮৯৬

প্রিয়—,

'রাজযোগ' বইখানার খুব কাটতি হচ্ছে। সারদানন্দ শীঘ্রই যুক্তরাজ্যে যাবে।...

আমার পিতা যদিও উকিল ছিলেন তথাপি আমি ইচ্ছা করি

না যে, আমার বংশের কেউ উকিল হয়। আমার গুরুদেব ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং আমার বিশ্বাস, যে পরিবারে কতকগুলো উকিল আছে সে পরিবার নিশ্চয়ই একটা গোলযোগে পড়বে। আমাদের দেশ উকিলে ছেয়ে গেছে—প্রতিবৎসর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শত শত উকিল বার হচ্ছে। আমাদের জাতের পক্ষে এখন আবশ্যক কর্ম্মতৎপরতা ও বৈজ্ঞানিক (তত্ত্বাবিষ্কারোপযোগী) প্রতিভা। সুতরাং আমার ইচ্ছা ম— তড়িত্তত্ত্ববিৎ হয়। সিদ্ধিলাভ করতে না পারলেও সে যে বড় হবার এবং দেশের যথার্থ উপকারে লাগবার চেষ্টা করেছিল—এইটুকু ভেবেই আমি সন্তোষ লাভ করব।...শুধু আমেরিকার বাতাসেই এমন একটি গুণ আছে যে, সেখানকার প্রত্যেকের ভেতর যা কিছু ভাল সমস্তই ফুটিয়ে তোলে। ...আমি চাই সে অকুতোভয় ও সাহসী হউক এবং তার নিজের জন্য ও স্বজাতির জন্য একটা নূতন পথ বার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুক। একজন তড়িত্তত্ত্ববিৎ ইঞ্জিনিয়ার ভারতে অনায়াসে করে খেতে পারে।

পুঃ—গুড্উইন আমেরিকায় একখানি মাসিক পত্র বার করা সম্বন্ধে তোমাকে এই ডাকে একখানা পত্র লিখছে। আমার মনে হয়, কাজটি বজায় রাখতে হলে এই রকমের একটা কিছু দরকার। আর আমি অবশ্য সে যে ভাবে কাজ করবার উপায় নির্দ্দেশ করছে, সেই ভাবে ঐ বিষয়ে সাহায্য করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।...আমার বোধ হয়, সে খুব সম্ভব সারদানন্দের সঙ্গে যাবে।

তোমাদের প্রেমবদ্ধ

বিবেকানন্দ

(৩৬) ইং

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত

৬৩, সেণ্ট জর্জ্জেস্ রোড, লণ্ডন

৭ই জুন, ১৮৯৬

প্রিয় মিস্ নোব্‌ল,

আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তাহা এই—মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্ব্বকার্য্যে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থা নির্দ্ধারণ করে দিতে হবে।

কুসংস্কারের নিগড়ে এই সংসার আবদ্ধ। যে উৎপীড়িত—সে নর বা নারীই হোক—তাকে আমি করুণা করি; আর যে উৎপীড়ক সে আমার অধিকতর করুণার পাত্র।

এই একটা ধারণা আমার কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সকল দুঃখের মূলে আছে অজ্ঞতা, তা ছাড়া আর কিছু না। জগৎকে আলোক দেবে কে? আত্মবিসর্জ্জনই ছিল অতীতের কর্ম্মরহস্য এবং হায়! যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। যাঁরা জগতে সর্ব্বাধিক সাহসী ও বরেণ্য তাঁদিগকে চিরদিন 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' আত্মবিসর্জ্জন করতে হবে। অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রয়োজন আছে।

জগতের ধর্ম্মগুলি এখন প্রাণহীন ব্যঙ্গমাত্রে পর্য্যবসিত হয়েছে। জগতের এখন যা একান্ত প্রয়োজন, তা হচ্ছে চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং যাঁরা

স্বার্থহীন। সেই প্রেম প্রত্যেকটি বাক্যকে বজ্রের ন্যায় শক্তিশালী করে তুলবে।

এটা আর তোমার কাছে কুসংস্কার নয় নিশ্চিত। তোমার মধ্যে একটা জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি আছে, আর ধীরে ধীরে আরো অনেকে আসবে। আমরা চাই—জ্বালাময়ী বাণী এবং তদপেক্ষা জ্বালাময় কর্ম্ম। হে মহাপ্রাণ, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস, আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাহিরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে বড় কি আছে, এর চেয়ে মহত্তর কোন্ কাজ আছে? আমার এগিয়ে চলার সাথে সাথেই আনুষঙ্গিক খুঁটি-নাটি সব এসে পড়বে। আমি আটঘাট বেঁধে কোন কাজ করি না। কার্য্যপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে ও নিজের কার্য্য সাধন করে। আমি শুধু বলি—ওঠ, জাগ।

তুমি চিরকাল আমার অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

শুভাশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ

(৩৭)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত

৬৩, সেণ্ট জর্জ্জেস্ রোড,
লণ্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম
২৪শে জুন, ১৮৯৬

প্রিয় শশী,

শ্রীজীর সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলারের লিখিত প্রবন্ধ আগামী মাসে

প্রকাশিত হবে। তিনি তাঁর একখানি জীবনী লিখতে রাজী হয়েছেন। তিনি শ্রীজীর সমস্ত বাণী চান। সব উক্তিগুলি সাজিয়ে তাঁকে পাঠাও—অর্থাৎ কর্ম্মসম্বন্ধে সব এক জায়গায়, বৈরাগ্য সম্বন্ধে অন্যত্র, ঐরূপ ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদি সম্বন্ধে। তোমাকে এ কাজ এখনই শুরু করতে হবে। শুধু যে সব কথা ইংরেজীতে অচল, সেগুলি বাদ দিও [১] (হাগা, পেচ্ছাব, থুথু, মাগী, শরীরের অনাবিষ্কার্য্য স্থান ইত্যাদি)। বুদ্ধি করে সে সকল জায়গায় যথাসম্ভব অন্য কথা দিবে……। 'কামিনী-কাঞ্চনকে' 'কাম-কাঞ্চন' করবে—lust and gold etc.—অর্থাৎ তাঁর উপদেশে সার্ব্বজনীন ভাবটা প্রকাশ করা চাই। এই চিঠি কাহাকেও দেখাবার আবশ্যক নাই। তুমি উক্ত কার্য্য সমাধা করে সমস্ত উক্তি ইংরেজী তর্জ্জমা ও classify (শ্রেণীবিভাগ) করে "প্রফেসর ম্যাক্স্‌মূলার, ওক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ইংলণ্ড"—ঠিকানায় পাঠাবে।

শরৎ কাল আমেরিকায় চলল। এখানকার কাজ পেকে উঠেছে। একটি লণ্ডনে centre এর (কেন্দ্রের) জন্য টাকা already (ইতঃপূর্ব্বে) উঠে গেছে। আমি next (আগামী) মাসে Switzerland (সুইজরলণ্ড) গিয়ে এক দুই মাস থাকব। তারপর আবার লণ্ডনে। আমার শুধু দেশে গিয়ে কি হবে? এই লণ্ডন হল দুনিয়ার centre (কেন্দ্র)। Indiaর heart (ভারতের হৃৎপিণ্ড) এখানে। এখানে একটা গেড়ে না

১। এই পর্য্যন্ত ইংরেজীর অনুবাদ।

বসিয়ে কি যাওয়া হয়? তোরা পাগল নাকি? সম্প্রতি কালীকে আনাব, তাকে তৈয়ার থাকতে বলো। পত্রপাঠ যেন চলে আসে। দুই চারি দিনের মধ্যে তার জন্য টাকা পাঠাব ও কাপড়-চোপড় প্রভৃতি যা যা দরকার সমস্তই লিখে দেব। সেই মত সমস্ত ঠিক করা হয় যেন।

মাতাঠাকুরাণী প্রভৃতি সকলকে আমার অসংখ্য প্রণাম দিবে। মান্দ্রাজে তারক দাদা যাচ্ছেন— উত্তম কথা।

মহাতেজ, মহাবীর্য্য, মহা উৎসাহ চাই। মেয়ে-নেকড়ার কি কাজ? যে রকম লিখেছিলাম পূর্ব্বপত্রে সেই রকম ঠিক চলতে চেষ্টা করবে। Organisation (সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া) চাই।

Organisation is power and the secret of that is obedience (সঙ্ঘবদ্ধ হইলেই শক্তি লাভ হয়; আর আজ্ঞাবহতাই হল তার মূল রহস্য)। কিমধিকমিতি

নরেন্দ্র

(৩৮)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত

হাইভিউ, কেভার্শ্যাম, রিডিং
ই টি ষ্টার্ডির বাড়ী
৩রা জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয় শশী,

এই পত্রপাঠ কালীকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিবে। পূর্ব্বের পত্রে সংবাদ পাইয়াছ। কলিকাতার মেসার্স গ্রিণ্ডলে কোং এর নিকট তাহার 2nd class passage (দ্বিতীয় শ্রেণীর পাথেয় খরচ)

গিয়াছে ও কাপড়-চোপড় কিনিতে যাহা কিছু লাগে তাহাও গিয়াছে। কাপড়-চোপড় অধিক কিছু আবশ্যক নাই।...

কালীকে কতকগুলি বই আনতে হবে। আমার কাছে কেবল ঋগ্বেদ সংহিতা আছে। কালীকে যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ ও অথর্ব্বন্ সংহিতা ও শতপথাদি যতগুলি ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় ও কতকগুলো সূত্র ও যাস্কর নিরুক্ত যদি পায় সঙ্গেই করে যেন আনে। অর্থাৎ ঐ বইগুলি আমার চাই।...ঐ বই একটা কাঠের বাক্সয় পুরে আনলেই হবে।

গড়িমসি যেমন শরতের বেলায় হয়েছিল—তা না হয়; পত্রপাঠ চলে আসবে। শরৎ আমেরিকায় চলে গেছে। তার এখানে কোনও কাজ ছিল না—অর্থাৎ ছ মাস বাদে এল, তখন আমি এখানে। সে প্রকার না হয় যেন। চিঠি হারিয়ে যেন না যায়—শরতের বেলার মত। তৎপর পাঠিয়ে দিবে। ইতি

বিবেকানন্দ

(৩৯) ইং

মিঃ ফ্র্যান্সিস্ লেগেট্‌কে লিখিত

৬৩, সেণ্ট জর্জ্জেস্ রোড,
লণ্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম
৬ই জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয় ফ্র্যাঙ্কিন্‌সেন্স্[১],

...আট্‌লাণ্টিকের এপারে এসে আমি বেশ আছি এবং আমার কার্য্যাদি অতি সুন্দররূপে চলছে।

১। সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। মিঃ ফ্র্যান্সিস্ লেগেট্‌কে স্বামিজী বন্ধুভাবে এই শব্দে সম্বোধন করিতেছেন।

আমার রবিবাসরীয় বক্তৃতাগুলি লোকের খুব হৃদয়গ্রাহিণী হয়েছিল, ক্লাসগুলিও বেশ চলেছিল। এখন কাজের মরসুম শেষ হয়ে গেছে—আমিও সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন আমি মিস্ মুলারের সঙ্গে সুইজরলণ্ডে বেড়াতে যাচ্ছি। গলস্‌ওয়ার্দ্দিরা আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করেছেন। জো বড় অদ্ভুতভাবে তাঁদের এদিকে ফিরিয়েছেন। আমি জো-র বুদ্ধিমত্তা ও নীরব কার্য্য-প্রণালীর শতমুখে প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না। তাঁকে একজন সুচতুর রাজনীতিবিশারদ রমণী বলতে পারা যায়। তিনি প্রয়োজন হলে একটা রাজ্য চালাতে পারেন। মানুষের ভিতর এমন চট করে সব বিষয় ধরবার তীক্ষ্ণ সহজ বুদ্ধি, আবার উহাকে ভাল বিষয়ে প্রয়োগ করবার ক্ষমতা, আমি খুব অল্পই দেখেছি। আমি আগামী শরৎকালে আমেরিকা ফিরব ও তথাকার কার্য্যভার আবার গ্রহণ করব।

গত পরশু সন্ধ্যায় আমি মিসেস্ মার্টিনের বাটীতে একটা পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। উক্ত মহিলার সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিত ইতোমধ্যেই জো-র পত্রে অনেক খবর পেয়েছ।

যা হোক, ইংলণ্ডে কাজ খুব আস্তে আস্তে অথচ সুনিশ্চিত ভাবে বেড়ে চলেছে। এখানকার অন্ততঃ অর্দ্ধেক নরনারী আমার সঙ্গে দেখা করে আমার কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছে। এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যতই ত্রুটি থাকুক, ইহা যে চারিদিকে ভাব ছড়াবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্র, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমার সংকল্প—এই যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে আমার ভাবরাশি

প্রদান করব—তা হলেই সেগুলি সমগ্র জগতে ছড়িয়ে যাবে। অবশ্য সব বড় বড় কাজই খুব আস্তে আস্তে হয়ে থাকে—উহার বাধাবিঘ্নও অনেক—বিশেষ আমরা হিন্দুরা—বিজিত জাতি বলে। কিন্তু তাও বলি—যেহেতু আমরা বিজিত, সেই হেতু আমাদের ভাব চারদিকে ছড়াতে বাধ্য—কারণ দেখা যায়—আধ্যাত্মিক আদর্শ চিরকালই বিজিত পদদলিত জাতির মধ্য হতে উদ্ভূত হয়েছে। দেখ না—ইহুদীরা তাদের আধ্যাত্মিক আদর্শে রোম সাম্রাজ্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

তুমি জেনে সুখী হবে যে, আমিও দিন দিন সহিষ্ণুতা ও সর্ব্বোপরি, সহানুভূতির শিক্ষা আয়ত্ত করছি। মনে হয়, প্রবল-প্রতাপশালী এঙ্গ্‌লো-ইণ্ডিয়ান্‌দের মধ্যেও যে ভগবান রয়েছেন, আমি তা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছি। মনে হয়, আমি ধীরে ধীরে সেই অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যেখানে শয়তান বলে যদি কেউ থাকে, তাকে পর্য্যন্ত ভালবাসতে পারব।

বিশ বছর বয়সের সময় আমি এমন গোঁড়া বা একঘেয়ে ছিলুম যে, কারু সঙ্গে সহানুভূতি করতে পারতাম না—আমার ভাবের বিরুদ্ধ হলে কারও সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারতাম না—কলকাতার যে ফুটপাথে থিয়েটার সেই ফুটপাথের উপর দিয়ে পর্য্যন্ত চলতাম না। এখন এই তেত্রিশ বৎসর বয়সে বেশ্যাদের সঙ্গে অনায়াসে এক বাড়ীতে বাস করতে পারি—তাদের তিরস্কার করবার কথা একবার মনেও উঠবে না! একি আমি ক্রমশঃ খারাপ হয়ে যাচ্ছি—না, আমার হৃদয় ক্রমে উদার হয়ে হয়ে অনন্ত প্রেম বা সাক্ষাৎ সেই ভগবানের দিকে আমি অগ্রসর

হচ্ছি? আবার লোকে বলে শুনতে পাই—যে ব্যক্তি চারিদিকে মন্দ, অমঙ্গল দেখতে না পায়, সে ভাল কাজ করতে পারে না—সে একরকম অদৃষ্টবাদী হয়ে নিশ্চেষ্ট মেরে যায়! আমি ত তা দেখছি না। বরং আমার কার্য্যশক্তি প্রবলভাবে বেড়ে যাচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যের সফলতাও খুব অধিক হচ্ছে। কখন কখনও আমার এক প্রকার ভাবাবেশ হয়—আমার মনে হয়, জগতের সব্বাইকে—সব জিনিসকে আশীর্ব্বাদ করি—সব জিনিসকে ভালবাসি—আলিঙ্গন করি। তখন দেখি—যাকে মন্দ বলে, সেটা একটা ভ্রান্তিমাত্র! প্রিয় ফ্র্যান্সিস্, এখন আমি সেই রকম ভাবের ঘোরে রয়েছি, আর তুমি ও মিসেস্ লেগেট আমায় কত ভালবাস ও আমার প্রতি তোমাদের কত দয়া, তাই ভেবে সত্য সত্যই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন কচ্ছি। আমি যেদিন এই পৃথিবীতে প্রথম পদার্পণ করেছি, সেই দিনটাকে ভেবে তাকে ধন্য ধন্য করছি! আমি এখানে এসে কত দয়া, কত ভালবাসা পেয়েছি; আর যে অনন্ত প্রেমস্বরূপ হতে আমার আবির্ভাব, তিনি আমার ভাল মন্দ ('মন্দ' কথাটিতে ভয় পেয়ো না) প্রত্যেক কাজটি লক্ষ্য করে আসছেন। কারণ আমি তাঁর হাতের একটা যন্ত্র বই আর কি—কোন্ কালেই বা তা ছাড়া আর কিছু ছিলাম? তাঁর সেবার জন্য আমি আমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছি, আমার প্রেমাস্পদদের ত্যাগ করেছি, সব সুখের আশা ছেড়েছি, জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েছি। তিনি আমার সদা-ক্রীড়াশীল আদরের ধন, আমি তাঁর খেলুড়ে। এই জগতের কাণ্ডকারখানার কোনখানে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

—সব তাঁর খেলা, সব তাঁর খেয়াল। তিনি আবার কোন্ হেতুতে যুক্তিতে চালিত হবেন? লীলাময় তিনি—এই জগৎনাট্যের সকল অংশেই তিনি এই সব হাসিকান্নার অভিনয় করছেন। জো যেমন বলে—"ভারি তামাসা, ভারি তামাসা!"

এ ত বড় মজার জগৎ! আর সকলের চেয়ে মজার লোক তিনি—সেই অনন্ত প্রেমাস্পদ প্রভু! সব জগৎটা খুব মজা নয় কি? আমাদের পরস্পরে পরস্পরে ভ্রাতৃভাবই বল আর খেলুড়েগিরিই বল, এ যেন জগতের এই ক্রীড়াক্ষেত্রে একদল স্কুলের ছেলেকে খেলতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—আর সকলে চেঁচামেচি করে খেলা করছে—তাই নয় কি? কাকে সুখ্যাতি করব—কাকে নিন্দা করব—এ যে সবই তাঁর খেলা। লোকে জগতের ব্যাখ্যা চায়—কিন্তু তাকে ব্যাখ্যা করবে কিরূপে? তাঁর ত মাথা মুণ্ডু কিছু নেই—তিনি যুক্তিবিচারেরও কোন ধার ধারেন না। তিনি আমাদের সকলকে ছোটখাট মাথা ও বুদ্ধি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন—কিন্তু এবার আর আমায় ঠকাতে পারছেন না—আমি এবার খুব হুঁসিয়ার ও সজাগ আছি।

আমি এতদিনে দুএকটা বিষয় শিখেছি। শিখেছি যে, "ভাব, প্রেম, প্রেমাস্পদ"—এ সকল যুক্তিবিচার, বিদ্যা-বুদ্ধি, বাক্যাড়ম্বরের বাইরে—ও সব হতে অনেক দূরে। ওহে 'সাকি',[১] পেয়ালা

১। প্রাচীন পারসিকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি অভ্যাগতগণের পানপাত্রে সুরা ঢালিয়া দিত, তাহাকে সাকি বলিত। হাফেজ প্রভৃতির কবিতায় এই সাকি শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

পূর্ণ কর—আমরা প্রেমমদিরা পান করে পাগল হয়ে যাই। ইতি

তোমারই

পাগল বিবেকানন্দ

(৪০) ইং

৬৩, সেণ্ট জর্জ্জেস্ রোড, লণ্ডন

৮ই জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয়—,

ইংরাজ জাতটা খুব উদার। সেদিন মিনিট তিনেকের মধ্যেই আমার ক্লাস থেকে আগামী শরৎকালের কাজের নূতন বাড়ীর জন্য ১৫০ পাউণ্ড (প্রায় ২২৫০৲ টাকা) চাঁদা উঠেছে। এমন কি, চাইলে তারা তদ্দণ্ডেই ৫০০ পাউণ্ড দিত। কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে কাজ করতে চাই—হঠাৎ কতকগুলো খরচপত্র করতে চাই না। এখানে এই কাজটা চালাতে অনেক লোক মিলবে এবং তারা ত্যাগের ভাব কতকটা বোঝে—ইংরাজ-চরিত্রের গভীরতা এখানেই (যে ভাবটা তাদের মাথার ভেতর ঢোকে সেটা কিছুতেই ছাড়তে চায় না)। ইতি

বিবেকানন্দ

(৪১) ইং

ডাক্তার নঞ্জুণ্ড রাও, এম্ ডিকে লিখিত

ইংলণ্ড

১৪ই জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয় নঞ্জুণ্ড রাও,

'প্রবুদ্ধ ভারত'-গুলি পৌঁছেছে এবং ক্লাসে বিতরণও করা হয়েছে। এটা খুব সন্তোষজনক হয়েছে; ভারতে এর যথেষ্ট

প্রচলন হবে নিশ্চিত। আমেরিকাতেও এর কিছু গ্রাহক হতে পারে। ইতোমধ্যেই আমি আমেরিকায় এই কাগজটার বিজ্ঞাপন দেবার ব্যবস্থা করেছি এবং গুড্ইয়ার ইতোমধ্যেই তা করে ফেলেছে। কিন্তু এখানে (ইংলণ্ডে) কাজ অপেক্ষাকৃত ধীরে অগ্রসর হবে। এখানে মুস্কিল এই যে, এরা সকলেই নিজেদের কাগজ বের করতে চায়। আর এরূপ হওয়াই উচিত; কারণ সত্যি বলতে গেলে কোন বিদেশীই খাঁটি ইংরাজের মত তেমন ভাল ইংরেজী লিখতে পারে না, এবং খাঁটি ইংরেজীতে লিখলে ভাবের যা বিস্তার হবে হিন্দু-ইংরেজীতে তা হতে পারে না। তারপর বিদেশী ভাষায় প্রবন্ধ লেখার চাইতে গল্প লেখা আরও শক্ত।

আমি আপনার জন্য এখানে গ্রাহক-সংগ্রহের চেষ্টায় আছি; কিন্তু আপনি বিদেশী সাহায্যের ওপর একেবারেই নির্ভর করবেন না। ব্যক্তির মত জাতিকেও আপনার সাহায্য আপনাকেই করতে হবে। এই হচ্ছে ঠিক ঠিক স্বদেশপ্রেম। যদি কোন জাতি তা করতে না পারে, তবে বলতে হবে, তার এখনও সময় হয়নি, তাকে অপেক্ষা করতে হবে। মান্দ্রাজ হতেই এই নূতন আলোক ভারতের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়া চাই—এই উদ্দেশ্য নিয়েই আপনাকে কাজ করতে হবে। একটি বিষয়ে কিন্তু আমায় একটু মন্তব্য করতে হল—মলাটটা একেবারে চাষাড়ে—অতি বিশ্রী ও কদর্য্য। সম্ভব হলে এটাকে বদলে ফেলুন। এটাকে ভাবব্যঞ্জক অথচ সরল করুন—আর এতে মানুষের মূর্ত্তি মোটেই রাখবেন না। বটবৃক্ষ মোটেই

প্রবুদ্ধ হওয়ার চিহ্ন নয়, পাহাড়ও তা নয়, ঋষিরাও নন, ইউরো-পীয় দম্পতিও নন। পদ্মফুলই হচ্ছে পুনরভ্যুত্থানের প্রতীক। চারুশিল্পে আমরা বড়ই পেছিয়ে আছি—বিশেষতঃ চিত্রশিল্পে। বনে বসন্ত জেগেছে, বৃক্ষলতায় নবকিশলয় আর মুকুল দেখা দিয়েছে—এই ভাবের একটি কাননচিত্র আঁকুন দেখি। কত ভাবই ত রয়েছে—ধীরে ধীরে তা চিত্রশিল্পে ফুটিয়ে তুলুন। লণ্ডনের গ্রীণম্যান কোং যে 'রাজযোগ' ছেপেছে তাতে আমার তৈয়ারি প্রতীকটি দেখুন—আপনি বম্বেতে তা পাবেন। আমি নিউইয়র্কে রাজযোগ সম্বন্ধে যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলাম, এই পুস্তকে তা আছে।

আমি আগামী রবিবারে স্থইজরলণ্ডে যাচ্ছি, এবং শরৎ-কালে ইংলণ্ডে ফিরে এসে আবার কাজ শুরু করব। সম্ভব হলে আমি স্থইজরলণ্ড হতে আপনাকে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ পাঠাব। আপনি জানেন, আমার বিশ্রাম অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

আপনাদের একান্ত আশীর্ব্বাদক ও শুভানুধ্যায়ী

বিবেকানন্দ

(৪২) ইং

মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত

স্যাস গ্রাণ্ড

স্থইজরলণ্ড

২৫শে জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয়—,

আমি জগৎটাকে একেবারে ভুলে যেতে চাই, অন্ততঃ আসছে

দুমাসের জন্য, এবং কঠোর সাধনা করতে চাই। উহাই আমার বিশ্রাম। ...পাহাড় এবং বরফ দেখলে আমার মনে এক অপূর্ব্ব শান্তির ভাব আসে। এখানে আমার যেমন সুনিদ্রা হচ্ছে এমন অনেক দিন হয় নাই।

বন্ধুবর্গকে আমার ভালবাসা জানাবে।

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(৪৩) ইং

মিঃ ই টি ষ্টাডিকে লিখিত

গ্র্যাণ্ড হোটেল,

ভ্যালে, সুইজরলণ্ড

আমি অল্পস্বল্প পড়াশুনা করছি—উপোস করছি অনেক এবং সাধনা করছি তারও চেয়ে বেশী। বনে বনে বেড়িয়ে বেড়ানটা অতি আরামপ্রদ। আমাদের বাসস্থানটি তিনটি বিরাট তুষার প্রবাহের নীচে এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম।

ভাল কথা, সুইজরলণ্ডের হ্রদে আর্য্যদের আদি বাস-ভূমি সম্বন্ধে আমার মনে যাও একটু সন্দেহের ভাব ছিল, তা একেবারে সরে গেছে; তাতারদের মাথা থেকে লম্বা টিকিটা সরিয়ে দিলে যা দাঁড়ায়, সুইজরলণ্ডের অধিবাসীরা হচ্ছে তাই।

(৪৪) ইং

লালা বদ্রী শাহকে লিখিত

ই টি ষ্টার্ডির বাড়ী[১]
হাইভিউ, কেভার্শ্যাম
রিডিং, লণ্ডন
৫ই আগষ্ট, ১৮৯৬

প্রিয় শাহজি,

আপনার সহৃদয় অভিনন্দনের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আপনার নিকট একটি বিষয় জানবার আছে। দয়া করে সংবাদটি জানালে বিশেষ বাধিত হব। আমি একটা মঠ স্থাপন করতে চাই—আলমোড়ায় বা আলমোড়ার কাছে হলেই বরং ভাল। আমি শুনেছি মিঃ র‍্যামজে নামে জনৈক ভদ্রলোক আলমোড়ার নিকট একটী বাংলোতে বাস করতেন, ঐ বাংলোর চতুর্দ্দিকে একটি বাগান আছে। ঐ বাংলোটী ক্রয় করা সম্ভব হবে না কি? দাম কত? যদি ক্রয় করা সম্ভব না হয়, তবে উহা ভাড়া পাওয়া যাবে কি?

আলমোড়ার কাছে কোন সুবিধাজনক স্থান আপনার জানা আছে কি যেখানে বাগবাগিচা সহ আমার মঠ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? উহার বাগান প্রভৃতি অবশ্যই থাকা চাই। একটা গোটা ছোট পাহাড় হলেই ঠিক আমার মনোমত হয়।

আশা করি শীঘ্র আপনার উত্তর পাব। আপনি এবং

১। স্বামিজী তখন সুইজরলণ্ডে থাকিলেও ইহা তাঁহার স্থায়ী ঠিকানা।

আলমোড়াস্থ অন্যান্য সব বন্ধুরা আমার আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা জানবেন। ইতি

আপনাদের

বিবেকানন্দ

(৪৬) ইং

মিঃ ই টি ষ্টার্ডিকে লিখিত

সুইজরলণ্ড

৫ই আগষ্ট, ১৮৯৬

আজ সকালে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের একখানি পত্র এসেছে; তাতে খবর পেলাম যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি 'নাইন্টিন্থ সেন্চুরী' পত্রিকার আগষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তুমি কি তা পড়েছ? তিনি ঐ বিষয়ে আমার মত চেয়েছেন। এখনও আমি তা দেখিনি বলে তাঁকে কিছু লিখতে পারছি না। তুমি যদি তা পেয়ে থাক ত দয়া করে আমায় পাঠিয়ে দিও। 'ব্রহ্ম-বাদিনে'র কোন সংখ্যা এসে থাকলে তাও পাঠিয়ো। ম্যাক্সমূলার আমাদের কার্য্যধারা জানতে চান…এবং মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধেও খবর চান। তিনি প্রচুর সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখতে প্রস্তুত আছেন।

আমার মনে হয়, পত্রিকাদি সম্বন্ধে তাঁর সহিত তোমার সরাসরি পত্রালাপ করাই উচিত। 'নাইন্টিন্থ সেন্চুরী' পড়ার পরে তাঁর পত্রের উত্তর দিয়ে যখন আমি তোমাকে তাঁর চিঠি-খানি পাঠিয়ে দেব, তখন তুমি দেখতে পাবে যে, তিনি আমাদের

প্রচেষ্টায় কত খুশী হয়েছেন এবং যথাসাধ্য সাহায্য করতে রাজী আছেন।...

পুনশ্চ—আশা করি, বড় পত্রিকাখানি সম্বন্ধে ভাল করে ভেবে দেখবে। আমেরিকায় কিছু টাকা তুলতে পারা যাবে এবং তাতে করে কাগজখানি নিজেদের হাতেই রেখে দিতে পারা যাবে। তুমি ও ম্যাক্সমূলার কিরূপ কার্য্যধারা ঠিক কর জেনে নিয়ে আমি আমেরিকায় পত্র লিখব ভেবেছি।

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ। যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে।—যে গাছের ফল ও ছায়া আছে তারই আশ্রয় নিতে হয়; ফল যদি নাইবা পাওয়া যায়, ছায়া থেকে ত কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না? সুতরাং সার কথা এই—বড় প্রচেষ্টা এই ভাব নিয়েই আরম্ভ করা উচিত।

(৪৬) ইং

শ্রীযুক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত

সুইজরলণ্ড

৬ই আগষ্ট, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

'ব্রহ্মবাদিন্' কিরূপ আর্থিক দুরবস্থায় পড়েছে, তা তোমার পত্রে জানলাম। লণ্ডনে যখন ফিরে যাব তখন তোমায় সাহায্য করতে চেষ্টা করব। তুমি সুর নামিয়ো না যেন—কাগজখানি চালিয়ে যাও; অতি শীঘ্রই আমি তোমায় এরূপ সাহায্য করতে পারব যে, এই বিরক্তিকর শিক্ষকতার কাজ থেকে তুমি অব্যাহতি পাবে। ভয় পেয়ো না; বড় বড় সব কাজ হবে,

বৎস! সাহস অবলম্বন কর। 'ব্রহ্মবাদিন্' একটি রত্নবিশেষ, একে নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। অবশ্য এ জাতীয় পত্রিকাকে সর্ব্বদাই ব্যক্তিগত বদান্যতার দ্বারা বাঁচিয়ে রাখতে হয়, আর আমরা তাই করব। আরো মাস কয়েক আঁকড়ে পড়ে থাক।

ম্যাক্সমূলারের শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি 'নাইন্টিন্থ সেন্চুরীতে' বেরিয়েছে। উহা পেলেই আমি তোমায় পাঠিয়ে দেব। তিনি আমাকে চমৎকার সব চিঠি লিখেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি বড় জীবনী লিখবার উপাদান চান। কলকাতায় লিখে দাও, যেন তারা যতটা সম্ভব উপাদান যোগাড় করে তাঁকে পাঠায়।

আমেরিকার কাগজে প্রেরিত সংবাদটি আমি পূর্ব্বেই পেয়েছি। উহা ভারতে প্রকাশ করবে না। সংবাদপত্রে এই সব হৈ চৈ ঢের হয়ে গেছে; আমার অন্ততঃ এসবে বিরক্তি এসে গেছে। মূর্খেরা যাই বলুক না কেন, আমরা আমাদের কাজ করে যাব। সত্যকে কেউ চেপে রাখতে পারবে না।

দেখতেই পাচ্ছ, আমি এখন সুইজরলণ্ডে রয়েছি, আর ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি। পড়া বা কোন লেখার কাজ আমি করতে পারছি না,—করাও উচিত নয়। লণ্ডনে আমার এক মস্ত কাজ পড়ে আছে, যা আগামী মাস থেকে শুরু করতে হবে। আগামী শীতে আমি ভারতে ফিরব এবং সেখানকার কাজটাকে দাঁড় করাব।

সকলে আমার ভালবাসা জানবে। সাহসে বুক বেঁধে কাজ করে যাও, পশ্চাৎপদ হয়োনা—"না" বলো না। কাজ

কর—ঠাকুর পেছনে আছেন। মহাশক্তি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন। আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—ভয় পেয়ো না; টাকা ও আর সব শীঘ্রই আসবে।

(৪৭) ইং

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে লিখিত

সুইজরলণ্ড

৮ই আগষ্ট, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তোমায় কয়েকদিন পূর্ব্বে একখানি পত্র লিখেছিলাম। সম্প্রতি আমার পক্ষে তোমায় উহা জানান সম্ভবপর হয়েছে যে, আমি 'ব্রহ্মবাদিন্'-এর জন্য এইটুকু করতে পারব—আমি তোমায় দু এক বছরের জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা হিসাবে অর্থাৎ বছরে ৬০ বা ৭০ পাউণ্ড হিসাবে, যাতে মাসে ১০০৲ পুরা হয়—এরূপ সাহায্য করতে পারব, তাতে তুমি নিজে স্বাধীন হয়ে 'ব্রহ্মবাদিন্-এর জন্য কাজ করতে ও উহাকে ভাল করে দাঁড় করাতে পারবে। মণি আয়ার এবং অন্য কয়েকটি বন্ধু কিছু টাকা তুলে উহার মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি ব্যয় নির্ব্বাহ করতে পারেন। গ্রাহকদের চাঁদা থেকে কত আয় হয়? তা খরচ করে ভাল ভাল লেখকদের কাছ থেকে উত্তম প্রবন্ধ সংগ্রহ করা চলে না কি? 'ব্রহ্মবাদিনে' যা কিছু বেরুবে, তার সবটাই সকলকে বুঝতে হবে, তার কোন মানে নাই; কিন্তু স্বদেশহিতৈষিতা-প্রণোদিত

হয়ে ও পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য সকলের ইহার গ্রাহক হওয়া উচিত—অবশ্য আমি হিন্দুগণকে লক্ষ্য করেই এ কথা বলছি।

কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক—

প্রথমতঃ, (হিসাবপত্র সম্বন্ধে) বিশেষ সততা অবলম্বনীয়। এই কথা বলিতে গিয়া আমি এরূপ একটুও আভাস দিচ্ছি না যে, তোমাদের মধ্যে কারো পদস্খলন হবে, পরন্তু কাজকর্ম্মে হিন্দুদের একটা অদ্ভুত নেতাজোবড়া ভাব আছে—হিসাবপত্র রাখার বিষয়ে তাদের তেমন সুশৃঙ্খলা বা আঁট নাই; হয়ত কোন বিশেষ ফণ্ডের টাকা নিজের কাজে লাগিয়ে ফেলে এবং ভাবে শীঘ্রই উহা ফিরিয়ে দেবে—ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ, 'ব্রহ্মবাদিন্'টিকে উত্তমরূপে পরিচালনা করার উপর তোমার মুক্তি নির্ভর করে, এই মনে করে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সম্পূর্ণ দৃঢ়নিষ্ঠা। এই পত্রিকাই তোমার ইষ্টদেবতা-স্বরূপ হউক; তা হলেই দেখবে সাফল্য কেমন করে আসে। আমি ইতঃপূর্ব্বেই অভেদানন্দকে ভারতবর্ষ হতে ডেকে পাঠিয়েছি। আমি আশা করি, অপর স্বামীকে পাঠাবার সময় যেরূপ দেরী হয়েছিল এবারে সেরূপ হবে না। এই চিঠি পেয়ে তুমি আমার 'ব্রহ্মবাদিন্'-এর সমস্ত আয়ব্যয়ের একটা পরিষ্কার হিসাব পাঠিও—যাতে আমি বুঝতে পারি, কি করা উচিত। মনে রেখো—সম্পূর্ণ পবিত্রতা ও গুরুর প্রতি স্বার্থহীন একান্ত আজ্ঞাবহতাই সকল সিদ্ধির মূল।

দুই বৎসরের মধ্যে আমরা 'ব্রহ্মবাদিন্'টিকে এরূপ দাঁড় করাব যে, উহার আয় হতে শুধু যে উহার খরচ চলে যাবে

তাই নয়, স্বতন্ত্র একটু আয়ও হবে। বিদেশে ধর্ম্মপত্রিকার বেশী কাটতি হওয়া অসম্ভব; সুতরাং হিন্দুদের মধ্যে যদি এখনও কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান বা কৃতজ্ঞতা অবশিষ্ট থাকে, তবে এ পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা তাদেরই করতে হবে।

ভাল কথা, এনি বেশান্ত একদিন আমাকে তাঁদের সমিতিতে ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি এক রাত্রি বক্তৃতা দিই—কর্ণেল অল্‌কট্‌ও উপস্থিত ছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই আমার সহানুভূতি আছে, ইহা দেখাবার জন্যই আমি এরূপ করেছিলাম; কিন্তু আমি কোনও আজগুবিতে যোগ দেব না। আমাদের দেশের আহাম্মকদের বলো, আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমরাই জগতে শিক্ষক—ফিরিঙ্গিরা নয়। ইহলোকের বিষয়ে অবশ্য তাদের নিকট হতে আমাদের শিখতে হবে।

আমি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলারের প্রবন্ধ পড়েছি। ছয় মাস পূর্ব্বে যখন তিনি উহা লিখেন, তখন তাঁর নিকট প্রতাপ মজুমদারের ক্ষুদ্র পুস্তিকা ছাড়া লিখবার আর কোন উপাদান ছিল না; সুতরাং সে হিসাবে তাঁর প্রবন্ধটি ভালই হয়েছে বলতে হবে। সম্প্রতি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একখানি বৃহৎ পুস্তক লিখবার সংকল্প প্রকাশ করে আমাকে একখানি সুন্দর সুদীর্ঘ পত্র লিখেছেন। আমি ইতোমধ্যেই তাঁকে অনেকটা উপাদান দিয়েছি; কিন্তু ভারত হতে আরও পাঠাতে হবে। কাজ করে যাও। লেগে থাক, সাহসী হও, ভরসা করে সব বিষয়ে লাগ। ব্রহ্মচর্য্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে; তোমার ত

যথেষ্ট ছেলেপুলে আছে, আর কেন? এই সংসারটা কেবল দুঃখময়। কি বল? আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(৪৮) ইং

মিঃ জে জে গুডউইনকে লিখিত

সুইজরলণ্ড

৮ই আগষ্ট, ১৮৯৬

আমি এখন বিশ্রাম ভোগ করছি। বিভিন্ন পত্রে কৃপানন্দের সম্বন্ধে অনেক কথা পড়েছি। আমি তার জন্য দুঃখিত। তার মাথায় নিশ্চয় কোন গোল আছে। তার ভাবে তাকে চলতে দাও; তার জন্য তোমাদের কারো উদ্বেগ অনাবশ্যক।

আমায় ব্যথা দেওয়ার কথা বলছ?—তা দেবদানবের সাধ্যাতীত। সুতরাং নিশ্চিন্ত থাক। অটল ভালবাসা ও একান্ত নিঃস্বার্থতাই সর্ব্বত্র জয়লাভ করে। প্রত্যেক প্রতিকূল অবস্থায় বেদান্তীদের উচিত আপনাদেরই মনকে জিজ্ঞাসা করা, "আমি উহা দেখি কেন? আমি কেন ভালবাসা দিয়ে ওটার প্রতিকার করতে পারি না?"

—স্বামী যে অভ্যর্থনা পেয়েছেন, এবং তিনি যে উত্তম কাজ করছেন, আমি তাতে খুশী হয়েছি। বড় কাজ করতে হলে দীর্ঘকাল ধরে লেগে পড়ে থাকতে হয়। জন কয়েক বিফল হলেও আমাদের চিন্তিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। জগতের ধারাই এই যে, অনেকের পতন হবে, বহু বাধা আসবে, দুর্লঙ্ঘ্য

বিপদ উপস্থিত হবে এবং আধ্যাত্মিকতার আঁচে বিতাড়িতপ্রায় হয়ে মানুষের ভিতরের স্বার্থপরতা ও অন্যান্য দানবীয় ভাব প্রাণপণে লড়াই করবে। এ সংসারে ধর্ম্মের পথটিই সর্ব্বাধিক খাড়া ও বন্ধুর। ইহাই আশ্চর্য্যের কথা যে, এত লোক সফল-কাম হয়; বহুজন যে পড়ে যায়, তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। বহু পতনের ভেতর দিয়েই চরিত্রের গঠন হয়ে থাকে।

এখন আমি অনেকটা চাঙ্গা হয়েছি। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঠিক সামনেই বিরাট তুষারপ্রবাহগুলি দেখি এবং ভাবি যে, আমি হিমালয়ে আছি। আমি সম্পূর্ণ শান্ত আছি। আমার স্নায়ুগুলিতে স্বাভাবিক শক্তি ফিরে এসেছে; এবং তুমি যে জাতীয় বিরক্তিকর ঘটনার কথা লিখেছ, তা আমাকে স্পর্শও করে না। এই ছেলেখেলা আমায় ক্লিষ্ট করবে কি করে? সারা দুনিয়াটা একটা নিছক ছেলেখেলা—প্রচার, শিক্ষা দেওয়া সবই। "জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি"—যিনি দ্বেষও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না তাঁকেই নিত্যসন্ন্যাসী বলে জেনো। আর রোগ শোক ও মৃত্যুর চির লীলাভূমি এই সংসাররূপ পচা ডোবাতে কি আর কাম্য বস্তু থাকতে পারে? "ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্"—যিনি সব বাসনা ত্যাগ করেছেন, তিনিই সুখী।

সেই শান্তি, সেই অনন্ত অনাবিল শান্তির কিছু আভাস আমি এখন এই মনোরম স্থানে পাচ্ছি। "আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনু-সংজ্বরেৎ"—একবার যদি মানুষ জানে যে, সে আত্মস্বরূপই

বটে, তদ্ভিন্ন কিছু নয়, তবে কোন্ অভিলাষে এবং কোন্ কামনার বলে সে দেহের জ্বালায় জ্বলে মরবে?

আমার মনে হয়, লোকে যাকে "কাজ" বলে তাতে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা হবার হয়ে গেছে। আমি মরে গেছি; এখন আমি বেরিয়ে যাবার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছি। "মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ,"—সহস্র লোকের মধ্যে ক্বচিৎ কেউ সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করে; যত্নপরায়ণ অনেকের মধ্যে বিরল কেহই মাত্র আমাকে যথার্থ ভাবে জানে। কারণ "ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ,"—ইন্দ্রিয়গুলি বলবান্; তারা সাধকের মনকে জোর করে নাবিয়ে দেয়।

"খাসা জগৎ," "মজার সংসার," "সামাজিক উন্নতি"—এসব কথার তাৎপর্য্য "সোনার পাথর বাটীরই" মত। ভালই যদি হত, তবে এটা আর সংসারই হত না। ভ্রান্তিবশে জীব অসীমকে সসীম বিষয়ের মধ্যে এবং চৈতন্যকে জড় অণুর মধ্যে প্রকাশের জন্য লালায়িত, কিন্তু পরিশেষে সে নিজের ভুল ধরতে পারে এবং মুক্ত হতে চায়। এই যে নিবৃত্তি, এই হল ধর্ম্মের মূল; আর এর সাধনা হচ্ছে অহং-এর নাশ অর্থাৎ প্রেম। স্ত্রী, পুত্র বা আর কারুর জন্য প্রেম নয়; পরন্তু নিজের কাঁচা আমিকে বাদ দিয়ে অপর সকলের জন্য ভালবাসা। আমেরিকায় "মানব জাতির উন্নতি" ইত্যাদি যে সব বড় বড় বুলি তুমি অহরহ শুনতে পাবে, সে সব বাজে কথায় ভুলো না। এক দিকে অবনতি না হলে অপর দিকে উন্নতি হতে পারে না। এক সমাজে এক রকমের

ত্রুটি আছে, অন্য সমাজে অন্য রকমের। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ সম্বন্ধেও তাই বলা চলে। মধ্য যুগে ডাকাতের প্রাধান্য ছিল, এখন জোচ্চোরের দল বেশী; কোন যুগে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ বিশেষ উঁচু থাকে না, কোন যুগে বা বেশ্যাবৃত্তির প্রাবল্য হয়; কোন সময়ে শারীরিক দুঃখের আধিক্য, আবার কোন সময়ে মানসিক দুঃখ তার সহস্র গুণ। জ্ঞান সম্বন্ধেও তাই। মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কার ও নামকরণের পূর্ব্বেও কি উহা প্রকৃতিতে ছিল না? যদি ছিলই, তবে তার অস্তিত্ব জানাতে তফাৎটা কি হল? আমেরিকার আদিম আধিবাসীদের চেয়ে তোমরা কি বেশী সুখী হয়েছ?

সব জিনিসই বাজে, ভুয়ো—এইটে জানার নামই ঠিক ঠিক জ্ঞান, কিন্তু কম—খুব কম—লোকই তা কদাচিৎ জানতে পারে। "তমেবৈকং জানথ আত্মানম্, অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ"—সেই এক-মাত্র আত্মাকেই জান, আর অন্য সব বাক্য ত্যাগ কর। জগতের দিকে দিকে ঘুরে ফিরে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের এই-টুকুই শিক্ষা লাভ হয়। আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে, সমগ্র মানবজাতিকে এই বলে ডাকা, "ওঠ, জাগ, যতদিন না লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুচ্ছ ততদিন থেমো না।" ধর্ম্ম মানে ত্যাগ—তা ছাড়া আর কিছু নয়।

জীবসমষ্টিকে নিয়েই ঈশ্বর; অথচ মানবদেহের প্রত্যেক কোষ (cell) এর একটা স্বাতন্ত্র্য থাকলেও দেহ যেমন এক, ঠিক তেমনি ঈশ্বরও একজন ব্যক্তি। সমষ্টি বা পূর্ণই ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি বা অংশই জীব বা আত্মা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব জীবসাপেক্ষ—

ঠিক যেমন দেহটি কোষসাপেক্ষ; অথবা কথাটাকে উল্টিয়ে বলা চলে যে, জীবের অস্তিত্ব ঈশ্বরসাপেক্ষ। জীব ও ঈশ্বরের সত্তা সমনিয়ত—যতক্ষণ একজন আছেন, ততক্ষণ অপরকেও থাকতেই হবে। আবার, এই পৃথিবী ছাড়া সব উচ্চতর লোকেই যেহেতু মন্দ অপেক্ষা ভালর ভাগ অনেকগুণ অধিক, সুতরাং সমষ্টি পুরুষ বা ঈশ্বরকে সর্ব্বগুণ, সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বজ্ঞ বলা চলে। ঈশ্বরের পূর্ণত্ব মানলেই এই সব গুণ স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায়; তজ্জন্য আর বিচারের প্রয়োজন হয় না।

ব্রহ্ম এই উভয়ের অতীত—এবং উহা কোন অবস্থাবিশেষ নহে। উহাই একমাত্র অদ্বৈত বস্তু যা সংমিশ্রণসম্ভূত নয়। এই সর্ব্বব্যাপী তত্ত্বই দেহকোষ থেকে ঈশ্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অনুস্যূত, এবং একে বাদ দিয়ে কেউ থাকতে পারে না। যা কিছু সত্য তা এই ব্রহ্মতত্ত্ব ভিন্ন আর কিছু নয়। আমি যখন ভাবি, "আমি ব্রহ্ম", তখন শুধু আমিই থাকি। তুমি যখন এরূপ ভাব, তখন তোমার পক্ষেও তাই; এইরূপ সর্ব্বত্র। প্রত্যেকেই ঐ পূর্ণ তত্ত্ব।...

দিন কয়েক আগে কৃপানন্দকে পত্র লিখবার একটা অদম্য প্রবৃত্তি এসেছিল। হয় ত সে আনন্দ পাচ্ছিল না এবং আমায় স্মরণ করছিল। সুতরাং আমি তাকে খুব স্নেহমাখা একখানি চিঠি লিখেছিলাম। আজ আমেরিকার সংবাদ পেয়ে তার কারণ বুঝতে পারলাম। আমি তুষারপ্রবাহের কাছ থেকে তোলা গোটা কয়েক ফুল তাকে পাঠিয়েছিলাম। মিস্ ওয়াল্‌ডোকে বলবে, তাকে যেন প্রচুর স্নেহ জানিয়ে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন।

প্রেম কখন মরে না। সন্তানরা যাই করুক বা যেমনই হউক না কেন, পিতৃস্নেহের কখন মরণ নাই। সে আমার সন্তান— সে আজ দুঃখে পড়ায় আমার স্নেহ ও সাহায্যের উপর তার ঠিক তেমনি বা ততোধিক দাবী আছে। ইতি

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ

(৪৯) ইং

মিঃ ই টি ষ্টার্ডিকে লিখিত

সুইজরলণ্ড

১২ই আগষ্ট, ১৮৯৬

(পত্রখানি স্বামী অভেদানন্দের যাত্রা ও স্বামী সারদানন্দের সাফল্য সম্বন্ধে লিখিত)

মানুষের মধ্যে যা কিছু আছে তা ফুটিয়ে তোলার পক্ষে আমেরিকা একটা সুন্দর শিক্ষাক্ষেত্র। এখানের হাওয়া কী সহানুভূতিতে পূর্ণ!

(৫০) ইং

মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত

ল্যুক্যার্ণি, সুইজরলণ্ড

২৩শে আগষ্ট, ১৮৯৬

প্রিয় মিসেস্ বুল,

আপনার শেষ চিঠিখানি কাল পেয়েছি; ইতোমধ্যে আপনার প্রেরিত ৫ পাউণ্ডের রসিদ পেয়ে থাকবেন। আপনি সভ্য হওয়ার কথা কি লিখেছেন, তা বুঝতে পারলাম না; তবে কোন

সমিতির তালিকায় আমার নাম যুক্ত করা বিষয়ে আমার আপত্তি নাই। ষ্টার্ডির নিজের এ বিষয়ে কি মতামত, তা কিন্তু আমি জানি না। আমি এখন সুইজরলণ্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখান থেকে আমি জার্ম্মানীতে যাব, তারপর ইংলণ্ডে এবং পরের শীতে ভারতে যাব। সারদানন্দ ও গুড্উইন আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রচারকার্য্য সুন্দররূপে করছে শুনে খুব খুশী হলাম। আমার নিজের কথা এই যে, আমি কোন কাজের প্রতিদানে ঐ ৫০০ পাউণ্ডের উপর কোন দাবী রাখি না। আমার বোধ হয়, আমি ঢের খেটেছি এখন আমি অবসর নেব। আমি ভারত থেকে আর একজন লোক চেয়ে পাঠিয়েছি; তিনি আগামী মাসে আমার সঙ্গে যোগদান করবেন। আমি কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি, এখন অপরে এটা চালাক। দেখতেই ত পাচ্ছেন, কাজটা চালিয়ে দেবার জন্য কিছু দিন টাকাকড়ি ও বিষয়-সম্পত্তির সম্পর্কে এসে আমায় মলিন হতে হয়েছে। এখন আমার স্থির বিশ্বাস যে, আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে; এখন আমার আর বেদান্ত বা জগতের অন্য কোন দর্শন, এমন কি, কাজটার উপরে পর্য্যন্ত কোন টান নেই। আমি চলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি—আর এই জগতে, এই নরকে, ফিরে আসছি না। এমন কি, এই কাজের আধ্যাত্মিক উপকারের দিক্টার উপরও আমার অরুচি হয়ে আসছে। মা শীঘ্রই আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিন! আর যেন কখনও ফিরে আসতে না হয়।

এই সব কাজকরা, এবং উপকার করা ইত্যাদি শুধু চিত্ত-

শুদ্ধির সাধনমাত্র। আমার তা যথেষ্ট হয়ে গেছে। জগৎ চিরকাল, অনন্ত কাল ধরে জগৎই থাকবে। আমরা যে যেমন, তেমন ভাবেই তাকে দেখি। কে কাজ করে, আর কার কাজ? জগৎ বলে কিছু নেই—এ ত সব স্বয়ং ভগবান। ভ্রমে আমরা একে জগৎ বলি। এখানে আমি নাই, তুই নাই, আপনি নাই—আছেন শুধু তিনি, আছেন প্রভু—"একমেব অদ্বিতীয়ম্"।

স্থতরাং এখন থেকে টাকাকড়ি সম্বন্ধে আমি আর কিছুই জানি না। ইহা আপনাদের অর্থ; উহা যেমন যেমন আসবে আপনারা ইচ্ছামত খরচ করবেন। আপনাদের কল্যাণ হোক। ইতি

আপনার চিরবিশ্বস্ত

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—ডাক্তার জেইন্‌সের কাজের প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং আমি তাঁকে তা জানিয়েছি। গুড্‌উইন ও সারদানন্দ যদি আমেরিকায় কাজেব প্রসার করতে পারে ত ভগবৎকৃপায় তারা তাই করতে থাকুক। ষ্টার্ডি, আমি বা অপর কারুর কাছে ত আর তারা নিজেদের বাঁধা দেয় নি! গ্রীন-একারের প্রোগ্রামে এই একটা ভয়ানক ভুল হয়েছে—উহাতে ছাপান হয়েছে, যেন ষ্টার্ডি কৃপা করে (ইংলণ্ড হতে ছুটী নিয়ে সেখানে থাকবার) অনুমতি দেওয়ায় সারদানন্দ সেখানে রয়েছে। ষ্টার্ডি বা আর যেই হোক না কেন—একজন সন্ন্যাসীকে অনুমতি দেবার সে কে? ষ্টার্ডি নিজে এটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে এবং এজন্য সে দুঃখও করেছে। এটা নিছক আহাম্মকি—তা ছাড়া আর কিছু নয়! এতে ষ্টার্ডিকে অপমানিত করা হয়েছে; আর

এটা যদি ভারতে পৌঁছাত, তবে আমার কাজের পক্ষে সাংঘাতিক হত। ভাগ্যক্রমে আমি বিজ্ঞাপনগুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নরদমায় ফেলে দিয়েছি। আমি ভেবে অবাক হচ্ছি— ইংরেজরা যে জিনিসটাকে ইয়াঙ্কি চাল বলে আমোদ করে, এটা কি সেই বিখ্যাত ব্যাপার নাকি? এমন কি আমিও জগতের একজনও সন্ন্যাসীর প্রভু নই। তাঁদের যে কাজটা ভাল লাগে সেইটে তাঁরা করেন এবং আমি যদি তাঁদের কোন সাহায্য করতে পারি—বস্, এইমাত্র তাঁদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। আমি সাংসারিক বন্ধনরূপ লোহার শেকল ভেঙ্গেছি—আর ধর্ম্মসঙ্ঘের সহিত সম্বন্ধরূপ সোনার শেকল পরতে চাই না। আমি মুক্ত, সর্ব্বদাই মুক্ত থাকব। আমার ইচ্ছা সকলেই মুক্ত হয়ে যাক্—বাতাসের মত মুক্ত। যদি নিউইয়র্ক, বষ্টন অথবা যুক্তরাজ্যের অন্য কোন স্থান বেদান্তচর্চ্চা চায়, তবে তাদের উচিত বেদান্তের আচার্য্যদিগকে সাদরে গ্রহণ করা, রাখা এবং তাদের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করে দেওয়া। আর আমার কথা—আমি ত অবসর গ্রহণ করেছি বললেই চলে। জগৎ-রঙ্গমঞ্চে আমার অভিনয় শেষ হয়েছে! ইতি

আপনাদের

বি

(৫১)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত

লেক ল্যুক্যার্ণি, সুইজরলণ্ড,
২৩শে আগষ্ট, ১৮৯৬

কল্যাণবরেষু,

অদ্য রামদয়ালবাবুর এক পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি

লিখিতেছেন যে, দক্ষিণেশ্বরের মহোৎসবে অনেক বেশ্যা যাইয়া থাকে এবং সেজন্য অনেক ভদ্রলোকের তথায় যাইবার ইচ্ছা কম হইতেছে। পুনশ্চ—তাঁহার মতে পুরুষদিগের একদিন এবং মেয়েদের আর একদিন হওয়া উচিত। তদ্বিষয়ে আমার বিচার এই—

১। বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যাইতে না পায় ত কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নহে।

২। মেয়েপুরুষ-ভেদাভেদ, জাতিভেদ, ধনভেদ, বিদ্যাভেদ ইত্যাদি নরক-দ্বাররূপ বহুভেদ সংসারের মধ্যেই থাকুক। পবিত্র তীর্থস্থলে ঐরূপ ভেদ যদি হয়, তাহা হইলে তীর্থ আর নরকে ভেদ কি?

৩। আমাদের মহা জগন্নাথপুরী—যথায় পাপী-অপাপী, সাধু-অসাধু, আবালবৃদ্ধবনিতা নরনারী সকলের সমান অধিকার। বৎসরের মধ্যে একদিন অন্ততঃ সহস্র সহস্র নরনারী পাপবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধির হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া হরিনাম করে ও শোনে, ইহাই পরম মঙ্গল।

৪। যদি তীর্থস্থলেও লোকের পাপবৃত্তি একদিনের জন্য সঙ্কুচিত না হয়, তাহা তোমাদের দোষ, তাহাদের নহে। এমন মহা ধর্ম্মস্রোত তোল যে, যে জীব তাঁহার নিকট আসবে, সেই ভেসে যাক।

৫। যাহারা ঠাকুরঘরে গিয়াও ঐ বেশ্যা, ঐ নীচ জাতি, ঐ গরীব, ঐ ছোটলোক ভাবে, তাহাদের (অর্থাৎ যাহাদের তোমরা

ভদ্রলোক বল) সংখ্যা যতই কম হয়, ততই মঙ্গল। যাহারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা ব্যবসায় দেখে তাহারা আমাদের ঠাকুরকে কি বুঝিবে ? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর, ডাকাত, সকলে আসুক—তাঁর অবারিত দ্বার। "It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God."[১] এ সকল নিষ্ঠুর রাক্ষসী ভাব মনেও স্থান দিবে না।

৬। তবে কতকটা সামাজিক সাবধানতা চাই—সেটা কি প্রকারে করিতে হইবে ? জনকতক লোক (বৃদ্ধ হইলেই ভাল হয়) ছড়িদারের কার্য্য ঐ দিনের জন্য লইবেন। তাঁহারা মহোৎসব-স্থলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবেন ও কোন পুরুষ বা স্ত্রীকে কদাচার বা কুকথা ইত্যাদিতে নিযুক্ত দেখিলে তাহাদিগকে উদ্যান হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দিবেন। কিন্তু যতক্ষণ তাহারা ভালমানুষের মত ব্যবহার করে, ততক্ষণ তারা ভক্ত ও পূজ্য—মেয়েই হউক আর পুরুষই হউক—গৃহস্থ হউক বা অসতী হউক।

আমি এক্ষণে সুইজরলণ্ডে ভ্রমণ করিতেছি—শীঘ্র জার্ম্মানীতে যাইব অধ্যাপক ডয়সনের সহিত দেখা করিতে। তথা হইতে

১। ধনী ব্যক্তির ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ অপেক্ষা একটি উষ্ট্রের পক্ষে সূচীছিদ্রের মধ্যে প্রবেশও অপেক্ষাকৃত সহজ। —বাইবেল

ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন ২৩।২৪ সেপ্টেম্বর নাগাত এবং আগামী শীতে পুনরাগমন দেশে।

আমার প্রণয় জানিবে এবং সকলকে জানাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ

(৫২) ইং

ডাক্তার নঞ্জুণ্ড রাও, এম ডি কে লিখিত

সুইজরলণ্ড

২৬শে আগষ্ট, ১৮৯৬

প্রিয় নঞ্জুণ্ড রাও,

এইমাত্র আপনার চিঠি পেলাম। আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। আলপ্স্ পাহাড়ে খুব চড়াই করছি আর তুষারপ্রবাহ পার হচ্ছি। এখন যাচ্ছি জার্ম্মানিতে। অধ্যাপক ডয়সন কিলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমায় নিমন্ত্রণ করেছেন। সেখান থেকে ইংলণ্ডে ফিরব। সম্ভবতঃ এই শীতে ভারতে ফিরব।

মলাটের পটকল্পনা সম্বন্ধে আমি যে আপত্তি করেছিলাম, তার কারণ এই যে, উহা বড় ছেলে-ভুলানো গোছের; আর তাতে অনাবশ্যক এক গাদা মূর্ত্তির সমাবেশ করা হয়েছে। প্রত্যেক নক্সা হওয়া চাই সাদাসিদে, ভাবদ্যোতক অথচ জমাট।...

আমি সানন্দে জানাচ্ছি যে, কাজ সুন্দর চলছে।... যা হোক, একটা পরামর্শ আপনাকে দিচ্ছি—ভারতে সংঘবদ্ধভাবে আমরা যত কাজ করি তা সব একটা দোষে পণ্ড হয়ে যায়। আমরা এখনও কাজের ধারা ঠিক ঠিক শিখিনি। কাজকে ঠিক ঠিক কাজ বলেই ধরতে হবে—এর ভেতর মিতালির অথবা হিন্দুদের ভাষায় বলতে গেলে—চক্ষুলজ্জার স্থান নেই। যার ওপর ভার থাকবে সে

সব টাকাকড়ির পাকা-পোক্ত হিসেব রাখবে; এমন কি যদি কারুকে পরমুহূর্ত্তে না খেয়েও মরতে হয়, তবুও 'শাকের কড়ি মাছে' কখনও কিছুতেই দেবে না। একেই বলে বৈষয়িক সততা। তারপর চাই—অদম্য উৎসাহ। যখন যা করবেন, তখনকার মত তাই হবে আপনার ভগবৎ-সেবা। এই পত্রিকাটি এখনকার মত আপনার আরাধ্যদেবতা হোক, তা হলেই আপনি সফলকাম হবেন।

যখন এই পত্রিকাটি দাঁড় করিয়ে দিতে পারবেন, তখন তামিল, তেলেগু, কানাড়া প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় ঠিক ঐ ভাবের কাগজ বের করুন। মান্দ্রাজীরা খুব সৎ, উৎসাহী ইত্যাদি; তবে আমার মনে হয়, শঙ্করের জন্মভূমি ত্যাগের ভাব হারিয়ে ফেলেছে।

অপরে যেখান থেকে হটে আসবে, আমার ছেলেরা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং সংসার ত্যাগ করবে; তবেই ত কাজ শক্ত বনেদের ওপর দাঁড়াবে।

বীরের মত কাজ করে যান; ছবি টবি এখন চুলোয় যাক—ঘোড়া হলে লাগামের জন্য আটকাবে না। আমরণ কাজ করে যান—আমি আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি আর শরীর চলে গেলেও আমার শক্তি আপনাদের ভেতর কাজ করবে। জীবন ত আসে যায়—ধন, মান, ইন্দ্রিয়ভোগ সবই দুদিনের জন্য। ক্ষুদ্র সংসারী কীটের মত মরার চাইতে, কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে সত্যের জন্য মরা ভাল—ঢের ভাল। চলুন—এগিয়ে চলুন। আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন। ইতি

আপনাদের

বিবেকানন্দ

(৫৩) ইং

জনৈক পাশ্চাত্ত্য শিষ্যকে লিখিত

সুইজরলণ্ড
আগষ্ট, ১৮৯৬

তুমি পবিত্র এবং সর্ব্বোপরি অকপট হও; মুহূর্ত্তের জন্যও ভগবানে বিশ্বাস হারিয়ো না—তাহলেই তুমি আলোক দেখতে পাবে। যা কিছু সত্য, তাই চিরস্থায়ী হবে; কিন্তু যা সত্য নয়, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। বর্ত্তমান ক্ষিপ্র অনুসন্ধিৎসার যুগে জন্মগ্রহণ করে আমরা অনেকটা সুবিধা পেয়েছি। অন্যে যাই ভাবুক আর করুক, তুমি কখনও তোমার পবিত্রতা, নীতি ও ভগবৎপ্রেমের উচ্চ আদর্শ খর্ব্ব করো না। সর্ব্বোপরি সর্ব্বপ্রকার গুপ্ত সমিতির বিষয়ে সতর্ক থেকো। ভগবৎ-প্রেমিকের পক্ষে চালাকীতে ভীত হবার কিছুই নেই। স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে একমাত্র পবিত্রতাই সর্ব্বোত্তম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ"। সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নহে; সত্যেরই মধ্য দিয়ে দেবযান মার্গ চলেছে। কে তোমার সহগামী হল বা না হল, তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামিও না; শুধু প্রভুর হাত ধরে থাকতে যেন কখন ভুল না হয়; তা হলেই যথেষ্ট।...

গতকাল আমি 'মন্টি রোসার' তুষারপ্রবাহের ধারে গিয়েছিলাম এবং সেই চিরতুষারের প্রায় মধ্যস্থলে জাত কয়েকটি শক্ত পাঁপড়িবিশিষ্ট ফুল তুলে এনেছিলাম। তারই একটি এই চিঠির মধ্যে তোমাকে পাঠাচ্ছি—আশা করি, জাগতিক জীবনের সর্ব্ব-

প্রকার হিমরাশি ও তুষারপাতের মধ্যে তুমিও ঐরূপ আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা লাভ করবে।...

তোমার স্বপ্নটি খুবই সুন্দর। স্বপ্নে আমরা আমাদের মনের এমন একটা স্তরের পরিচয় পাই যা জাগ্রত অবস্থায় কখনো পাই না, এবং কল্পনা যতই দূরবিসর্পী হোক না কেন—দুর্জ্ঞেয় আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ চিরকালই ওর নাগালের বাইরে থেকে যায়। সাহস অবলম্বন কর। মানবজাতির কল্যাণের জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব—বাকী সব প্রভুই জানেন।...

অধীর হয়ো না, তাড়াহুড়া করো না। ধীর, একনিষ্ঠ এবং নীরব কর্মেই সাফল্যলাভ সম্ভব হয়। প্রভু অতি মহান্। বৎস, আমরা সফল হবই—সফল হতেই হবে। তাঁর নাম ধন্য হোক।...

এখানে আমেরিকায় কোন আশ্রম নেই। একটি থাকলে কী সুন্দরই না হত! আমি তাতে কতই না আনন্দিত হতুম এবং তাতে এদেশের কতই না কল্যাণ হত!

(৫৪) ইং

মিঃ ই টি ষ্টার্ডিকে লিখিত

কিল

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬

...অবশেষে অধ্যাপক ডয়সনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। ...অধ্যাপকের সঙ্গে দ্রষ্টব্য স্থানাদি দেখে ও বেদান্ত আলোচনা করে কালকের দিনটা খুব চমৎকার কাটান গেছে।

আমার মতে তিনি যেন একজন 'রণমুখী অদ্বৈতবাদী'। অপর

কিছুর সঙ্গে তিনি আপস করতে নারাজ। 'ভগবান' শব্দে তিনি আঁতকে উঠেন। ক্ষমতায় কুলালে তিনি এ সব কিছুই রাখতেন না। তোমার মাসিক পত্রিকার পরিকল্পনায় তিনি খুব আহ্লাদিত এবং এই সব বিষয়ে লণ্ডনে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান, তিনি সেখানে শীঘ্রই যাচ্ছেন।...

(৫৫) ইং

মিস্ হ্যারিয়েট হেলকে লিখিত

এয়ারলি লজ, রিজওয়ে বাগান,
উইম্বল্‌ডন, ইংলণ্ড
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় ভগ্নি,

সুইজরলণ্ড থেকে ফিরে এসে এইমাত্র তোমার অতি মনোজ্ঞ খবরটি পেলাম। 'Old Maid's Home' (আইবুড়ীদের আশ্রম) এ লভ্য আরাম সম্বন্ধে তুমি যে অবশেষে মত পরিবর্ত্তন করেছ, তাতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। তুমি এখন ঠিকই ধরেছ—মানুষের শতকরা নব্বই জনের পক্ষে বিবাহই জীবনের সর্ব্বোত্তম লক্ষ্য। আর যে মুহূর্ত্তে এই চিরন্তন সত্যটি মানুষ শিখে নেবে ও তা মেনে চলতে প্রস্তুত হবে যে, "পরস্পরের দোষত্রুটি সহ্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং জীবনের ক্ষেত্রে আপস করে চলাই রীতি" তখনই তারা প্রকৃষ্ট শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে।

প্রিয় হ্যারিয়েট, তুমি ঠিক জেনো—'সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন'

একটা স্ববিরুদ্ধ কথা। সুতরাং এটা দেখবার জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে যে, জাগতিক ব্যাপারগুলি আমাদের চরম আদর্শের অনেক নীচে, এবং এই জেনে সর্ব্বক্ষেত্রে সব জিনিসকে যথাসম্ভব ভালভাবেই নিতে হবে।

আমি তোমাকে যতটুকু জানি, তাতে মনে হয়, তোমার মধ্যে এমন প্রভূত ও সুসংযত শক্তি রয়েছে যা ক্ষমা ও সহনশীলতায় পূর্ণ। সুতরাং আমি নিশ্চিতভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে, তোমার দাম্পত্য জীবন খুব সুখময় হবে।

তোমাকে ও তোমার বাগ্‌দত্ত বরকে আমার অনন্ত আশীর্ব্বাদ। ভগবান যেন তাকে সর্ব্বদা এ কথা স্মরণ করিয়ে রাখেন যে, তোমার মত পবিত্র, সুচরিত্রা, বুদ্ধিমতী, স্নেহময়ী ও সুন্দরী সহধর্ম্মিণী লাভ করে সে অতীব কৃতার্থ হয়েছে।

আমি এত শীঘ্র আটলান্টিক পাড়ি দেবার ভরসা রাখি না, যদিও তোমার বিয়েতে উপস্থিত থাকতে আমার খুবই সাধ হয়।

বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের একখানি পুস্তক হতে খানিকটা উদ্ধৃত করাই মাত্র আমার পক্ষে সম্ভব বলে মনে হচ্ছে—

"আপন স্বামীকে ইহজীবনে সমস্ত কাম্যলাভে সহায়তা করে তুমি সর্ব্বদা তোমার স্বামীর ঐকান্তিক প্রেমের অধিকারিণী হও; অতঃপর পৌত্র পৌত্রী প্রভৃতির মুখদর্শনের পরে যখন আয়ু শেষ হয়ে আসবে তখন যে সচ্চিদানন্দসাগরের জলস্পর্শে সর্ব্বপ্রকার বিভেদ দূর হয়ে যায় এবং আমরা এক হয়ে যাই, সেই সচ্চিদানন্দ-লাভে যেন তোমরা পরস্পরের সহায় হও।"

তুমি সারাজীবন উমার মত পবিত্র ও নিষ্কলুষ হও, আর

তোমার স্বামীর জীবন যেন উমাগতপ্রাণ শিবেরই মত হয়। ইতি

তোমার স্নেহের ভাই

বিবেকানন্দ

(৫৬)

স্বামী অভেদানন্দকে লিখিত

ই টি ষ্টার্ডির বাড়ী

হাইভিউ, কেভার্শ্যাম্

রিডিং, ইংলণ্ড, ১৮৯৬

প্রেমাস্পদেষু,

ইতিপূর্ব্বে পত্র পাইয়া থাকিবে। এক্ষণে ইংলণ্ডের আমার যাবতীয় পত্রাদি উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইবে। মিঃ ষ্টার্ডি তারক দাদার পরিচিত। তিনিই আমাকে এখানে আনাইয়াছেন এবং আমরা উভয়ে একত্রে ইংলণ্ডে হাঙ্গাম করিবার চেষ্টায় আছি। এবার আমি নভেম্বর মাসে পুনরায় আমেরিকায় যাত্রা করিব। অতএব এখানে একজন উত্তম সংস্কৃত ও ইংরেজী, বিশেষতঃ ইংরেজী-জানা লোকের আবশ্যক—শশী বা তুমি বা সারদা। তাহার মধ্যে তোমার শরীর যদি একদম আরোগ্য হইয়া থাকে ত বড়ই ভাল। তুমি আসিবে, নতুবা শরৎকে পাঠাইবে। কাজ এই যে, আমি যে সকল চেলা-পত্র এখানে রাখিয়া যাইব, তাহাদের শিক্ষা দেওয়া ও বেদান্তাদি পড়ান এবং একটু আধটু ইংরেজীতে তর্জ্জমা করা, মধ্যে মধ্যে লেক্‌চার-পত্র দেওয়া। "কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ।" —র আসিবার বড়ই ইচ্ছা, কিন্তু গোড়া শক্ত করে না গাঁথিলে ফাঁস হইয়া যাইবে। এই পত্রে এক চেক্ পাঠাইলাম, তাহাতে

কাপড়-চোপড় কিনিবে (অর্থাৎ যে আসিবে)। চেক্ মহেন্দ্র বাবু মাষ্টার মহাশয়ের নামে পাঠাইলাম। গঙ্গাধরের টিবেট চোগা মঠে আছে; ঐ ঢং-এর এক চোগা গেরুয়া রং-এর করাইয়া লইবে। কলারটা যেন কিছু উপরে হয়, অর্থাৎ গলা পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে।...সকলের আগে একটা খুব গরম ওভারকোট; শীত বড়ই প্রবল। জাহাজের উপর ওভারকোট জড়ান না হইলে বড় কষ্ট হইবে।...সেকেণ্ড ক্লাসের টিকেট পাঠাইতেছি; অর্থাৎ ফাষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাসে বড় বিশেষ নাই।...যদি শশীর আসা স্থির হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতে পার্সারকে বলিয়া নিরামিষ খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া লইবে।

বোম্বে যাইয়া—মেসার্স কিং কিং এণ্ড কোং, ফোর্ট, বোম্বে আফিসে যাইয়া বলিবে যে, "আমি ষ্টার্ডি সাহেবের লোক", তাহা হইলে তাহারা তোমাকে এক টিকেট দেবে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত। এখান হইতে এক চিঠি উক্ত কোম্পানীর উপর যাইতেছে। খেতড়ির রাজাকে এক চিঠি লিখিতেছি যে, তাঁহার বোম্বের এজেণ্ট যেন তোমাকে দেখিয়া শুনিয়া বুক করিয়া দেয়। যদি এই ১৫০৲ টাকায় কাপড়-চোপড় না হয়, রাখাল যেন তোমায় বাকী টাকা দেয়; আমি পরে তাহাকে পাঠাইয়া দিব। তা ছাড়া ৫০৲ টাকা হাত খরচের জন্য রাখিবে—রাখালকে দিতে বলিবে। তারপর আমি পাঠাইয়া দিব। চুনী বাবুর জন্য যে টাকা পাঠাইয়াছি, তাহার খবর আজও পাই নাই। পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। মহেন্দ্র বাবুকে বলিবে তিনি আমার কলিকাতার এজেণ্ট। তিনি যেন পত্রপাঠ মিঃ ষ্টার্ডিকে এক চিঠি লিখেন যে, যা কিছু কলিকাতা সম্বন্ধে লেখা

পড়া business (বৈষয়িক কার্য্য) ইত্যাদি আমাদের করিতে হইবে, তাহা তিনি করিতে রাজী আছেন। অর্থাৎ মিঃ ষ্টার্ডি আমার ইংলণ্ডের সেক্রেটারী, মহেন্দ্র বাবু কলিকাতার, আলাসিঙ্গা মান্দ্রাজের ইত্যাদি ইত্যাদি। মান্দ্রাজে এ খবর পাঠাইবে। সকলে উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে কি কাজ হয়? "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" (উদ্যোগী পুরুষসিংহেরই লক্ষ্মী লাভ হয়) ইত্যাদি। পেছু দেখতে হবে না—forward (এগিয়ে চল)। অনন্ত বীর্য্য, অনন্ত উৎসাহ, অনন্ত সাহস ও অনন্ত ধৈর্য্য চাই, তবে মহাকার্য্য সাধন হবে। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দিতে হবে।

আর যে দিন ষ্টীমার ঠিক হবে, তৎক্ষণাৎ মিঃ ষ্টার্ডিকে এক পত্র লিখিবে যে, "অমুক ষ্টীমারে আমি আসিতেছি।" নতুবা লণ্ডনে পৌঁছিয়া গোলমাল হইয়া না যাও। যে ষ্টীমার একদম লণ্ডন আসে, তাহাই লইবে; কারণ তাহাতে যদিও দুচারি দিন অধিক লাগে, পরন্তু ভাড়া কম লাগে। এক্ষণে আমাদের অধিক পয়সা ত নাই। কালে দলে দলে চতুর্দ্দিকে পাঠাইব। কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ

পুঃ—পত্রপাঠ খেতড়ির রাজাকে লিখিবে যে, তুমি বোম্বে যাইতেছ ইত্যাদি, এবং তাঁহার লোক যেন তোমায় জাহাজে চড়াইয়া দেয়।

বি

এই ঠিকানা একটা পকেট বুকে লিখিয়া সঙ্গে রাখিবে,—গোল না হয়।

(৫৭)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত

ওঁ তৎ সৎ

ই টি ষ্টার্ডির বাড়ী
হাইভিউ, কেভার্শ্যাম, রিডিং
১৮৯৬

প্রিয় শশী,

পূর্ব্ব পত্রে যদি ভুল হইয়া থাকে তবে এই পত্রে লিখি যে, কালী যে দিবস start (যাত্রা) করিবে সে দিন যেন কিংবা তার আগে ই টি ষ্টার্ডিকে চিঠি লিখে—যাহাতে সে যাইয়া তাহাকে জাহাজ হইতে লইয়া আইসে। এ লণ্ডন শহর মনুষ্যের জঙ্গল—দশ পনরটী কলিকাতা একত্রে। অতএব ঐ প্রকার না করিলে গোলমাল হয়ে যাবে। আসতে দেরী যেন না হয়, পত্রপাঠ চলে আসতে বলবে। শরতের বেলার মত যেন না হয়। বাকী বুঝে শুঝে ঠিক করে নেবে।...কালীকে যাহোক সত্বর পাঠাইবে। যদি শরতের বেলার মত দেরী হয় ত কাহাকেও আসতে হবে না—ওরকম গড়িমসীর নিষ্কর্ম্মার কাজ নয়; মহা রজোগুণের কাজ।... তমোগুণটা আমাদের দেশময়—খালি তমস্ আমাদের দেশে; রজস্ চাই, তারপর সত্ত্ব; সে ঢের দূরের কথা। ইতি

নরেন্দ্র

(৫৮) ইং

শ্রীযুত আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত

মিস্ মুলারের বাড়ী
এয়ারলি লজ্, রিজওয়ে গার্ডেন্স্
উইম্বল্‌ডন্, ইংলণ্ড
২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

ম্যাক্স মুলারের লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যে প্রবন্ধটি পাঠিয়েছিলাম, তা তুমি পাও নি বলেই মনে হচ্ছে। তিনি ঐ প্রবন্ধে আমার নাম উল্লেখ না করায় তুমি দুঃখিত হয়ো না; কারণ আমার সঙ্গে পরিচয় হবার ছ মাস আগে তিনি ঐ প্রবন্ধটি লিখেন। তা ছাড়া মূল বিষয়ে যদি তিনি ঠিক থাকেন, তবে কার নাম করলেন বা না করলেন, এ নিয়ে কে মাথা ঘামায়!

জার্ম্মাণিতে প্রফেসর ডয়সনের সঙ্গে আমার কিছুদিন খুব সুন্দর কেটেছে। তারপর দুজনে লণ্ডনে আসি। ইতোমধ্যেই আমাদের দুজনের মধ্যে খুব সৌহার্দ্দ্য জন্মেছে। আমি শীঘ্রই তোমাকে তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠাচ্ছি। এইটুকু শুধু দয়া করে মনে রেখো—আমার প্রবন্ধের প্রারম্ভে পুরাণো ঢং এর "প্রিয় মহাশয়" যেন ছাপা না হয়। রাজযোগের বইখানি তোমার দেখা হয়েছে কি? আগামী বৎসরের জন্য তোমায় একটি নক্সা পাঠাব। (রাশিয়ার জারের লেখা) একখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিষয়ক পুস্তকের উপর 'ডেলি নিউজে' যে প্রবন্ধ

বেরিয়েছিল, তা তোমায় পাঠালাম। যে প্যারাগ্রাফে তিনি ভারতবর্ষকে ধর্ম্মভূমি ও জ্ঞানভূমি বলেছেন, সেটা তোমার কাগজে উদ্ধৃত করা উচিত; তার পর উহা 'ইণ্ডিয়ান্ মিররে' পাঠিয়ে দিও।

জ্ঞানযোগের বক্তৃতাগুলি তুমি অনায়াসে ছাপতে পার, আর ডাক্তার নঞ্জুণ্ড রাও সহজ বক্তৃতাগুলি তাঁর 'প্রবুদ্ধ ভারতে' ছাপতে পারেন। তবে ওগুলো খুব ভাল করে দেখে নিয়ে ছাপবে।...আমার বিশ্বাস, আমি তখন লিখবার সময় আরো বেশী পাব। উৎসাহ নিয়ে কাজে লেগে যাও। সকলে আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

পুঃ—যে অংশটা ছাপতে হবে, তা দাগিয়ে দিয়েছি—বাকীটা অবশ্য পত্রিকার পক্ষে উপযুক্ত নয়।

যথেষ্ট প্রবন্ধ দিয়ে কাগজখানিকে বড় করতে পারবে এরূপ ভরসা যদি না থাকে, তবে এখনি উহাকে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করা আমার ভাল মনে হচ্ছে না। এ পর্য্যন্ত ত পত্রিকার আকার ও প্রবন্ধগুলি আশানুরূপ নয়। এখনও অনেক বিশাল ক্ষেত্র পড়ে আছে, যেখানে আমরা প্রবেশমাত্র করি নি; যথা—তুলসীদাস, কবীর, নানক ও দক্ষিণ ভারতীয় সাধুদের জীবনী ও বাণী। এ সব অসাবধান ও অগোছালভাবে না লিখে সঠিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে লিখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রিকার আদর্শ বেদান্ত-প্রচার ত হবেই, তা ছাড়া উহা

ভারতীয় গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের মুখপত্রিকা হবে—অবশ্য ঐ গবেষণাদি হবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে। তোমার উচিত কলকাতা ও বোম্বের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সংস্পর্শে আসা ও তাঁদের লেখনী হতে সযত্নে রচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ করা। ইতি

বি

(৫৯) ইং

শ্রীযুত আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত

১৪, গ্রেকোট গার্ডেন্স,

ওয়েষ্টমিনিষ্টার, লণ্ডন

১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি প্রায় তিন সপ্তাহ হল সুইজরলণ্ড হতে ফিরেছি; কিন্তু তোমাকে এ পর্য্যন্ত বিস্তারিত পত্র লিখতে পারি নি। আমি গত মেলে কিলনিবাসী পল ডয়সন সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠিয়েছি। ষ্টার্ডির কাগজ বের করবার মতলব এখনও কিছু কার্য্যে পরিণত হয় নি। তুমি দেখতেই পাচ্ছ, আমি সেণ্ট জর্জ্জেজ রোডের বাসা ছেড়ে এসেছি। আমাদের একটি বক্তৃতা দেবার হল হয়েছে। ৩৯ ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, ই টি ষ্টার্ডির বাড়ী —এই ঠিকানায় এক বৎসর পর্য্যন্ত পত্রাদি এলে আমার নিকট পৌঁছাবে। গ্রে কোট গার্ডেনে যে ঘরগুলি আছে তা আমার ও অপর স্বামীর থাকবার উদ্দেশ্যে, মাত্র তিন মাসের জন্য ভাড়া লওয়া হয়েছে। লণ্ডনের কাজ দিন দিন বেড়ে চলেছে। যতই দিন যাচ্ছে, ততই ক্লাসে অধিক লোকসমাগম হচ্ছে। শ্রোতৃ-

সংখ্যা যে ঐ হারে ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। আর ইংরেজ জাতি বড়ই দৃঢ়প্রকৃতি ও নিষ্ঠাবান্। অবশ্য আমি চলে গেলে যতটা গাঁথনি হয়েছে, তার অধিকাংশই পড়ে যাবে। কিন্তু তার পর হয় ত কোন অসম্ভাব্য ঘটনা হবে, হয়ত কোন দৃঢ়চেতা ব্যক্তি এসে এই কার্যের ভার গ্রহণ করবে—প্রভুই জানেন, কিসে ভাল হবে।

আমেরিকায় বেদান্ত ও যোগ শিক্ষা দেবার জন্য বিশ জন প্রচারকের স্থান হতে পারে; কিন্তু কোথা হতেই বা প্রচারক পাওয়া যাবে, আর তাদিগকে আনবার জন্য টাকাই বা কোথায়? যদি কয়েকজন দৃঢ়চেতা খাঁটী লোক পাওয়া যায়, তবে দশ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাজ্যের অর্দ্ধেক জয় করে ফেলা যেতে পারে। কোথায় এরূপ লোক? আমরা যে সবাই আহাম্মকের দল—স্বার্থপর, কাপুরুষ—মুখে স্বদেশহিতৈষিতার কতকগুলি বাজে বুলি আওড়াচ্ছি আর আমরা মহা ধার্ম্মিক এই অভিমানে ফুলে আছি! মান্দ্রাজীরা অপেক্ষাকৃত চট্‌পটে ও একনিষ্ঠ; কিন্তু হতভাগাগুলো সকলেই বিবাহিত! বিবাহ, বিবাহ, বিবাহ! পাষণ্ডেরা যেন ঐ একটি কর্ম্মেন্দ্রিয় নিয়েই জন্মেছে! যোনিকীট—এদিকে নিজেদের ধার্ম্মিক ও সনাতনপথাবলম্বী বলে পরিচয়টুকু দেওয়া আছে! অনাসক্ত গৃহস্থ হওয়া অতি উত্তম কথা; কিন্তু এখন মান্দ্রাজে উহার ততটা প্রয়োজন নাই, চাই এখন অবিবাহিত জীবন। কি আপদ! বেশ্যালয় লোকের মনে যতটা বন্ধন না আনে, বিবাহ-প্রথার আধুনিক অবস্থায় ছেলেদের মনে তার চেয়েও যেন অধিক বন্ধন আসে। এ আমি

বড় শক্ত কথা বললুম; কিন্তু বৎস, আমি চাই এমন লোক—যাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনির্মিত, আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষত্রবীর্য্য, ব্রহ্মতেজ! আমাদের সুন্দর সুন্দর ছেলেগুলি—যাদের উপর সব আশা করা যায়, তাদের সব গুণ, সব শক্তি আছে—কেবল যদি এইরূপ লাখ লাখ ছেলেকে বিবাহ নামে কথিত এই পশুত্বের বেদীর সমক্ষে হত্যা না করা হত! হে প্রভো, আমার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত কর। মান্দ্রাজ তখনই জাগবে, যখনই তার হৃদয়ের শোনিতস্বরূপ অন্ততঃ একশত শিক্ষিত যুবক সংসার হতে একেবারে স্বতন্ত্র হয়ে কোমর বাঁধবে এবং দেশে দেশে সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হবে। ভারতের বাইরে এক ঘা দিতে পারলে উহা ভিতরের লক্ষ ঘায়ের তুল্য হয়। যা হোক, যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়, সব হবে।

আমি তোমাদের যে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম, মিস্ মূলার সেই টাকা দেবেন বলেছিলেন। আমি তাঁকে তোমার নূতন প্রস্তাবের বিষয় বলেছি। তিনি তা ভেবে দেখছেন। ইতোমধ্যে আমার বিবেচনায় তাঁকে কিছু কাজ দেওয়া ভাল। তিনি 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবুদ্ধ ভারতের' এজেন্ট হতে স্বীকৃত হয়েছেন। তুমি তাঁকে ঐ সম্বন্ধে লিখো যেন। তাঁর ঠিকানা—এয়ার্লি লজ, রিজওয়ে গার্ডেন্স, উইম্বল্‌ডন, ইংলণ্ড। আমি গত কয়েক সপ্তাহ তাঁরই বাড়ীতে বাস করছিলাম। কিন্তু আমি লণ্ডনে বাস না করলে লণ্ডনের কাজ চলতে পারে না; সুতরাং আমি বাসা বদলেছি। মিস্ মূলার এতে একটু

বিরক্ত হয়েছেন—তজ্জন্য আমিও দুঃখিত। কিন্তু কি করব! এঁর পুরা নাম—মিস্ হেন্‌রিয়েটা মূলার। ম্যাক্সমূলার দিন দিন অধিকতর মিত্রভাবাপন্ন হচ্ছেন। আমাকে অক্সফোর্ডে শীঘ্রই দুটি বক্তৃতা দিতে হবে।

আমি বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বড় রকমের একটা কিছু লিখতে ব্যস্ত আছি। বেদান্তের ত্রিবিধ ভাব নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বেদে যে সকল বচন আছে, সেই সমুদয় সংগ্রহ করছি। তুমি যদি এমন একটি লোক যোগাড় করতে পার, যে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ ও পুরাণ সকল হতে প্রথমতঃ দ্বৈত, পরে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং তৎপরে সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদাত্মক যত পারে শ্লোক সংগ্রহ করে দিতে পারে, তবে আমার খুব সাহায্য হয়। ঐগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে পৃথক্‌রূপে সন্নিবেশিত করতে হবে এবং প্রত্যেক শ্লোকটি কোন্ গ্রন্থের কোন্ অধ্যায় হতে গৃহীত, তা লিখতে হবে। লেখা-গুলিও যেন খুব পরিষ্কার হয়। বেদান্তদর্শনের কিয়দংশ অন্ততঃ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করে না রেখে পাশ্চাত্ত্যদেশ হতে চলে যাওয়া ভাল বোধ হচ্ছে না।

মহীশূরে তামিল অক্ষরে সমগ্র ১০৮ উপনিষদ্ সমন্বিত একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। ডয়সনের পুস্তকাগারে আমি উহা দেখলাম। উহার কি কোন দেবনাগরী সংস্করণ আছে? যদি থাকে ত আমায় একখানি পাঠাবে। যদি না থাকে, আমাকে তামিল সংস্করণটিই পাঠাবে এবং একখানা কাগজে তামিল অক্ষর-গুলি (সংযুক্ত অক্ষরসকলও) পাশে পাশে নাগরীতে লিখে পাঠাবে—যাতে আমি তামিল অক্ষর শিখে নিতে পারি।

সেদিন আমার সহিত সত্যসাধন মহাশয়ের লণ্ডনে সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাকে তাঁর বেদান্তের উপর একটি বক্তৃতা এবং তাঁর মৃতা সহধর্ম্মিণীকৃত একখানি উপন্যাস উপহার প্রদান করলেন। তিনি বললেন, মান্দ্রাজের প্রধান এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান পত্র 'মান্দ্রাজ মেলে' 'রাজযোগ' পুস্তকখানির একটি অনুকূল সমালোচনা বেরিয়েছে। আমি শুনলাম, আমেরিকার প্রধান শরীরতত্ত্ববিৎ উক্ত পুস্তকে প্রকাশিত আমার মত ও সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছেন। এদিকে আবার ইংলণ্ডে কতকগুলি ব্যক্তি আমার মতগুলি নিয়ে উপহাস করেছেন। ভাল কথা! আমার মতগুলি অতি সাহসপূর্ণ, আর উহার অনেকাংশই লোকের নিকট চিরকাল অবোধ্য থেকে যাবে। কিন্তু উহাতে এমন সকল বিষয়ের আভাস দেওয়া হয়েছে, যা শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ আরো আগেই গ্রহণ করলে ভাল করতেন। যা হোক, যেটুকু ফল হয়েছে, আমি তাতেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। আমার ভাব এই—লোকে আমার বিরুদ্ধে কিছু বলুক, তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু কিছু বলুক।

অবশ্য ইংলণ্ডের সমালোচকগণ ভদ্র—আমেরিকার ন্যায় পচাল বকে না। তারপর ইংলণ্ডের যে সব মিশনরিদের ওদেশে দেখতে পাও তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ডিসেণ্টার (প্রতিষ্ঠিত চার্চ্চের বিরোধী)। উহারা ইংলণ্ডের ভদ্রসম্প্রদায়ভুক্ত নয়, এখানকার ভদ্রলোকগণের মধ্যে যাঁরা ধার্ম্মিক তাঁরা সকলেই 'চার্চ্চ অব ইংলণ্ড'-ভুক্ত। ইংলণ্ডে ডিসেণ্টারগণের অতি অল্পই প্রতিপত্তি, আর তাদের শিক্ষাও নাই। তুমি আমাকে মধ্যে মধ্যে যাদের বিষয়ে

সাবধান করে দাও, আমি এখানে তাদের কথা শুনতেই পাই না। তারা এখানে অজ্ঞাত ও অপরিচিত এবং তারা বাজে বকতে সাহসও পায় না। আশা করি, রামকৃষ্ণ নাইডু এতদিনে মান্দ্রাজে পৌঁছেছেন এবং তোমাদেরও সর্ব্বাঙ্গীন শারীরিক কুশল।

হে বীরহৃদয় বালকগণ, অধ্যবসায়সম্পন্ন হও। আমাদের কার্য্য সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে।" কখনই নিরাশ হয়ো না, কখনও বলো না, "আর না, যথেষ্ট হয়েছে। আমি একটু সময় পেলেই 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র জন্য গুটিকতক গল্প লিখব। অভেদানন্দের দ্বারা মাননীয় সুব্রহ্মণ্য আয়ার দয়া করে যে সমাচার পাঠিয়েছেন, তজ্জন্য তাঁকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাবে।

তোমার চিরপ্রেমাবদ্ধ

বিবেকানন্দ

পুঃ—পাশ্চাত্ত্যদেশে যখনই কেহ আসে এবং বিভিন্ন জাতিগণকে দেখে, তখনই তার চক্ষু খুলে যায়। কেবল অনর্থক বকে নয়, পরন্তু ভারতে আমাদের কি আছে, আর কি নাই, তা তাদিগকে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে—এভাবেই আমি দৃঢ়চেতা কর্ম্মবীরসকল যোগাড় করে থাকি। আমার ইচ্ছা হয়, অন্ততঃ দশ লক্ষ হিন্দু সমগ্র জগতে ভ্রমণ করুক। ইতি

বি

পুঃ—তোমার ও 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র জন্য লোহার ব্লক সমেত নক্সা পাঠাব। ইতি

বি

(৬০) ইং

মিস্ জোসেফিন্ ম্যাক্‌লাউডকে লিখিত

মিস্ মূলারের বাড়ী
এয়ারলি লজ্, রিজওয়ে গার্ডেন্স
উইম্বল্‌ডন্, ইংলণ্ড
৭ই অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রিয় জো,

আবার সেই লণ্ডনে! আর ক্লাসগুলিও যথারীতি শুরু হয়েছে। সংস্কারবশেই আমার মন চারদিকে সেই চেনা মুখখানি খুঁজে ফিরছিল, যে মুখে কখন নিরুৎসাহের রেখাপাত মাত্র হত না, যা কখন পরিবর্ত্তিত হত না আর যা সর্ব্বদা আমাকে সহায়তা করত এবং শক্তি ও উৎসাহ দিত। আজ লণ্ডনে এসে কয়েক সহস্র মাইলের ব্যবধান সত্ত্বেও সেই মুখখানিই আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভেসে উঠল; কারণ ঐ অতীন্দ্রিয় ভূমিতে দূরত্ব আবার কোথায়? যাক্, তুমি ত তোমার শান্তিময় ও বিশ্রামবহুল বাড়ীতে ফিরে গেছ—আর আমার ভাগ্যে আছে সদাবর্দ্ধমান কর্ম্মের তাণ্ডব! তথাপি তোমার শুভেচ্ছা সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে ফিরছে—নয় কি?

কোন নির্জ্জন পর্ব্বতগুহায় গিয়ে চুপ করে থাকাই হচ্ছে আমার স্বাভাবিক সংস্কার; কিন্তু পিছন থেকে নিয়তি আমাকে সম্মুখে ঠেলে দিচ্ছে, আর আমি এগিয়ে চলেছি! অদৃষ্টের গতি কে রোধ করবে?

যীশুখৃষ্ট তাঁর Sermon on the Mount (পর্ব্বতোপরি উপদেশ) এ এরূপ কোন উক্তি কেন করেন নি— "যারা সদা আনন্দময় ও সদা আশাবাদী তারাই ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য লাভ ত তাদের হয়েই আছে?" আমার বিশ্বাস তিনি নিশ্চয়ই ঐরূপ বলেছিলেন, যদিও তা লিপিবদ্ধ হয় নি; কারণ তিনি বিশাল বিশ্বের অনন্ত দুঃখ অন্তরে বহন করেছিলেন, এবং তিনি বলেছিলেন যে, সাধুর মন শিশুর অন্তঃকরণের মত। তাঁর সহস্র বাণীর মধ্যে হয়ত একটি বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে, অর্থাৎ মনে করে রাখা হয়েছে।

বর্ত্তমানে ফল, বাদাম প্রভৃতিই আমার প্রধান আহার; এবং উহাতেই যেন আমি ভাল আছি। যদি কখনো সেই অজানা "উঁচু দেশের" পুরাতন চিকিৎসকটির সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয় তবে এই রহস্যটি তাঁকে বলো। আমার চর্ব্বি অনেকটা কমে গেছে; তবে যে দিন বক্তৃতা থাকে সেদিন কিছু পেটভরা খাবার খেতে হয়। হলিষ্টার কেমন আছে? তার চাইতে মধুরপ্রকৃতির বালক আমি দেখি নি। তার সারা জীবন সব রকমের আশীর্ব্বাদে মণ্ডিত হউক!

তোমার বন্ধু কোলা নাকি জরথুষ্ট্রের মতবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন? অদৃষ্ট নিশ্চয়ই তার খুব অনুকূল নয়। তোমাদের মিস্ এ—এবং আমাদের ইয়—এর খবর কি? জ, জ, গোষ্ঠীর খবর কি? আর আমাদের মিস্ (নাম ভুলে গেছি) কিরূপ? শুনলাম, সম্প্রতি অর্দ্ধজাহাজ বোঝাই—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান এবং অন্যান্য আরও কত কি সম্প্রদায়ের

সব লোক আমেরিকায় উপস্থিত হয়েছে; আর একদল লোক গিয়ে ভারতবর্ষে জুটেছে—যারা মহাত্মা খুঁজে বেড়ায়, ধর্ম্মপ্রচার করে ইত্যাদি। চমৎকার! ভারতবর্ষ এবং আমেরিকা—এই ছুটি দেশই যেন ধর্ম্মজগতের অতিসাহসিকদের লীলাভূমি বলে মনে হয়। কিন্তু জো, সাবধান, এই বিধর্ম্মীদের কৃত কলুষতা অতি মারাত্মক! আজ পথে মাদাম স—এর সহিত সাক্ষাৎ হল। তিনি আর আজকাল আমার বক্তৃতায় আসেন না। সেটা তাঁর পক্ষে ভালই; কারণ অত্যধিক দার্শনিকতা ভাল নয়।

সেই মহিলাটির কথা কি তোমার মনে আছে—যিনি আমার প্রতি বক্তৃতার শেষে এমন সময় এসে উপস্থিত হতেন যখন কিছুই শুনতে পেতেন না; কিন্তু বক্তৃতাশেষের সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবে আমাকে ধরে রাখতেন এবং বকাতেন যে, ক্ষুধার জ্বালায় আমার পাকস্থলীতে ওয়াটারলুর মহাসমর উপস্থিত হত? তিনি এসেছিলেন, অপর সকলেও আসছে এবং আরও আসবে। এ সবই আনন্দের বিষয়। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে প্রায় সকলেই এসেছিলেন এবং গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি পরিবারের বিবাহিতা কন্যাদের একজনও এসেছিলেন। মিসেস্ গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি আজ আসতে পারেন নি, কারণ যথেষ্ট আগে খবর পান নি। এক্ষণে আমরা একটি 'হল'—বেশ বড় 'হল' পেয়েছি; তাতে দুইশত কিংবা তদপেক্ষাও অধিক লোকের স্থান-সঙ্কুলান হতে পারে। একটা বড় কোণ আছে, সেখানে লাইব্রেরী বসান যাবে। সম্প্রতি আমাকে সাহায্য করার জন্য ভারতবর্ষ থেকে আর একজন এসেছেন।

সুইজরলণ্ড এবং জার্ম্মাণি উভয় স্থানই আমার চমৎকার

বোধ হয়েছিল। প্রফেসর ডয়সন খুব সদয় ব্যবহার করেছিলেন। আমরা উভয়ে এক সঙ্গে লণ্ডনে আসি এবং খুব আমোদ পাই। প্রফেসর ম্যাক্সমূলারও বেশ বন্ধুভাবাপন্ন। মোটের উপর ইংলণ্ডের কাজ বেশ পাকা হচ্ছে, এবং খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের আনুকূল্য-দর্শনে মনে হয় যে, উহা শ্রদ্ধাও অর্জ্জন করেছে। সম্ভবতঃ এই শীতে কয়েকজন ইংরেজ বন্ধু সহ আমি ভারতবর্ষে যাব। আমার নিজের সম্বন্ধে আজ এই পর্য্যন্ত।

এক্ষণে সেই নৈষ্ঠিক পরিবারটির সংবাদ কি? সব বেশ চমৎকার ভাবেই চলছে বলে আশা করি। এতদিনে ফক্সের সংবাদ তুমি পেয়ে থাকবে। যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করতে শুরু না করলে সে ম্যাবেলকে বিয়ে করতে পাবে না, একথা তাকে যাত্রার আগের দিনে বলে ফেলে আমি হয়ত তাকে খুব মনমরা করে দিয়েছি। ম্যাবেল কি এখন তোমার ওখানে আছে? তাকে আমার স্নেহ জানিয়ো আর আমাকে তোমার বর্ত্তমান ঠিকানা লিখো। মা কেমন আছেন? ফ্র্যান্সিস্ বরাবরের মত ঠিক সেই খাঁটী অমূল্য সোনাটিই আছে নিশ্চয়। ভাল কথা, এ্যালবার্টা, বোধ হয় ঠিক তার নিয়মমত গানবাজনা, কাব্যচর্চ্চা, হাসিঠাট্টা নিয়ে আছে এবং খুব পর্য্যাপ্ত আপেল খাচ্ছে?

রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে; সুতরাং জো, আজকার মত বিদায়। (নিউইয়র্কেও কি আদবকায়দা ঠিক ঠিক পালন করা দরকার?) প্রভু নিরন্তর তোমার কল্যাণ করুন!...আমার চিরস্নেহ ও আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুঃ—সেভিয়ার দম্পতি তোমাকে তাঁদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তাঁদের গৃহ (ফ্ল্যাট) থেকেই এই চিঠি লিখছি। ইতি

বি

(৬১) ইং

মিস্ এলেন ওয়াল্ডো বা হরিদাসী নাম্নী শিষ্যাকে লিখিত

এয়ারলি লজ, রিজ্ ওয়ে গার্ডেন্স,
উইম্বলডন্, ইংলণ্ড
৮ই অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রিয়—,

…সুইজরলণ্ডে আমি বেশ বিশ্রাম লাভ করেছিলাম এবং অধ্যাপক পল ডয়সনের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়েছিল। বাস্তবিক, অন্যান্য স্থানাপেক্ষা ইউরোপে আমার কাজ অধিকতর সন্তোষজনক হচ্ছে এবং ভারতবর্ষে এর একটা খুব প্রতিধ্বনি উঠবে। লণ্ডনের ক্লাস আবার আরম্ভ হয়েছে—আজ তার প্রথম বক্তৃতা। এখন আমার নিজের একটা 'হল' হয়েছে—তাতে দুই শত বা ততোধিক লোক ধরে।…তুমি অবশ্য জান, ইংরেজরা একটা জিনিস কেমন কামড়ে ধরে থাকতে পারে এবং সকল জাতির মধ্যে তারা পরস্পরের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা কম ঈর্ষাপরায়ণ—এই কারণেই তারা জগতের উপর প্রভুত্ব করছে। দাসসুলভ খোসামুদির ভাব একদম না রেখে আজ্ঞানুবর্ত্তী কিরূপে হওয়া

যায়—যৎপরোনাস্তি স্বাধীনতার সঙ্গে কিরূপে কঠোর নিয়ম মেনে চলা যায়—তারা তার রহস্য বুঝেছে।

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার এখন আমার বন্ধু। আমি লণ্ডনের ছাপমারা হয়ে গেছি।

র— নামক যুবকটির সম্বন্ধে আমি খুব কমই জানি। সে বাঙ্গালী এবং অল্পস্বল্প সংস্কৃত পড়াতে পারবে। তুমি আমার দৃঢ় ধারণা ত জান—কাম-কাঞ্চন যে জয় করতে পারেনি, তাকে আমি বিশ্বাসই করি না। তুমি তাকে তত্ত্বীয় (theoretical) বিষয় শেখাতে দিয়ে দেখতে পার ; কিন্তু সে যেন রাজযোগ শেখাতে না যায়—যারা রীতিমত শিক্ষা না করেছে তাদের ওটা নিয়ে খেলা করা মহা বিপজ্জনক। সারদানন্দের সম্বন্ধে কোন ভয় নেই—বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী তার উপর আশীর্ব্বাণী বর্ষণ করেছেন। তুমি শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর না কেন ?...এই র— বালকটার চেয়ে তোমার ঢের বেশী দর্শনের জ্ঞান আছে। ক্লাসের নোটিশ বার কর এবং নিয়মিতভাবে ধর্ম্মচর্চ্চা কর ও বক্তৃতা দিতে থাক। একশ হিন্দু, এমন কি, আমার একজন গুরুভাই আমেরিকায় খুব সাফল্য লাভ করছে শুনলে যে আনন্দ হয়, তোমাদের মধ্যে একজন ওতে হাত দিয়েছ দেখলে আমি তার সহস্রগুণ আনন্দ লাভ করব। মানুষ দুনিয়া জয় করতে চায় ; কিন্তু নিজ সন্তানদের কাছে পরাজয় ইচ্ছা করে। জ্বালাও, জ্বালাও—চারিদিকে জ্ঞানাগ্নি জ্বালাও।

আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

(৬২) ইং

উইম্বল্‌ডন্‌, ইংলণ্ড

৮ই অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রিয়—,

জার্ম্মানিতে অধ্যাপক ডয়সনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। কিল্‌-এ (Kiel) আমি তাঁর অতিথি হয়েছিলাম। দুজনে এক সঙ্গে লণ্ডনে এসেছিলাম এবং এখানেও কয়েকবার দেখাশুনা হয়ে খুব আনন্দলাভ হয়েছিল।...ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় কাজের বিভিন্ন অঙ্গের উপর যদিও আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, তথাপি আমি দেখতে পাচ্ছি যে, প্রত্যেকের কাজের বিশেষ বিশেষ বিভাগ থাকা খুব দরকার। আমাদের বিশেষ কাজ বেদান্ত-প্রচার। অন্যান্য কাজে সাহায্য করাও এই এক আদর্শের অনুগত হওয়া চাই। আশা করি, আপনি এইটে সারদানন্দের মনে বদ্ধমূল করে দেবেন।

আপনি অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন কি?...এখানে ইংলণ্ডে সবই যেন আমাদের সহায় হয়ে উঠছে। কাজের যে শুধু বিস্তার হচ্ছে তা নয়, পরন্তু উহা সম্মানও পাচ্ছে।

আপনাদের স্নেহাধীন
বিবেকানন্দ

(৬৩) ইং)

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ডাঃ ব্যারোজের ভারতব্যাপী বক্তৃতাবলীর প্রাক্কালে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক কাগজে স্বামিজী তাঁহার দেশবাসীর নিকট ডাঃ ব্যারোজের পরিচয় দেন এবং তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া এক পত্র দেন। নিম্নে তাহারই কিয়দংশ।

লণ্ডন

২৮শে অক্টোবর, ১৮৯৬

চিকাগো মহামেলার অঙ্গস্বরূপ মহাসভার স্বীয় বিরাট কল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য মিঃ সি বনি ডাঃ ব্যারোজকে সহকারী নিযুক্ত করায় দক্ষতম ব্যক্তির হস্তেই কার্য্যভার অর্পিত হয়েছিল; আর ডাঃ ব্যারোজের নেতৃত্বে ঐ মহাসভাগুলির অন্যতম মহাসভা (ধর্ম্মমহাসভা) কিরূপ বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল, তা আজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

ডাঃ ব্যারোজের অদ্ভুত সাহসিকতা, অদম্য উদ্যম, অবিচল সহনশীলতা ও সহজ ভদ্রতাই এই মহাসভাকে অপূর্ব্ব সাফল্যে মণ্ডিত করেছিল।

বিস্ময়কর চিকাগো মহাসভাকে অবলম্বন করেই ভারত, ভারতবাসী ও ভারতীয় চিন্তা জগৎসমক্ষে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর উজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত হয়েছে এবং এই স্বজাতীয় কল্যাণের জন্য সেই সভার সকলের চেয়ে ডাঃ ব্যারোজের কাছেই আমরা বেশী ঋণী।

তা ছাড়া, তিনি আমাদের কাছে ধর্ম্মের পবিত্র নাম, মানবজাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের নাম নিয়ে আসছেন এবং

আমার বিশ্বাস—ন্যাজারেথের মহাপুরুষের প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা অতিশয় উদার হবে এবং আমাদের মনকে উন্নত করবে। ঈশার শক্তির যে পরিচয় ইনি ভারতকে দিতে চান, তা পরমত-অসহিষ্ণু প্রভুভাবাপন্ন ও অপরের প্রতি ঘৃণাপূর্ণ মনোবৃত্তিপ্রসূত নয়। পরন্তু প্রভুত্বপ্রিয় ভ্রাতৃরূপে—ভারতের উন্নতিকামী বিভিন্ন দলের সহকর্ম্মী ভ্রাতৃবর্গের অন্যতমরূপে গণ্য হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে—তিনি যাচ্ছেন। সর্ব্বোপরি আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, কৃতজ্ঞতা ও আতিথেয়তাই ভারতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য; তাই আমার দেশবাসীর কাছে এই বিনীত অনুরোধ—পৃথিবীর অপর দিক থেকে আগত এই বিদেশী ভদ্র-লোকের প্রতি তারা এমন আচরণ করুন, যেন তিনি দেখতে পান যে, আমাদের এই দুঃখ, দারিদ্র্য ও অধঃপতনের ভেতরও আমাদের হৃদয় সেই অতীতেরই ন্যায় বন্ধুত্বপূর্ণ আছে, যখন ভারত আর্য্যভূমি বলে পরিচিত ছিল এবং যখন তার ঐশ্বর্য্যের কথা জগতের সব জাতের মুখে মুখে ফিরত।

(৬৪) ইং

শ্রীযুত আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত

ই টি ষ্টার্ডির বাড়ী
৩৯, ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, লণ্ডন
২৮শে অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি তোমার 'ভক্তিযোগ' ও 'সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম' পেয়েছি।

আমেরিকায় 'ভক্তিযোগে'র নিশ্চয়ই খুব কাটতি হবে। কিন্তু ইংলণ্ডে ষ্টার্ডির সংস্করণ আগেই বেরিয়ে যাওয়ায় তোমার বিক্রীর রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে বলে ভয় হয়।

আমি 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' সম্বন্ধে তোমায় পূর্ব্বেই সবিশেষ লিখেছি। 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র জন্য একটি গল্প আরম্ভ করেছি; শেষ হলেই তোমায় পাঠিয়ে দেব।

কোন্ মাসে ভারতে পৌঁছাব তার এখনও ঠিক নেই। পরে এ সম্বন্ধে লিখব। গত কল্য এক বন্ধুভাবাপন্ন সমিতির সভায় নূতন স্বামী তাঁর প্রথম বক্তৃতা দিলেন। বেশ হয়েছিল এবং আমার ভাল লেগেছিল। তাঁর ভেতর ভাল বক্তা হবার শক্তি রয়েছে—এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

'ভক্তিযোগ'টা 'সার্ব্বজনীন' এর মত তেমন সুন্দরভাবে ছাপান হয় নি। মলাটে পিচবোর্ড দিলে বইখানি দেখতে মোটা হত; আর ক্রেতাদের খুশী করবার জন্য অক্ষরগুলি মোটা করা যেত।

ভাল কথা, আমার 'কর্ম্মযোগ'খানি যে প্রকাশ করনি—এটা একটা লজ্জার কথা—অথচ আমার পরামর্শ না দিয়ে বই-খানির এক অধ্যায় ছেপে নিয়ে আমায় বেকায়দায় ফেলেছ। আরো দেখ, ভারতে বেশী কাটতির জন্য বইগুলি সস্তা হওয়া দরকার। ইচ্ছা করলে তুমি 'রাজযোগ'খানি ছাপতে পার, আমি ইচ্ছা করেই ওখানার কপিরাইট নিই নি। যখনই ইচ্ছা হবে তখনই ওর একটা সস্তা সংস্করণ বের করতে পার। কিন্তু আমরা হিন্দুরা এত ঢিমে তেতালা যে, আমাদের কাজ সারা

হতে না হতেই সুযোগ চলে যায়, আর তাতে আমাদের লোক-সানই হয়। তোমার ছাপার কাজ ইত্যাদিতে চটপটে হতে হবে। তোমার 'ভক্তিযোগ' বেরুল বছরখানেক কথা চালানোর পরে। তুমি কি বলতে চাও যে, পাশ্চাত্ত্যবাসীরা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত ওটার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে? এই গড়িমসির ফলে তোমার ঐ বই-এর কাটতি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে তিন চতুর্থাংশ কমে গেছে। তা হলে ত তুমি 'কর্ম্মযোগ' ছাপছ না দেখছি; অথচ তোমার ঘাড়ে কি ভূত চেপেছিল যে, তুমি একটি বক্তৃতা ছেপে বসে আছ? ঐ হরমোহনটা একটা মূর্খ; বই-ছাপান বিষয়ে সে তোমাদের মান্দ্রাজীদের চেয়েও ঢিলে, আর তার ছাপা একেবারে কদর্য্য। বইগুলোর এ ভাবে শ্রাদ্ধ করার মানে কি? দুঃখের বিষয় যে, সে গরীব। আমার টাকা থাকলে তাকে দিতাম; কিন্তু ও ভাবে ছাপান ত লোক ঠকান—যা করা উচিত নয়।

খুব সম্ভবতঃ মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার আর মিস্ মুলার ও মিঃ গুড্উইনকে সঙ্গে নিয়ে আমি ভারতে ফিরব। মিস্ মূলারকে ত তুমি জানই; কাপ্তেন ও মিসেস্ সেভিয়ার সম্ভবতঃ অন্ততঃ কিছু দিন আলমোড়ায় বাস করবার জন্য যাচ্ছেন; আর গুড্উইন সন্ন্যাসী হবে। সে অবশ্য আমার সঙ্গেই ভ্রমণ করবে। আমাদের সব বইএর জন্য আমরা তারই কাছে ঋণী। আমার বক্তৃতাগুলি সে সাঙ্কেতিক প্রণালীতে লিখে রেখেছিল, তাই থেকে বই হয়েছে। অপরেরা হোটেলে বাস করতে চলে যাবে; কিন্তু গুড্উইন আমার সঙ্গে বাস করবে। তোমার কি

মনে হয় যে, দেশের লোকেরা এ বিষয়ে বড় বেশী আপত্তি করবে? সে খাঁটী নিরামিষাশী।

তুমি ইচ্ছা করলে আমার 'জ্ঞানযোগে'র বক্তৃতাগুলি ছাপাতে পার। তবে একটু ভাল করে দেখে দিও।...এ সব বক্তৃতা যেমন যেমন মনে এসেছিল বলে গিয়েছিলুম—বিন্দুমাত্রও তৈরি করে বলি নি;...কাজেই ভাল করে দেখে ছাপান উচিত। সারদানন্দ ও কৃষ্ণানন্দকে আমার ভালবাসা দিও। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

পুনঃ—এখানকার সকলে ভালবাসা জানাচ্ছে। ডাক্তার ব্যারোজ সম্বন্ধে ও তাঁকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করা উচিত এই বিষয়ে একটি ছোট লেখা আমি আজ 'ইণ্ডিয়ান্ মিররে' পাঠিয়েছি। তুমিও তাঁকে স্বাগত জানিয়ে 'ব্রহ্মবাদিনে' দু চারটি মিঠে কথা লিখো। ইতি

বি

(৬৫) ইং

মিস্ মেরী হেলকে লিখিত

১৪, গ্রেকোট গার্ডেন্স্
ওয়েষ্টমিনিষ্টার, লণ্ডন
১লা নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় মেরী,

"সোনা, রূপা এ সব কিছুই আমার নাই; তবে যাহা আমার আছে, তাহা মুক্তহস্তে তোমায় দিচ্ছি"—সেটি এই জ্ঞান যে,

স্বর্ণের স্বর্ণত্ব, রৌপ্যের রৌপ্যত্ব, পুরুষের পুরুষত্ব, স্ত্রীর স্ত্রীত্ব—এক কথায় ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর যথার্থ স্বরূপ—ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকেই আমরা অনাদিকাল হতে বহির্জ্জগতের ভেতরে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছি; আর এই চেষ্টার ফলে আমাদের মন হতে এই সকল অদ্ভুত সৃষ্টি বের হয়ে আসছে, যথা—পুরুষ, স্ত্রী, শিশু, দেহ, মন, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, জগৎ, ভালবাসা, ঘৃণা, ধন, সম্পত্তি, আর ভূত, প্রেত, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেবতা, ঈশ্বর ইত্যাদি।

প্রকৃত কথা এই যে, ব্রহ্ম আমাদের ভেতরেই রয়েছেন এবং আমরাই তিনি—সেই শাশ্বত দ্রষ্টা, সেই যথার্থ 'অহম্'—যাঁকে কখনই ইন্দ্রিয়গোচর করা যেতে পারে না এবং যাঁকে অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় ইন্দ্রিয়গোচর করবার এই যে চেষ্টা, এসব সময় ও ধীশক্তির বৃথা অপব্যবহার মাত্র।

যখন জীবাত্মা ইহা বুঝতে পারে, তখনই সে এই জগৎ-পরিকল্পন-ক্রিয়া হতে নিবৃত্ত হয়, এবং ক্রমশঃই অধিকতরভাবে স্বীয় অন্তরাত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এর নামই ক্রমবিকাশ—এতে যেমন শারীর বিবর্ত্তন ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে, তেমনি অপর দিকে মন উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে উঠতে থাকে; মানুষই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দেহ। 'মনুষ্য' এই কথাটি সংস্কৃত 'মন্' ধাতু থেকে সিদ্ধ—সুতরাং ওর অর্থ মননশীল অর্থাৎ চিন্তাশীল প্রাণী—কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়-গ্রহণশীল প্রাণী নহে।

একেই ধর্ম্মতত্ত্বে "ত্যাগ" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সমাজ-গঠন,

বিবাহ-প্রথার প্রবর্ত্তন, সন্তানের প্রতি ভালবাসা, সৎকার্য্য, সংযম এবং নীতি—এ সকলই বিভিন্ন প্রকারের ত্যাগানুষ্ঠান। আমাদের সর্ব্বপ্রকার সামাজিক জীবন বলতে ইচ্ছাশক্তি বা বাসনানিচয়ের সংযম বুঝায়। জগতে যত সমাজ ও সামাজিক প্রথা দেখা যায়, সে সব জগতের একটি ব্যাপারেরই বিভিন্ন ধারা ও স্তরমাত্র। সেটি এই—বাসনা বা অধ্যস্ত আমির বিসর্জ্জন; এই যে নিজের ভিতর থেকে বাইরে যেন লাফিয়ে যাবার ভাব রয়েছে, নিত্য-বিষয়ী বা জ্ঞাতাকে যে বিষয় বা জ্ঞেয়রূপে পরিণত করবার একটা চেষ্টা রয়েছে, তাকে একেবারে পরিত্যাগ করা। প্রেম এই আত্মসমর্পণ বা ইচ্ছাশক্তি রোধের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ এবং অনায়াসসাধ্য পথ, ঘৃণা তার বিপরীত।

জনসাধারণকে নানারূপ স্বর্গ, নরক ও আকাশের ঊর্দ্ধদেশ-নিবাসী শাসনকর্ত্তার গল্প বা কুসংস্কার দ্বারা ভুলিয়ে এই একমাত্র লক্ষ্য আত্মসমর্পণের পথে পরিচালিত করা হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানিগণ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী না হয়ে বাসনা-বর্জ্জনের দ্বারা জ্ঞাতসারেই এই পন্থার অনুবর্ত্তন করেন।

এতএব দেখা যাচ্ছে যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বর্গ অথবা খৃষ্টান পুরাণোক্ত ভূ-স্বর্গের অস্তিত্ব কেবল আমাদের কল্পনাতেই রয়েছে; কিন্তু আধ্যাত্মিক স্বর্গ আমাদের হৃদয়ে পূর্ব্ব হতেই বিদ্যমান। কস্তুরীমৃগ মৃগনাভির গন্ধের কারণ-অনুসন্ধানের জন্য অনেক বৃথা ছুটাছুটির পর অবশেষে আপনার শরীরেই তার অস্তিত্ব জানতে পারবে।

বাস্তব জগৎ সর্ব্বদাই ভালমন্দের মিশ্রণরূপে বিদ্যমান থাকবে;

আর মৃত্যুরূপ ছায়াও চিরদিন এই পার্থিব জীবনের অনুসরণ করবে; আর জীবন যতই দীর্ঘ হবে, এই ছায়াও ততই দীর্ঘায়িত হবে। সূর্য্য যখন ঠিক আমাদের মাথার উপরে থাকে, কেবল তখনই আমাদের ছায়া পড়ে না—তেমনি যখন ঈশ্বর এবং শুভ ও অন্যান্য সব আমাতেই রয়েছে দেখা যায়, তখন আর অমঙ্গল থাকে না। বস্তুজগতে প্রত্যেক ঢিলটির সঙ্গে পাটকেলটি চলে—প্রত্যেক ভালটির সঙ্গে মন্দটিও ছায়ার ন্যায় আছে। প্রত্যেক উন্নতির সঙ্গে ঠিক সমস্তরের অবনতিও সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। তার কারণ এই যে, ভাল-মন্দ দুটি পৃথক্ বস্তু নয়, কিন্তু এক; পরস্পরের মধ্যে প্রকারগত কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল পরিমাণগত।

আমাদের জীবন নির্ভর করে অপর উদ্ভিদ্, প্রাণী বা জীবাণুর মৃত্যুর উপর। আর একটি ভুল আমরা প্রতিনিয়তই করে থাকি, তা এই যে, ভাল জিনিসটাকে আমরা ক্রমবর্দ্ধমান বলে মনে করি, কিন্তু মন্দ জিনিসটার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট বলে ভাবি। তা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করি যে, প্রত্যহ কিছু কিছু করে মন্দের ক্ষয় হয়ে এমন এক সময় আসবে যখন কেবলমাত্র ভালটিই অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু এই যুক্তিটি ভ্রমাত্মক, কারণ ইহা একটি মিথ্যা উপনয়ের (premise) উপর প্রতিষ্ঠিত। জগতে যদি ভালটি বেড়েই চলেছে, তা হলে মন্দটিও বাড়ছে। আমার স্বজাতীয় জনসাধারণের বাসনা অপেক্ষা আমার নিজের বাসনা অনেক বেড়ে গেছে। তাদের চেয়ে আমার আনন্দরাশি অনেক বেশী—কিন্তু আমার দুঃখও লক্ষগুণ তীব্রতর হয়ে গেছে। যে

শরীরের সাহায্যে তুমি ভালর সামান্যমাত্র সংস্পর্শানুভব করতে পারছ, তাই আবার তোমাকে মন্দের অতি ক্ষুদ্রাংশটুকু পর্য্যন্ত অনুভব করাচ্ছে। একই স্নায়ুমণ্ডলী সুখদুঃখ উভয়রূপ অনুভূতিই বহন করে এবং একই মন উভয়কে অনুভব করে। জগতের উন্নতি বলতে যেমন অধিক সুখভোগ বুঝায়, তেমনি অধিক দুঃখভোগও বুঝায়। এই যে জীবন-মৃত্যু, ভাল-মন্দ, জ্ঞান-অজ্ঞানের সংমিশ্রণ, ইহাই মায়া বা প্রকৃতি। অনন্তকাল ধরে তুমি এই জগজ্জালের ভেতর সুখের অন্বেষণ করে বেড়াতে পার; তাতে সুখ পাবে অনেক, কিন্তু দুঃখও পাবে বহু। শুধু ভালটি পাব, মন্দটি পাব না—এ আশা বালসুলভ বুদ্ধিহীনতা মাত্র।

দুটি পথ খোলা রয়েছে। একটি—(জগতের উন্নতির) সমস্ত আশাভরসা ত্যাগ করে এ জগৎ যেমন চলছে সে ভাবেই গ্রহণ করা, অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে এক আধ টুকরা সুখের আশায় জগতের সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করে যাওয়া; অপরটি—সুখকে দুঃখেরই অপর মূর্ত্তিজ্ঞানে একেবারে তার অন্বেষণ পরিহার করে সত্যের অনুসন্ধান করা। যারা এ ভাবে সত্যের অনুসন্ধান করতে সাহসী, তারা সেই সত্যকে সদা বিদ্যমান এবং নিজের ভেতরই অবস্থিত বলে দেখতে সমর্থ হয়। তখনই আমরা ইহাও বুঝতে পারি যে—সেই একই সত্য কিরূপে আমাদের বিদ্যা ও অবিদ্যারূপ এই দুই আপেক্ষিক জ্ঞানের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। আমরা এও বুঝি যে, সেই সত্য আনন্দস্বরূপ এবং তাহা ভালমন্দ এই দুইরূপে জগতে প্রকাশিত—আর তৎসঙ্গে সেই যথার্থ সত্তাকেও জানি, যা জগতে জীবন ও মৃত্যু উভয়রূপেই আত্মপ্রকাশ করছে।

এইরূপে আমরা অনুভব করব যে, জগতের বিভিন্ন ঘটনা-পরম্পরা একটি অদ্বিতীয় সৎ-চিৎ-আনন্দ সত্তার দুই বা বহুভাগে বিভক্ত প্রতিচ্ছায়া মাত্র—উহা আমার এবং অন্যান্য যাবতীয় পদার্থের যথার্থ স্বরূপ। কেবল তখনই মাত্র, মন্দ না করেও ভাল কার্য্য করা সম্ভবপর; কারণ এইরূপ আত্মা ভালমন্দ এই দুইটি যে উপাদানে গঠিত তা জানতে পেরেছেন, সুতরাং ওরা তখন তাঁর আয়ত্তাধীন। এই মুক্ত আত্মা তখন ভালমন্দ যা খুশী তাই বিকাশ করতে পারেন; তবে আমরা জানি যে ইনি তখন কেবল ভাল কার্য্যই সম্পাদন করেন। এর নাম 'জীবন্মুক্তি'—অর্থাৎ শরীর রয়েছে, অথচ মুক্ত—ইহাই বেদান্ত এবং অপর সমস্ত দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য।

মানবসমাজ ক্রমান্বয়ে চারিটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেক রাষ্ট্রে দোষগুণ উভয়ই বর্ত্তমান। পুরোহিত-শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সংকীর্ণতা রাজত্ব করে—তাঁদের ও তাঁদের বংশধরগণের অধিকার রক্ষার জন্য চারদিকে বেড়া দেওয়া থাকে,—তাঁরা ব্যতীত বিদ্যা শিখবার কারও অধিকার নেই, বিদ্যাদানেরও কারও অধিকার নেই। এ যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়—কারণ বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় বলে পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন।

ক্ষত্রিয়-শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত অনুদারমনা নন। এ যুগে শিল্পের ও সামাজিক সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে।

তারপর বৈশ্যশাসন যুগ। এর ভেতরে ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্তশোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব—বড়ই ভয়াবহ! এ যুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্ব্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্ব্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্রিয়যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরও উদার, কিন্তু এই সময় হতেই সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়।

সর্ব্বশেষে শূদ্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হবে—এ যুগের সুবিধা হবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়ত সভ্যতার অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃই কমে যাবে।

যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ-যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু এ কি সম্ভবপর?

প্রত্যুত প্রথম তিনটির পালা শেষ হয়েছে—এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসবেই আসবে—উহা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। স্বর্ণ অথবা রজত কোন্‌টির ভিত্তিতে দেশের মুদ্রা প্রচলিত হলে কি কি অসুবিধা ঘটে তা আমি বিশেষ জানি না—(আর বড় একটা কেহ জানেন বলে বোধ হয় না।) কিন্তু এটুকু আমি বেশ বুঝতে পারি যে, স্বর্ণের ভিত্তিতে সকল মূল্য ধার্য্য করার ফলে গরীবরা আরও গরীব এবং ধনীরা আরও

ধনী হচ্ছে। ব্রায়ান যথার্থই বলেছেন, "আমরা এই সোনার ক্রুশে বিদ্ধ হতে নারাজ।" রূপার দরে সব দর ধার্য্য হলে গরীবরা এই অসমান জীবনসংগ্রামে অনেকটা সুবিধা পাবে। আমি যে একজন সমাজতন্ত্রী (socialist)* তার কারণ এ নয় যে, আমি ঐ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মনে করি, কেবল 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল'—এই হিসাবে।

অপর কয়টি প্রথাই জগতে চলেছে এবং পরিশেষে সেগুলির ত্রুটি ধরা পড়েছে। এটিরও অন্ততঃ আর কিছুর জন্য না হলেও জিনিসটার অভিনবত্বের দিক্ থেকে একবার পরীক্ষা করা যাক। একই লোক চিরকাল সুখ বা দুঃখ ভোগ করবে, তার চেয়ে সুখ-দুঃখটা যাতে পর্য্যায়ক্রমে সকলের মধ্যে বিভক্ত হতে পারে, তাই ভাল। জগতে ভালমন্দের সমষ্টি চিরকালই সমান থাকবে, তবে নূতন নূতন প্রণালীতে এই জোয়ালটি (yoke) স্কন্ধ হতে স্কন্ধান্তরে সমর্পিত হতে পারবে, এই পর্য্যন্ত।

এই দুঃখময় জগতে সব হতভাগ্যকেই এক একদিন আরাম করে নিতে দাও—তবেই তারা কালে এই তথাকথিত সুখভোগ-টুকুর পর এই অসার জগৎ-প্রপঞ্চ, শাসনতন্ত্রাদি ও অন্যান্য বিরক্তি-

* Socialist—Socialism মতাবলম্বী। এরা রাষ্ট্রের হস্তে ভূমি ও বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির স্বত্ব অর্পণ করিয়া সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে বিষম বৈষম্য আছে, তাহা যথাসম্ভব দূর করিয়া সমাজের আমূল পুনর্গঠনের পক্ষপাতী।

কর বিষয়সকল পরিহারপূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করতে পারবে। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমাদের চিরবিশ্বস্ত ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

(৬৬) ইং

১৪, গ্রেকোট গার্ডেন্স
ওয়েষ্ট মিনিষ্টার, দক্ষিণ-পশ্চিম
১১ই নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

খুব সম্ভব আমি ১৬ই ডিসেম্বর রওয়ানা হব; দু এক দিন দেরীও হতে পারে। এখান হতে ইটালী যাব এবং সেখানে কয়েকটি জায়গা দেখে নেপল্‌সে জাহাজ ধরব। মিস্ মূলার, মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার এবং গুড্‌উইন্ নামে একজন যুবক আমার সঙ্গে যাচ্ছেন। সেভিয়ার দম্পতী আলমোড়াতে বসবাস করতে যাচ্ছেন। মিস্ মূলারও তাই করবেন। মিঃ সেভিয়ার ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে পাঁচ বৎসর অফিসার ছিলেন; সুতরাং তিনি ভারত সম্বন্ধে অনেকটা পরিচিত। মিস্ মূলার থিয়োসফিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং অক্ষয়কে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। গুড্‌উইন্ একজন ইংরেজ যুবক; এরই সাঙ্কেতিক লেখা থেকে পুস্তিকাগুলি বের করা সম্ভব হয়েছে।

কলম্বো থেকে আমি প্রথমে মান্দ্রাজে পৌঁছাব। অপরেরা স্বতন্ত্রভাবে আল্‌মোড়া চলে যাবেন। সেখান থেকে আমি সোজা কলকাতা যাব। যাত্রা করার সময় আমি তোমাকে সঠিক সংবাদ দেব। ইতি

তোমাদের স্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—'রাজযোগে'র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হচ্ছে। ভারত ও আমেরিকাতেই সব চেয়ে বেশী কাটতি।

(৬৭) ইং

গ্রেকোট গার্ডেন্স
ওয়েষ্টমিনিষ্টার, দক্ষিণ-পশ্চিম
১৩ই নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয়—,

...আমি অতি শীঘ্রই, খুব সম্ভবতঃ ১৬ই ডিসেম্বর, ভারতবর্ষে যাত্রা করছি। পুনরায় আমেরিকা যাবার পূর্ব্বে আমার একবার ভারতবর্ষ দেখবার বিশেষ ইচ্ছা আছে এবং আমি কয়েকজন ইংরেজ বন্ধুকে আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবার বন্দোবস্তও করেছি ; তাই একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও আমেরিকা হয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

ডাক্তার জেন্‌স্‌ বাস্তবিকই অতি চমৎকার কাজ করছেন।

তিনি আমাকে এবং আমার কাজের জন্য বার বার যেরূপ সহৃদয়তা দেখিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন, তজ্জন্য আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ তা বাক্যে প্রকাশ করতে অক্ষম।...এখানে প্রচারকার্য্য বেশ সুন্দরভাবেই চলছে। তুমি শুনে খুশী হবে যে, 'রাজযোগে'র প্রথম সংস্করণ সব বিক্রী হয়ে গেছে এবং আরও কয়েক শত অর্ডার এসে পড়ে রয়েছে। ইতি

তোমাদের বিবেকানন্দ

(৬৮) ইং

৩৯, ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট
লণ্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম

মহাশয়

পুস্তিকাগুলি ও গীতাখানি পাঠানর জন্য বহু ধন্যবাদ।

ভবদীয়
বিবেকানন্দ

(৬৯) ইং

৩৯, ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট
লণ্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম
২০শে নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আগামী ১৬ই ডিসেম্বর আমি ইংলণ্ড হতে যাত্রা করছি। ইটালীতে কয়েকটি জায়গা দেখে নেপল্‌সে জার্ম্মানদেশীয় লয়েড

লাইনের এস, এস, প্রিন্‌ৎস্ রিজেণ্ট লুইটপোল্ড নামক জাহাজ ধরব। আগামী ১৪ই জানুয়ারী ষ্টীমার কলম্বো গিয়ে লাগবার কথা। সিংহলে অল্প স্বল্প দেখবার ইচ্ছা আছে; তারপর মাদ্রাজ যাব।

আমার সঙ্গে যাচ্ছেন আমার ইংরেজ বন্ধু সেভিয়ার দম্পতী ও গুড্‌উইন। মিঃ সেভিয়ার ও তাঁর স্ত্রী হিমালয়ে আলমোড়ার কাছে আশ্রম তৈয়ার করতে যাচ্ছেন। ঐ হবে আমার হিমালয়ের কেন্দ্র, আর পাশ্চাত্ত্যবাসী শিষ্যেরা ইচ্ছানুসারে সেখানে এসে বাস করতে পারবেন। গুড্‌উইন একজন অবিবাহিত যুবক; সে আমার সঙ্গে থাকবে ও ঘোরাফিরা করবে। সে ঠিক সন্ন্যাসীরই মত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের সময় আমার কলকাতায় থাকার ভারি ইচ্ছা। সুতরাং খবর নিয়ে উৎসবের তারিখটি জেনে রেখো, যাতে আমায় মাদ্রাজে বলতে পার। কলকাতা আর মাদ্রাজে দুটি কেন্দ্র খুলবে—এই হচ্ছে আমার বর্ত্তমান পরিকল্পনা; সেখানে যুবক প্রচারক তৈরী করা হবে। কলকাতায় কেন্দ্র খোলবার মত অর্থ আমার হাতে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানেই আজীবন কাজ করে গেছেন, সুতরাং কলকাতার ওপরেই আমার প্রথম নজর দিতে হবে। মাদ্রাজে কেন্দ্র খোলবার মত টাকাপয়সা, আশা করি, ভারতবর্ষ থেকেই উঠবে।

এই তিনটি কেন্দ্র নিয়েই এখন আমরা কাজ আরম্ভ করব; পরে বোম্বাই ও এলাহাবাদে যাব। প্রভুর ইচ্ছা হলে এ সকল

কেন্দ্র হতে আমরা যে শুধু ভারতকেই আক্রমণ করব, তা নয়, আমরা পৃথিবীর সমস্ত দেশেই দলে দলে প্রচারক পাঠাব। প্রাণ দিয়ে কাজ করে যাও। মনে রেখো, আমাদিগকে এক সময়ে একটি মাত্র কাজ নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। কিছু দিনের জন্য ৩৯, ভিক্টোরিয়াই আমার প্রধান ঠিকানা হবে, কারণ ওখান থেকেই কাজ চালান হবে। ষ্টার্ডি প্রকাণ্ড এক বাক্স 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকা পেয়েছে। আমি আগে জানতাম না। সে এখন ঐ জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করছে।

এখন ত আমাদের ইংরেজী পত্রিকাখানি দাঁড়িয়ে গেছে; অতঃপব ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় আরম্ভ করতে পারি। উইম্বল্‌ডনের মিস্ ম, নোব্‌ল একজন ভাল কর্ম্মী। তিনিও মান্দ্রাজের উভয় পত্রিকাব জন্য গ্রাহক-সংগ্রহের চেষ্টা করবেন। তিনি তোমায় পত্র লিখবেন। এই সব কাজ ধীরে ধীরে— কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে গড়ে উঠবে। স্বল্পসংখ্যক অনুগামীরাই এই জাতীয় কাগজের পৃষ্ঠপোষক হয়। এখন কথা এই—এরূপ আশা করা চলে না যে, তারা একসঙ্গে অত্যধিক কাজের ভার নেবে। ইংলণ্ডের কাজের জন্য তাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হবে, বই কিনতে হবে, এখানের পত্রিকার জন্য গ্রাহক যোগাড় করতে হবে এবং সর্ব্বশেষে ভারতের পত্রিকার চাঁদা দিতে হবে! এতটা করা চলে না। এরূপ করলে তা ধর্ম্মপ্রচার না হয়ে বরং ব্যাবসার মতই দেখাবে। সুতরাং তোমাদিগকে অপেক্ষা করতে হবে। তবে আমার মনে হয়, এখানে জনকয়েক গ্রাহক পাওয়া যাবে। ভারতের লোকেরাই ভারতের কাগজগুলির

পৃষ্ঠপোষক হবে। সব জাতির নিকট সমানভাবে গ্রহণীয় কোন কাগজ বের করতে হলে সব জাতিরই লেখক নিযুক্ত করতে হবে; আর তার মানে হচ্ছে—বছরে অন্ততঃ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে। তা ছাড়া আমার অনুপস্থিতিতেও এখানকার লোকদের কাজ থাকা চাই; তা না হলে সব ভেঙ্গেচুরে যাবে। অতএব এখানে একখানি পত্রিকা চাই; ক্রমে আমেরিকাতেও চাই।

এ কথা ভুলে যেও না যে, সব দেশের লোকের প্রতিই আমার টান রয়েছে, শুধু ভারতের প্রতি নয়। আমার শরীর ভাল আছে, অভেদানন্দেরও তাই। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(৭০) ইং

শ্রীযুক্ত লালা বদ্রী সাহকে লিখিত

৩৯, ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট

লণ্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম

২১শে নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় লালাজি,

৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত আমি মান্দ্রাজ পৌঁছব; কয়েকদিন সমভূমিতে থেকে আমার আলমোড়া যাবার ইচ্ছা আছে।

আমার সঙ্গে তিনজন ইংরেজ বন্ধু আছেন; তন্মধ্যে দুজন—সেভিয়ার দম্পতি—আলমোড়ায় বসবাস করবেন। আপনি হয়ত জানেন, তাঁরা আমার শিষ্য এবং আমার হয়ে হিমালয়ে

আশ্রম তৈরী করবেন। এই কারণেই একটি উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করতে আপনাকে আমি বলেছিলাম। একটি সমগ্র পাহাড় আমাদের নিজেদের জন্য চাই—যেখান থেকে তুষার-শ্রেণী দেখতে পাওয়া যাবে। অবশ্য উপযুক্ত স্থান স্থির করে আশ্রম প্রস্তুত করতে সময় লাগে। ইতোমধ্যে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার বন্ধুদের জন্য একটি বাড়ী ভাড়া করবেন। বাংলোটিতে তিনজনের স্থান সঙ্কুলান হওয়া চাই। বড় বাড়ীর কোন প্রয়োজন নাই, আপাততঃ একটি ছোট বাড়ী হলেই চলবে। আমার বন্ধুগণ সেই বাড়ীতে থেকে আশ্রমের জন্য উপযুক্ত স্থান ও বাড়ীর অন্বেষণ করবেন।

এই চিঠির উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই। কারণ উত্তর আমার হাতে আসার পূর্ব্বেই আমি ভারতবর্ষের পথে যাত্রা করব। মান্দ্রাজ পৌছেই আপনাকে তার করে জানাব।

আপনারা সকলে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি

আপনাদের
বিবেকানন্দ

(৭১) ইং

মিস্ মেরী ও মিস্ হ্যারিয়েট হেলকে লিখিত

৩৯, ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট
লণ্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম
২৮শে নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় ভগ্নীগণ,

আমার মনে হয়, যে কোন কারণেই হউক, তোমাদের

চারজনকেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি এবং আমি সগর্ব্বে বিশ্বাস করি যে, তোমরা চারজনও আমাকে সেই রকম ভালবাস। এইজন্য ভারতবর্ষে যাবার আগে তোমাদিগকে কয়েক ছত্র স্বতঃ-প্রণোদিত হয়েই লিখছি। লণ্ডনের প্রচারকার্য্যে চারিদিকে টি টি পড়ে গেছে। ইংরেজ জাতি আমেরিকান্‌দের মত অত ধারাল নয়; কিন্তু একবার যদি কেউ তাদের হৃদয় অধিকার করতে পারে, তা হলে তারা চিরকালের জন্য তার গোলাম হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে আমি উহা অধিকার করেছি। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই ছমাসের কাজেই, সাধারণ বক্তৃতার কথা ছেড়ে দিলেও আমার ক্লাশেই বরাবর ১২০ জন উপস্থিত হচ্ছে। ইংরেজ জাতটা কাজের লোক, সুতরাং এখানকার সকলেই কাজে কিছু করতে চায়। কাপ্তেন ও মিসেস্ সেভিয়ার এবং মিঃ গুড্‌উইন কাজ করবার জন্য আমার সঙ্গে ভারতে যাচ্ছেন এবং এই কাজে তাঁরা নিজেদেরই অর্থ ব্যয় করবেন। এখানে আরও বহুলোক ঐরূপ করতে প্রস্তুত। সম্ভ্রান্ত বংশের স্ত্রীপুরুষদের মাথায় একবার একটা ভাব ঢুকিয়ে দিতে পারলে, সেটা কার্য্যে পরিণত করবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করতেও তাঁরা বদ্ধপরিকর। আর শেষ আনন্দের সংবাদ এই (আর এটা বড় কম কথা নয়) যে, ভারতের কাজ আরম্ভ করবার জন্য অর্থ-সাহায্য পাওয়া গেছে এবং পরে আরও পাওয়া যাবে। ইংরেজ জাতির সম্বন্ধে আমার ধারণা সব ওলটপালট হয়ে গেছে। এখন আমি বুঝতে পারছি, প্রভু কেন তাদের অন্য সব জাতের চেয়ে অধিক কৃপা করছেন। তারা অটল; অকপটতা তাদের অস্থিমজ্জাগত;

তাদের অন্তর ভাবুকতায় পূর্ণ—কেবল বাইরে একটা কঠোরতার আবরণ মাত্র রয়েছে। ঐটে ভেঙ্গে দিতে পারলে হল—বস্, তোমার মনের মানুষ খুঁজে পাবে।

সম্প্রতি আমি কলকাতায় একটি ও হিমাচলে আর একটি কেন্দ্র স্থাপন করতে যাচ্ছি। প্রায় ৭০০০ ফুট উচ্চ একটা গোটা পাহাড়ের উপর হিমাচল-কেন্দ্রটি স্থাপিত হবে। ঐ পাহাড়টি গ্রীষ্মকালেও বেশ শীতল থাকবে আবার শীতকালেও খুব ঠাণ্ডা হবে। কাপ্তেন ও মিসেস্ সেভিয়ার ঐখানে থাকবেন এবং ঐটে ইউরোপীয় কর্ম্মিগণের কেন্দ্র হবে। কারণ আমি তাদের জোর করে ভারতীয় জীবনপ্রণালী অনুসারে চালিয়ে এবং ভারতের অগ্নিময় সমতলভূমিতে বাস করিয়ে মেরে ফেলতে চাই না। আমার কার্য্যপ্রণালী হচ্ছে এই যে, শত শত হিন্দু যুবক প্রত্যেক সভ্যদেশে গিয়ে বেদান্ত প্রচার করুক, আর সেখান থেকে নরনারী যোগাড় করে ভারতবর্ষে কাজ করতে পাঠাক। এতে পরস্পরের মধ্যে বেশ উত্তম আদানপ্রদান হবে। কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠা করে আমি 'জবের গ্রন্থোক্ত' ভদ্রলোকটির মত[১] উপর নীচে চারদেকে ঘুরে বেড়াব। আজ

১। 'Book of Job' (জবের গ্রন্থ) বাইবেলের প্রাচীনসংহিতার অংশবিশেষ। উহাতে বর্ণিত আছে, ঈশ্বরের সহিত সয়তান একবার সাক্ষাৎ করিতে যাইলে, "সে কোথা হইতে আসিতেছে" ঈশ্বরের এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল, "এই পৃথিবীর এধার ওধার ঘুরিয়া এবং ইহার উপরে নীচে ভ্রমণ করিয়া আসিতেছি।" এখানে স্বামিজী নিজের এধার ওধার ঘোরার প্রসঙ্গে রহস্যচ্ছলে বাইবেলের ঐ ঘটনাটি লক্ষ্য করিয়া কথিত বাক্যটি প্রয়োগ করিয়াছেন।

এখানেই শেষ—তা না হলে চিঠি ডাকে যাবে না। সব দিকেই আমার কাজেব সুবিধা হয়ে আসছে—এতে আমি খুশী এবং জানি তোমরাও আমার মত খুশী হবে। তোমরা অশেষ কল্যাণ ও সুখশান্তি লাভ কর। ইতি

তোমাদের চির স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পুঃ—ধর্ম্মপালের খবব কি? তিনি কি করছেন? তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমার ভালবাসা জানিও।

বি

(৭২) ইং

৩৯, ভিক্টেরিয়া ষ্ট্রীট, লণ্ডন
৯ই ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় মিসেস্ বুল,

আপনার অতি সহৃদয় দানের প্রতিশ্রুতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন।

কার্য্যারম্ভেই অনেক অর্থ হাতে নিয়ে আমি নিজেকে বিব্রত করতে চাই না; তবে কাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অর্থকে খাটাতে পারলেই আমি সুখী হব। খুব সামান্য ভাবে কার্য্যারম্ভ করাই আমার ইচ্ছা। এখনো আমার কোন সঠিক পরিকল্পনা নাই। ভারতবর্ষে কার্য্যক্ষেত্রে গেলে প্রকৃত অবস্থার পরিচয়

পাব। ভারতে পৌঁছে আমার পরিকল্পনা এবং উহা কার্য্যে পরিণত করার উপায় আপনাকে আরো বিশদভাবে জানাব।

আমি ১৬ই তারিখ রওনা হব এবং ইটালীতে কয়েকদিন কাটিয়ে নেপল্‌সে জাহাজ ধরব।

অনুগ্রহপূর্ব্বক মিসেস ভোগান্, সারদানন্দ এবং ওখানকার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবকে আমার ভালবাসা জানাবেন। আপনার সম্বন্ধে এইটুকু বলতে পারি যে, আমি আপনাকে সর্ব্বদাই আমার সর্ব্বোত্তম বন্ধু বলে মনে করে এসেছি এবং আজীবন তাই করব। আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছাদি জানবেন। ইতি

ভবদীয়

বিবেকানন্দ

(৭৩) ইং

জনৈক আমেরিকান মহিলাকে লিখিত

লণ্ডন

১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় মহাশয়া,

নীতির রাজ্যে ক্রমবিভাগ আছে, শুধু এইটি হৃদয়ঙ্গম করলেই আর সমস্ত সরল হয়ে যাবে। কম সংসারিত্ব, কম প্রতিকার, কম হিংসার মধ্য দিয়ে আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে বৈরাগ্য, অপ্রতিকার, অহিংসা প্রভৃতি আদর্শে উপনীত হতে হবে। এই আদর্শকে সর্ব্বদা চক্ষের সামনে রেখে তার দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যান। প্রতিকার ব্যতীত, হিংসা ব্যতীত, বাসনা ব্যতীত

কেউ সংসারে বাস করতে পারে না। জগৎ এখনও সে অবস্থায় পৌঁছে নাই, যখন ঐ আদর্শকে সমাজে রূপায়িত করতে পারা যায়। জগৎ যে সমুদয় অশুভের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে, তাকে আদর্শানুরূপ করে তুলছে। অধিকাংশ লোককেই এই মন্থর উন্নতির পথ অবলম্বন করতে হবে। বিশেষ শক্তিমান পুরুষগণকে বর্ত্তমান পরিস্থিতিব মধ্যেই আদর্শ লাভ করতে হলে এই পরিবেশের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

কালোচিত কর্ত্তব্যসাধনই শ্রেষ্ঠ পন্থা এবং শুধু কর্ত্তব্যবোধে অনুষ্ঠিত হলে ওতে বন্ধন আসে না।

সঙ্গীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ললিত কলা, এবং যাঁরা উহা বোঝেন, তাঁদের নিকট উহা সর্ব্বোচ্চ উপাসনা।

আমাদিগকে অজ্ঞান ও অশুভ নাশ করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। শুধু আমাদিগকে শিখতে হবে যে, শুভের বৃদ্ধি দ্বারাই অশুভের নাশ হয়।

আপনার বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

(৭৪) ইং

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

হোটেল মিনার্ভা, ফ্লোরেন্স
২০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় রাখাল,

এই পত্র দেখেই বুঝতে পারছ যে, আমি এখনও রাস্তায়।

লণ্ডন ত্যাগ করবার পূর্ব্বেই আমি তোমার পত্র ও পুস্তিকাখানি পেয়েছিলাম। মজুমদারের পাগলামির দিকে দৃক্‌পাত করো না। ঈর্ষ্যাবশতঃ তাঁর নিশ্চিত মাথা খারাপ হয়েছে। তিনি যেরূপ অভদ্র ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা শুনলে সভ্য দেশের লোকে তাঁকে বিদ্রূপ করবে। এরূপ অসভ্য ভাষা প্রয়োগ করে তিনি নিজের উদ্দেশ্য নিজেই বিফল করেছেন।

সে যাই হোক, আমরা কখনও আমাদের নাম করে হরমোহন বা অপর কাহাকেও ব্রাহ্মদের সঙ্গে লড়াই করতে দিতে পারি না। জনসাধারণ জানুক যে, কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের বিবাদ নেই; যদি কেহ কলহের সৃষ্টি করে, তার জন্য সে নিজেই দায়ী। পরস্পরের সহিত বিবাদ করা ও পরস্পরকে নিন্দা করা হল আমাদের জাতের মজ্জাগত! অলস, অকর্ম্মণ্য, মন্দভাষী, ঈর্ষ্যা-পরায়ণ, ভীরু এবং কলহপ্রিয়—এই ত আমরা বাঙ্গালী জাতি! আমার বন্ধু বলে পরিচয় দিতে গেলে এগুলি ত্যাগ করতে হবে। তা ছাড়া হরমোহনকে আমার বই ছাপতে দিও না। সে যে ভাবে ছাপে তাতে লোক ঠকান হয়।

কলকাতায় কমলানেবু থাকলে আলাসিঙ্গার ঠিকানায় মান্দ্রাজে একশটা পাঠিয়ে দিও যাতে আমি মান্দ্রাজে পৌছে পেতে পারি।

মজুমদার নাকি লিখেছেন যে, 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ খাঁটি নয়, মিথ্যা। তা যদি হয় ত সুরেশ দত্ত ও রামবাবুকে 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' এর প্রতিবাদ করতে বলবে।

আমি ঐ উপদেশ কি ভাবে সংগৃহীত হয়েছে তাতো জানি না; সেজন্য এ বিষয়ে কিছু বলতে পারি না। ইতি

তোমার প্রেমবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পুঃ—এসব বেকুবদের কথা মোটেই ভেবো না; কথায় বলে, 'বুড়ো বেকুবের মত আর বেকুব নেই।' ওরা একটু চেঁচাক না। তাদের পেশা মারা গেছে। আহা বেচারারা! একটু চেঁচিয়েই না হয় সন্তুষ্ট হোক।

(৭৫) ইং

মিস্ মেরী হেলকে লিখিত

রামনাদ
শনিবার, ৩০শে জানুয়ারী, ১৮৯৭

প্রিয় মেরী,

চারদিকের অবস্থা অতি আশ্চর্য্যরূপে আমার অনুকূল হয়ে আসছে। সিংহলে কলম্বোয় আমি জাহাজ থেকে নেমেছি এবং এখন ভারতবর্ষের প্রায় শেষ দক্ষিণতম ভূখণ্ড রামনাদে, সেখানকার রাজার অতিথিস্বরূপ রয়েছি। এই কলম্বো থেকে রামনাদ পর্য্যন্ত আমার অভিগমন যেন একটা বিরাট শোভাযাত্রা—হাজার হাজার লোকের ভিড়, রোসনাই, অভিনন্দন ইত্যাদি! ভারতের ভূমিতে যেখানে আমি প্রথম পদার্পণ করি, সেই স্থানে ৪০ ফুট উচ্চ একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী হচ্ছে। রামনাদের রাজা তাঁর অভিনন্দনপত্র একটি সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত প্রকাণ্ড খাঁটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত পেটিকায় করে আমাকে প্রদান করেছেন; তাতে আমাকে 'মহাপবিত্রস্বরূপ' (His most Holiness) বলে সম্বোধন করা

হয়েছে। মান্দ্রাজ ও কলকাতা আমার জন্য হাঁ করে রয়েছে—যেন সমস্ত দেশটা আমাকে সম্মান করবার জন্য দাঁড়িয়ে উঠেছে। সুতরাং তুমি দেখতে পারছ, মেরী, আমি আমার অদৃষ্টের উচ্চতম শিখরে উঠেছি। তথাপি আমার মন চিকাগোর সেই নিস্তব্ধ, বিশ্রান্তিপূর্ণ, শান্তিময় দিনগুলোর দিকেই ছুটছে—কি বিশ্রাম, শান্তি ও প্রেমপূর্ণ দিন! এখনি তাই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। আশা করি, তোমরা সকলে বেশ ভাল আছ ও আনন্দে আছ। ডাক্তার ব্যারোজকে আদর অভ্যর্থনা করবার জন্য আমি লণ্ডন থেকে আমার দেশের লোকদের চিঠি লিখেছিলাম। তারা তাঁকে খুব জমকালগোছের অভ্যর্থনা করেছিল। কিন্তু তিনি যে সেখানে লোকের মন ভেজাতে পারেন নি, তার জন্য আমি দোষী নই। কলকাতার লোকগুলোর ভেতর নূতন কিছু ভাব ঢোকানো বড় কঠিন। ডাক্তার ব্যারোজ আমার সম্বন্ধে নানা রকম ভাবছেন, আমি শুনতে পাচ্ছি—এই ত সংসার! মা, বাবা ও তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমার স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

(৭৬) ইং
স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

মান্দ্রাজ
১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭

প্রিয় রাখাল,

আগামী রব্‌বার "মোম্বাসা" জাহাজে আমার রওনা হবার কথা। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় পুণার এবং আরও অনেক স্থানের

নিমন্ত্রণ আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং গরমে আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়েছে।

থিয়োসফিষ্টরা ও অন্যান্য সকলে আমাকে সন্ত্রস্ত করবার ইচ্ছায় ছিল; সুতরাং আমাকেও দু'চারটি কথা খোলাখুলি তাদের শুনাতে হয়েছিল। তুমি জান তাদের দলে যোগ দিতে অস্বীকার করায় তারা আমাকে আমেরিকায় বরাবর নির্য্যাতিত করেছে। এখানেও তারা তাই শুরু করতে চেয়েছিল। কাজেই আমার মত পরিষ্কার করে বলতে হয়েছিল। এতে আমার কলকাতার বন্ধুদের কেউ যদি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন ত ভগবান তাঁদের কৃপা করুন। তোমার ভয় পাবার কারণ নেই; আমি নিঃসঙ্গ নই—প্রভু সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে আছেন। অন্য কীইবা করতে পারতুম। ইতি

তোমাদের বিবেকানন্দ

পুঃ—উপযুক্ত আসবাব থাকলে বাড়ীখানি নিও।

(৭৭) ইং

আলমবাজার মঠ,
কলিকাতা
২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭

প্রিয় মিসেস বুল,

সারদানন্দ ভারতের দুর্ভিক্ষ-নিবারণকল্পে ২০ পাউণ্ড পাঠিয়েছে। কিন্তু কথায় যেমন বলে, বর্ত্তমানে তার নিজ গৃহেই দুর্ভিক্ষ; অতএব প্রথমতঃ তন্নিরাকরণই আমি শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলে মনে করলাম। কাজেই ঐ অর্থ ঐ ভাবেই নিয়োজিত হয়েছে।

শোভাযাত্রা, বাদ্যভাণ্ড এবং সম্বর্দ্ধনার রকমারি আয়োজনের চাপে আমার এখন অবস্থা হয়েছে, লোকে যাকে বলে, 'মরবারও সময় নেই'; আমি এখন মৃতপ্রায়। জন্মোৎসব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি পাহাড়ে পালিয়ে যাব। আমি 'কেম্ব্রিজ সম্মেলন' হতে একটি এবং 'ব্রুকলিন নৈতিক সমিতি' হতে আর একটি মানপত্র পেয়েছি। 'নিউইয়র্ক বেদান্ত এসোসিয়েসনে'র যে মানপত্রের কথা ডাঃ জেইন লিখেছেন, তা এখনো পৌঁছায় নাই।

ডাঃ জেইনের আর একখানি চিঠিও এসেছে, তাতে ভারতবর্ষে আপনাদের সম্মেলনের অনুরূপ কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসব বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আমি ক্লান্ত—এতই ক্লান্ত যে, যদি বিশ্রাম না পাই, তবে আর ছ-মাসও বাঁচব কি না সন্দেহ!

বর্ত্তমানে আমাকে দুটি কেন্দ্র খুলতে হবে—একটি কলকাতায়, আর একটি মান্দ্রাজে। মান্দ্রাজীদের গভীরতা বেশী, আর তারা অধিকতর অকপট এবং আমার বিশ্বাস তারা মান্দ্রাজ থেকেই উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। কলকাতার লোক, বিশেষতঃ কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়, দেশ-প্রেমের হুজুগেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎসাহী; কিন্তু তাদের সহানুভূতি কখন বাস্তবে পরিণত হবে না। প্রত্যুত, এদেশে হিংসুক ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকের সংখ্যা বড় বেশী—তারা আমার সব কাজকে লণ্ড ভণ্ড করে ধূলিসাৎ করতে কোন প্রকারে পশ্চাৎপদ হবে না।

তবে আপনি তো বেশ জানেন, বাধা যত বাড়ে, আমার ভেতরের দানাটাও তত বেশী জেগে ওঠে। সন্ন্যাসীদের জন্য

একটি এবং মেয়েদের জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই আমার মৃত্যু হলে আমার জীবনব্রত অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

আমি ইংলণ্ড থেকে ৫০০ শত পাউণ্ড এবং মিঃ ষ্টার্ডির কাছ থেকে ৫০০ শত পাউণ্ড পূর্ব্বেই পেয়েছি। ঐ সঙ্গে আপনার প্রদত্ত অর্থ যোগ করলে দুটো কেন্দ্রই আরম্ভ করতে পারব নিশ্চিত। সুতরাং যথাসম্ভব সত্বর আপনার টাকা পাঠিয়ে দেওয়া উচিত মনে হয়। সব চেয়ে নিরাপদ উপায় মনে হচ্ছে—আমেরিকার কোন ব্যাঙ্কে আপনার ও আমার উভয়েব নামে টাকাটা জমা দেওয়া যাতে আমাদের যে কেহ টাকাটা তুলতে পারে। যদি টাকা তোলবার আগেই আমার মৃত্যু হয় তবে আপনি ঐ টাকা সবটা তুলে আমার অভিপ্রায়ানুসারে ব্যয় করতে পারবেন। তা হলে আমার মৃত্যুর পর আমাব বন্ধুবান্ধবদের কেউ আর ঐ টাকা নিয়ে গোল করতে পারবে না। ইংলণ্ডের টাকাও ঐ ভাবে আমার ও মিঃ ষ্টার্ডির নামে ব্যাঙ্কে রাখা হয়েছে।

সারদানন্দকে আমার ভালবাসা জানাবেন এবং আপনিও আমার অসীম প্রীতি ও চিরকৃতজ্ঞতা জানবেন। ইতি

আপনাদের বিবেকানন্দ

(৭৮)

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে লিখিত

দার্জ্জিলিং

১৯শে মার্চ্চ, ১৮৯৬

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

শুভমস্তু। আশীর্ব্বাদপ্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বকমিদং ভবতু তব প্রীতয়ে।

পাঞ্চভৌতিকং মে পিঞ্জরমধুনা কিঞ্চিৎ সুস্থতরম্। অচল-গুরোর্হিমনিমণ্ডিত শিখরাণি পুনরুজ্জীবয়ন্তি মৃতপ্রায়ানপি জনান্ ইতি মন্যে। শ্রমবাধাপি কথঞ্চিৎ দূরীভূতেত্যনুভবামি। যত্তে হৃদয়োদ্বেগকরং মুমুক্ষুত্বং লিপিভঙ্গ্যা ব্যঞ্জিতং, তন্ময়া অনুভূতং পূর্ব্বম্। তদেব শাশ্বতে ব্রহ্মণি মনঃ সমাধাতুং প্রসরতি। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" জ্বলতু সা ভাবনা অধিকমধিকং যাবন্নাধিগতানামেকান্তক্ষয়ঃ কৃতাকৃতানাম্। তদনু সহসৈব ব্রহ্মপ্রকাশঃ সহ সমস্তবিষয়প্রধ্বংসৈঃ। আগামিনী সা জীবন্মুক্তিস্তব হিতায় তবানুরাগদার্ঢ্যেনৈবানুমেয়া। যাচে পুনস্তং লোকগুরুং মহা-সমন্বয়াচার্য্য-শ্রী১০৮রামকৃষ্ণং আবির্ভবতুং তব হৃদয়োদ্দেশং যেন বৈ কৃতকৃতার্থস্ত্বং আবিষ্কৃতমহাশৌর্য্যাঃ লোকান্ সমুদ্ধর্ত্তুং মহামোহ-সাগরাৎ সম্যগ্ যতিষ্যসে। ভব চিরাধিষ্ঠিত ওজসি। বীরাণামেব করতলগতা মুক্তির্ন কাপুরুষাণাম্। হে বীরাঃ, বদ্ধপরিকরাঃ ভবত; সম্মুখে শত্রবঃ মহামোহরূপাঃ। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" ইতি নিশ্চিতেঽপি সমধিকতরং কুরুত যত্নম্। পশ্যত ইমান্ লোকান্ মোহগ্রাহগ্রস্তান্। শৃণুত অহো তেষাং হৃদয়ভেদকরং কারুণ্যপূর্ণং শোকনাদম্। অগ্রগাঃ ভবত অগ্রগাঃ হে বীরাঃ, মোচয়িতুং পাশং বদ্ধানাং, শ্লথয়িতুং ক্লেশভারং দীনানাং, দ্যোতয়িতুং হৃদয়ান্ধকূপং অজ্ঞানাম্ অভীরভীরিতি ঘোষয়তি বেদান্তডিণ্ডিমঃ। ভূয়াৎ স ভেদায় হৃদয়গ্রন্থীনাং সর্ব্বেষাং জগন্নিবাসিনামিতি।

তবৈকান্তশুভভাবুকঃ বিবেকানন্দঃ

[বঙ্গানুবাদ]

শুভ হউক। আশীর্ব্বাদ ও প্রেমালিঙ্গনপূর্ণ পত্রখানি তোমাকে

সুখী করুক। অধুনা আমার পাঞ্চভৌতিক দেহপিঞ্জর পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সুস্থ আছে। আমার মনে হয়, পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের হিমানীমণ্ডিত শিখরগুলি মৃতপ্রায় মানবদিগকেও সজীব করিয়া তোলে। রাস্তার শ্রমও কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। লিখনভঙ্গীতে তোমার হৃদয়োদ্বেগকর যে মুমুক্ষুত্ব প্রকটিত হইয়াছে, তাহা আমি পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছি। সেই মুমুক্ষুত্বই ক্রমশঃ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মে মনের একাগ্রতা আনিয়া দেয়। মুক্তি লাভের আর অন্য পন্থা নাই। সেই ভাবনা তোমার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, যতদিন না সমুদয় কর্ম্মের সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয়। তৎপরে তোমার হৃদয়ে সহসা ব্রহ্মের প্রকাশ হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় বিষয়বাসনা নষ্ট হইয়া যাইবে। তোমার অনুরাগদার্ঢ্য দ্বারা জানা যাইতেছে, তোমার পরম কল্যাণসাধিকা সেই জীবন্মুক্তি-অবস্থা তুমি শীঘ্রই লাভ করিবে। এক্ষণে সেই লোকগুরু মহা-সমন্বয়াচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হন, যাহাতে তুমি কৃতকৃতার্থ ও মহা-শৌর্য্যশালী হইয়া মহামোহসাগর হইতে লোকদিগেরও উদ্ধারের জন্য সম্যক্ যত্ন করিতে পার। চিরতেজস্বী হও। বীরদিগেরই মুক্তি করতলগতা, কাপুরুষদিগের নহে। হে বীরগণ! বদ্ধপরিকর হও, মহামোহরূপ শত্রুগণ সম্মুখে। শ্রেয়োলাভে বহু বিঘ্ন ঘটে; ইহা নিশ্চিত হইলেও, তজ্জন্য সমধিক যত্ন কর। দেখ দেখ, জীবগণ মোহরূপ হাঙ্গরের কবলে পড়িয়া কি কষ্ট পাইতেছে! আহা! তাহাদের হৃদয়ভেদকর কারুণ্যপূর্ণ আর্ত্তনাদ শ্রবণ কর। হে বীরগণ, বদ্ধদিগের পাশ মোচন করিতে, দরিদ্রের ক্লেশভার

কমাইতে ও অজ্ঞ জনগণের হৃদয়ান্ধকার দূর করিতে অগ্রসর হও—অগ্রসর হও—ঐ শুন, বেদান্তদুন্দুভি ঘোষণা করিতেছে —"ভয় নাই," "ভয় নাই"। সেই দুন্দুভিধ্বনি নিখিল জগদ্বাসিগণের হৃদয়গ্রন্থিভেদে সক্ষম হউক।

তোমার পরমশুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

(৭৯)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত

দার্জ্জিলিং
এম্ এন্ ব্যানার্জ্জির বাড়ী
২০শে মার্চ্চ, ১৮৯৭

প্রিয় শশী,

তোমরা অবশ্যই এতদিনে মান্দ্রাজ পঁহুছিয়াছ। বিলগিরি অবশ্যই অতি যত্ন করিতেছে ও সদানন্দ তোমার সেবা করিতেছে। পূজা-অর্চ্চা পূর্ণ সাত্ত্বিকভাবে মান্দ্রাজে করিতে হইবে। রজোগুণের লেশমাত্র যেন না থাকে। আলাসিঙ্গা বোধ হয় এতদিনে মান্দ্রাজ পঁহুছিয়াছে। কাহারও সহিত বাদ-বিবাদ করিবে না—সদা শান্তিভাব আশ্রয় করিবে। আপাততঃ বিলগিরির বাটীতেই ঠাকুর স্থাপনা করিয়া পূজাদি হউক, তবে পূজার ঘটা একটু কমাইয়া সে সময়টা পাঠাদি ও লেক্‌চার প্রভৃতি কিছু কিছু যেন হয়। কানফুঁকতে যত পার ততই মঙ্গল জানিবে। কাগজ দুটার তত্ত্বাবধান করিবে ও যাহা পার সহায়তা করিবে।

বিলগিরির দুটি বিধবা কন্যা আছেন। তাঁদের শিক্ষা দিবে ও তাঁদের দ্বারা ঐ প্রকার আরও বিধবারা যাহাতে সংস্কৃত ও ইংরেজী স্বধর্ম্মে থাকিয়া শিক্ষা পায়, এ বিষয়ে যত্ন সবিশেষ করিবে। কিন্তু এ সব কার্য্য তফাৎ হইতে। যুবতীর সাক্ষাতে অতি সাবধান। একবার পড়িলে আর গতি নাই এবং ও অপরাধের ক্ষমা নাই।

গুপ্তকে কুকুরে কামড়াইয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম; কিন্তু শুনিতেছি যে, ঐ কুকুর হন্যা নহে—তাহা হইলে ভয়ের কারণ নাই। যাহা হউক গঙ্গাধরের প্রেরিত ঔষধ সেবন করান যেন হয়। প্রাতঃকালে পূজাদি অল্পে সারা করিয়া সপরিবার বিলগিরিকে ডাকাইয়া কিঞ্চিৎ গীতাদি পাঠ করিবে। রাধাকৃষ্ণ-প্রেম শিক্ষার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। শুদ্ধ সীতারাম ও হরপার্ব্বতীতে ভক্তি শিখাইবে। এ বিষয়ে কোন ভুল না হয়। যুবক-যুবতীদের রাধাকৃষ্ণলীলা একেবারেই বিষের ন্যায় জানিবে। বিশেষ বিলগিরি প্রভৃতি রামানুজীরা রামোপাসক, তাঁদের শুদ্ধ ভাব যেন কদাচ বিনষ্ট না হয়।

বৈকালে ঐ প্রকার সাধারণ লোকের জন্য কিছু শিক্ষাদি দিবে। এই প্রকার ধীরে ধীরে 'পর্ব্বতমপি লঙ্ঘয়েৎ'।

পরমশুদ্ধ ভাব যেন সর্ব্বদা রক্ষিত হয়। ঘুণাক্ষরেও যেন বামাচার না আসে। বাকী প্রভু সকল বুদ্ধি দিবেন, ভয় নাই। বিলগিরিকে আমার বিশেষ দণ্ডবৎ ও আলিঙ্গনাদি দিবে। ঐ প্রকার সকল ভক্তদের আমার প্রণামাদি দিও। আমার রোগ অনেকটা এক্ষণে শান্ত হইয়াছে—একেবারে সারিয়া গেলেও

যাইতে পারে—প্রভুর ইচ্ছা। আমার ভালবাসা, নমস্কার, আশীর্ব্বাদাদি জানিবে। কিমধিকমিতি বিবেকানন্দ

পুনঃ—ডাক্তার ননজুণ্ড রাওকে আমার বিশেষ প্রেমালিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ দিবে ও তাহাকে যতদূর পার সহায়তা করিও। তামিল অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে যাহাতে সংস্কৃত বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা হয় তাহা করিবে। ইতি বি

(৮০)

'ভারতী'-সম্পাদিকাকে লিখিত

ওঁ তৎসৎ

রোজ ব্যাঙ্ক,
বর্দ্ধমান রাজবাটী, দার্জ্জিলিং
৬ই এপ্রিল, ১৮৯৭

মান্যবরাসু,

মহাশয়ার প্রেরিত 'ভারতী' পাইয়া বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করিতেছি এবং যে উদ্দেশ্যে আমার ক্ষুদ্র জীবন ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা যে ভবদীয়ার ন্যায় মহানুভবাদের সাধুবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাতে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

এ জীবনসংগ্রামে নবীন ভাবের সমুদ্যাতার উত্তেজক অতি বিরল, উৎসাহয়িত্রীর কথা ত দূরে থাকুক; বিশেষতঃ আমাদের হতভাগ্য দেশে। এজন্য বঙ্গ-বিদুষী নারীর সাধুবাদ সমগ্র ভারতীয় পুরুষের উচ্চকণ্ঠ ধন্যবাদাপেক্ষাও অধিক শ্লাঘ্য।

প্রভু করুন, যেন আপনার মত অনেক রমণী এদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও স্বদেশের উন্নতি-কল্পে জীবন উৎসর্গ করেন।

আপনার লিখিত 'ভারতী' পত্রিকায় মৎসম্বন্ধী প্রবন্ধ বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ মন্তব্য আছে; তাহা এই—

পাশ্চাত্ত্যদেশে ধর্ম্মপ্রচার ভারতের মঙ্গলের জন্যই করা হইয়াছে এবং হইবে। পাশ্চাত্ত্যেরা সহায়তা না করিলে যে আমরা উঠিতে পারিব না, ইহা চিরধারণা। এদেশে এখনও গুণের আদর নাই, অর্থবল নাই, এবং সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় এই যে, কৃতকর্ম্মতা (practicality) আদৌ নাই।

উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় এদেশে নাই। আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্ত-মত আছে, কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহাসাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্য্যে মহাভেদবুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যে আমরা অতি নির্দ্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংসপিণ্ড-শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারি না।

তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়, অন্য উপায় নাই। ভাল মন্দ বিচারের শক্তি সকলের আছে; কিন্তু তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া, একহস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। এক দিকে গতানুগতিক জড়পিণ্ডবৎ সমাজ, অন্য দিকে অস্থির ধৈর্য্যহীন অগ্নিবর্ষণকারী সংস্কারক; কল্যাণের পথ এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী। জাপানে শুনিয়াছিলাম যে, সে দেশের বালিকাদিগের বিশ্বাস এই যে, যদি ক্রীড়াপুত্তলিকাকে

হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে। জাপানী বালিকা কখনও পুতুল ভাঙ্গে না। হে মহাভাগে, আমারও বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদ-বিদলিত, চিরবুভুক্ষিত, কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাসভোগসুখেচ্ছা বিসর্জ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘনাবর্ত্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীবনেও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, সদুদ্দেশ্য, অকপটতা ও ও অনন্তপ্রেম বিশ্ব বিজয় করিতে সক্ষম। উক্ত গুণশালী একজন কোটি কোটি কপট ও নিষ্ঠুরের দুর্ব্বুদ্ধিনাশ করিতে সক্ষম।

আমার পুনর্ব্বার পাশ্চাত্ত্যদেশে গমন অনিশ্চিত; যদি যাই, তাহাও জানিবেন ভারতের জন্য। এদেশে লোকবল কোথায়? অর্থবল কোথায়? অনেক পাশ্চাত্ত্য নরনারী ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতীয় ভাবে ভারতীয় ধর্ম্মের মধ্য দিয়া অতি নীচ চণ্ডালাদিরও সেবা করিতে প্রস্তুত আছেন। দেশে কয়জন? আর অর্থবল!! আমাকে অভ্যর্থনা করিবার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য কলিকাতাবাসীরা টিকিট বিক্রয় করিয়া লেকচার দেওয়াইলেন এবং তাহাতেও সঙ্কুলান না হওয়ায় ৩০০৲ টাকার এক বিল আমার নিকট প্রেরণ করেন!!! ইহাতে কাহারও দোষ দিতেছি না বা কুসমালোচনাও করিতেছি না; কিন্তু পাশ্চাত্ত্য

অর্থবল ও লোকবল না হইলে যে আমাদের কল্যাণ অসম্ভব, ইহারই পোষণ করিতেছি। ইতি

চিরকৃতজ্ঞ ও সদা প্রভুসন্নিধানে
ভবৎ-কল্যাণ-কামনাকারী
বিবেকানন্দ

(৮১)

'ভারতী'-সম্পাদিকাকে লিখিত

দার্জ্জিলিং,
এম্ এন্ ব্যানার্জ্জির বাটী
২৪শে এপ্রেল, ১৮৯৭

মহাশয়াসু,

আপনার সহানুভূতির জন্য হৃদয়ের সহিত আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু নানা কারণবশতঃ এ সম্বন্ধে আপাততঃ প্রকাশ্য আলোচনা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। তন্মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, যে টাকা আমার নিকট চাওয়া হয়, তাহা ইংলণ্ড হইতে আমার সমভিব্যাহারী ইংরেজ বন্ধুদিগের আহ্বানের নিমিত্তই অধিকাংশ খরচ হইয়াছিল। অতএব এ কথা প্রকাশ করিলে, যে অপযশের ভয় আপনি করেন, তাহাই হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা, আমি উক্ত টাকা দিতে অপারক হওয়ায়, আপনা আপনির মধ্যে উহা সারিয়া লইয়াছেন, শুনিতেছি।

আপনি কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—তদ্বিষয়ে প্রথমে বক্তব্য এই যে, "ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ"ই হওয়া উচিত; তবে আমার অতি প্রিয়বন্ধু মিস্ মূলারের

প্রমুখাৎ আপনার উদারবুদ্ধি, স্বদেশবাৎসল্য ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের অনেক কথা শুনিয়াছি এবং আপনার বিদুষীত্বের প্রমাণ প্রত্যক্ষ। অতএব আপনি যে আমার ক্ষুদ্র জীবনের অতি ক্ষুদ্র চেষ্টার কথা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া, অত্র ক্ষুদ্র পত্রে যথাসম্ভব নিবেদন করিলাম। কিন্তু প্রথমতঃ আপনার বিচারের জন্য আমার অনুভবসিদ্ধ সিদ্ধান্ত ভবৎসন্নিধানে উপস্থিত করিতেছি; আমরা চিরকাল পরাধীন, অর্থাৎ এ ভারতভূমে সাধারণ মানবের আত্মস্বত্ববুদ্ধি কখনও উদ্দীপিত হইতে দেওয়া হয় নাই। পাশ্চাত্ত্যভূমি আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া দ্রুতপদে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এ ভারতে কৌলিন্য প্রথা হইতে ভোজ্যাভোজ্য পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় রাজাই নির্দ্ধারণ করিতেন। পাশ্চাত্ত্যদেশে সমস্তই প্রজারা আপনারা করেন।

এক্ষণে রাজা সামাজিক কোনও বিষয়ে হাত দেন না, অথচ ভারতীয় জনমানবের আত্মনির্ভরতা দূরে থাকুক, আত্মপ্রত্যয় পর্য্যন্ত এখনও অণুমাত্র হয় নাই। যে আত্মপ্রত্যয় বেদান্তের ভিত্তি তাহা এখনও ব্যবহারিক অবস্থায় কিছুমাত্রও পরিণত হয় নাই। এইজন্যই পাশ্চাত্ত্য প্রণালী অর্থাৎ প্রথমতঃ উদ্দিষ্ট বিষয়ের আন্দোলন, পরে সকলে মিলিয়া কর্ত্তব্য সাধন, এ দেশে এখনও ফলদায়ক হয় না; এই জন্যই আমরা বিজাতীয় রাজার অধীনে এত অধিক স্থিতিশীল বলিয়া প্রতীত হই। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাধারণে আন্দোলনের দ্বারা কোনও মহৎকার্য্য সাধন করার চেষ্টা বৃথা, "মাথা নেই তার মাথা ব্যথা"—সাধারণ কোথা? তাহার উপর আমরা এতই বীর্য্যহীন যে, কোনও

বিষয়ের আন্দোলন করিতে গেলে তাহাতেই আমাদের বল নিঃশেষিত হয়, কার্য্যের জন্য কিছুমাত্রও বাকী থাকে না; এজন্যই বোধ হয় আমরা প্রায়ই বঙ্গভূমে "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" সতত প্রত্যক্ষ করি। দ্বিতীয়তঃ, যে প্রকার পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—ভারতবর্ষের ধনীদিগের নিকট কোনও আশা করি না। যাহাদের উপর আশা, অর্থাৎ যুবক-সম্প্রদায়—ধীর, স্থির অথচ নিঃশব্দে তাহাদিগের মধ্যে কার্য্য করাই ভাল। এক্ষণে কার্য্য ;—"আধুনিক সভ্যতা"—পাশ্চাত্ত্যদেশের—ও "প্রাচীন সভ্যতা"—ভারত, মিসর, রোমকাদি দেশের মধ্যে সেই দিন হইতেই প্রভেদ আরম্ভ হইল, যে দিন হইতে শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি উচ্চজাতি হইতে ক্রমশঃ নিম্নজাতিদিগের মধ্যে প্রসারিত হইতে লাগিল। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি—দেশীয় সমগ্র বিদ্যা-বুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজশাসন ও দম্ভবলে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া। আজ অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমাজসংস্কারের ধুম উঠিয়াছে। দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা স্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম, সমাজ-সংস্কারসভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধিরশোষণের দ্বারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রথিত ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন এবং রহিতেছেন তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না! মুসলমান কয়জন সিপাহী আনিয়াছিল? ইংরেজ কয়জন

আছে? ছ টাকার জন্য নিজের পিতা ভ্রাতার গলা কাটিতে পারে, এমন লক্ষ লক্ষ লোক ভারত ছাড়া কোথায় পাওয়া যায়? সাতশ বৎসর মুসলমান রাজত্বে ছ কোটি মুসলমান, একশ বৎসর ক্রীশ্চান রাজত্বে কুড়ি লক্ষ ক্রীশ্চান—কেন এমন হয়? Originality (মৌলিকতা) একেবারে দেশকে কেন ত্যাগ করিয়াছে? আমাদের দক্ষহস্ত শিল্পী কেন ইউরোপীয়দের সহিত সমকক্ষতা করিতে না পারিয়া দিন দিন উৎসন্ন যাইতেছে? কি বলেই বা জার্ম্মান শ্রমজীবী ইংরেজ শ্রমজীবীর বহুশতাব্দীপ্রোথিত দৃঢ় আসন টলমলায়মান করিয়া তুলিয়াছে?

কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পর্য্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখস্বচ্ছন্দ ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল?—শিক্ষা, জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন; আর আমাদের ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন। নিউইয়র্কে দেখিতাম, Irish colonists (আইরিশ উপনিবেশবাসী) আসিতেছে—ইংরেজ-পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্ব্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ মাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে; তার চাউনীতে, তার চলনে আর সে 'ভয় ভয়' ভাব নাই। কেন এমন হল? আমার বেদান্ত বলছেন যে, ঐ Irish manকে তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি

একবাক্যে বলছিল, "প্যাট্ (pat) তোর আর আশা নাই, তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম।" আজন্ম শুনিতে শুনিতে Patএর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে Pat হিপনটাইজ করলে যে, সে অতি নীচ; তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠিল—"প্যাট, তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষেই ত সব করেছে, তোর আমার মত মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ!" Pat ঘাড় তুল্লে, দেখলে ঠিক কথাই ত; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বল্লেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" ইত্যাদি।

ঐ প্রকার আমাদের বালকদের যে বিদ্যাশিক্ষা হচ্ছে, তাও একান্ত অনস্তিভাবপূর্ণ (negative)—স্কুল-বালক কিছুই শিখে না, কেবল সব ভেঙ্গে চুরে যায়,—ফল 'শ্রদ্ধাহীনত্ব'। যে শ্রদ্ধা বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে যাইয়া প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলিতেছে সে 'শ্রদ্ধা'র লোপ। "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানঃ বিনশ্যতি"—গীতা। তাই আমরা বিনাশের এত নিকট। এক্ষণে উপায়—শিক্ষার প্রচার। প্রথম আত্মবিদ্যা—ঐ কথা বল্লেই যে জটাজূট, দণ্ড, কমণ্ডলু ও গিরিগুহা মনে আসে, আমার মন্তব্য তা নয়। তবে কি? যে জ্ঞানে ভববন্ধন হতে মুক্তি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়। মুক্তি, বৈরাগ্য, ত্যাগ এ সকল ত মহাশ্রেষ্ঠ আদর্শ; কিন্তু "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, শৈব-সিদ্ধান্ত, বৈষ্ণব, শাক্ত, এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি যে

কোনও সম্প্রদায় এ ভারতে উঠিয়াছে, সকলেই এইখানে এক-বাক্য যে, "এই জীবাত্মাতেই" অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, পিপীলিকা হতে উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে সেই "আত্মা," তফাৎ কেবল "প্রকাশের তারতম্যে", "বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ"—পাতঞ্জল যোগসূত্র। অবকাশ ও উপযুক্ত দেশ কাল পেলেই সেই শক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু বিকাশ হোক বা না হোক, সে শক্তি প্রত্যেক জীবে বর্ত্তমান—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত। এই শক্তির উদ্বোধন করতে হবে দ্বারে দ্বারে যাইয়া। দ্বিতীয়, এই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা দিতে হবে। কথা ত হলো সোজা, কিন্তু কার্য্যে পরিণত হয় কি প্রকারে? এই আমাদের দেশে সহস্র সহস্র নিঃস্বার্থ, দয়াবান্, ত্যাগী পুরুষ আছেন; ইঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ এক অর্দ্ধেকভাগকে, যেমন তাঁহারা বিনা বেতনে পর্য্যটন করে ধর্ম্মশিক্ষা দিচ্ছেন, ঐ প্রকার বিদ্যাশিক্ষক করান যেতে পারে। তাহার জন্য চাই, প্রথমতঃ এক এক রাজধানীতে এক এক কেন্দ্র ও সেথা হইতে ধীরে ধীরে ভারতের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত হওয়া। মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় সম্প্রতি দুটি কেন্দ্র হইয়াছে; আরও শীঘ্র হইবার আশা আছে। তারপর দরিদ্রদের শিক্ষা অধিকাংশই শ্রুতির দ্বারা হওয়া চাই। স্কুল ইত্যাদির এখনও সময় আইসে নাই। ক্রমশঃ ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি শিখান যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্ম্মশালা খোলা যাবে। ঐ কর্ম্মশালার মালবিক্রয় যাহাতে ইউরোপে ও আমেরিকায় হয়, তজ্জন্য উক্ত দেশসমূহেও সভা

স্থাপনা হইয়াছে ও হইবে। কেবল মুস্কিল এক, যে প্রকার পুরুষদের জন্য হইবে, ঠিক ঐ ভাবেই স্ত্রীলোকদের জন্য চাই; কিন্তু এদেশে তাহা অতীব কঠিন, আপনি বিদিত আছেন। পুনশ্চ এই সমস্ত কার্য্যের জন্য যে অর্থ চাই, তাহাও ইংলণ্ড হইতে আসিবে। যে সাপে কামড়ায়, সে নিজের বিষ উঠাইয়া লইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং তজ্জন্য আমাদের ধর্ম্ম ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচার হওয়া চাই! আধুনিক বিজ্ঞান খ্রীষ্টাদি ধর্ম্মের ভিত্তি একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর বিলাস ধর্ম্মবৃত্তিই প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিল। ইউরোপ ও আমেরিকা আশাপূর্ণনেত্রে ভারতের দিকে তাকাইতেছে—এই সময় পরোপকারের, এই সময় শত্রুর দুর্গ অধিকার করিবার। পাশ্চাত্ত্যদেশে নারীর রাজ্য, নারীর বল, নারীর প্রভুত্ব। যদি আপনার ন্যায় তেজস্বিনী বিদুষী বেদান্তজ্ঞ কেউ এই সময়ে ইংলণ্ডে যায়, আমি নিশ্চিত বলিতেছি, এক এক বৎসরে অন্ততঃ দশ হাজার নরনারী ভারতের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়। এক রমাবাই অস্মদ্দেশ হইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরেজী ভাষা বা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান শিল্পাদিবোধ অল্পই ছিল, তথাপি তিনি সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। যদি আপনার ন্যায় কেউ যান, ত ইংলণ্ড তোলপাড় হইয়া যাইতে পারে, আমেরিকার কা কথা। দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষিমুখাগত ধর্ম্ম প্রচার করিলে, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, এক মহান্ তরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্ত্যভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। এ মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সাবিত্রী

ও উভয়ভারতীর জন্মভূমিতে কি আর কোনও নারীর এ সাহস হইবে না? প্রভু জানেন। ইংলণ্ড, ইংলণ্ড, ইংলণ্ড আমরা ধর্ম্মবলে অধিকার করিব, জয় করিব, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। এ দুর্দ্দান্ত অসুরের হস্ত হইতে কি সভাসমিতি দ্বারা উদ্ধার হয়? অসুরকে দেবতা করিতে হইবে। আমি দীন ভিক্ষুক পরিব্রাজক কি করিতে পারি? আমি একা, অসহায়! আপনাদের ধন-বল, বুদ্ধি-বল, বিদ্যা বল—আপনারা এ সুযোগ ত্যাগ করিবেন কি? এই এখন মহামন্ত্র—ইংলণ্ড বিজয়, ইউরোপ বিজয়, আমেরিকা বিজয়! তাহাতেই দেশের কল্যাণ। Expansion is the sign of life and we must spread the world over with our spiritual ideals.[১] হায় হায়! শরীর ক্ষুদ্র জিনিস, তায় বাঙ্গালীর শরীর; এই পরিশ্রমেই অতি কঠিন প্রাণহর ব্যাধি আক্রমণ করিল! কিন্তু আশা এই—"উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা, কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।"[২]

নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—প্রথমতঃ আমার গুরু নিরামিষাশী ছিলেন; তবে দেবীর প্রসাদ মাংস কেহ দিলে অঙ্গুলি দ্বারা মস্তকে স্পর্শ করিতেন। জীবহত্যা পাপ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; তবে যত দিন রাসায়নিক

১। বিস্তারই জীবনের চিহ্ন, এবং আমাদিগকে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আমাদের ধর্ম্মাদর্শগুলি প্রচার করিতে হইবে।

২। আমার সমানধর্ম্মা অন্য কোন ব্যক্তি আছেন বা উৎপন্ন হইবেন; কারণ, কালের অন্ত নাই এবং পৃথিবীও বিপুলা (ভবভূতি-প্রণীত 'মালতী-মাধব')।

উন্নতির দ্বারা উদ্ভিজ্জাদি মনুষ্যশরীরের উপযোগী খাদ্য না হয়, ততদিন মাংসভোজন ভিন্ন উপায় নাই। যতদিন মনুষ্যকে আধুনিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়া রজোগুণের ক্রিয়া করিতে হইবে, ততদিন মাংসাদন বিনা উপায় নাই। মহারাজ অশোক তরবারির দ্বারা দশ বিশ লক্ষ জানোয়ারের প্রাণ বাঁচাইলেন বটে, কিন্তু একশ বৎসরের দাসত্ব কি তদপেক্ষা আরও ভয়ানক নহে? দু দশটা ছাগলের প্রাণনাশ বা আমার স্ত্রী কন্যার মর্য্যাদা রাখিতে অক্ষমতা ও আমার বালকবালিকার মুখের গ্রাস পরের হাত হইতে রক্ষা করিতে অক্ষমতা, এ কয়েকটির মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর পাপ? যাঁহারা উচ্চ-শ্রেণীর, এবং শারীরিক পরিশ্রম করিয়া অন্ন সংগ্রহ করেন না, তাঁহারা বরং না খান; যাহাদের দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে, বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিরামিষাশী করা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য কি করিতে পারে, জাপান তাহার নিদর্শন। সর্ব্ব-শক্তিমতী বিশ্বেশ্বরী আপনার হৃদয়ে অবতীর্ণা হউন। ইতি

বিবেকানন্দ

(৮৩) ইং
মিস্ মেরী হেলকে লিখিত

দার্জ্জিলিং[১]

২৮শে এপ্রিল, ১৮৯৭

প্রিয় মেরী,

কয়েকদিন পূর্ব্বে আমি তোমার সুন্দর পত্রখানি পেয়েছি।

১। মূল পত্রে স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে "মঠ, আলমবাজার" লিখিত আছে।

গতকল্য হ্যারিয়েটের বিবাহের সংবাদজ্ঞাপক পত্র এসেছে। প্রভু নবদম্পতিকে সুখে রাখুন।

এখানে সমস্ত দেশবাসী যেন একপ্রাণ হয়ে আমাকে সম্মান করবার জন্য দাঁড়িয়ে উঠেছিল। শত সহস্র লোক, যেখানে যাই সেখানেই উৎসাহসূচক আনন্দধ্বনি করছিল, রাজা রাজড়ারা আমার গাড়ী টানছিল, বড় বড় সহরের সদব রাস্তার উপর তোরণ নির্ম্মাণ করা হয়েছিল, এবং তাতে নানা রকম 'সংক্ষিপ্ত মঙ্গল বাক্য' (motto) জ্বল্ জ্বল্ করছিল ইত্যাদি ইত্যাদি!!! এই সমস্ত ব্যাপারটিই শীঘ্র পুস্তকাকারে বেরুবে এবং তুমিও শীঘ্র একখানা পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ইতঃপূর্ব্বেই ইংলণ্ডে কঠোর পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়েছিলাম, আবার এখানে দাক্ষিণাত্যের ভীষণ গরমে অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছি। কাজেই আমাকে ভারতের অন্যান্য স্থান পরিদর্শনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে নিকটতম শৈলনিবাস দার্জ্জিলিংএ চোঁচা দৌড় দিতে হল। সম্প্রতি আমি অনেকটা ভাল আছি এবং আবার মাসখানেক আলমোড়ায় থাকলেই সম্পূর্ণ সেরে যাব। ভাল কথা, সম্প্রতি আমার ইউরোপে যাবার একটা সুবিধা চলে গেল। রাজা অজিৎ সিং এবং আরও কয়েকজন রাজা আগামী শনিবার ইংলণ্ড যাত্রা করছেন। তাঁরা অবশ্য আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ পেড়াপীড়ি করেছিলেন। কিন্তু আমি এখন কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করি, দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তারেরা সেকথা মোটেই শুনছে না। সুতরাং অত্যন্ত বিরক্তির সহিত আমাকে

এই সুযোগ ছেড়ে দিতে হচ্ছে; তবে যত শীঘ্র পারি যাবার চেষ্টা করব।

আশা করি ডাঃ ব্যারোজ এতদিনে আমেরিকায় পৌঁছেছেন। আহা বেচারি! তিনি এখানে খৃষ্টান ধর্ম্মের অত্যন্ত গোঁড়ামির ভাবটা প্রচার করতে এসেছিলেন; সুতরাং যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে—কেউ তাঁর কথা শুনল না। অবশ্য লোকে তাঁকে খুব যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করেছিল; কিন্তু সে আমি চিঠি লিখেছিলাম বলেই। কিন্তু আমি তো আর তার ঘিলু বাড়িয়ে দিতে পারি না! আরও বলি, তিনি যেন কি-এক-ধরণের লোক। শুনলাম, আমি দেশে ফিরে আসাতে সমগ্র জাতিটা আনন্দে মেতে উঠেছিল জেনে তিনি মহা খাপ্পা হয়ে ছিলেন। যা করেই হোক, তোমাদের একজন মাথাওয়ালা লোক পাঠান উচিত ছিল; কারণ ডাঃ ব্যারোজ ধর্ম্মমহাসভাটিকে হিন্দুদের চক্ষে একটা তামাসার ব্যাপার (farce) করে গেছেন। দার্শনিক বিষয়ে জগতের কোন জাতই হিন্দুদের পথপ্রদর্শক হতে পারবে না। আর একটা বড় মজার কথা এই যে, খৃষ্টান দেশ থেকে যতগুলো লোক এদেশে এসেছে, তাদের সকলেরই সেই এক মান্ধাতার আমলের হাবাতে যুক্তি আছে যে, যেহেতু খৃষ্টানেরা শক্তিশালী ও ধনবান্ এবং হিন্দুরা তা নয়, সেই হেতুই খৃষ্টধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এরই উত্তরে হিন্দুরা ঠিকই জবাব দেয় যে, সেই জন্যই ত হিন্দুধর্ম্মই হচ্ছে ধর্ম্ম, আর খৃষ্টান ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়। কারণ এই পশুত্বপূর্ণ জগতে পাপের কেবল জয়জয়কার আর পুণ্যের সর্ব্বদা নির্য্যাতন!

এটা দেখা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্ত্য জাতি জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চায় যতই উন্নত হোক না কেন, দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তারা ক্ষুদ্র শিশু মাত্র। জড়বিজ্ঞান মাত্র ঐহিক উন্নতি বিধান করতে পারে ; কিন্তু অধ্যাত্ম বিজ্ঞান থেকে আসে অনন্ত জীবন। যদি অনন্ত জীবন নাও থাকে, তাহলেও আদর্শ হিসাবে আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রসূত আনন্দ অধিক তীব্র এবং ইহা মানুষকে অধিকতর সুখী করে, আর জড়বাদপ্রসূত নির্ব্বুদ্ধিতা থেকে আসে প্রতিযোগিতা, অযথা উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অবশেষে ব্যক্তিগত ও জাতিগত মৃত্যু।

এই দার্জ্জিলিং অতি সুন্দর জায়গা। এখান থেকে মাঝে মাঝে যখন মেঘ সরে যায়, তখন ২৮১৪৬ ফুট উচ্চ মহিমা-মণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় এবং নিকটের একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে মাঝে মাঝে ২৯০০২ ফুট উচ্চ গৌরীশঙ্করের চকিত দর্শন পাওয়া যায়। আর এখানকার অধিবাসীরা—তিব্বতীরা নেপালীরা এবং সর্ব্বোপরি সুন্দরী লেপ্‌চা স্ত্রীলোকেরা—যেন ছবিটির মত। তুমি চিকাগোর কল্‌ষ্টন টার্ন্‌বুল নামে কাউকে চেন কি? আমি ভারতবর্ষে পৌঁছবার পূর্ব্বে কয়েক সপ্তাহ তিনি এখানে ছিলেন। তিনি দেখছি আমাকে খুব পছন্দ করতেন, আর তার ফলে হিন্দুরা সকলেই তাঁকে অত্যন্ত পছন্দ করত! জেফ, মিসেস অ্যাডাম্‌স্, সিষ্টার জোসেফিন এবং আমাদের আর আর বন্ধুদের খবর কি? আমাদের প্রিয় মিল্‌ (Mill)রা কোথায়?—তারা ধীরে ধীরে নিশ্চিত ভাবে গুঁড়ো করে

যাচ্ছে'[১] বোধ হয়? আমি হ্যারিয়েটকে তার বিবাহে কয়েকটি প্রীতিউপহার পাঠাব মনে করেছিলাম; কিন্তু তোমাদের যে ভীষণ জাহাজের মাশুল—তাই উপস্থিত পাঠান স্থগিত রাখতে হচ্ছে। হয় ত তাদের সঙ্গে আমার শীঘ্রই ইউরোপে দেখা হবে। এই চিঠিতে যদি তোমারও বিবাহের কথাবার্ত্তা চলছে লিখতে তাহলে আমি অবশ্য অত্যন্ত আহ্লাদিত হতাম এবং আধ ডজন কাগজের একখানি চিঠি লিখে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতাম।......

আমার চুল গোছায় গোছায় পাকতে আরম্ভ করেছে এবং আমার মুখের চামড়া অনেক কুঁচকে গেছে—এই মাংস ঝরে যাওয়াতে আমার বয়স যেন আরও কুড়ি বছর বেড়ে গিয়েছে। এখন আমি দিন দিন ভয়ঙ্কর রোগা হয়ে যাচ্ছি, তার কারণ আমাকে শুদ্ধ মাংস খেয়ে থাকতে হচ্ছে—রুটি নেই, ভাত নেই, আলু নেই, এমন কি, আমার কফিতে একটু চিনিও নেই!! আমি এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে বাস করছি—তারা সকলেই নিকার-বোকার পরে, অবশ্য স্ত্রীলোকেরা নয়। আমিও নিকার-বোকার পরে আছি। তুমি যদি আমাকে পার্ব্বত্য হরিণের মত পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়াতে দেখতে অথবা উর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ে-রাস্তায় উৎরাই চড়াই করতে দেখতে, তাহলে খুব আশ্চর্য্য হয়ে যেতে।

১। স্বামিজী Mill নামটার আক্ষরিকার্থ পেষার উপর শ্লেষ করে ইংরেজীতে এই কথা বলেছেন—অর্থাৎ তারা ধীরে সুস্থে আপন কাজ সমাধা করছে।

আমি এখানে বেশ ভাল আছি। কারণ সমতল-ভূমিতে বাস আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে; সেখানে আমার রাস্তায় পাটি বাড়াবার জো নেই--অমনি একদল লোক আমায় দেখবে বলে ভিড় করেছে!! নামযশটা সব সময়েই বড় সুখের নয়। আমি এখন মস্ত দাড়ি রাখছি; আর এখন তা পেকে সাদা হতে আরম্ভ হয়েছে—এতে বেশ গণ্যমান্য দেখায় এবং লোককে আমেরিকাবাসী কুৎসারটনাকারীদের হাত থেকে রক্ষা করে! হে শ্বেতশ্মশ্রু, তুমি কত জিনিসই না ঢেকে রাখতে পার, তোমার জয়জয়কার, হাঃ হাঃ!

ডাক যাবার সময় প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তাই শেষ করলাম। তোমার দেহ ও মন ভাল থাক ও তোমার অশেষ কল্যাণ হোক।

বাবা, মা ও তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানবে। ইতি—

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(৮৪) ইং

আলমবাজার মঠ

কলিকাতা

৫ই মে, ১৮৯৭

প্রিয়—,

ভগ্ন স্বাস্থ্যটা ফিরে পাবার জন্য একমাস দার্জ্জিলিংএ ছিলাম। আমি এখন বেশ ভাল হয়ে গেছি। ব্যারাম ফ্যারাম

দার্জ্জিলিংএই পালিয়েছে। আমি কাল আলমোড়া নামক আর একটি শৈলাবাসে যাচ্ছি, সম্পূর্ণরূপে সেরে যাবার জন্য।

আমি পূর্ব্বেই তোমাকে লিখেছি যে, এখানকার অবস্থা বেশ আশাজনক বলে বোধ হচ্ছে না—যদিও সমস্ত জাতটা একজোট হয়ে আমাকে সম্মান করেছে এবং আমাকে নিয়ে প্রায় পাগল হয়ে যাবার মত হয়েছিল! শক্তির কার্য্যকরী দিকটা ভারতবর্ষে আদৌ দেখতে পাবে না। কলকাতার কাছাকাছি জমির দাম আবার খুব বেড়ে গেছে। আমার বর্ত্তমান মতলব হচ্ছে, প্রধান তিনটি রাজধানীতে তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা। ঐগুলি আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়স্বরূপ হবে—সেখান থেকেই আমি ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে চাই।

আমি আর বছর কয়েক বাঁচি আর নাই বাঁচি, ভারতবর্ষ ইতোমধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের হয়ে গেছে।

প্রোফেসার জেম্সের একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছিলাম; তাতে তিনি আমার বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য-গুলির উপর বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। তুমিও লিখেছ যে ধর্ম্মপাল এতে খুব রেগে গেছে। ধর্ম্মপাল অতি সজ্জন এবং আমি তাঁকে খুব ভালবাসি। কিন্তু ভারতীয় কোন ব্যাপার নিয়ে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলে, তাঁর সম্পূর্ণ অন্যায় আচরণ করা হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যেটাকে নানাবিধ কুৎসিত ভাবপূর্ণ আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম বলা হয়, তা হচ্ছে ঐ বৌদ্ধধর্ম্মেরই বদহজম মাত্র। এটা স্পষ্টরূপে বুঝলে হিন্দুদের পক্ষে উহা বিনা আপত্তিতে

ত্যাগ করা সহজ হবে। বৌদ্ধধর্ম্মের যেটি প্রাচীনভাব—যা শ্রীবুদ্ধ নিজে প্রচার করে গেছেন, তার প্রতি এবং শ্রীবুদ্ধের প্রতি আমি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাপরায়ণ। আর তুমি ভালভাবেই জান যে, আমরা হিন্দুরা তাঁকে অবতার বলে পূজা করি। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্মও তত সুবিধার নয়। সিংহলে ভ্রমণকালে আমার সে ভুল ধারণা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছে। সিংহলে যদি কেহ প্রাণবন্ত থাকে তা এক হিন্দুরাই। বৌদ্ধেরা অনেকটা পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে—এমন কি, ধর্ম্মপাল ও তাঁর পিতার ইউরোপীয় নাম ছিল, কিন্তু এখন তাঁরা সেটা বদলেছেন। আজকাল বৌদ্ধেরা "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই শ্রেষ্ঠ উপদেশের এইমাত্র খাতির করেন যে, তাঁরা এখন যেখানে-সেখানে কসাইয়ের দোকান খোলেন! এমন কি পুরোহিতরা পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে উৎসাহ দেন। আমি এক সময়ে ভাবতুম, আদর্শ বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমানকালেও অনেক উপকার করবে। কিন্তু আমি আমার ঐ মত একেবারে ত্যাগ করেছি এবং স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কি কারণে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল এবং সিংহলবাসীরা যদি উহার অবশিষ্টাংশকেও উহার বিকট মূর্ত্তিসমূহ ও জঘন্য আচার সমেত নিয়ে চলে যায়, তবে আমি খুশীই হব।

থিয়োসফিষ্টদের সম্বন্ধে তোমার প্রথমেই স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষে থিয়োসফিষ্ট ও বৌদ্ধ নাই বললেই হয়। তারা দুচারখানা কাগজ বের করে খুব একটা হুজুগ করে দুচারজন পাশ্চাত্ত্যদেশবাসীকে নিজেদের মত শুনাতে পারে; কিন্তু হিন্দুর

ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে এমন দুজন বৌদ্ধ বা দশ জন থিয়োসফিষ্ট আমি ত দেখি না।

আমি আমেরিকায় এক লোক ছিলুম, এখানে আর এক লোক হয়ে গেছি। এখানে সমস্ত জাতটা (হিন্দু) আমাকে যেন তাদের একজন প্রামাণ্য ব্যক্তি (authority) বলে মনে করছে—আর সেখানে আমাকে একজন ঘৃণ্য প্রচারক মাত্র মনে করত। এখানে রাজারা আমার গাড়ী টানে—আর সেখানে আমাকে একটা ভাল হোটেলে পর্য্যন্ত ঢুকতে দিত না। সেইজন্য এখানে যা কিছু বলব, তাতে সমস্ত জাতটার—আমার সমস্ত স্বদেশবাসীর—মঙ্গল হওয়া আবশ্যক, তা সেগুলো দুচার-জনের যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন। যা কিছু খাঁটী এবং সৎ, সেই সকলকে গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের প্রতি ভালবাসা ও উদারভাব পোষণ করতে হবে, কিন্তু কপটতার প্রতি কথনই নয়। থিয়োসফিষ্টরা আমায় খাতির ও খোসামোদ করতে চেষ্টা করেছিল, কারণ এখন আমি ভারতের একজন প্রামাণ্য ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছি। আর সেই জন্যই আমার কাজের দ্বারা যাতে তাদের আজগুবিগুলোর সমর্থন না হয়, এই উদ্দেশ্যে দুচারটে কড়া স্পষ্ট কথা বলতে হয়েছে, আর ঐ কাজ হয়ে গেছে। আমি এতে খুব খুশী। যদি আমার শরীর ভাল থাকত তাহলে ঐ সব ভুঁইফোঁড়গুলোকে ভারত থেকে একেবারে দূর করে দিতাম, অন্ততঃ যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম। আমি যতদূর যা দেখেছি তাতে ভারতে ইংলিশ চার্চ্চের যে সকল পাদ্রি আছে তাদের উপর বরং আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু থিয়োসফিষ্ট

ও বৌদ্ধদের উপর আদৌ নেই। আমি পুনরায় তোমাকে বলছি ভারতবর্ষ ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের হয়ে গেছে, এবং সুসংস্কৃত হিন্দুধর্ম্মের জন্য আমি এখানকার কাজ একটু গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়েছি। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(৮৫) ইং

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত

আলমবাজার মঠ

কলিকাতা

৫ই মে, ১৮৯৭

প্রিয় মিস্ নোবল,

তোমার প্রীতিসিক্ত ও উৎসাহপূর্ণ পত্রখানি আমার হৃদয়ে কত যে বলসঞ্চার করেছে তা তুমি নিজেও জান না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত্ত আসে যখন মন একেবারে নৈরাশ্যে ডুবে যায়;—বিশেষতঃ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত জীবনব্যাপী উদ্যমের পব যখন সাফল্যের ক্ষীণ আলোকরশ্মি দৃষ্টিগোচর হয়, ঠিক সেই সময়ে যদি আসে এক প্রচণ্ড সর্ব্বনাশা আঘাত। দৈহিক অসুস্থতা আমি গ্রাহ্য করি না; দুঃখ হয় এই জন্য যে, আমার পরিকল্পনাগুলি কার্য্যে পরিণত হবার কিছু মাত্র সুযোগ পেলে না। আর তুমি তো জানই যে, একমাত্র অন্তরায় হচ্ছে অর্থাভাব।

হিন্দুরা শোভাযাত্রা এবং আরো কত কিছু করছে; কিন্তু তারা টাকা দিতে পারে না। দুনিয়াতে আর্থিক সাহায্য বলতে আমি পেয়েছি শুধু ইংলণ্ডে মিস্ স— এবং মিষ্টার স—র কাছে।...ওখানে থাকতে আমার ধারণা ছিল যে, এক হাজার পাউণ্ড পেলেই অন্ততঃ কলকাতার প্রধান কেন্দ্রটি স্থাপন করা যাবে; কিন্তু আমি এই অনুমান করেছিলাম দশ বারো বছর আগেকার কলকাতার অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু ইতোমধ্যে জিনিসের দাম তিন চার গুণ বেড়ে গেছে।

যাই হোক, কাজ আরম্ভ করা গেছে। একটি পুরাতন জরাজীর্ণ বাড়ী ছ সাত শিলিং ভাড়ায় লওয়া হয়েছে। এবং তাতেই প্রায় ২৪ জন যুবক শিক্ষালাভ করছে। স্বাস্থ্যলাভের নিমিত্ত আমাকে এক মাস কাল দার্জ্জিলিংয়ে থাকতে হয়েছিল। তুমি জেনে সুখী হবে যে, আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছি। আর তুমি বিশ্বাস করবে কি যে, কোন ঔষধ ব্যবহার না করেও শুধু ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের দ্বারাই এরূপ ফল পেয়েছি!! আগামী কাল আবার আর একটি শৈল-নিবাসে যাচ্ছি, কারণ নীচে এখন বেজায় গরম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমাদের "সমিতি" এখনো টিকে আছে। এখানকার কাজের বিবরণী তোমাকে মাসে অন্ততঃ একবার করে পাঠাব। শুনতে পেলাম, লণ্ডনের কাজ মোটেই ভাল চলছে না। প্রধানতঃ এই কারণেই আমি এখন লণ্ডনে যেতে চাই না, যদিও জুবিলী উৎসব উপলক্ষে ইংলণ্ড যাত্রী আমাদের কয়েকজন রাজা আমাকে তাঁদের দলে টানবার চেষ্টা

করেছিলেন ; ওখানে গেলেই বেদান্ত বিষয়ে লোকের আগ্রহ পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বেজায় খাটতে হত আর তার ফলে শরীরের উপর ধকল আসত আরো বেশী।

যাই হোক অদূর ভবিষ্যতে আমি মাসখানেকের জন্য যাচ্ছি। শুধু যদি এখানকার কাজের দৃঢ় গোড়াপত্তন হয়ে যেত, তবে আমি কত আনন্দে ও স্বাধীন ভাবেই না ঘুরে বেড়াতে পারতাম!

এ পর্য্যন্ত তো কেবল কাজের কথা হল। এখন তোমার নিজের কথা পাড়ছি। প্রিয় মিস্ নোবল, তোমার যে মমতা, ভক্তি, বিশ্বাস ও গুণগ্রাহিতা আছে, তা যদি কেহ পায়, তবে সে জীবনে যত পরিশ্রমই করুক না কেন, ওতেই তার শতগুণ প্রতিদান হয়ে যায়। তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল হোক! আমার মাতৃভাষায় বলতে গেলে, আমার সারা জীবন তোমারই কাজে অর্পিত।

তোমার এবং ইংলণ্ডস্থিত অপরাপর বন্ধুদের চিঠিপত্রের জন্য আমি সদাই খুব উৎসুক থাকি এবং ভবিষ্যতেও তা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। মিঃ ও মিসেস্ হ্যামণ্ড দুখানি অতি সুন্দর ও প্রীতিপূর্ণ চিঠি লিখেছেন। অধিকন্তু মিঃ হ্যামণ্ড 'ব্রাহ্মবাদিন্' পত্রিকায় একটি চমৎকার কবিতা পাঠিয়েছেন—যদিও আমি এর যোগ্য মোটেই নই। আবার তোমায় হিমালয় থেকে পত্র লিখব ; উত্তপ্ত সমভূমি অপেক্ষা সেখানে তুষারশ্রেণীর সম্মুখে চিন্তা আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং স্নায়ুগুলি আরো শান্ত হবে। মিস্ মূলার ইতোমধ্যেই

আলমোড়ায় পৌঁছেছেন। মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার সিমলা যাচ্ছেন। তাঁরা এতদিন দার্জ্জিলিংয়ে ছিলেন। দেখো বন্ধু, এইভাবেই জাগতিক ব্যাপারের পরিবর্ত্তন ঘটছে—একমাত্র প্রভুই নির্ব্বিকার এবং তিনি প্রেমস্বরূপ। তিনি তোমার হৃদয়সিংহাসনে চিরাধিষ্ঠিত হউন ইহাই বিবেকানন্দের নিরন্তর প্রার্থনা।

(৮৬) ইং

আলমোড়া

২০শে মে, ১৮৯৭

প্রিয় মহিম,

তোমার চিঠি পেয়ে ভারী আনন্দ হল। একটা জিনিস বোধ হয় তোমাকে বলতে ভুলে গেছি—আমায় যে সব চিঠি লিখবে, তার নকল রেখো। তা ছাড়া অপরেরা মঠে যে সব দরকারী চিঠি লিখে বা মঠ থেকে বিভিন্ন লোকের কাছে যে সব পত্রাদি যায়, তাও নকল করে রাখা উচিত।

সব জিনিসটা সুচারুভাবে চলছে, ওখানকার কাজের ক্রমে উন্নতি হচ্ছে এবং কলকাতারও তাই—এই জেনে আমি বড়ই খুশী হয়েছি।

আমি এখন বেশ ভাল আছি; শুধু পথশ্রমটা আছে—এও দিনকয়েকের মধ্যেই যাবে।

সকলে আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(৮৭)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

আলমোড়া

২০শে মে, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার পত্রে বিশেষ সমাচার অবগত হইলাম। সুধীরেরও এক পত্র পাইলাম এবং মাষ্টার মহাশয়েরও এক পত্র পাই। নিত্যানন্দ (যোগেন চাটুয্যে) এর দুই পত্র দুর্ভিক্ষ-স্থান হইতে পাইয়াছি।

টাকাকড়ি এখনও যেন জলে ভাসছে······তবে নিশ্চিত হবে। হলে বিল্ডিং, জমি ও ফণ্ড সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু না আঁচালে ত বিশ্বাস নাই এবং দু-তিন মাস এক্ষণে আমি ত আর গরম দেশে যাচ্ছি না। তারপর একবার tour (ভ্রমণ) করে টাকা যোগাড় করব নিশ্চিত। এ বিধায় যদি তুমি বোধ কর যে, ঐ আট কাঠা Frontage (সামনা খোলা জমি) না হয়···, তা হইলে···দালালের বায়না জলে ফেলার মত দিলে ক্ষতি নাই। এসব বিষয় নিজে বুদ্ধি করে করবে, আমি অধিক আর কি লিখব? তাড়াতাড়িতে ভুল হওয়ার বিশেষ সম্ভব। ···মাষ্টার মহাশয়কে বলিবে, তিনি যে বিষয় বলিয়াছেন, তাহা আমার খুব অভিমত।

গঙ্গাধরকে লিখিবে যে, যদি ভিক্ষাদি সেখানে দুষ্প্রাপ্য হয় ত গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া খাইবে এবং সপ্তাহে সপ্তাহে এক

একটা পত্র উপেনের কাগজে ('বসুমতী'তে) প্রকাশ করিবে। তাহাতে অন্য লোকেও সহায়তা করিতে পারে।

শশীর এক পত্রে জানিতেছি,...সে নির্ভয়ানন্দকে চায়। যদি উত্তম বিবেচনা কর, নির্ভয়ানন্দকে মান্দ্রাজ পাঠাইয়া গুপ্তকে আনাইবে।...মঠের Rules Regulations (নিয়মাবলী) ইংরেজী অনুবাদ বা বাঙ্গলা কপি শশীকে পাঠাইবে এবং সেখানে যেন ঐ প্রকার কার্য্য হয়, তাহা লিখিবে।

কলিকাতায় সভা বেশ চলিতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম। এক দুই জন না আইসে কিছুই দরকার নাই। ক্রমে সকলেই আসিবে। সকলের সঙ্গে সহৃদয়তা প্রভৃতি রাখিবে। মিষ্ট কথা অনেক দূর যায়, নূতন লোক যাহাতে আসে তাহার চেষ্টা করাই বিশেষ প্রয়োজন। নূতন নূতন মেম্বর চাই।

যোগেন আছে ভাল! আমি আলমোড়ায় অত্যন্ত গরম হওয়ায় ২০ মাইল দূরে এক উত্তম বাগানে আছি; অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, কিন্তু গরম। গরম কলিকাতা হইতে বিশেষ প্রভেদ কি?......

জ্বরভাবটা সব সেরে গেছে। আরও ঠাণ্ডা দেশে যাবার যোগাড় দেখছি। গরমি বা পথশ্রম হলেই দেখছি লিভারে গোল দাঁড়ায়। এখানে হাওয়া এত শুষ্ক যে, দিনরাত্র নাক জ্বালা করছে ও জিব যেন কাঠের চোকলা। তোমরা আর criti-cise (সমালোচনা) করো না; নইলে এতদিনে আমি মজা করে ঠাণ্ডা দেশে গিয়ে পড়তুম। "খালি খাবার অত্যাচার অত্যাচার করে," কি যা তা বকচ?...তুমি ও সব মুখ্যু ফুখ্যুদের

কথা কি শোন? যেমন তুমি আমাকে কলায়ের দাল খেতে দিতে না—Starch (শ্বেতসার) বলে!! আবার কি খবর—না, ভাত আর রুটী ভেজে খেলে আর starch (শ্বেতসার) থাকে না!!! অদ্ভুত বিদ্যে বাবা!! আসল কথা আমার পুরাণ ধাত আসছেন।...এইটি বেশ দেখতে পাচ্ছি। এ দেশে এখন এ দেশী রঙ্গ চঙ্গ ব্যামো সব। সেদেশে সেদেশী রঙ্গ চঙ্গ সব! রাত্রির খাওয়াটা মনে করছি খুব light (লঘু) করব; সকালে আর দুপুর বেলা খুব খাব, রাত্রে দুধ ফল ইত্যাদি। তাইত ওৎ করে ফলের বাগানে পড়ে আছি হে কর্ত্তা!!

তুমি ভয় খাও কেন? ঝট্ করে কি দানা মরে? এইত বাতি জ্বলল, এখনও সারা রাত্রি গাওনা আছে। আজকাল মেজাজটাও বড় খিট্‌খিটে নাই ও জ্বরভাবগুলো সব ঐ লিভার—আমি বেশ দেখছি। আচ্ছা, ওকেও দুরস্ত বনাচ্ছি—ভয় কি?......খুব চুটিয়ে বুক বেঁধে কাজ কর দিকি, একবার তোলপাড় করা যাক। কিমধিকমিতি।

মঠের সকলকে আমার ভালবাসা দিবে ও next meeting (আগামী সভাকে) আমার greeting (সাদর সম্ভাষণ) দিও ও কহিও যে, যদিও আমি শরীরের সহিত উপস্থিত নহি, তথাপিও আমার আত্মা সেথায়, যেখানে প্রভুর নামকীর্ত্তন হয়। "যাবৎ তব কথা রাম সঞ্চরিষ্যতি মেদিনীম্" (হনুমান) ইত্যাদি—হে রাম, যেথায় তোমার কথা হয়, সেথায় আমি হাজির। আত্মা সর্ব্বব্যাপী কিনা? ইতি

বিবেকানন্দ

(৮৮) ইং

আলমোড়া

২৯শে মে, ১৮৯৭

প্রিয় শশী ডাক্তার,

তোমার পত্র এবং দু বোতল ঔষধ যথাসময়ে পেয়েছি। কাল সন্ধ্যা হতে তোমার ঔষধ পরীক্ষা করে দেখছি। আশা করি, একটি ঔষধ অপেক্ষা দুটীর মিশ্রণে অধিক ফল পাওয়া যাবে।

আমি সকাল বিকালে ঘোড়ায় চড়ে যথেষ্ট ব্যায়াম করতে শুরু করেছি এবং তার ফলে সত্যই আমি অনেকটা ভাল বোধ করছি। ব্যায়াম শুরু করে প্রথম সপ্তাহে শরীর এতই ভাল বোধ করেছিলাম যে, ছেলেবেলা যখন কুস্তী করতাম, তারপর তেমনটি কখনও বোধ করি নাই। আমার তখন সত্যই বোধ হচ্ছিল যে, শরীর থাকা একটা আনন্দের বিষয়। তখন শরীরের প্রতি ক্রিয়াতে আমি শক্তির পরিচয় পেতাম এবং প্রত্যেক পেশীর নড়াচড়াই আনন্দ দিত। সে উৎফুল্ল ভাব এখন অনেকটা কমে গেছে, তবু আমি নিজেকে বেশ শক্তিমান বোধ করি। শক্তি পরীক্ষায় জি জি এবং নিরঞ্জন উভয়কেই আমি মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ করতে পারতাম। দার্জ্জিলিংয়ে আমার সদাই মনে হত, আমি যেন কে আর একজন হয়ে গেছি। আর এখানে আমার মনে হয় যেন আমার কোন ব্যাধিই নাই। কেবল একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয়েছে। আমি আজীবন বিছানায় শুয়ে ঘণ্টা দুই এপাশ ওপাশ করতাম—তখনি তখনি ঘুম হত না। কেবলমাত্র

মান্দ্রাজ হতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত (দার্জ্জিলিংএর প্রথম মাস পর্য্যন্ত) বালিশে মাথা রাথার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম আসত। সেই সুলভ নিদ্রার ভাব এখন একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে, আব আমার সেই পুরাতন এপাশ ওপাশ করার ধাত এবং রাত্রির আহারের পর গরম বোধ করার ভাব আবার ফিরে এসেছে। দিনের আহারের পর অবশ্য গরম বোধ করি না।

এখানে একটি ফলের বাগান থাকায় এখানে এসেই আমি বরাবরের চেয়েও বেশী ফল খেতে শুরু করেছি। কিন্তু এখানে এখন খোবানি ভিন্ন অন্য কোন ফল পাওয়া যায় না। নৈনীতাল হতে অন্যান্য ফল আনাবার চেষ্টা করছি। এখানের দিনগুলি যদিও তীব্র গরম তবু তৃষ্ণা বোধ করি না। ......মোটের উপর, এখানে আমার শক্তি, স্ফূর্ত্তি এবং স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য আবার ফিরে আসছে বলে অনুভব করছি। তবে খুব বেশী দুগ্ধ পানের ফলে বোধ হয় অত্যন্ত চর্ব্বি জমতে শুরু হয়েছে। যোগেন কি লিখছে তা ভ্রূক্ষেপ করবে না। সে নিজেও যেমন ভয়তরাসে, অন্যকেও তাই করতে চায়। আমি লক্ষ্ণৌএ একটি বরফির ষোল ভাগেব এক ভাগ খেয়েছিলাম ; আর যোগেনেব মতে ঐ হচ্ছে আমার আলমোড়ার অসুখের কারণ ! যোগেন বোধ হয় দু'চার দিনের মধ্যেই এখানে আসবে। আমি তার ভার নেব। ভাল কথা, আমি সহজেই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হয়ে পরি— আলমোড়ায় এসেই প্রথম সপ্তাহ যে অসুস্থ ছিলাম, তা হয় তো টেরাই অঞ্চল দিয়ে আসার ফলেই হয়ে থাকবে ! যা হোক, বর্ত্তমানে আমি নিজকে খুবই বলবান বোধ করছি। ডাক্তার,

আমি যখন আজকাল তুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গের সম্মুখে ধ্যানে বসে উপনিষদ্ থেকে আবৃত্তি করি—"ন তস্য রোগো ন জরা, ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য হি যোগাগ্নিময়ং শরীরম্"—(যে যোগাগ্নিময় দেহ লাভ করেছে তার রোগ জরা মৃত্যু কিছুই নাই)—সেই সময় যদি তুমি আমায় একবার দেখতে পেতে!

রামকৃষ্ণ মিশনের কলকাতার সভাগুলি বেশ সাফল্য লাভ করছে জেনে খুব সুখী হয়েছি। এই মহৎ কার্য্যের সহায়ক যাঁরা তাঁদের সর্ব্বপ্রকাব কল্যাণ হউক।····· অসীম ভালবাসা জানবে। ইতি

প্রভুপদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

(৮৯)

শ্রীযুক্ত প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত

আলমোড়া
৩০শে মে, ১৮৯৭

সুহৃদ্বরেষু,

শুনিতেছি, অপরিহার্য্য সাংসারিক দুঃখ আপনাব উপর পড়িয়াছে। আপনি জ্ঞানবান্, দুঃখ কি করিতে পারে? তথাপি ব্যাবহারিকে বন্ধু-জন-কর্ত্তব্যবোধে এ কথাব উল্লেখ। অপিচ, ঐ সকল ক্ষণ অনেক সময় সমধিক অনুভব আনয়ন করে। কিয়ৎকালের জন্য যেন বাদল সরিয়া যায় ও সত্য-সূর্য্যের প্রকাশ হয়। কাহারও বা অর্দ্ধেক বন্ধন খুলিয়া যায়। সকল বন্ধন অপেক্ষা মানের বন্ধন বড় দৃঢ়—লোকের ভয়

যমের ভয় অপেক্ষাও অধিক; তাও যেন একটু শ্লথ হইয়া পড়ে; মন যেন অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পায় যে, লোকের কথা মতামত অপেক্ষা অন্তর্যামী প্রভুর কথা শুনাই ভাল। আবার মেঘ ঢাকে, এই ত মায়া! যদিও বহু দিবস যাবৎ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পত্রাদি ব্যবহার হয় নাই, তথাপি অন্যের নিকট মহাশয়ের সকল সংবাদই প্রায় প্রাপ্ত হই। মধ্যে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক এক গীতার অনুবাদ ইংলণ্ডে আমায় প্রেরণ করেন। তাহার মলাটে এক ছত্র ভবং হস্ত-লিপি মাত্র ছিল। শুনিলাম, তাহার উত্তর-পত্রে অতি অল্প কথা থাকায় মহাশয়ের মনে অপনার প্রতি আমার অনুরাগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইয়াছে।

উক্ত সন্দেহ অমূলক জানিবেন। অল্প কথা লিখিবার কারণ এই যে, চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইংরেজি গীতার মলাটে ঐ এক ছত্র মাত্র আপনার হস্ত-লিপি দেখিলাম। তাহাতে বোধ হইল যে, আপনার যখন অধিক লিখিবার অবকাশ নাই তখন পড়িবার অবকাশ কি হইবে?

দ্বিতীয়তঃ শুনিলাম, গৌরচর্ম্মবিশিষ্ট হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রচারকেরই আপনি বন্ধু, দেশী নচ্ছার কালা আদমী আপনার নিকট হেয়, সে ভয়ও ছিল। তৃতীয়তঃ, আমি ম্লেচ্ছ শূদ্র ইত্যাদি, যা-তা খাই, যার-তার সঙ্গে খাই,—প্রকাশ্যে সেখানে এবং এখানে। তা ছাড়া মতেরও বহু বিকৃতি উপস্থিত—এক নির্গুণ ব্রহ্ম বেশ বুঝিতে পারি, আর তাহারই ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি—ঐ সকল ব্যক্তি-বিশেষের নাম ঈশ্বর যদি হয় ত

বেশ বুঝিতে পারি—তদ্ভিন্ন কাল্পনিক জগৎকর্ত্তা ইত্যাদি হাস্যকর প্রবন্ধে বুদ্ধি যায় না।

ঐ প্রকার ঈশ্বর জীবনে দেখিয়াছি এবং তাঁহারই আদেশে চলিতেছি। স্মৃতি-পুরাণাদি সামান্যবুদ্ধি মনুষ্যের রচনা, ভ্রম, প্রমাদ, ভেদবুদ্ধি ও দ্বেষবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। তাহার যেটুকু উদার ও প্রীতিপূর্ণ, তাহাই গ্রাহ্য, অপরাংশ ত্যাজ্য। উপনিষদ্ ও গীতা যথার্থ শাস্ত্র—রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীরাদিই যথার্থ অবতার; কারণ, ইঁহাদের হৃদয় আকাশের ন্যায় অনন্ত ছিল—সকলের উপর রামকৃষ্ণ; রামানুজ শঙ্করাদি সঙ্কীর্ণ-হৃদয় পণ্ডিতজী মাত্র। সে প্রীতি নাই, পরের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় কাঁদে নাই—শুষ্ক পণ্ডিতাই—আর আপনি তাড়াতাড়ি মুক্ত হইব!! তা কি হয় মহাশয়? কখনও হয়েছে, না হবে? "আমি"র লেশমাত্র থাকতে কি কিছু হবে?

অপর এক মহা বিপ্রতিপত্তি—আমার দিন দিন দৃঢ় ধারণা এই যে, জাতি-বুদ্ধিই মহা ভেদকরী ও মায়ার মূল—জন্মগত বা গুণগত সর্ব্বপ্রকার জাতিই বন্ধন। কোন কোন বন্ধু বলেন—তা মনে মনে থাক—বাহিরে, ব্যাবহারিকে, জাতি আদি রাখিতে হইবে বৈকি। ... মনে মনে অভেদবুদ্ধি (পেটে পেটে যার নাম বুঝি?), আর বাহিরে পিশাচ-নৃত্য—অত্যাচার-উৎপীড়ন—গরীবের যম; আর চণ্ডালও যদি বড় মানুষ হয়, তিনি ধর্ম্মের রক্ষক!!!

তাতে আমি পড়েশুনে দেখছি যে, ধর্ম্মকর্ম্ম শূদ্রের জন্য নহে; সে যদি খাওয়া-দাওয়া বিচার বা বিদেশগমনাদি বিচার করে ত

তাতে কোন ফল নাই, বৃথা পরিশ্রম মাত্র। আমি শূদ্র ও ম্লেচ্ছ—আমার আর ও সব হাঙ্গামে কাজ কি? আমার ম্লেচ্ছের অন্নে বা কি, আর হাড়ীর অন্নে বা কি? আর জাতি ইত্যাদি উন্মত্ততা যাজকদের লিখিত গ্রন্থেই পাওয়া যায়—ঈশ্বর-প্রণীত গ্রন্থে নাই। যাজকদের পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি তাঁহারাই ভোগ করুন, ঈশ্বরের বাণী আমি অনুসরণ করি, তাহাতেই আমার কল্যাণ হইবে।

আর এক কথা বুঝেছি যে, পরোপকারই ধর্ম্ম, বাকি যাগ-যজ্ঞ সব পাগলাম—নিজের মুক্তি ইচ্ছাও অন্যায়। যে পরের জন্য সব দিয়েছে, সেই মুক্ত হয়, আর যারা "আমার মুক্তি" "আমার মুক্তি" করিয়া দিনরাত মাথা ভাবায়, তাহারা "ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ" হয়ে বেড়ায়, তাহাও অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি। এই পাঁচ রকম ভেবে মহাশয়কে পত্রাদি লিখিতে ভরসা হয় নাই।

এ সব সত্ত্বেও যদি আপনার প্রীতি আমার উপর থাকে, বড়ই আনন্দের বিষয় বোধ করিব। ইতি

দাস

বিবেকানন্দ

(৯০) ইং

আলমোড়া

১লা জুন, ১৮৯৭

প্রিয়—,

তুমি বেদ সম্বন্ধে যে আপত্তিগুলি প্রদর্শন করেছ, সেগুলি যথার্থ বলে স্বীকার করতে পারা যেত, যদি 'বেদ' শব্দে কেবল

সংহিতা বোঝাত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতের সর্ব্ববাদিসম্মত মতানুসারে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ এই তিনটির সমষ্টিই বেদ! ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটিকে কর্ম্মকাণ্ড বলে এখন একরূপ অন্তর্হিত করা হয়েছে। কেবল উপনিসদ্‌কেই আমাদের সকল দার্শনিক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ গ্রহণ করেছেন।

কেবল সংহিতা অংশটিই বেদ, এ মত অতি আধুনিক এবং স্বর্গীয় স্বামী দয়ানন্দই এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক! প্রাচীন হিন্দু-সমাজের ভেতর এই মতের প্রভাব কিছুমাত্র বিস্তৃত হয় নাই।

স্বামী দয়ানন্দের এই মত অবলম্বন করবার কারণ এই যে, তিনি ভেবেছিলেন, সংহিতার নূতন ধরণের ব্যাখ্যা করে তিনি একটি পূর্ব্বাপরসঙ্গত মতবাদের সৃষ্টি করবেন, কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা-প্রণালীতে গোল সমভাবেই থেকে গেল; শুধু এইটুকু হল যে, তিনি সংহিতার ভেতর যে অসামঞ্জস্য নিবারণের চেষ্টা করলেন, সেই অসামঞ্জস্য, সেই গোলযোগ 'ব্রাহ্মণে'র উপর গিয়ে পড়ল। আর তাঁর প্রক্ষিপ্তবাদ ও অন্যান্য ব্যাখ্যাপ্রণালীসত্ত্বেও এখনও এমন অনেক স্থল আছে, যার ভেতর গোল তখনও যেমন, এখনও তেমনি রয়েছে।

এক্ষণে যদি ইহা সম্ভব হয় যে, সংহিতার উপর ভিত্তি করে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ধর্ম্মপ্রণালী গঠিত হতে পারে, তবে উপনিষদ্‌কে ভিত্তি করে যে আরও অধিক পরিমাণে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্ম্ম স্থাপন করা যেতে পারে, ইহা সহস্রগুণে অধিক নিশ্চিত। অধিকন্তু এ পক্ষে সমগ্র জাতির পূর্ব্বপ্রচলিত মতের বিরুদ্ধে যেতে

হয় না। এ পক্ষে প্রাচীন সকল আচার্য্যই তোমার দিকে থাকবেন, আর নূতন নূতন পথে অগ্রগতিরও যথেষ্ট অবকাশ থাকবে।

গীতা নিঃসন্দেহই এত দিনে হিন্দুধর্ম্মের বাইবেল-স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং উহা সম্পূর্ণরূপেই ঐ সম্মানের উপযুক্ত; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মূল চরিত্র বর্ত্তমানে এরূপ কুজ্ঝটিকাবৃত হয়ে আছে যে, তা থেকে জীবনপ্রদ উদ্দীপনা লাভ করা বর্ত্তমান কালে অসম্ভব। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে নূতন নূতন চিন্তা-প্রণালী ও নূতন ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। আশা করি, আমার এই ক্ষুদ্র পত্র তোমায় মৎপ্রদর্শিত পথে চিন্তার সাহায্য করবে। আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

তোমারই বিবেকানন্দ

(৯১)

স্বামী শুদ্ধানন্দকে লিখিত

আলমোড়া

১লা জুন, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

অবগমং কুশলং তত্রত্যানাং বার্ত্তাঞ্চ সবিশেষাং মঠস্য তব পত্রিকায়াম্। মমাপি বিশেষোঽস্তি শরীরস্য; শেষে জ্ঞাতব্যঃ ভিষগ্প্রবরস্য শশিভূষণস্য সকাশাৎ। ব্রহ্মানন্দেন সংস্কৃতয়া এব রীত্যা চলত্বধুনাং শিক্ষা; যদি পশ্চাৎ পরিবর্ত্তনমর্হে তদপি কারয়েৎ। সর্ব্বেষাং সম্মতিং গৃহীত্বা তু করণীয়মিতি ন বিস্মৃতব্যম্।

অহমধুনা আলমোড়া নগরস্য কিঞ্চিদুত্তরং কস্যচিদ্ বণিজ উপবনোপদেশে নিবসামি। সম্মুখে হিমশিখরাণি হিমালয়স্য

প্রতিফলিত দিবাকরকরৈঃ পিণ্ডীকৃত-রজতানীব ভান্তি প্রীণয়ন্তি চ। অব্যাহতবায়ুসেবনেন মিতেন ভোজনেন সমধিকব্যায়ামসেবয়া চ সুদৃঢ়ং সুদৃশ্যং চ সঞ্জাতং মে শরীরং। যোগানন্দঃ খলু সমধিকমস্বস্থ ইতি শৃণোমি। আমন্ত্রয়ামি তমাগন্তুম্ ত্রৈব। বিভেত্যসৌ পুনঃ পার্ব্বত্যাৎ জলাৎ বায়োশ্চ। "উষিত্বা কতিপয়ানি দিবসানি অত্রোপবনে যদি ন ভবেৎ বিশেষঃ ব্যাধেঃ গচ্ছ ত্বং কলিকাতায়ম্" ইত্যহমস্য তমলিখম্। যথাভিরুচি করিষ্যতি। অচ্যুতানন্দঃ প্রতিদিনং সায়াহ্নে আলমোড়া নগর্য্যাং গীতাদিশাস্ত্রপাঠং জনানাহুয় করোতি। বহুনাং নগরবাসিনাং স্কন্দাবারস্থানাং সৈন্যানাঞ্চ সমাগমোঽস্তি তত্র প্রত্যহম্। সর্ব্বানসৌ প্রীণাতি চেতি শৃণোমি।

"যাবানর্থঃ" ইত্যাদি শ্লোকস্য যো বঙ্গার্থঃ ত্বয়া লিখিতঃ নাসৌ মন্যতে সমীচীনঃ।

"সতি জলে প্লাবিতে উদপানে নাস্তি অর্থঃ প্রয়োজনম্" ইতি অস্যার্থঃ—বিষমোঽয়ং উপন্যাসঃ, কিং সংপ্লুতোদকে সতি জীবানাং তৃষ্ণা বিলুপ্তা ভবন্তি? যদ্যেবং ভবেৎ প্রাকৃতিকো নিয়মঃ জলপ্লাবিতায়াং ভূমৌ জলপানং নিরর্থকং"—কচিদপি বায়ুমার্গেণ অথবা অন্যেন কেনাপি গূঢ়েনোপায়েন জীবানাং তৃষ্ণানিবারণং স্যাৎ, তদাঽসৌ অপূর্ব্বঃ অর্থঃ সার্থকঃ ভবিতুমর্হেৎ নান্যথা।

শাঙ্করঃ এবাবলম্বনীয়ঃ। ইয়মপি ভবিতুমর্হতি—সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদ-কায়ামপি ভূমৌ যাবান্নুদপানে অর্থঃ তৃষ্ণাতুরাণাং (অল্পজলমলং ভবেদিত্যর্থঃ) "আস্তাং তাবদ্ জলরাশিঃ, মম প্রয়োজনং স্বল্পেঽপি

জলে সিদ্ধতি" এবং বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু অর্থঃ প্রয়োজনম্। যথা সংপ্লুতোদকে পানমাত্রং প্রয়োজনম্ তথা সর্ব্বেষু বেদেষু জ্ঞানমাত্রং প্রয়োজনম্।

ইয়মপি ব্যাখ্যা অধিকতয়া সন্নিধিমাপন্না গ্রন্থকারাভিপ্রেতাচ উপপ্লাবিতায়ামপি ভূমৌ পানায় উপাদেয়ং পানায় স্থিতং জলমেব অন্বেষন্তি লোকাঃ নান্যৎ। নানাবিধানি জলানি সন্তি ভিন্নগুণানি ধর্ম্মাণি উপপ্লাবিতয়া অপি ভূমেস্তারতম্যাৎ। এবং বিজানন্ ব্রহ্মণোঽপি বিবিধজ্ঞানোপপ্লাবিতে বেদাখ্যে শব্দসমুদ্রে সংসারতৃষ্ণা নিবারণার্থং তদেব গৃহ্লীয়াৎ যদলং ভবতি নিঃশ্রেয়সায়। ব্রহ্মজ্ঞানং হি তৎ। ইতি

শং সাশীর্ব্বাদং বিবেকানন্দস্য

[বঙ্গানুবাদ]

কল্যাণবরেষু,

তোমার চিঠিতে মঠের সবিশেষ বার্ত্তা ও তত্রত্য সকলের কুশল অবগত হলুম। আমারও শরীরের কিছু উন্নতি হয়েছে। ভিষগ্প্রবর শশীভূষণের কাছে সবিশেষ জানবে। ব্রহ্মানন্দ এখন সংশোধিত প্রস্তাবমতই শিক্ষাকার্য্য চালাক, পরে পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হলে, তাহাও যেন করে। কিন্তু একথা যেন ভুল না হয় যে, সকলের সম্মতি নিয়েই তা করতে হবে।

আমি বর্ত্তমানে আলমোড়া হতে কিঞ্চিৎ উত্তরে একজন ব্যবসায়ীর একটি বাগান বাড়ীতে বাস করছি। আমার সম্মুখে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়ের চূড়াগুলি প্রতিফলিত সূর্য্যালোকে রজতস্তূপের মত দেখাচ্ছে এবং আনন্দ প্রদান করছে। মুক্তবায়ু

সেবন, মিতাহার এবং যথেষ্ট ব্যায়ামের ফলে আমার শরীর বিশেষ সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু শুনতে পেলাম যে, যোগানন্দ খুব অসুস্থ। তাকে এখানে আসবার জন্য আমন্ত্রণ করছি। সে অবশ্য পাহাড়ের জলহাওয়ার ভয় পায়। আমি আজ তাকে লিখলাম, "এই বাগানে কিছুদিন থেকে দেখ—যদি অসুখের কোন উপশম বোধ না কর তবে আবার কলকাতা ফিরে যেও।"—এখন যে যেমন ভাল মনে করে, তাই করবে।

আলমোড়া শহরে অচ্যুতানন্দ প্রতি সন্ধ্যায় বহুলোক একত্র করে তাদের সম্মুখে গীতা এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে। শহরের অনেক অধিবাসী, এমন কি সৈন্যাবাস হতে সৈন্যেরা পর্য্যন্ত প্রতিদিন আসে; আর শুনছি, তারা আলোচনা বিশেষ উপভোগ করে।

"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে" (গীতা ২।৪৬)—ইত্যাদি শ্লোকের তুমি যে বঙ্গার্থ লিখেছ, তা আমার মতে সমীচীন নয়। তুমি এই অর্থ দিয়েছ—"যখন দেশ জলপ্লাবিত হয় তখন পানের জন্য পুষ্করিণ্যাদির প্রয়োজন নাই"—এটা অদ্ভুত কল্পনা। জলপ্লাবন হলে লোকের তৃষ্ণা বিলুপ্ত হয়ে যায় নাকি? প্রাকৃতিক নিয়ম যদি এরূপ হয় যে, কোন স্থান জলপ্লাবিত হবার পর জলপান নিরর্থক হয়ে যায়, আর বায়ু অথবা কোন অদৃশ্য উপায়ে স্বতঃই তৃষ্ণা দূরীভূত হয়ে যায়—তবেই ঐ অদ্ভুত ব্যাখ্যা সমীচীন হতে পারে, নতুবা নয়।

বস্তুতঃ, শঙ্করের ব্যাখ্যাই আমাদের অনুসরণীয়, অথবা এভাবেও উহার ব্যাখ্যা হতে পারে—সমস্ত দেশ বন্যাপ্লাবিত হলে তৃষ্ণাতুরের

নিকট ক্ষুদ্র জলাশয়ের যতটুকু প্রয়োজন (অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ পানীয় জলই তৃষ্ণার্ত্তের যথেষ্ট হয়)—সে যেমন বলে, "বিরাট জলরাশি থাকুক বা না থাকুক—সামান্য একটু পানীয় জলই আমার পক্ষে যথেষ্ট"—জ্ঞানী ব্রাহ্মণের পক্ষে সমগ্র বেদগ্রন্থেও ততটুকুই প্রয়োজন। সর্ব্বব্যাপী বন্যার প্রয়োজন যেমন তৃষ্ণানিবারণ মাত্র তেমনি সমগ্র বেদের প্রয়োজন কেবল জ্ঞান।

এই ব্যাখ্যাটিও অধিকতর স্পষ্ট ও গ্রন্থকারের অভিপ্রায়ানুরূপ—সমস্ত স্থান জলপ্লাবিত হলে মানুষ কেবল পানের জন্য আহরণীয়, পানের যোগ্য জলেরই অনুসন্ধান করে, অন্য জলের নয়। (কারণ) জলপ্লাবন হলেও মৃত্তিকার তারতম্যানুসারে বিভিন্ন গুণের ও বিভিন্ন ধর্ম্মের জল দেখতে পাওয়া যায়। কৌশলী ব্রাহ্মণও সেরূপ জ্ঞানের শতধারাপ্লাবিত, 'বেদ'নামে খ্যাত বিরাট শব্দসমুদ্র হতে সেই অংশটুকু আহরণ করবেন যাতে সংসারের দারুণ তৃষ্ণা দূর হয় এবং যা মুক্তি দান করবার শক্তি ধারণ করে। কেবল ব্রহ্মজ্ঞানই তা করতে সক্ষম। আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

(৯২) ইং
ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত

আলমোড়া
৩রা জুন, ১৮৯৭

প্রিয়,

...আমি নিজে তো বেশ সন্তুষ্টই আছি। আমি আমাদের

স্বদেশবাসী অনেককে জাগিয়েছি; আর আমি চেয়েওছিলাম তাই। জগৎ আপন ধারায় চলুক এবং কর্ম্মের গতি অপ্রতিরুদ্ধ হোক। এ জগতে আমার আর কোন বন্ধন নাই। সংসারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে—ইহার সবখানিই স্বার্থ-প্রণোদিত—স্বার্থের জন্য জীবন, স্বার্থের জন্য প্রেম, স্বার্থের জন্য মান, সবই স্বার্থের জন্য। অতীতের দিকে আমি দৃষ্টিপাত করি এবং দেখতে পাই, আমি এমন কোন কাজ করি নি যা স্বার্থের জন্য—এমন কি আমার কোন অপকর্ম্মও স্বার্থ-প্রণোদিত নয়। সুতরাং আমি সন্তুষ্ট আছি। অবশ্য আমার এমন কিছু মনে হয় না যে, আমি কোন বিশেষ ভাল বা মহৎ কাজ করেছি; কিন্তু জগৎটা বড়ই তুচ্ছ, সংসার বড়ই জঘন্য এবং জীবনটা এতই হীন যে, এই ভেবে আমি অবাক হই ও হাসি যে, যুক্তিপ্রবণ মন থাকা সত্ত্বেও মানুষ কিরূপে এই স্বার্থের, এই হীন ও জঘন্য পুরস্কারের পশ্চাতে ছুটতে পারে!

এই হল খাঁটী কথা। আমরা একটা বেড়াজালে পড়ে গেছি এবং যত শীগগির কেউ বেরিয়ে যেতে পারে ততই মঙ্গল। আমি সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছি; এখন দেহটা জোয়ার ভাটায় ভেসে চলুক—কে মাথা ঘামায়?

আমি এখন যেখানে আছি উহা একটি সুন্দর পর্ব্বতোদ্যান। উত্তরে প্রায় সমস্ত দিক্‌চক্রবাল জুড়ে স্তরে স্তরে দাঁড়িয়ে আছে তুষার শৃঙ্গাবলী আর নিবিড় বনরাজি। এখানে তেমন শীত নাই, গরমও বেশী নয়। সকাল ও সন্ধ্যাগুলি বড়ই মনোরম। সারা

গ্রীষ্মটা এখানে থাকার ইচ্ছা আছে; এবং বর্ষা শুরু হলে সমভূমিতে নেমে গিয়ে কাজ করার বাসনা রাখি।

লোকালয় হতে দূরে—নিভৃতে নীরবে—পুঁথিপত্র নিয়ে পড়ে থাকার মত পণ্ডিতোচিত সংস্কার নিয়েই আমি জন্মেছি। কিন্তু মায়ের ইচ্ছা অন্যরূপ; তবু সংস্কারের অনুবৃত্তি চলেছে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(৯৩) ইং

আলমোড়া

৩রা জুন, ১৮৯৭

আমার জন্য তোমাদের এত চিন্তিত হবার কিছুই নাই। আমার দেহ নানা প্রকার রোগে পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হচ্ছে এবং সেই কাল্পনিক পক্ষিবিশেষের (Phœnix) ন্যায় আমি আবার পুনঃ পুনঃ আরোগ্যও লাভ করছি। আমার শরীর দৃঢ়বদ্ধ বলে আমি যেমন শীঘ্র আরোগ্য লাভ করতে পারি, তেমনি আবার অতিরিক্ত শক্তি আমার দেহে রোগ আনয়ন করে। সর্ব্ব বিষয়েই আমি চরমপন্থী—এমন কি আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কেও তাই; হয় আমি লৌহদৃঢ় বৃষের ন্যায় অদম্য বলশালী, নতুবা একেবারে ভগ্নদেহ, মৃত্যু-সৈকতশায়ী।

অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্যই এই রোগের সৃষ্টি হয়েছিল—বিশ্রাম লওয়াতে উহা প্রায় দূর হয়েছে। দার্জ্জিলিং থাকতে আমি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়েছিলাম; কিন্তু এখন আলমোড়াতে এসে আর সব বিষয়ে সুস্থবোধ করলেও অজীর্ণ রোগে মধ্যে মধ্যে ভুগছি, এবং

উহা সারাবার জন্য "Christian science" (নিজের বিশ্বাসবলে রোগ সারান) এর মতানুযায়ী বিশেষ চেষ্টাও করছি। দার্জ্জিলিঙে শুধু মানসিক চিকিৎসা সহায়েই আমি নীরোগ হয়েছিলাম। আর এখানে আমার নিত্যকর্ম্ম হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়াম করা, পাহাড় চড়াই করা, বহুদূর পর্য্যন্ত ঘোড়ায় দৌড়ান এবং তারপর আহার ও বিশ্রাম। এখন আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ বোধ করছি এবং শক্তিও বেশ পাচ্ছি। এর পর যখন আমার সহিত দেখা হবে তখন আমার চেহারা কুস্তিগিরের মত দেখতে পাবে।

তুমি কেমন আছ এবং কি করছ ও মিসেস এফ্—এর সময় কিরূপ কাটছে জানিয়ো। ব্যাঙ্কের জমা কিছু কিছু বাড়াচ্ছ ত? আমার জন্য হলেও তা তোমাকে করতে হবে। যদি শেষ পর্য্যন্ত আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গেই পড়ে তা হলে এখানে কাজ একদম বন্ধ করে দিয়ে আমি আমেরিকায় চলে যাব। তখন আমাকে আহার ও আশ্রয় তোমাকে দিতে হবে—কেমন পারবে ত?

(৯৪)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

আলমোড়া

১৪ই জুন, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

চারুর যে পত্র তুমি পাঠাইয়াছ তাহার বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

মহারাণীকে যে address (মানপত্র) দেওয়া হইবে তাহাতে এই কথাগুলি থাকা উচিত—

১। অতিরঞ্জিত না হয় অর্থাৎ "তুমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি" ইত্যাদি nonsense (বাজে কথা) যাহা আমাদের nation (জাতি) এর স্বভাব।

২। সকল ধর্ম্মের প্রতিপালন হওয়ার জন্য ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে আমরা নির্ভয়ে আমাদের বেদান্ত মত প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছি।

৩। তাঁহার দরিদ্র ভারতবাসীর প্রতি দয়া, যথা— দুর্ভিক্ষে স্বয়ং দান দ্বারা ইংরেজদিগকে অপূর্ব্ব দানে উৎসাহিত করা।

৪। তাঁহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা ও তাঁহার রাজ্যে উত্তরোত্তর প্রজাদের সুখসমৃদ্ধি প্রার্থনা।

শুদ্ধ ইংরেজীতে লিখিয়া আমায় আলমোড়ার ঠিকানায় পাঠাইবে। আমি সই করিয়া সিমলায় পাঠাইব। কাহাকে পাঠাইতে হইবে সিমলায়, লিখিবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—মঠ হইতে শুদ্ধানন্দ আমায় সাপ্তাহিক পত্র লিখে তাহার এক এক কপি যেন রক্ষা করে। একটা নকল যেন মঠে রাখে। ইতি—

বি

(৯৫)

স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত

আলমোড়া

১৫ই জুন, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

তোমার সবিশেষ সংবাদ পাইতেছি ও উত্তরোত্তর আনন্দিত হইতেছি। ঐরূপ কার্য্যের দ্বারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়। মতমতান্তরে আসে যায় কি? সাবাস্—তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদাদি জানিবে। কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম, হাম আওর কুছ্ নহি মাঙ্গ্‌তে হেঁ—কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম, even unto death (মৃত্যু পর্য্যন্ত)। দুর্ব্বলগুলোর কর্ম্মবীর, মহাবীর হতে হবে—টাকার জন্য ভয় নাই, টাকা উড়ে আসবে। টাকা যাদের লইবে, তারা নিজের নামে দিক, হানি কি? কার নাম—কিসের নাম? কে নাম চায়? দূর কর নামে। ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যমহোভাগ্যম্।......ভ্যালা মোর ভাইরে, অ্যায়সাই চলো। It is the heart, the heart that conquers, not the brain (হৃদয়, শুধু হৃদয়ই জয়ী হয়ে থাকে—মস্তিষ্ক নয়)। পুঁথিপাতড়া বিদ্যেসিদ্যে, যোগ ধ্যান জ্ঞান—প্রেমের কাছে সব ধূলসমান—প্রেমেই অণিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি। এই ত পূজো, নরনারী-শরীরধারী প্রভুর পূজো, আর যা কিছু "নেদং যদিদমুপাসতে"।

এই ত আরম্ভ, ঐরূপে আমরা ভারতবর্ষ, পৃথিবী ছেয়ে ফেলবো না? তবে কি প্রভুর মাহাত্ম্য!

লোকে দেখুক, আমাদের প্রভুর পাদস্পর্শে লোকে দেবত্ব পায় কি না! এরি নাম জীবন্মুক্তি, যখন সমস্ত 'আমি' স্বার্থ চলে গেছে।

ওয়া বাহাদুর, গুরুকী ফতে! ক্রমে বিস্তারের চেষ্টা কর। তুমি যদি পার ত কলিকাতায় এসে আরও কতকগুলো ছেলেপুলে নিয়ে একটা ফণ্ড তুলে তাদের দু এক জনকে নিয়ে কাজে লাগিয়ে এক জায়গায়—আবার এক জায়গায় যাও! ঐ রকমে বিস্তার কর আর তাদের তুমি inspect (তত্ত্বাবধান) করে বেড়াও—ক্রমে দেখবে যে, ঐ কার্য্যটা permanent (স্থায়ী) হবে—সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও বিদ্যা-প্রচার আপনা আপনিই হবে। আমি কলিকাতাতে বিশেষ লিখেছি। ঐ রকম কাজ করলেই আমি মাথায় করে নাচি—ওয়া বাহাদুর! ক্রমে দেখবে এক একটা ডিষ্ট্রিক্ট (জেলা) এক একটা centre (কেন্দ্র) হবে—permanent (স্থায়ী)। আমি শীঘ্রই plain (সমভূমি) এতে নাব্‌ছি। বীর আমি, যুদ্ধক্ষেত্রে মরব, এখানে মেয়েমানুষের মত বসে থাকা কি আমার সাজে? ইতি

তোমাদের চিরপ্রেমবদ্ধ

বিবেকানন্দ

(৯৬) ইং

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত

আলমোড়া

২০শে জুন, ১৮৯৭

প্রিয় মিস্ নোব্‌ল্,

…তোমাকে অকপট ভাবে জানাচ্ছি যে, তোমার প্রত্যেকটি কথা আমার নিকট মূল্যবান এবং প্রত্যেকখানি চিঠি বহু আকাঙ্ক্ষিত ধন। যখনই ইচ্ছা ও সুযোগ হবে তখনই তুমি নিঃসঙ্কোচে লিখো এবং জেনো যে, তোমার একটি কথাও ভুল বুঝব না, একটি কথাও উপেক্ষা করব না। আমি অনেক কাল কাজের কোন খবর পাই নি। তুমি আমায় কিছু জানাতে পার কি? ভারতে আমাকে নিয়ে যতই মাতামাতি করুক না কেন আমি এখানে কোন সাহায্যের আশা রাখি না। তারা বড়ই দরিদ্র!

তবে আমি নিজেও যে ভাবে শিক্ষালাভ করেছিলাম ঠিক সেই ভাবেই গাছের তলা আশ্রয় করে এবং কোন প্রকারে অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করে কাজ শুরু করে দিয়েছি। কাজের ধারাও অনেকটা বদলেছে। আমার কয়েকটি ছেলেকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে পাঠিয়েছি। এতে যাদুমন্ত্রের মত কাজ হয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি—আর আমার চিরকালের ধারণাও ছিল তাই—যে, হৃদয় এবং শুধু হৃদয়েরই ভেতর দিয়ে জগতের মর্ম্মস্পর্শ করতে পারা যায়। সুতরাং বর্ত্তমান পরিকল্পনা এই যে, বহুসংখ্যক যুবককে গড়ে তুলতে হবে—(উচ্চশ্রেণীকে নিয়েই

আরম্ভ করব, নিম্নশ্রেণীকে নয়; ওদের জন্য আমায় একটু অপেক্ষা করতে হবে)—এবং কোন একটি জেলায় তাদের জনকয়েককে পাঠিয়ে দিয়ে আমার প্রথম অভিযান শুরু করব। ধর্ম্মরাজ্যের এই পথনির্ম্মাতারা যখন পথ পরিষ্কার করে ফেলবে তখন তত্ত্ব ও দর্শন বলার সময় আসবে।

জনকয়েক ছেলে ইতোমধ্যেই শিক্ষা পাচ্ছে; কিন্তু কাজের জন্য যে জীর্ণ আশ্রয়টি আমরা পেয়েছিলাম তা বিগত ভূমিকম্পে ভেঙ্গে গেছে; তবে বাঁচোয়া এইটুকু যে ওটা ভাড়াবাড়ী ছিল। যাক্, ভাববার কিছু নেই; বিপত্তি ও নিরাশ্রয়তার মধ্যেও কাজ চালিয়ে যেতে হবে।...এ পর্য্যন্ত আমাদের সম্বল শুধু মুণ্ডিত মস্তক, ছেঁড়া কাপড় ও অনিশ্চিত আহার। কিন্তু এই পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক এবং পরিবর্ত্তন হবেও নিশ্চয়; কারণ আমরা মনে প্রাণে এই কাজে লেগেছি।...

সত্য বটে যে, এদেশের লোকের ত্যাগের বস্তু নাই বললেই চলে। তবু ত্যাগ আমাদের মজ্জাগত। যে সব ছেলেরা শিক্ষা পাচ্ছে, তাদের এক জন একটি জেলার ভারপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছিল। ভারতে উহা একটি উচ্চ পদ। সে খড়কুটোর মত তা ত্যাগ করেছে।...আমার অসীম ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমাদের সত্যাবদ্ধ

বিবেকানন্দ

(৯৭)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

আলমোড়া

২০শে জুন, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে শুনিয়া সুখী হইলাম। যোগেন ভায়ার কথাবার্ত্তা! তিনি সঠিকে কন না, এজন্য সে সকল শুনিয়া কোনও চিন্তাও করি না। আমি সেরেসুরে গেছি। শরীরে জোরও খুব; তৃষ্ণা নাই, আর রাত্রে উঠিয়া প্রস্রাব বন্ধ।...কোমরে বেদনা-ফেদনা নাই; লিভারও ভাল। শশীর ঔষধে কি ফল হল বুঝতে পারলাম না—কাজেই বন্ধ। আম খুব খাওয়া যাচ্ছে। ঘোড়াচড়াটা বেজায় রপ্ত হচ্ছে—কুড়ি ত্রিশ মাইল এক নাগাড়ে দৌড়ে গিয়েও কিছু মাত্র বেদনা বা exhaustion (অবসাদ) হয় না। দুধ একদম বন্ধ করেছি—পেট মোটার ভয়ে। কাল আলমোড়ায় এসেছি। আর বাগানে যাব না।...বাড়ী ভাড়া টাড়া যা করতে হয় করবে; এতে আর অত জিজ্ঞাসা পড়া কি করছ! শুদ্ধানন্দ লিখছে কি Ruddock's practice of Medicine পাঠ হচ্ছে। ওসব কি nonsense (অসার জিনিস) ক্লাশে পড়ান? এক সেট Physics (পদার্থবিদ্যা) আর Chemistryর (রসায়নের) সাধারণ যন্ত্র ও একটা telescope (দূরবীক্ষণ) ও একটা microscope (অণুবীক্ষণ) ১৫০।২০০ টাকার মধ্যে সব হবে। শশীবাবু সপ্তাহে একদিন এসে Chemistry practical (ফলিত

রসায়ন) এর উপর লেকচার দিতে পারেন ও হরিপ্রসন্ন Physics ইত্যাদির ওপর। আর বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল উত্তম Scientific (বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়) পুস্তক আছে তা সব কিনবে ও পাঠ করাবে। কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ

(৯৮)

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে লিখিত

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

আলমোড়া

৩রা জুলাই, ১৮৯৭

যস্য বীর্য্যেণ কৃতিনো বয়ং চ ভুবনানি চ।
রামকৃষ্ণং সদা বন্দে শর্ব্বং স্বতন্ত্রমীশ্বরম্॥

"প্রভবতি ভগবান্ বিধি"-রিত্যাগমিনঃ অপ্রয়োগনিপুণাঃ প্রয়োগনিপুণাশ্চ পৌরুষং বহুমন্যমানাঃ। তয়োঃ পৌরুষাপৌরুষ-প্রতীকারবলয়োঃ বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ কলহ ইতি মত্বা যতস্বায়ুষ্মন্ শরচ্চন্দ্র আক্রমিতুম্ জ্ঞানগিরিগুরোর্গরিষ্ঠং শিখরম্।

যদুক্তং "তত্ত্বনিকষগ্রাবা বিপদিতি" উচ্যেত তদপি শতশঃ "তৎ ত্বমসি" তত্ত্বাধিকারে। ইদমেব তন্নিদানং বৈরাগ্যরুজঃ। ধন্যং কস্যাপি জীবনং তল্লক্ষণাক্রান্তস্য। অরোচিষ্ণু অপি নির্দ্দিশামি পদং প্রাচীনং—"কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতান্" ইতি। সমারূঢ়ক্ষেপণীক্ষেপণশ্রমঃ বিশ্রাম্যতাং তন্নির্ভরঃ। পূর্ব্বাহিতো বেগঃ পারং নেষ্যতি নাবম্। তদেবোক্তং,—"তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।" "ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" ইত্যত্র ত্যাগেন বৈরাগ্যমেব লক্ষ্যতে। তদ্বৈরাগ্যং

বস্তুশূন্যং বস্তুভূতং বা। প্রথমং যদি, ন তত্র যতেত কোঽপি কীটভক্ষিতমস্তিষ্কেন বিনা; যদ্যপরং তদেদং আপততি,—ত্যাগঃ মনসঃ সঙ্কোচনং অন্যস্মাৎ বস্তুনঃ, পিণ্ডীকরণঞ্চ ঈশ্বরে বা আত্মনি। সর্ব্বেশ্বরস্তু ব্যক্তিবিশেষো ভবিতুং নার্হতি, সমষ্টিরিত্যেব গ্রহণীয়ম্। আত্মেতি বৈরাগ্যবতো জীবাত্মা ইতি নাপদ্যতে, পরন্তু সর্ব্বগঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বস্যাত্মরূপেণাবস্থিতঃ সর্ব্বেশ্বর এব লক্ষ্যীকৃতঃ। স তু সমষ্টিরূপেণ সর্ব্বেষাং প্রত্যক্ষঃ। এবং সতি জীবেশ্বরয়োঃ স্বরূপতঃ অভেদভাবাৎ তয়োঃ সেবা প্রেমরূপকর্ম্মণোরভেদঃ। অয়মেব বিশেষঃ—জীবে জীববুদ্ধ্যা যা সেবা সমর্পিতা সা দয়া, ন প্রেম, যদাত্মবুদ্ধ্যা জীবঃ সেব্যতে, তৎ প্রেম। আত্মনা হি প্রেমাস্পদত্বং শ্রুতিস্মৃতিপ্রত্যক্ষপ্রসিদ্ধত্বাৎ। তদ্ যুক্তমেব যদবাদীৎ ভগবান্ চৈতন্যঃ,—প্রেম ঈশ্বরে, দয়া জীবে ইতি। দ্বৈতবাদিত্বাৎ তত্রভগবতঃ সিদ্ধান্তো জীবেশ্বরয়োর্ভেদবিজ্ঞাপকঃ সমীচীনঃ। অস্মাকন্তু অদ্বৈতপরাণাং জীববুদ্ধির্বন্ধনায় ইতি। তদস্মাকং প্রেম এব শরণং, ন দয়া। জীবে প্রযুক্তঃ দয়াশব্দোঽপি সাহসিকজল্পিত ইতি মন্যামহে। বয়ং ন দয়ামহে, অপি তু সেবামহে; নানুকম্পানুভূতিরস্মাকং অপি তু প্রেমানুভবঃ স্বানুভবঃ সর্ব্বস্মিন্।

সৈব সর্ব্ববৈষম্যসাম্যকরী ভবব্যাধিনীরুজকরী প্রপঞ্চাবশ্যম্ভাব্যত্রিতাপহরণকরী সর্ব্ববস্তুস্বরূপপ্রকাশকরী মায়াধ্বান্তবিধ্বংসকরী আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তস্বাত্মরূপপ্রকটনকরী প্রেমানুভূতিবৈরাগ্যরূপা ভবতু তে শর্ম্মণে শর্ম্মন্।

ইত্যনুদিবসং প্রার্থয়তি

ত্বয়ি ধৃতচিরপ্রেমবন্ধঃ বিবেকানন্দঃ

[বঙ্গানুবাদ]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

যাঁহার শক্তিতে আমরা এবং সমুদয় জগৎ কৃতার্থ সেই শিবস্বরূপ স্বাধীন ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সদা বন্দনা করি।

হে আয়ুষ্মন্ শরচ্চন্দ্র, যে সকল শাস্ত্রকার উদ্যোগশীল নহেন, তাঁহারা বলেন ভগবান বিধিই প্রবল, তিনি যাহা করেন তাহাই হয়; আর যাঁহারা উদ্যোগী ও কর্ম্মকুশল, তাঁহারা পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এই যে কেহ পুরুষকারকে দুঃখ-প্রতীকারের উপায় মনে করিয়া সেই বলের উপর নির্ভর করেন, আবার কেহ কেহ বা দৈববলের উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদের বিবাদ কেবল অজ্ঞানজনিত, ইহা জানিয়া তুমি জ্ঞানরূপ গিরিবরের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণের জন্য যত্ন কর।

"বিপদই তত্ত্বজ্ঞানের কষ্টিপাথর-স্বরূপ", নীতিশাস্ত্রে এই যে বাক্য কথিত হইয়াছে, 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান সম্বন্ধেও সে কথা শত শত বার বলা যাইতে পারে। ইহাই (অর্থাৎ, বিপদে অবিচলিত ভাবই) বৈরাগ্যরূপ রোগের নিদান অর্থাৎ লক্ষণ-স্বরূপ।

ধন্য তিনি, যাঁহার জীবনে ইহার লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়াছে। তোমার ভাল না লাগিলেও আমি সেই প্রাচীন উক্তি তোমায় বলিতেছি, "কিছু সময় অপেক্ষা কর।" দাঁড় চালাইতে চালাইতে শ্রম হইয়াছে, এক্ষণে উহার উপর নির্ভর করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর; পূর্ব্বের বেগই নৌকাকে পারে লইয়া যাইবে। এই জন্যই বলা হইয়াছে, "যোগে সিদ্ধ হইলে

কালে আত্মায় আপনা আপনি সেই জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে।” আর এই যে কথিত হইয়াছে, “ধন বা সন্তান দ্বারা অমরত্ব লাভ হয় না, কিন্তু একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমরত্ব লাভ হয়”, এখানে ‘ত্যাগ’ শব্দের দ্বারা বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই বৈরাগ্য দুই প্রকার হইতে পারে, হয় বস্তুশূন্য বা অভাবাত্মক, নয় বস্তুভূত বা ভাবাত্মক। যদি বৈরাগ্য অভাবাত্মক হয়, তবে কীটভক্ষিতমস্তিষ্ক ব্যক্তি ভিন্ন কেহই তল্লাভে যত্ন করিবে না। আর যদি বৈরাগ্য ভাবাত্মক হয়, তবে এই দাঁড়ায় যে, ত্যাগ অর্থে অন্যবস্তুসমূহ হইতে মনকে সরাইয়া আনিয়া ঈশ্বর বা আত্মায় সংগৃহীত ও সংলগ্ন করা। সর্ব্বেশ্বর যিনি, তিনি ব্যক্তিবিশেষ হইতে পারেন না, তিনি সকলের সমষ্টিস্বরূপ। বৈরাগ্যবান ব্যক্তির নিকট আত্মা বলিতে জীবাত্মা বুঝায় না, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সকলের আত্মারূপে অবস্থিত সর্ব্বেশ্বরই বুঝিতে হইবে। তিনি সমষ্টিরূপে সকলের প্রত্যক্ষ। অতএব যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন তখন জীবের সেবা ও ঈশ্বরে প্রেম দুই একই। বিশেষ এই, জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয় তাহা দয়া, প্রেম নহে; আর আত্মবুদ্ধিতে যে জীবের সেবা করা হয় তাহা প্রেম। আত্মা যে সকলেরই প্রেমাস্পদ তাহা শ্রুতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ, সর্ব্বপ্রকার প্রমাণ দ্বারাই জানা যাইতেছে। এই জন্যই ভগবান চৈতন্য যে ঈশ্বরে প্রেম ও জীবে দয়া করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত। তিনি দ্বৈতবাদী ছিলেন; অতএব তাঁহার এই সিদ্ধান্ত—যাহা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সূচনা করে—

তাহা সমীচীনই হইয়াছে। অদ্বৈতনিষ্ঠ আমাদের কিন্তু জীববুদ্ধি বন্ধনের কারণ। অতএব আমাদের অবলম্বন—প্রেম, দয়া নহে। জীবে প্রযুক্ত 'দয়া' শব্দও আমাদের বোধ হয় জোর করিয়া বলা মাত্র। আমরা দয়া করি না, সেবা করি। কাহাকেও দয়া করিতেছি, এ অনুভব আমাদের নাই; তৎপরিবর্তে আমরা সকলের মধ্যে প্রেমানুভূতি ও আত্মানুভব করিয়া থাকি।

হে শর্মন্ (ব্রাহ্মণ), সেই বৈরাগ্যরূপ প্রেমানুভব, যাহাতে সমস্ত বৈষম্যের সমতা সাধন করে, যাহা দ্বারা ভবরোগ আরোগ্য হয়, যাহা দ্বারা—এই জগতে যাহার হাত এড়াইবার উপায় নাই—সেই ত্রিতাপ নাশ হয়, যাহা দ্বারা সমুদয় বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়, যাহা দ্বারা মায়ারূপ অন্ধকার একেবারে নাশ হইয়া যায়, যাহা দ্বারা আব্রহ্মস্তম্ব সমুদয় জগৎকেই আত্মস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই তোমার কল্যাণের জন্য তোমার হৃদয়ে উদিত হউক। ইহাই তোমার প্রতি চিরপ্রেমে আবদ্ধ বিবেকানন্দ দিবারাত্র প্রার্থনা করিতেছে।

(৯৯) ইং

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত

আলমোড়া

৪ঠা জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় মিস্ নোব্‌ল্,

আশ্চর্য্যের কথা, আজকাল ইংলণ্ড হতে আমার উপর ভাল ও মন্দ দুই প্রকার প্রভাবেরই ক্রিয়া চলেছে; প্রত্যুত

তোমার চিঠিগুলি উৎসাহ ও আলোকপূর্ণ এবং তারা আমার হৃদয়ে বল ও আশার সঞ্চার করে—আর আমার হৃদয় এখন এর জন্য বড়ই লালায়িত। প্রভুই জানেন।

আমি যদিও এখনও হিমালয়ে আছি এবং আরও,অন্ততঃ এক মাস থাকব, আমি আসার আগেই কলকাতায় কাজ শুরু করে দিয়ে এসেছি এবং প্রতি সপ্তাহে কাজের বিবরণ পাচ্ছি।

এখন আমি দুর্ভিক্ষের কাজে ব্যস্ত আছি এবং জন কয়েক যুবককে ভাবী কাজের জন্য গড়ে তোলা ছাড়া শিক্ষাকার্য্যে অধিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারি নি। অন্নসংস্থানের ব্যাপারেই আমার সমস্ত শক্তি ও সম্বল নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। আর যদিও এ যাবৎ অতি সামান্য ভাবেই কাজ করতে পারছি, তথাপি অপ্রত্যাশিত ফল দেখা যাচ্ছে। বুদ্ধের পরে এই আবার প্রথম দেখা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণসন্তানেরা অন্ত্যজ বিসূচিকা রোগীর শয্যাপার্শ্বে সেবায় নিরত রয়েছে।

ভারতে বক্তৃতা ও অধ্যাপনায় বেশী কাজ হবে না। এখন প্রয়োজন সক্রিয় ধর্ম্মের। আর মুসলমানদের কথায় বলতে গেলে "খোদার মর্জ্জী হলে" আমি তাই দেখাতে বদ্ধপরিকর। ...আমি তোমাদের সমিতির কার্য্যপ্রণালীর সহিত সম্পূর্ণ এক-মত; এবং ভবিষ্যতে তুমি যাই কর না কেন তুমি ধরে নিতে পার যে, তাতে আমার সম্মতি থাকবে। তোমার ক্ষমতা ও সহানুভূতির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। ইতোমধ্যেই আমি তোমার নিকট অশেষ ঋণে বদ্ধ হয়েছি এবং প্রতিদিন তুমি আমার ঋণভার বাড়িয়েই যাচ্ছ। এইটুকুই আমার সান্ত্বনা

যে, এই সমস্তই পরের জন্য। নতুবা উইম্বলডনের বন্ধুরা আমার প্রতি যে অপূর্ব্ব অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন, আমি মোটেই তার উপযুক্ত নই। তোমরা ইংরাজরা বড় ভাল, বড় স্থির ও বড় সাচ্চা—ভগবান তোমাদিগকে সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ করুন। আমি দূর থেকে প্রতিদিন তোমার অধিকতর গুণগ্রাহী হচ্ছি। দয়া করে —কে আমার চিরস্নেহ জানাবে এবং তথাকার সব বন্ধুদের জানাবে। আমার অসীম ভালবাসা জেনো। ইতি

তোমাদের চিরসত্যাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

(১০০) ইং

মিস্ মেরী হেলকে লিখিত

আলমোড়া
৯ই জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় ভগ্নি,

তোমার পত্রখানি পড়ে উহার অন্তরালে একটি নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক ভাব ফল্গুনদীর মত বইছে দেখে বড় দুঃখিত হলাম, আর উহার কারণটা কি তাও আমি বুঝতে পারছি। তুমি যে আমাকে সাবধান করে দিয়েছ তার জন্য প্রথমেই তোমায় বিশেষ ধন্যবাদ; তোমার ওরূপ লেখার উদ্দেশ্য আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমি রাজা অজিৎ সিংহের সঙ্গে ইংলণ্ডে যাবার বন্দোবস্ত করেছিলাম, কিন্তু ডাক্তারেরা অনুমতি দিলে না, কাজেই যাওয়া ঘটল না। হ্যারিয়েটের সঙ্গে তাঁর দেখা

হয়েছে জানতে পারলে আমি খুব খুশি হব। তিনিও, তোমাদের যার সঙ্গেই হোক না কেন দেখা হলে, খুব আনন্দিত হবেন।

আমি অনেকগুলি আমেরিকান কাগজের খণ্ডিতাংশ (cuttings) পেয়েছি ; তাতে দেখলাম মার্কিণ রমণীগণ সম্বন্ধে আমার উক্তিসমূহের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে— আরও তাতে এক অদ্ভুত খবর পেলাম যে, আমাকে এখানে জাতিচ্যুত করা হয়েছে! আমার আবার জাত হারাবার ভয় —আমি যে সন্ন্যাসী!!

জাত ত কোনরকম যায়ই নি বরং সমুদ্রযাত্রার উপর সমাজের যে একটা বিরুদ্ধ ভাব ছিল, আমার পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার দরুণ তা অনেকটা নষ্টই হয়ে গেছে। আমাকে যদি জাতিচ্যুত করতে হয় তা হলে ভারতের অর্দ্ধেক রাজন্যবর্গ ও সমুদয় শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আমাকে জাতিচ্যুত করতে হবে। তা ত হয়ই নি, বরং আমি সন্ন্যাস নেবার পূর্ব্বে আমার যে জাতি ছিল সেই জাতিভুক্ত এক প্রধান রাজা আমাকে সম্মানপ্রদর্শনের জন্য একটি সামাজিক ভোজের আয়োজন করেছিলেন ; তাতে ঐ জাতির অধিকাংশ বড় বড় লোক যোগ দিয়েছিলেন। অপর দিক থেকে ধরলে আমরা সন্ন্যাসীরা ত নারায়ণ—দেবতারা সামান্য নরলোকের সঙ্গে একত্রে খেলে তাঁদের মর্য্যাদাহানি হয়। আর প্রিয় মেরি, শত শত রাজার বংশধরেরা এই পা ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়েছে, পূজো করেছে— আর সমস্ত দেশের ভিতর যেরূপ আদর অভ্যর্থনা অভিনন্দনের ছড়াছড়ি হয়েছে, ভারতে আর এরূপ কারও হয় নি।

এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, রাস্তায় বেরুতে গেলেই এত লোকের ভির হত যে, শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশের দরকার হত—জাতিচ্যুত করাই বটে! অবশ্য আমার এইরূপ অভ্যর্থনায় মিশনরী ভায়াদের বেশ শক্তিক্ষয় করে দিয়েছে। আর এখানে তাদের পোছে কে? তাদের যে একটা অস্তিত্ব আছে সেই সম্বন্ধেই যে আমাদের খেয়াল নেই!

আমি এক বক্তৃতায় এই মিশনরী ভায়াদের সম্বন্ধে এবং ইংলিস চার্চ্চের অন্তর্ভুক্ত ভদ্র মিশনরিগণকে বাদ দিয়ে—সাধারণ মিশনরীর দল কোন্ শ্রেণীর লোক হতে সংগৃহীত তৎসম্বন্ধে কিছু বলেছিলাম। সেই সঙ্গে আমেরিকার সেই চার্চ্চের অতিরিক্ত গোঁড়া স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে এবং তাদের পর-কুৎসা সৃষ্টি করবার শক্তি সম্বন্ধেও আমায় কিছু বলতে হয়েছিল। মিশনরী ভায়ারা আমার আমেরিকার কাজটা নষ্ট করবার জন্য এইটিকেই সমগ্র মার্কিণ রমণীগণের উপর আক্রমণ বলে ঢাক পেটাচ্ছে—কারণ তারা বেশ জানে শুধু তাদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে যুক্তরাজ্যের লোকেরা খুশিই হবে। প্রিয় মেরি, ধর যদি ইয়াঙ্কিদের বিরুদ্ধে আমি খুব ভয়ানক কথা বলেই থাকি—তারা আমাদের মা বোনের বিরুদ্ধে যে সব কথা বলে, তাতে কি তার লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও প্রতিশোধ হয়? ভারতবাসী 'হিদেন' (বিধর্ম্মী)—আমাদের উপর খৃষ্টান ইয়াঙ্কি নরনারী যে ঘৃণা পোষণ করে তা ধৌত করতে বরুণ দেবতার সব জলেও কুলোয় না—আর আমরা তাদের কি অনিষ্ট করেছি? অপরে সমালোচনা করলে ইয়াঙ্কিরা ধৈর্য্যের

সহিত তা সহ্য করতে শিখুক, তারপর তারা অপরের সমালোচনা করুক। এটি একটি মনোবিজ্ঞানসম্মত সর্ব্বজনবিদিত সত্য যে, যারা সর্ব্বদা অপরকে গালিগালাজ দিতে প্রস্তুত তারা অপরের এতটুকু সমালোচনার ঘা সহ্য করতে পারে না। আর তারপর তাদের আমি কি ধার ধারি! তোমাদের পরিবার, মিসেস্ বুল, লেগেটরা এবং আর কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি ব্যতীত আর কে আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছে? কে আমার ভাবগুলি কার্য্যে পরিণত করবার সাহায্য করতে এসেছিল? আমায় কিন্তু ক্রমাগত খাটতে হয়েছে, যাতে মার্কিণেরা অপেক্ষাকৃত উদার ও ধর্ম্মপ্রবণ হয়—তার জন্য আমেরিকায় আমার সমুদয় শক্তি ক্ষয় করে এখন আমি মৃত্যুর দ্বারে অতিথি!

ইংলণ্ডে আমি কেবল ছমাস কাজ করেছি—একবার ছাড়া কখনও কোন নিন্দার রব ওঠেনি—সে নিন্দারটনাও একজন মার্কিণ রমণীর কাজ—এই কথা জানতে পেরে ত আমার ইংরাজ বন্ধুরা বিশেষ আশ্বস্ত হলেন। আক্রমণ ত কোন রকম হয়ই নি বরং অনেকগুলি ভাল ভাল ইংলিস চার্চ্চের পাদরী আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলেন—আর না চেয়েই আমি আমার কাজের জন্য যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলাম এবং নিশ্চিত আরও পাব। ওখানকার একটা সমিতি আমার কার্য্যের প্রসার লক্ষ্য করে আসছে এবং উহার জন্য সাহায্যের যোগাড় করছে। তথাকার চার জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমার কার্য্যের সাহায্যের জন্য সব রকম অসুবিধা সহ্য করেও আমার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে

এসেছেন। আরও অনেকে আসবার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং এর পর যখন যাব আরও শত শত লোক প্রস্তুত হবে।

প্রিয় মেরি, আমার জন্য কিছু ভয় করো না। মার্কিণেরা বড় কেবল ইউরোপের হোটেলওয়ালা ও কোটিপতিদের চোখে এবং নিজেদের কাছে। জগৎটাতে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে— ইয়াঙ্কিরা চটলেও আমার জগতে স্থানের অভাব হবে না। যাই হোক না কেন, আমি যতটুকু কাজ করেছি তাতে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছি। আমি কখনও কোন জিনিষ মতলব করে করি নি। আপনা-আপনি যেমন যেমন সুযোগ এসেছে আমি তারই সহায়তা নিয়েছি। কেবল একটা ভাব আমার মস্তিষ্কের ভিতর ঘুরছিল—ভারতবাসী জনসাধারণের উন্নতির জন্য একটা যন্ত্র প্রস্তুত করে চালিয়ে দেওয়া। আমি সে বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য্য হয়েছি। তোমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতো যদি তুমি দেখতে আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও দুঃখকষ্টের ভেতর কেমন কাজ করছে, কলেরাক্রান্ত 'পারিয়া'র মাদুরের বিছানার পাশে বসে কেমন তাদের সেবাশুশ্রূষা করছে এবং অনশনক্লিষ্ট চণ্ডালের মুখে কেমন অন্ন তুলে দিচ্ছে—আর প্রভু আমার এবং তাদের জন্য সাহায্য পাঠাচ্ছেন! মানুষের কথা আমি কি গ্রাহ্য করি? সেই প্রেমাস্পদ প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, যেমন আমেরিকায়, যেমন ইংলণ্ডে, যেমন যখন ভারতের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতুম—কেউ আমায় চিনত না—তখন সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। লোকেরা কি বলে না বলে তাতে আমার কি এসে যায়—ওরা ত খোকা! ওরা

আর ওর চেয়ে বেশী বুঝবে কি করে ? কি ! আমি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেছি, সমুদয় পার্থিব বস্তু যে অসার তা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছি—আমি সামান্য বালকদের কথায় আমার নির্দ্দিষ্ট পথ থেকে চ্যুত হব ?—আমাকে দেখে কি সেইরূপ বোধ হয় ?

আমাকে আমার নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে হল—কারণ তোমাদের কাছে না বল্লে যেন আমার কর্ত্তব্য শেষ হত না। আমি বুঝতে পারছি আমার কাজ শেষ হয়েছে। জোর তিন চার বছর জীবন অবশিষ্ট আছে। আমার নিজের মুক্তির ইচ্ছা সম্পূর্ণ চলে গেছে। আমি সাংসারিক সুখের কখনও প্রার্থনা করি নি। আমি দেখতে চাই যে, আমার যন্ত্রটা বেশ দৃঢ়ভাবে চালু হয়ে গেছে; আর এটা যখন নিশ্চিত বুঝব যে, লোককল্যাণকল্পে অন্ততঃ ভারতে এমন একটা যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে গেলাম যাকে কোন শক্তি দাবাতে পারবে না, তখন ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমি ঘুমুবো। আর নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে একমাত্র ভগবান বিদ্যমান আছেন এবং যে একমাত্র ভগবানের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি; আর আমার সর্ব্বাধিক উপাস্য দেবতা হবেন আমার পাপী নারায়ণ, আমার তাপী নারায়ণ, আমার সর্ব্বজাতির সর্ব্বজীবের দরিদ্র নারায়ণ!

"যিনি তোমার অন্তরে ও বাহিরে, যিনি সব হাত দিয়ে কাজ করেন ও সব পায়ে চলেন, তুমি যাঁর একাঙ্গ, তাঁরই উপাসনা কর এবং আর সব প্রতিমা ভেঙ্গে ফেল।

"যিনি উচ্চ ও নীচ, সাধু ও পাপী, দেব ও কীট সর্ব্বরূপী, সেই প্রত্যক্ষ, জ্ঞেয়, সত্য ও সর্ব্বব্যাপীর উপাসনা কর এবং আর সব প্রতিমা ভেঙ্গে ফেল।

"যাঁতে পূর্ব্বজন্ম নাই, পরজন্ম নাই, বিনাশ নাই, গমনাগমন নাই, যাতে অবস্থিত থেকে আমরা সর্ব্বদা অখণ্ডত্ব লাভ করছি এবং ভবিষ্যতেও করব, তাঁরই উপাসনা কর এবং আর সব প্রতিমা ভেঙ্গে ফেল।

"হে মূর্খগণ, যে সকল জীবন্ত নারায়ণে ও তাঁহার অনন্ত প্রতিবিম্বে জগৎ পরিব্যাপ্ত, তাঁকে ছেড়ে তোমরা কাল্পনিক ছায়ার পেছনে ছুটেছ! তাঁর—সেই প্রত্যক্ষদেবতারই—উপাসনা কর এবং আর সব প্রতিমা ভেঙ্গে ফেল।"

আমার সময় অল্প। এখন আমার যা কিছু বলবার আছে কিছু না চেপে বলে যেতে হবে; ওতে কারও হৃদয়ে আঘাত লাগবে বা কেউ বিরক্ত হবে এ বিষয়ে লক্ষ্য করলে চলবে না। অতএব প্রিয় মেরি, আমার মুখ হতে যাই বের হোক না কেন কিছুতেই ভয় পেয়ো না। কারণ যে শক্তি আমার পশ্চাতে থেকে কাজ করছে, তা বিবেকানন্দ নয়—তা স্বয়ং প্রভু, কিসে ভাল হয়, তিনিই বেশী বোঝেন। যদি আমাকে জগৎকে সন্তুষ্ট করতে হয় তা হলে তাতে জগতের অনিষ্টই হবে। অধিকাংশ লোক যা বলে তা ভুল, কারণ দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে যে জগৎ শাসন করছে তারাই, অথচ জগতের অবস্থা অতি শোচনীয়। যে কোন নূতন ভাব প্রচারিত হবে তারই বিরুদ্ধে লোকে লাগবে; সভ্য যাঁরা তাঁরা শিষ্টাচারের

সীমা লঙ্ঘন না করে উপহাসের হাসি হাসবেন, আর যারা সভ্য নয় তারা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ চীৎকার করবে ও কুৎসিত নিন্দা রটাবে।

সংসারের এসব কীটদেরও একদিন খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে—জ্ঞানহীন বালকদেরও একদিন জ্ঞানালোক পেতে হবে। মার্কিণেরা অভ্যুদয়ের নূতন সুরাপানে এখন মত্ত। অভ্যুদয়ের শত শত বন্যা আমাদের দেশের উপর এসেছে ও চলে গেছে। তাতে আমরা এমন শিক্ষা পেয়েছি যা বালকপ্রকৃতির জাতিরা বুঝতে এখন অক্ষম। আমরা জেনেছি, এ সবই মিছে; এই বীভৎস জগৎটা মায়া মাত্র—ইহা ত্যাগ কর এবং সুখী হও। কামকাঞ্চন ত্যাগ কর—অন্য পথ নাই। বিবাহ, স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধ, টাকাকড়ি এইগুলি মূর্তিমান পিশাচস্বরূপ। সাংসারিক প্রেম যা কিছু, সব দেহ থেকেই প্রসূত—নিশ্চিত জেনো ঐ প্রেম দেহগত, তা ছাড়া আর কিছুই নয়। কামকাঞ্চনসম্বন্ধ সব ছেড়ে দাও—ঐগুলি যেমন চলে যাবে অমনি দিব্যদৃষ্টি খুলে যাবে—আধ্যাত্মিক সত্য সব সাক্ষাৎকার করবে; তখন আত্মা তাঁর অনন্ত শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হবেন। আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল হ্যারিয়েটের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ইংলণ্ডে যাই।—আমার আর একটি মাত্র ইচ্ছা আছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাদের চার বোনের সঙ্গে একবার দেখা করা; আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হবেই হবে। ইতি

তোমাদের চিরস্নেহাবদ্ধ

বিবেকানন্দ

(১০১)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

আলমোড়া

৯ই জুলাই, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

আজ এখান হইতে সভার উদ্দেশ্যের যে proof (প্রুফ) পাঠাইয়াছিলে, তাহা সংশোধন করিয়া পাঠাইলাম। Rules and regulations (নিয়মাবলী) টুকু—যে টুকু আমাদের meeting hallএ (সভায়) মশায়রা পড়িয়াছিলেন—ভ্রমপূর্ণ। বিশেষ যত্নের সহিত সংশোধিত করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিবে, নহিলে লোক হাসিবে।

বহরমপুরে যে প্রকার কার্য্য[১] হইতেছে, তাহা অতীব সুন্দর। ঐ সকল কার্য্যের দ্বারাই জয় হইবে—মতামত কি অন্তর স্পর্শ করে? কার্য্য কার্য্য—জীবন জীবন—মতে ফতে এসে যায় কি? ফিলসফি, যোগ, তপ, ঠাকুরঘর, আলোচাল কলা মূলো—এ সব ব্যক্তিগত ধর্ম্ম, দেশগত ধর্ম্ম—পরোপকারই এক সার্ব্বজনীন মহাব্রত। আবালবৃদ্ধবনিতা, আচণ্ডাল, আপশু সকলেই এ ধর্ম্ম বুঝিতে পারে। শুধু negative (নিষেধাত্মক) ধর্ম্মে কি কাজ হয়? পাথরে ব্যভিচার করে না, গরুতে মিথ্যা কথা কয়

১। স্বামী অখণ্ডানন্দের উদ্যমে সম্পাদিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম দুর্ভিক্ষকার্য্য।

না, বুক্ষেরা চুরি ডাকাতি করে না, তাতে আসে যায় কি ? তুমি চুরি কর না, মিথ্যা কথা কও না, ব্যভিচার কর না, চার ঘণ্টা ধ্যান কর, আট ঘণ্টা ঘণ্টা বাজাও—"মধু, তা কার কি ?" ঐ যে কাজ অতি অল্পও হল, ওতে বহরমপুর একেবারে কেনা হয়ে গেল—এখন যা বলবে, লোকে তাই শুনবে। এখন 'রামকৃষ্ণ, ভগবান' লোককে আর বোঝাতে হবে না। তা নইলে কি লেকচারের কর্ম্ম—কথায় কি চিঁড়ে ভেজে ? ঐ রকম যদি দশটা ডিষ্ট্রিক্টে (জেলায়) পারতে, তাহলে দশটাই কেনা হয়ে যেত। অতএব বুদ্ধিমান, এখন ঐ কর্ম্মবিভাগটার উপরই খুব ঝোঁক, আর ঐটারই উপকারিতা বাড়াতে প্রাণপণে চেষ্টা কর। কতকগুলা ছেলেকে দ্বারে দ্বারে পাঠাও—আলখ জাগিয়ে টাকাপয়সা, ছেঁড়া কাপড়, চালডাল, যা পায় নিয়ে আসুক, তারপর সেগুলো ডিষ্ট্রিবিউট (বিতরণ) করবে। ঐ কাজ, ঐ কাজ। তারপব লোকের বিশ্বাস হবে, তারপর যা বলবে শুনবে।

কলিকাতায় মিটিংএর খরচ খরচা বাদে যা বাঁচে ঐ famine-এতে (দুর্ভিক্ষে) পাঠাও বা কলিকাতার ডোমপাড়া, হাড়িপাড়া বা গলিঘুঁজিতে অনেক গরীব আছে, তাদের সাহায্য কর—হল্ ফল্ ঘোড়ার ডিম থাক, প্রভু যা করবার তা করবেন। আমার এখন শরীর বেশ সেরে গেছে।...

মেটিরিয়াল (মালমসলা) যোগাড় কচ্চ না কেন ? আমি এসে নিজেই কাগজ start (আরম্ভ) করব। দয়া আর ভালবাসায় জগৎ কেনা যায়, লেক্‌চার, বই, ফিলসফি সব তার

নীচে। শশীকে ঐ রকম একটা কর্ম্মবিভাগ গরীবদের সাহায্যের জন্য করতে লিখবে। আর ঠাকুর পূজো ফুজোতে যেন টাকা-কড়ি বেশী ব্যয় না করে।...তুমি মঠের ঠাকুর পূজোর খরচ দু এক টাকা মাসে করে ফেলবে। ঠাকুরের ছেলেপুলে না খেয়ে মারা যাচ্ছে।...শুধু জল-তুলসীর পূজো করে ভোগের পয়সাটা দরিদ্রদের শরীরস্থিত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দিবে—তা হলে সব কল্যাণ হবে। যোগেনের শরীর এখানে খারাপ হয়েছিল, সে আজ যাত্রা করিল—কলিকাতায়। আমি কাল পুনশ্চ দেউলধার যাত্রা করিব। আমার ভালবাসা জানিবে ও সকলকে জানাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ

(১০২) ইং

মিস্ ম্যাক্লাউডকে লিখিত

আলমোড়া

১০ই জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় জো-জো,

তোমার চিঠিগুলি পড়ার আমার ফুরসৎ আছে, এটা যে তুমি আবিষ্কার করে ফেলেছ এতে আমি খুশী আছি।

বক্তৃতা ও বাগ্মিতা করে করে হয়রাণ হয়ে পড়ায় আমি হিমালয়ে আশ্রয় নিয়েছি। ডাক্তাররা আমায় খেতড়ির রাজার সঙ্গে ইংলণ্ডে যেতে না দেওয়ায় আমি বড়ই দুঃখিত; আর ষ্টার্ডি এতে ক্ষেপে গেছে!

সেভিয়ার দম্পতী সিমলাতে আছেন, আর মিস্ মূলার এখানে আলমোড়ায়।

প্লেগ কমেছে; কিন্তু দুর্ভিক্ষ এখনও এখানে চলছে, অধিকন্তু এযাবৎ বৃষ্টি না হওয়ায় উহা আরো করালরূপ ধারণ করবে বলে মনে হচ্ছে।

আমাদের কর্ম্মীরা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বিভিন্ন জেলায় যে কাজে নেমেছে এখান থেকে তার পরিচালনায় আমি খুবই ব্যস্ত আছি।

যেমন করেই হোক তুমি এসে পড়; শুধু এইটুকু মনে রেখো— ইউরোপীয়দের ও হিন্দুদের (অর্থাৎ ইউরোপীয়েরা যাদের 'নেটিভ' বলেন তাদের) বসবাসের ব্যবস্থা যেন তেল-জলের মত; নেটিভদের সঙ্গে মেলা-মেশা করা ইউরোপীয়দের পক্ষে সর্ব্বনেশে ব্যাপার। (প্রাদেশিক) রাজধানীগুলোতে পর্য্যন্ত বলবার মত কোন হোটেল নেই। তোমাকে অনেক চাকর বাকর সঙ্গে নিয়ে চলা-ফেরা করতে হবে (খরচ হোটেলের চেয়ে কম)। কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত লোকের ছবি তোমায় সয়ে যেতে হবে; আমাকেও তুমি ঐরূপেই দেখতে পাবে। সর্ব্বত্রই ময়লা ও নোংরা, আর সব কাল আদমী। কিন্তু তোমার সঙ্গে দার্শনিক আলোচনা করবার মত লোক ঢের পাবে। এখানে যদি ইংরাজদের সঙ্গে বেশী মেলা-মেশা কর তবে তুমি আরাম পাবে বেশী; কিন্তু হিন্দুদের ঠিক ঠিক পরিচয় পাবে না। হয় ত আমি তোমার সঙ্গে বসে খেতে পাব না; কিন্তু আমি তোমায় কথা দিচ্ছি যে, আমি তোমার সঙ্গে বহু জায়গায় ভ্রমণ করব এবং তোমার ভ্রমণকে সুখময় করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এই সবই তোমার

ভাগ্যে জুটবে—যদি কিছু ভাল জুটে যায় ত সে বাড়তির ভাগ। হয় ত মেরী হেল তোমার সঙ্গে এসে পড়তে পারে। অর্চ্চার্ড্ লেক্, অর্চ্চার্ড্ দ্বীপ, মিসিগান—এই ঠিকানায় মিস্ ক্যাম্প্‌বেল নাম্নী একটি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া কুমারী বাস করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ ভক্ত এবং উপবাস ও প্রার্থনাদি অবলম্বনে এই দ্বীপে নির্জ্জনে বাস করেন, ভারত দর্শনের জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু তিনি বড়ই গরীব। তুমি যদি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আস, তবে যেমন করেই হোক, আমি তাঁর খরচ দেব। মিসেস্ বুল যদি বুড়ো ল্যাণ্ডস্‌বার্গকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন, তবে যেন ও মিনসের জীবন বেঁচে যায়!

খুব সম্ভব আমি তোমার সঙ্গে আমেরিকায় ফিরব। হলিষ্টার ও শিশুটিকে আমার চুমো দিও। এ্যালবার্টা, লেগেট দম্পতি ও ম্যাবেলকে আমার ভালবাসা জানিও। ফক্স কি করছে? তার সঙ্গে দেখা হলে তাকে আমার ভালবাসা জানিও। মিসেস্ বুল ও সারদানন্দকে ভালবাসা জানাচ্ছি। আমি পূর্ব্বকার মতই সবল আছি; কিন্তু কিরূপ থাকব তা নির্ভর করছে ভবিষ্যতে সব ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকার উপর। আর দৌড়ঝাঁপ করা চলবে না।

এ বছরে তিব্বতে যাবার খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এরা যেতে দিল না, কারণ ঐপথে চলা ভয়ানক শ্রমসাপেক্ষ। যা হোক আমি খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পাহাড়ী ঘোড়া ছুটিয়েই সন্তুষ্ট আছি। তোমার বাইসাইকেলের চেয়ে এটা

অধিক উন্মাদনাপূর্ণ; অবশ্য উইম্বলডনে আমার সে অভিজ্ঞতাও হয়ে গেছে। মাইলের পর মাইল চড়াই ও মাইলের পর মাইল উতরাই—রাস্তাটা কয়েক ফুট মাত্র চওড়া, খাড়া পাহাড়ের গায়ে যেন ঝুলে আছে, আর বহু সহস্র ফুট নীচে খদ!

সদা প্রভুপদাশ্রিত

বিবেকানন্দ

পুঃ—আসার সব চেয়ে ভাল সময় হচ্ছে অক্টোবরের মধ্যে বা নভেম্বরের প্রথমে ভারতে পৌঁছা; ডিসেম্বর, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী তুমি সব দেখবে এবং ফেব্রুয়ারীর শেষাশেষি ফিরে যাবে। মার্চ্চ থেকে গরম পড়তে শুরু হয়। দক্ষিণ ভারত সব সময়েই গরম।

বি

মান্দ্রাজে শীঘ্রই একখানি পত্রিকা আরম্ভ হবে; গুডউইন তারই কাজে সেখানে গেছে।

বি

(১০৩) ইং

স্বামী শুদ্ধানন্দকে লিখিত

আলমোড়া

১১ই জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় শুদ্ধানন্দ,

তুমি সম্প্রতি মঠের যে কার্য্য-বিবরণ পাঠিয়েছ, তা পেয়ে ভারী খুশী হলাম। তোমার রিপোর্ট সম্বন্ধে আমার সমালোচনার

বড় কিছু নেই—কেবল বলতে চাই আর একটু পরিষ্কার করে লিখো।

যতদূর পর্য্যন্ত কাজ হয়েছে তাতে আমি খুব সন্তুষ্ট; কিন্তু আরো এগিয়ে যেতে হবে। পূর্ব্বে আমি একবার লিখেছিলাম, কতকগুলো পদার্থবিত্থা ও রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধীয় যন্ত্র যোগাড় করলে ভাল হয় এবং ক্লাস খুলে পদার্থবিত্থা ও রসায়ন, বিশেষতঃ দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে সাদাসিদে ও হাতে কলমে শিক্ষা দিলে ভাল হয়; কই, সে সম্বন্ধে ত কোন উচ্চবাচ্য এ পর্য্যন্ত শুনিনি।

আরো একটা কথা লিখেছিলাম—যে সকল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে সেইগুলি কিনে ফেলা উচিত; তার সম্বন্ধেই বা কি হল?

এখন আমার মনে হচ্ছে—মঠে একসঙ্গে অন্ততঃ তিন জন করে মহান্ত নির্ব্বাচন করলে ভাল হয়—একজন বৈষয়িক ব্যাপার চালাবেন, একজন আধ্যাত্মিক দিক্ দেখবেন, আর একজন জ্ঞানার্জ্জনের ব্যবস্থা করবেন।

শিক্ষাবিভাগের উপযুক্ত পরিচালক পাওয়াই দেখছি কঠিন। ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ অনায়াসে অপর দুইটি বিভাগের ভার নিতে পারেন। মঠ দর্শন করতে কেবল কলকাতার বাবুর দল আসছেন জেনে বড় দুঃখিত হলাম। তাদের দ্বারা কিছু হবে না। আমরা চাই সাহসী যুবকের দল—যারা কাজ করবে, আহাম্মকের দলকে দিয়ে কি হবে?

ব্রহ্মানন্দকে বলবে, তিনি যেন অভেদানন্দ ও সারদানন্দকে মঠে তাঁদের সাপ্তাহিক কার্য্য-বিবরণী পাঠাতে লেখেন—যেন

উহা পাঠাতে ত্রুটি না হয়, আর যে বাঙ্গালা কাগজটা বার করবার কথা হচ্ছে, তার জন্য প্রবন্ধ ও আবশ্যকীয় উপাদান যেন পাঠান। গিরিশবাবু কি কাগজটার জন্য যোগাড়যন্ত্র করছেন? অদম্য ইচ্ছাশক্তির সহিত কাজ করে যাও ও প্রস্তুত থাক।

অখণ্ডানন্দ মহুলাতে অদ্ভুত কর্ম্ম করছে বটে, কিন্তু কার্য্য-প্রণালী ভাল বলে বোধ হচ্ছে না। বোধ হচ্ছে তারা একটা ছোট গ্রামেই তাদের শক্তিক্ষয় করছে, তাও কেবল চাল-বিতরণ-কার্য্যে। এই চাল দিয়ে সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ প্রচার কার্য্যও হচ্ছে—কই এরূপ ত শুনতে পাচ্ছি না। লোকগুলোকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শিখান না যায় তবে জগতের যত ঐশ্বর্য্য আছে সব ঢাললেও ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামেরও যথার্থ সাহায্য করতে পারা যায় না। আমাদের কাজ হওয়া উচিত প্রধানতঃ শিক্ষাদান—চরিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তি উভয়েরই উৎকর্ষ-সাধনের জন্য শিক্ষা-বিস্তার। আমি সে সম্বন্ধে ত কোন কথা শুনছি না—কেবল শুনছি, এতগুলি ভিক্ষুককে সাহায্য দেওয়া হয়েছে! ব্রহ্মানন্দকে বল বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্র খুলতে, যাতে আমাদের সামান্য সম্বলে যতদূর সম্ভব অধিক জায়গায় কাজ করা যায়। আরো বোধ হচ্ছে, এপর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে ফলতঃ কিছু হয় নি; কারণ তাঁরা এখনও পর্য্যন্ত স্থানীয় লোকদের মধ্যে তেমন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে পারেন নি, যাতে তাঁরা লোকের শিক্ষাবিষয়ের জন্য সভাসমিতি স্থাপন করতে পারে এবং ঐ শিক্ষার ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল ও মিতব্যয়ী হতে পারে, বিবাহের দিকে অস্বাভাবিক ঝোঁক না থাকে, এবং এইরূপে ভবিষ্যতে

দুর্ভিক্ষের কবল হতে আপনাদের রক্ষা করতে পারে। দয়ায় লোকের হৃদয় খুলে যায়; কিন্তু সেই দ্বার দিয়ে তার সর্ব্বাঙ্গীণ হিত যাতে হয়, তার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় এই—একটা ছোট কুঁড়ে নিয়ে গুরু মহারাজের মন্দির কর—গরিবরা সেখানে আসুক—তাদের সাহায্যও করা হউক—তারা সেখানে পূজা-অর্চ্চাও করুক। প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় সেখানে 'কথা' হোক। ঐ কথার সাহায্যেই তোমরা লোককে যা কিছু শেখাতে ইচ্ছা কর, শেখাতে পারবে। ক্রমে ক্রমে তাদের আপনাদেরই ঐ বিষয়ে একটা আস্থা ও আগ্রহ বাড়তে থাকবে—তখন তারা নিজেরাই সেই মন্দিরের ভার নেবে, আর হতে পারে, কয়েক বৎসরের ভেতর ঐ ক্ষুদ্র মন্দিরটিই একটি প্রকাণ্ড আশ্রমে পরিণত হবে। যাঁরা দুর্ভিক্ষমোচন-কার্য্যে যাচ্ছেন, তাঁরা প্রথমে প্রত্যেক জেলায় এক একটা মাঝামাঝি জায়গা নির্ব্বাচন করুন—এইরূপ একটি কুঁড়ে নিয়ে তথায় ঠাকুরঘর স্থাপন করুন—যেখান থেকে আমাদের অল্পস্বল্প কার্য্য আরম্ভ হতে পারে।

মনের মত কাজ পেলে অতি মূর্খতেও করতে পারে। যে সকল কাজকেই মনের মত করে নিতে পারে, সেই বুদ্ধিমান। কোনও কাজই ছোট নয়, এ সংসারে যাবতীয় বস্তু বটের বীজের ন্যায়, সর্ষপের ন্যায় ক্ষুদ্র দেখালেও অতি বৃহৎ বটগাছ তার মধ্যে। বুদ্ধিমান সেই যে এটি দেখতে পায় এবং সকল কাজকেই মহৎ করে তোলে। [১]

---

১ স্বামিজী এই প্যারাটী বাংলায় লিখিয়াছিলেন।

যাঁরা দুর্ভিক্ষমোচন করছেন, তাঁদের এটিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, জুয়াচোরেরা যেন গরিবের প্রাপ্য নিয়ে না যেতে পারে। ভারতবর্ষ এরূপ অলস জুয়াচোরে পূর্ণ এবং দেখে আশ্চর্য্য হবে, তারা কখনও না খেয়ে মরে না—কিছু না কিছু খেতে পায়ই। ব্রহ্মানন্দকে বল, যাঁরা দুর্ভিক্ষে কাজ করছেন, তাঁদের সকলকে এই কথা লিখতে—যাতে কোন ফল নেই এমন কিছুর জন্য টাকা খরচ করতে তাঁদের কখনই দেওয়া হবে না—আমরা চাই, যতদূর সম্ভব অল্প খরচে যত বেশী সম্ভব স্থায়ী সৎকার্য্যের প্রতিষ্ঠা।

এখন তোমরা বুঝতে পারছ, তোমাদিগকে নূতন নূতন মৌলিক ভাব ভাববার চেষ্টা করতে হবে—তা না হলে আমি মরে গেলেই সমুদয় কাজটাই চুরমার হয়ে যাবে। এই রকম করতে পার—তোমরা সকলে মিলে এই বিষয় আলোচনার জন্য একটা সভা কর—'আমাদের হাতে যে অল্পস্বল্প সম্বল আছে, তা থেকে কি করে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল স্থায়ী কাজ হতে পারে।' কিছুদিন আগে থেকে সকলকে এই বিষয়ে খবর দেওয়া হোক—সকলেই নিজের মতামত, বক্তব্য বলুক—সেইগুলি নিয়ে বিচার হোক—বাদ প্রতিবাদ হোক—তারপর আমাকে তার একটা রিপোর্ট পাঠাও।

উপসংহারে বলি, তোমরা স্মরণ রেখো, আমি আমার গুরুভাইদের চেয়ে আমার সন্তানদের নিকট অধিক প্রত্যাশা করি—আমি চাই, আমার সব ছেলেরা, আমি যত বড় হতে পারতুম, তার চেয়ে শতগুণ বড় হোক। তোমাদের প্রত্যেককেই এক একটা 'দানা' অবশ্য হতেই হবে—আমি বলছি,—অবশ্যই

হতে হবে। আজ্ঞাবহতা, উদ্দেশ্যের উপর অনুরাগ ও সর্ব্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকা—এই তিনটি যদি থাকে, কিছুতেই তোমাদের হঠাতে পারবে না। আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

(১০৪)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

দেউলধার, আলমোড়া
১৩ই জুলাই, ১৮৯৭

প্রেমাস্পদেষু,

এখান হইতে আলমোড়ায় যাইয়া যোগেন ভায়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ভায়া একটু আরাম বোধ করিয়াই দেশে যাত্রা করিলেন। সুভালা ভালি পৌঁছে সংবাদ দিবে।... ডাণ্ডি আদি পাওয়া অসম্ভব বিধায় লাটুর যাওয়া হইল না। আমি ও অচ্যুত পুনরায় এ স্থানে আসিয়াছি। আমার শরীর এই ঘোড়ার পিঠে রৌদ্রে ঊর্দ্ধশ্বাস দৌড়ের দরুণ একটু আজ খারাপ আছে। শশীবাবুর ঔষধ প্রায় দুই সপ্তাহ খাইলাম—বিশেষ কিছুই দেখি না।...লিভারের বেদনাটা গিয়াছে ও খুব কসরত করার দরুণ হাত পা বিশেষ muscular (পেশীবহুল) হইয়াছে, কিন্তু পেটটা বিষম ফুলিতেছে; উঠতে বসতে হাঁপ ধরে। বোধ হয় দুধ খাওয়াই তার কারণ; শশীকে জিজ্ঞাসা করিবে যে দুগ্ধ ছাড়িয়া দেওয়া যায় কিনা? পূর্ব্বে

আমার দুইবার sun-stroke (সদ্দিগরমি) হয়। সেই অবধি রৌদ্র লাগিলেই চোখ লাল হয়, দুই তিন দিন শরীর খারাপ যায়।

মঠের খবর শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম ও দুর্ভিক্ষের কার্য্য উত্তমরূপে হইতেছে শুনিলাম। দুর্ভিক্ষের জন্য 'ব্রহ্মবাদিন্' আফিস হইতে টাকা আসিয়াছে কি না লিখিবে এবং এখান হইতেও শীঘ্র টাকা যাইবে। দুর্ভিক্ষ আরও অনেক স্থানে ত আছে। ততদিন থাকিবার আবশ্যক নাই। উহাদিগকে অন্যত্র যাইতে বলিবে এবং এক এক জনকে এক এক জায়গায় যাইতে লিখিবে। ঐ সকল কাজই আসল কাজ; ঐরূপে ক্ষেত্র কর্ষিত হইলে পর ধর্ম্মের বীজ রোপণ করা যাইতে পারে। ঐ যে গোঁড়ারা আমাদের গালি করিতেছে, তাহার ঐ রকম কার্য্যই একমাত্র উত্তর—এইটি সদা মনে রাখিবে। শশী ও সারদা যে প্রকার বলিতেছে সেই প্রকার ছাপাইতে আমার কোনও আপত্তি নাই।

মঠের নাম কি হইবে একটা স্থির তোমরাই কর।...টাকা সাত সপ্তাহের মধ্যেই পৌঁছিবে; জমীর ত কোন খবর নাই। এ বিষয়ে বোধ হয় কাশীপুরের কেষ্ট গোপালের বাগানটা নিলে ভাল হয় না? পরে বড় কার্য্য ক্রমে হবে। যদি মত হয় এ বিষয় কাহাকেও—মঠস্থ বা বাহিরের—না বলিয়া চুপি চুপি অনুসন্ধান করিও। দুই কাণ হইলেই কাজ খারাপ হয়। যদি ১৫।১৬ হাজারের ভিতর হয় ত তৎক্ষণাৎ কিনিবে (যদি ভাল বোঝ)। যদি কিছু বেশী হয় ত বায়না করিয়া ঐ সাত সপ্তাহ

অপেক্ষা করিও। আমার মতে আপাততঃ ওটা লওয়াই ভাল। বাকী ধীরে ধীরে হবে। ও বাগানের সহিত আমাদের সমস্ত association (স্মৃতি জড়িত)। বাস্তবিক এটাই আমাদের প্রথম মঠ। অতি গোপনে—"ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব"—(ফল দেখেই কাজের বিচার সম্ভব হয়; যেমন ফল দেখে পূর্ব্ব সংস্কারের অনুমান করা হয়)।...

কাশীপুরের বাগানের অবশ্য জমীর দাম বেড়ে গেছে; কিন্তু কড়ি তেমনি কমে গেছে। যা হয় একটা করো ও শীঘ্র করো। গয়ং গচ্ছ করতে করতে যত কাজ মাটি হয়। ওটাও ত নিতেই হবে, আজ না হয় কাল—আর যত বড়ই গঙ্গাতীরে মঠ হউক না। অন্য লোক দিয়ে কথা পাড়ালে আরও ভাল হয়। আমাদের কেনা টের পেলে লম্বা দর হাঁকবে। চেপে কাজ করে চল। অভীঃ, ঠাকুর সহায়, ভয় কি? সকলকে আমার ভালবাসা দিবে।

বিবেকানন্দ

(খামের উপরে লিখিত)

...কাশীপুরের বিশেষ চেষ্টা দেখ।...বেলুড়ের জমি ছেড়ে দাও।

হুজুরদের নামের জ্বালায় কি গরীবগুলো শুকিয়ে মরবে? সব নাম 'মহাবোধি' নেয় ত নিক্। গরীবদের উপকার হোক। কাজ বেশ চলছে—উত্তম কথা। আর ও লেগে যাও। আমি প্রবন্ধ পাঠাতে আরম্ভ করছি। Saccharine & lime (স্যাকারিন ও নেবু) এসেছে।

বি

(১০৫) ইং

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত

আলমোড়া

২৩শে জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় মিস্ নোবল্,

আমার সংক্ষিপ্ত চিঠির জন্য কিছু মনে করো না। আমি এখন পাহাড় হতে সমতল ভূমির দিকে চলেছি, কোন একটা স্থানে পৌঁছে তোমাকে বিস্তারিত চিঠি দেব।

"ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও অকপটতা থাকতে পারে"—তোমার এ কথার যে কি অর্থ তা আমি ত বুঝতে পারি না। আমার দিক থেকে ত আমি বলতে পারি যে, প্রাচ্য লৌকিকতার সামান্য যেটুকু এখনও আমার আছে তার শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত মুছে ফেলে দিয়ে আমি শিশুর স্বভাবসুলভ সরলতা নিয়ে কথা বলার জন্য সব করতে প্রস্তুত আছি। আহা, যদি একটি দিনের জন্যও স্বাধীনতার পূর্ণ আলোকে বাস করা যায়, এবং সরলতার মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস গ্রহণ করা যায়! উহাই কি শ্রেষ্ঠ পবিত্রতা নহে?

এ সংসারে অন্যের ভয়ে আমরা কাজ করি, ভয়ে কথা বলি, ভয়ে চিন্তা করি। হায়, শত্রুপরিবেষ্টিত লোকে আমাদের জন্ম! "শত্রুর গুপ্তচর বিশেষভাবে আমাকেই লক্ষ্য করে ফিরছে"—এম্নি একটা ভীতির হাত থেকে কে নিষ্কৃতি পেয়েছে? আর যে জীবনে এগিয়ে যেতে চায়—তার ভাগ্যে আছে দুর্গতি। এ

সংসার কখনো কি আপনার জন্যে পূর্ণ হবে? কে বলতে পারে? আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি।

কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং বর্ত্তমানে দুর্ভিক্ষনিবারণই আমাদের কাছে প্রধান কর্ত্তব্য। কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং কাজ চলছে—দুর্ভিক্ষ-সেবা, প্রচার এবং সামান্য শিক্ষাদান। এখন পর্য্যন্ত অবশ্য খুব সামান্য ভাবেই চলছে, যে সব ছেলেরা শিক্ষাধীন আছে তাদিগকে সুবিধামত কাজে লাগান হচ্ছে।

বর্ত্তমানে মান্দ্রাজ ও কলকাতাই আমাদের কাজের জায়গা। গুড্‌উইন মান্দ্রাজে কাজ করছে। কলম্বোতেও একজন গেছে। যদি ইতোমধ্যে পাঠান না হয়ে থাকে, তবে আগামী সপ্তাহ হতে তোমাকে সমস্ত কাজের একটি করে মাসিক বিবৃতি পাঠান হবে। আমি বর্ত্তমানে কর্ম্মকেন্দ্র হতে দূরে আছি, তাই সবই একটু ঢিলে চলছে, তা দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু মোটের উপর কাজ সন্তোষজনক।

তুমি এখানে না এসে ইংলণ্ডে থেকেই আমাদের জন্য বেশী কাজ করতে পারবে। দরিদ্র ভারতবাসীর কল্যাণে তোমার বিপুল আত্মত্যাগের জন্য ভগবান তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন!

আমি ইংলণ্ডে গেলে সেখানকার কাজ যে অনেকটা জেঁকে উঠবে তা তোমার মত আমিও বিশ্বাস করি। তথাপি এখানকার কর্ম্মচক্র খানিকটা ঘুরতে আরম্ভ না করলে এবং আমার অনুপস্থিতিতে কাজ চালাবার মত অনেকে আছে ইহা না জেনে, আমার পক্ষে ভারতবর্ষ ত্যাগ করা ঠিক হবে না। মুসলমানদের কথায় বলতে গেলে, "খোদার মর্জ্জিতে" তা কয়েক মাসের মধ্যেই

হয়ে যাবে। আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী খেতড়ীর রাজা এখন ইংলণ্ডে আছেন। তিনি শীঘ্র ভারতে ফিরে আসবেন বলে আশা করি এবং তিনি অবশ্যই আমার বিশেষ সহায়ক হবেন।

আমার অনন্ত ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি-

বিবেকানন্দ

(১০৬)

স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

আলমোড়া

২৪শে জুলাই, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। Orphanage (অনাথাশ্রম) সম্বন্ধে তোমার যে অভিপ্রায় অতি উত্তম ও শ্রীমহারাজ তাহা অচিরাৎ পূর্ণ করিবেন নিশ্চিত। একটা স্থায়ী centre (কেন্দ্র) যাহাতে হয়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।...টাকার চিন্তা নাই—কল্য আমি আলমোড়া হইতে plain-এতে (সমতল প্রদেশে) নামিব, যেখানে হাঙ্গাম হইবে সেইখানেই একটা চাঁদা করিব—famine-এর (দুর্ভিক্ষের) জন্য—ভয় নাই। যে প্রকার আমাদের কলিকাতার মঠ, ঐ নমুনায় প্রত্যেক জিলায় যখন এক একটি মঠ হইবে, তখনই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। প্রচারের কার্য্যও যেন বন্ধ না হয় এবং প্রচারাপেক্ষাও বিদ্যাশিক্ষাই প্রধান কার্য্য; গ্রামের লোকদের lecture (বক্তৃতা) আদি দ্বারা ধর্ম্ম,

ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হইবে—বিশেষ ইতিহাস। ইংলণ্ডে আমাদের এই শিক্ষাকার্য্যের সহায়তার জন্য একটি সভা আছে; ঐ সভার কার্য্য অতি উত্তম চলিতেছে, সংবাদ পাইয়া থাকি। এই প্রকার চতুর্দ্দিক হইতে ক্রমশঃ সহায় আসিবে, ভয় কি? যারা ভাবে যে, সহায়তা এলে তারপর কার্য্য করব, তাদের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। যারা ভাবে যে, কার্য্যক্ষেত্রে নামলেই সহায় আসবে, তারাই কার্য্য করে।

সব শক্তি তোমাতে আছে বিশ্বাস কর, প্রকাশ হতে বাকি থাকবে না। আমার প্রাণের ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানিবে ও ব্রহ্মচারীকে জানাইবে। তুমি মঠে খুব উৎসাহপূর্ণ চিঠি মধ্যে মধ্যে লিখিবে, যাহাতে সকলে উৎসাহিত হয়ে কার্য্য করে। ওয়া গুরুকী ফতে। কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ

(১০৭) ইং

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত

আলমোড়া

২৯শে জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় মিস্ নোব্‌ল্,

ষ্টার্ডির একখানি চিঠি কাল পেয়েছি। তাতে জানলাম যে তুমি ভারতে আসতে এবং সব কিছু চাক্ষুষ দেখতে দৃঢ়সংকল্প। কাল তার উত্তর দিয়েছি। কিন্তু মিস্ মুলারের নিকট হতে তোমার কর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধে যা অবগত হলাম, তাতে এই

পত্রখানিও আবশ্যক হয়ে পড়েছে; এবং বোধ হচ্ছে, সরাসরি তোমাকেই লিখা ভাল।

তোমাকে খোলাখোলি বলছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার অশেষ সাফল্যলাভ হবে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর— একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি হতে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্ব্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেণ্টিক রক্তই তোমাকে সর্ব্বথা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে।

কিন্তু, 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি'। এদেশের দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কীদৃশ তা তুমি ধারণা করতে পার না। এদেশে এলে তুমি নিজেকে অর্দ্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নর-নারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা; তারা শ্বেতাঙ্গদিগকে ভয়েই হোক বা ঘৃণায়ই হোক— এড়িয়ে চলে এবং তারাও এদের তীব্র ঘৃণা করে। পক্ষান্তরে, শ্বেতাঙ্গরা তোমাকে ছিটগ্রস্ত মনে করবে এবং তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি সন্দেহের চক্ষে দেখবে।

তা ছাড়া, জলবায়ুও অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রধান। এদেশের প্রায় সব জায়গার শীতই তোমাদের গ্রীষ্মের মত; আর দক্ষিণাঞ্চলে তো সর্ব্বদাই আগুণের হল্‌কা চলছে।

শহরের বাইরে কোথাও ইউরোপীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিছুমাত্র পাবার উপায় নেই। যদি এসব সত্ত্বেও তুমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হতে

সাহস কর, তবে অবশ্য তোমাকে শতবার স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি। অন্যত্র যেমন তেমনি এখানেও আমি কেউ নই; তবু আমার যেটুকু প্রভাব আছে সেটুকু দিয়ে আমি অবশ্যই তোমার সাহায্য করব।

কর্ম্মে ঝাঁপ দেবার পূর্ব্বে বিশেষভাবে চিন্তা করো এবং কাজের পরে যদি বিফল হও কিংবা কখনো কর্ম্মে বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো যে, আমাকে আমরণ তোমার পার্শ্বেই পাবে—তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদান্ত-ধর্ম্ম ত্যাগই কর আর ধরেই থাক। 'মরদ্‌কী বাৎ হাতীকী দাঁত'—একবার বেরুলে আর ভিতরে যায় না; খাঁটী লোকের কথারও তেমনি নড়চড় নেই—এই আমার প্রতিজ্ঞা। আবার তোমাকে একটু সাবধান করা দরকার—তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, মিস্ মূলার কিম্বা অন্য কারুর পক্ষপুটে আশ্রয় নিলে চলবে না। তাঁর নিজের ভাবে মিস্ মূলার চমৎকার মহিলা; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই ধারণা ছেলেবেলা হতেই তাঁর মাথায় ঢুকেছে যে, তিনি আজন্ম নেত্রী আর দুনিয়াকে ওলট্‌পালট্ করে দিতে অর্থ ভিন্ন অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন নেই! এই মনোভাব তাঁর অজ্ঞাতসারেই পুনঃ পুনঃ মাথা তুলছে এবং দিন কয়েকের মধ্যেই তুমি বুঝতে পারবে যে, তাঁর সঙ্গে বনিয়ে চলা অসম্ভব। তাঁর বর্ত্তমান সঙ্কল্প এই যে, তিনি কলকাতায় একটি বাড়ী ভাড়া নেবেন—তোমার ও নিজের জন্য এবং ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে যে সব বন্ধুদের আসার সম্ভাবনা আছে, তাদেরও জন্য। এটা

অবশ্য তাঁর সহৃদয়তা ও অমায়িকতার পরিচায়ক ; কিন্তু তাঁর মঠ-স্বামিনী-সুলভ সঙ্কল্পটি দুটি কারণে কখন সফল হবে না—তাঁর রুক্ষ মেজাজ এবং তাঁর অদ্ভুত অব্যবস্থিতচিত্ততা। কারো কারো সঙ্গে দূর থেকে বন্ধুত্ব করাই ভাল এবং যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তার সবই মঙ্গল হয়।

মিসেস্ সেভিয়ার রমণীকুলের রত্নবিশেষ, এত সৎ, এত স্নেহময়ী তিনি! সেভিয়ার দম্পতীই একমাত্র ইংরাজ যাঁরা এদেশীয়দের ঘৃণা করেন না ; এমন কি ষ্টার্ডিকেও বাদ দেওয়া চলে না। একমাত্র সেভিয়াররাই আমাদিগের উপর মুরুব্বিয়ানা করতে এদেশে আসেন নি। কিন্তু তাদের এখনও কোন ছকা কার্য-প্রণালী নেই। তুমি এলে তাদিগকে তোমার সহকর্মিরূপে পেতে পার এবং তাতে তোমার ও তাদের উভয়েরই সুবিধা হবে। কিন্তু আসল কথা এই যে, নিজের পায়ে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে।

আমেরিকার সংবাদে জানলাম যে, মিস্ ম্যাকলাউড ও বষ্টনের মিসেস্ বুল নাম্নী আমার দুইজন বন্ধু এই শরৎ কালেই ভারতপরিভ্রমণে আসছেন। মিস্ ম্যাকলাউডকে তুমি লণ্ডনেই দেখেছ—সেই প্যারীনগরীর ফ্যাসান মাফিক পোষাকপরিহিতা মহিলাটি! মিসেস্ বুলের বয়স প্রায় পঞ্চাশ এবং তিনি আমেরিকায় আমার বিশেষ উপকারী বন্ধু ছিলেন। তাঁরা ইউরোপ হয়ে এদেশে আসছেন ; সুতরাং আমার পরামর্শ এই যে, তাঁদের সঙ্গে একত্রে এলে পথের একঘেয়েমি দূর হতে পারে।

মিঃ ষ্টার্ডির নিকট থেকে শেষ পর্য্যন্ত একখানা চিঠি পেয়ে সুখী হয়েছি। কিন্তু উহা বড় শুষ্ক এবং প্রাণহীন। লণ্ডনের কাজ পণ্ড হওয়ায় তিনি হতাশ হয়েছেন বলে মনে হয়।

অনন্ত ভালবাসা জানবে। ইতি

সদা ভগবৎ-পদাশ্রিত
বিবেকানন্দ

(১০৮)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত

আলমোড়া
২৯শে জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় শশী,

তোমার কাজকর্ম্ম বেশ চলছে খবর পাইলাম। তিনটী ভাষ্য বেশ করে পড়ে রাখবে, আর ইউরোপী দর্শনাদিও বেশ করে পড়বে, ইহাতে অন্যথা না হয়। পরকে মারতে গেলে ঢাল তলওয়ার চাই, একথা যেন ভুল একদম না হয়। সুকুল এক্ষণে পৌঁছিয়াছে, তোমার সেবাদিও বেশ চলছে বোধ হয়। সদানন্দ যদি সেখানে থাকিতে না চায় কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবে; এবং প্রতি সপ্তাহে একটা রিপোর্ট, আয়-ব্যয় প্রভৃতি সব সমেত, মঠে পাঠাইতে ভুল যেন না হয়। আলাসিঙ্গার বোনাই এখানে বদ্রীদাসের নিকট হতে চারিশত টাকা ধার করিয়া লইয়া গিয়াছে—পৌঁছিবা মাত্র পাঠাইবার কথা, এখনও কেন পাঠাইল না। আলাসিঙ্গাকে জিজ্ঞাসিবে এবং সত্বর পাঠাইতে কহিবে; কারণ আমি পরশুদিন এখান হতে যাচ্ছি—মশুরি পাহাড় বা

অন্য কোথাও যাই পরে ঠিক করব। কাল এখানে ইংরেজ-মহলে এক লেকচার হয়েছিল, তাতে সকলে বড়ই খুশী। কিন্তু তার আগের দিন হিন্দিতে এক বক্তৃতা করি, তাতে আমি বড়ই খুশী—হিন্দিতে যে oratory (বাগ্মিতা) করতে পারবো তা ত আগে জানতাম না। মঠে ছেলেপুলে যোগাড় হচ্ছে কি? যদি হয় ত কলিকাতায় যেভাবে কার্য্য হচ্ছে ঠিক সেইভাবে করে যাও। নিজের বুদ্ধি এখন কিছুদিন বেশী খরচ করবে না, পাছে ফুরিয়ে যায়—কিছুদিন পরে করো।

তোমার শরীরের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখবে—তবে বিশেষ আতুপুতুতে শরীর উল্টা আরও খারাপ হয়ে যায়। বিদ্যের জোর না থাকলে কেউ ঘণ্টা মানবে না, একথাটা নিশ্চিত এবং এইটী মনে স্থির রেখে কার্য্য করবে।

আমার হৃদয়ের ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানিবে ও গুড্‌উইন প্রভৃতিকে জানাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ

(১০৯)

স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত

আলমোড়া

৩০শে জুলাই, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

তোমার কথামত ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট লেভিঞ্জ্ সাহেবকে এক পত্র লিখিলাম। অপিচ তুমি তাঁহার বিশেষ বিশেষ কার্য্যকলাপ বিবৃত করিয়া শশী ডাক্তারকে দিয়া দেখাইয়া 'ইণ্ডিয়ান মিরর'এ

একটি লম্বা চৌড়া পত্র লিখিবে ও তাহার এক কাপি উক্ত মহো-দয়কে পাঠাইবে। আমাদের মূর্খগুলো খালি দোষ অনুসন্ধান করে, গুণও কিঞ্চিৎ দেখুক।

আমি আগামী সোমবার এস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি।...

Orphan (অনাথ বালক) যোগাড়ের কি করছ? মঠ হতে চারি পাঁচ জনকে না হয় ডাকিয়ে লও, গাঁয়ে গাঁয়ে খুঁজিলে ছদিনেই মিলিবার সম্ভাবনা।

Permanent Centre (স্থায়ী আড্ডা) করিতে হইবে বৈকি। আর—দেবকৃপা না হলে এদেশে কি কাজ হয়? রাজনীতি—ইত্যাদিতে কোনও যোগ দিবে না অথবা সংস্রব রাখিবে না। অথচ তাদের সহিত কোনও বিবাদাদিতেও কাজ নাই। একটা কার্য্যে তন্ মন্ ধন্। এখানে একটি সাহেবমহলে ইংরেজী বক্তৃতা হইয়াছিল ও একটি দেশী লোকদিগকে হিন্দীতে। হিন্দীতে আমার এই প্রথম—কিন্তু সকলের ত খুব ভাল লাগল। সাহেবেরা অবশ্যই যেমন আছে, নাল গড়িয়ে গেল, "কাল মানুষ"! "তাই ত কি আশ্চর্য্য" ইত্যাদি। আগামী শনিবার আর একটি বক্তৃতা ইংরেজীতে, দেশী লোকের জন্য। এখানে একটি বৃহৎ সভা স্থাপন করা গেল—ভবিষ্যতে কতদূর কার্য্য হয় দেখা যাক। সভার উদ্দেশ্য বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া।

সোমবার বেরেলি যাত্রা, তারপর সাহারাণপুর, তারপর আম্বালা, সেখান হইতে কাপ্তেন সেভিয়ারের সঙ্গে বোধ হয় মসুরী, আর একটু ঠাণ্ডা পড়লেই দেশে পুনরাগমন ও রাজপুতানায় গমন ইত্যাদি।

তুমি খুব চুটিয়ে কাজ করে যাও, ভয় কি? আমিও "ফের লেগে যা" আরম্ভ করেছি। শরীর ত যাবেই, কুড়েমিতে কেন যায়? "It is better to wear out than rust out". (মর্চে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরা ভাল)। মরে গেলেও হাড়ে হাড়ে ভেল্কি খেলবে তার ভাবনা কি? দশ বৎসরের ভেতর ভারতবর্ষটাকে ছেয়ে ফেলতে হবে—"এর কম বেশী হবেই না।" তাল ঠুকে লেগে যাও—"ওয়া গুরুকী ফতে!" টাকা ফাকা সব আপনা আপনি আসবে, মানুষ চাই, টাকা চাই না। মানুষ সব করে, টাকায় কি করতে পারে?—মানুষ চাই—যত পাবে ততই ভাল।... এই ম— তা ত ঢের টাকা যোগাড় করেছিল, কিন্তু মানুষ নাই—কি কাজ কল্লে বল? কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ

(১১০)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত

আম্বালা

১৯শে আগষ্ট, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

মাস্রাজের কাজ অর্থাভাবে উত্তমরূপে চলিতেছে না শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আলাসিঙ্গা ও তাহার ভগিনীপতির টাকা আলমোড়ায় পৌঁছিয়াছে শুনিয়া সুখী হইয়াছি। গুড্‌উইন

লিখিতেছে যে, যে টাকা বাকী আছে লেকচার এর দরুণ—তাহা হইতে কিছু লইবার জন্য Reception Committee (অভ্যর্থনা সমিতি)কে চিঠি লিখিতে বলিতেছে।... উক্ত লেকচার এর টাকা Receptionএ (অভ্যর্থনায়) খরচ করা অতি নীচ কার্য্য—তাহার বিষয়ে আমি কোনও কথা কাহাকেও বলিতে ইচ্ছা করি না। টাকা সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় লোক যে কিরূপ তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি।... তুমি নিজে বন্ধুদের আমার তরফ হইতে একথা বুঝাইয়া বলিবে এবং তাহারা যদি খরচ চালান ভাল, নতুবা তোমরা কলিকাতার মঠে চলিয়া আসিবে অথবা রামনাদে মঠ উঠাইয়া লইয়া যাইবে।

আমি এক্ষণে ধর্ম্মশালার পাহাড়ে যাইতেছি। নিরঞ্জন, দীনু, কৃষ্ণলাল, লাটু ও অচ্যুত অমৃতসরে থাকিবে। সদানন্দকে এতদিন মঠে কেন পাঠাও নাই? যদি সে সেখানে এখনও থাকে, পবে অমৃতসর হইতে নিরঞ্জন পত্র লিখিলেই তাহাকে পাঞ্জাবে পাঠাইবে। আমি কিছুদিন আরও পাঞ্জাবী পাহাড়ে বিশ্রাম করিয়া পাঞ্জাবে কার্য্য আরম্ভ করিব। পাঞ্জাব ও রাজপুতানাই কার্য্যের ক্ষেত্র। কার্য্য আরম্ভ করিয়াই তোমাদের পত্র লিখিব।...

আমার শরীর মধ্যে বড় খারাপ হইয়াছিল। এক্ষণে ধীরে ধীরে শুধরাইতেছে। পাহাড়ে দিন কতক থাকিলেই ঠিক হইয়া যাইবে। আলাসিঙ্গা, জি জি, আর এ গুড্‌উইন, গুপ্ত, সুকুল প্রভৃতি সকলকে আমার ভালবাসা দিও ও তুমিও জানিও। ইতি

বিবেকানন্দ

(১১১) ইং

মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত

বেলুড় মঠ[১]

১৯শে আগষ্ট, ১৮৯৭

প্রিয় মিসেস্ বুল,

আমার শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছে না এবং যদিও খানিকটা বিশ্রাম পেয়েছি, তথাপি আগামী শীতের আগে পূর্ব্ব শক্তি ফিরে পাব বলে বোধ হয় না। জো—এর একখানি পত্রে জানলাম যে, আপনারা উভয়ে ভারতবর্ষে আসছেন। আপনাদিগকে ভারতবর্ষে দেখতে পেলে আমি যে আনন্দিত হব, তা বলাই বাহুল্য; কিন্তু গোড়া থেকেই জেনে রাখা ভাল যে, এদেশটি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর। বড় শহরাদি ভিন্ন অন্যত্র ইউরোপীয় জীবনযাত্রার সুখ-সুবিধা নেই বললেই চলে।

ইংলণ্ড হতে সংবাদ পেলাম যে, মিঃ ষ্টার্ডি অভেদানন্দকে নিউইয়র্কে পাঠাচ্ছেন। আমাকে বাদ দিয়ে ইংলণ্ডের কাজ চলা অসম্ভব বলেই বোধ হচ্ছে। এক্ষণে একটি মাত্র পত্রিকা বের করে মিঃ ষ্টার্ডি তা চালাবেন। এই ঋতুতেই আমি ইংলণ্ডে রওনা হবার ব্যবস্থা করেছিলাম; কিন্তু ডাক্তারদের বোকামিতে বাধা পেলাম। ভারতবর্ষের কাজ চলছে।

ইউরোপ কিংবা আমেরিকার কেউ ঠিক এখনই এদেশের

১। চিঠিখানি বস্তুত: আম্বালা হইতে লিখিত; স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে "বেলুড়" লিখিত আছে।

কোন কাজে আসবে বলে আমার ত মনে হয় না। তা ছাড়া যে কোন পাশ্চাত্ত্যবাসীর পক্ষে এদেশের জলবায়ু সহ্য করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। এনি বেশান্তের অসাধারণ শক্তি থাকলেও তিনি কেবল থিয়োসফিষ্টদের মধ্যে কাজ করেন; ফলে, এদেশে ম্লেচ্ছদিগকে যেরূপ সামাজিক বর্জ্জনাদি নানাবিধ অসম্মান ভোগ করতে হয়, তাঁকেও তাই করতে হচ্ছে। এমন কি গুড্‌উইন পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে তিরিক্ষে হয়ে উঠে এবং তাকে সাবধান করে দিতে হয়। গুড্‌উইন বেশ কাজ করছে, সে পুরুষ বলে লোকের সঙ্গে মিলতে বাধা নেই। কিন্তু এদেশে পুরুষদের সমাজে মেয়েদের কোন স্থান নেই, মেয়েরা শুধু নিজেদের মধ্যেই কাজ করতে পারে। যে সকল ইংরাজবন্ধু এদেশে এসেছেন তাঁরা এ যাবৎ কোন কাজেই লাগেন নাই; ভবিষ্যতেও তাদের দ্বারা কিছু হবে কি না জানি না। এ সকল জানিয়াও যদি কেহ চেষ্টা করতে রাজী থাকে তবে তাকে সাদরে আহ্বান করি।

যদি সারদানন্দ আসতে চায় ত সে চলে আসুক; আমার স্বাস্থ্য এখন ভেঙ্গে গেছে; সুতরাং সে এলে সমুদয় কাজ গুছাতে বিশেষ সাহায্য হবে সন্দেহ নাই।

দেশে ফিরে গিয়ে যাতে এদেশের জন্য কাজ করতে পারেন—এই উদ্দেশ্যে মিস্ মার্গারেট নোবল নাম্নী জনৈকা ইংরাজ যুবতী মহিলা ভারতে এসে এখানকার অবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়-লাভের জন্য খুব উৎসুক হয়েছেন। আপনারা যদি লণ্ডন হয়ে আসেন তবে আপনার সহিত আসার জন্য তাকে আমি লিখেছি। বড় অসুবিধা এই যে, দূর হতে কখনো আপনারা এখানকার

অবস্থা সম্যক বুঝতে পারবেন না। দুটি দেশের ধরণ এতই স্বতন্ত্র যে আমেরিকা কিংবা ইংলণ্ড হতে তার কোন ধারণা করা অসম্ভব।

আপনাদের মনে মনে এই ধারণা রাখবেন যে, আপনারা যেন আফ্রিকার অভ্যন্তর প্রদেশে যাত্রা করছেন; তারপর যদি দৈবাৎ উৎকৃষ্টতর কিছু পান ত সেটা বাড়তির ভাগ। ইতি

আপনাদের বিবেকানন্দ

(১১২)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

অমৃতসর

২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

যোগেন এক পত্রে…বাগবাজারে…বাটী ২০,০০০৲ টাকায়… কিনিতে বলে। ঐ বাড়ী কিনিলেও বেশ হাঙ্গাম আছে, যথা ভেঙ্গেচুরে বৈঠকখানাটিকে একটি বড় হল করা এবং অন্যান্য বন্দোবস্ত করা। আবার ঐ বাটী অতি প্রাচীন ও জীর্ণ। যাহা হউক গিরিশবাবু ও অতুলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল হয় করিবে। আমি সদলে অদ্য কাশ্মীর চলিলাম দুইটার গাড়ীতে। মধ্যে ধর্ম্মশালা পাহাড়ে যাইয়া শরীর অনেক সুস্থ হইয়াছে এবং টনসিল, জ্বর প্রভৃতি একেবারে আরাম হইয়া গিয়াছে।…

তোমার এক পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। নিরঞ্জন, লাটু, কৃষ্ণলাল, দীননাথ, গুপ্ত ও অচ্যুত আমার সঙ্গে কাশ্মীর যাইতেছে।

মান্দ্রাজ হইতে যে ব্যক্তি famine workএ (দুর্ভিক্ষকার্য্যে) ১৫০০৲ টাকা দিয়াছে সে চায় যে, তাহার বিশেষ টাকা কি কি খরচে গেল—তাহার একটা তালিকা। উহা তাহাকে পাঠাইবে। আমরা এক রকম আছি ভাল। ইতি

বিবেকানন্দ

পুঃ—মঠের সকলকে আমার ভালবাসা দিবে।

(১১৩)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

প্রধান বিচারপতি
ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী
শ্রীনগর, কাশ্মীর
১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

এক্ষণে কাশ্মীর। এদেশ সম্বন্ধে যে প্রশংসা শুনিয়াছ তাহা সত্য। এমন সুন্দর দেশ আর নাই, আর লোকগুলিও সুন্দর, তবে ভাল চক্ষু হয় না। কিন্তু এমন নরককুণ্ডের মত ময়লা গ্রাম ও শহর আর কোথাও নাই। শ্রীনগরে হৃষীকেশ বাবুর বাড়ীতে ওঠা গেছে। তিনি বিশেষ যত্নও করছেন। আমার চিঠিপত্র তাঁর ঠিকানায় পাঠাইবে। আমি দু-একদিনের মধ্যে অন্যত্র বেড়াইতে যাইব; কিন্তু আসিবার সময় পুনরায় শ্রীনগর হইয়া আসিব এবং চিঠিপত্রও পাইব। গঙ্গাধর সম্বন্ধে যে চিঠি পাঠাইয়াছ তা দেখিলাম। তাহাকে লিখিবে যে মধ্য প্রদেশে অনেক orphan (অনাথ) রহিয়াছে ও গোরখপুরে। সেখান হইতে

পাঞ্জাবীরা অনেক ছেলেপুলে আনাইতেছে। মহেন্দ্র বাবুকে বলিয়া কহিয়া একটা এ বিষয়ে agitation (আন্দোলন) করা উচিত—যাহাতে কলিকাতার লোকে ঐ সকল orphan এর charge (ভার) নেয়, সে বিষয়ে একটা আন্দোলন হওয়া উচিত। বিশেষতঃ যাহাতে মিশনরিরা যেসকল orphan লইয়াছে তাহাদের ফিরাইয়া দেয়—সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে Memorial (স্মারকলিপি) দেওয়া উচিত। গঙ্গাধরকে আসিতে বল এবং রামকৃষ্ণ সভার তরফ হইতে এ বিষয়ের একটা বিষম হুজ্জুক করা উচিত। কোমর বেঁধে বাড়ী বাড়ী গিয়ে হুজ্জুক কর। mass meeting (জনসভা) করাও ইত্যাদি। সিদ্ধি হউক না হউক—একটা বিষম গোলমাল কর। Central Province এবং গোরখপুর ইত্যাদিতে যে সব প্রধান বাঙ্গালী আছে তাদের পত্র লিখে সব facts (বিবরণ) জানাও এবং তুমুল আন্দোলন কর। রামকৃষ্ণ সভা একদম জেঁকে যাক। হুজ্জুকের উপর হুজ্জুক—বিরাম না যেন হয়, এই হল secret (রহস্য)। সারদার কার্য্যের পরিপাটি দেখে খুব খুশী হলাম। গঙ্গাধর এবং সারদা যেখানে যেখানে গেছে সেই সেই জেলায় এক একটা centre (কেন্দ্র) না করে আর যেন বিরত না হয়।

এই মাত্র গঙ্গাধরের পত্র পাইলাম। সে ঐ জেলায় centre করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—বেশ কথা। তাহাকে লিখিও যে তাহার বন্ধু ম্যাজিষ্ট্রেট আমার পত্রের অতি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন। কাশ্মীর হইতে নামিয়াই লাটু, নিরঞ্জন, দীনু ও খোকাকে পাঠাইয়া দিব; কারণ উহাদের এখানে আর কোনও কার্য্য সম্ভব নয়, এবং কুড়ি

পঁচিশ দিনের মধ্যে শুদ্ধানন্দ, সুশীল ও আর একজনকে পাঠাইবে। তাহাদের আম্বালায় ক্যান্টন্‌মেন্ট মেডিকেল হল, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে পাঠাইবে। আমি সেখান হতে লাহোরে যাইব। দুটো করে গেরুয়া রঙ্গের মোটা গেঞ্জি, পাতবার আর মুড়ি দেবার দুই দুই কম্বল। আর গায়ে দেবার একটা করে গরম কাপড় ইত্যাদি লাহোরে কিনিয়া দিব। যদি 'রাজযোগ' বইয়ের অনুবাদ হইয়া গিয়া থাকে ত তাহাকে ছাপাইবে ঘরের পয়সায়।...ভাষা যেখানে দুরূহ আছে তাহাকে অতি সরল করিবে এবং যদি পারে তুলসী তাহার একটা হিন্দী তর্জ্জমা করুক। ঐ বইগুলি বাহির হইলে মঠের অনেক সাহায্য হয়।

তোমার শরীর বোধ হয় এক্ষণে বেশ আছে। আমার শরীর ধর্ম্মশালা...যাওয়া অবধি এখনও বেশ আছে। ঠাণ্ডাটিই বেশ লাগে এবং শরীর ভাল থাকে। কাশ্মীরের দু একটা জায়গা দেখিয়া একটা উত্তম স্থানে চুপ করিয়া বসিব—এই প্রকার ইচ্ছা, অথবা জলে জলে ঘুরিব। যাহা ডাক্তার বাবু বলেন তাহাই করিব। এখানে রাজা এখন নাই। তাঁহার মেজ ভাই সেনাপতি আছেন। তাঁহার সম্পাদকতায় একটা বক্তৃতা হইবার উদ্যোগ হইতেছে। যাহা হয় পরে লিখিব। দু-এক দিনের মধ্যে যদি হয় ত থাকিব; নহিলে আমি বেড়াইতে চলিলাম। সেভিয়ার মারীতেই রহিল। তাহার শরীর বড়ই অসুস্থ—টাঙ্গায় ঝটকায়। মারীর বাঙ্গালী বাবুরা বড়ই ভাল এবং ভদ্র।

জি সি ঘোষ, অতুল, মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি সকলকে

আমার সাষ্টাঙ্গ দিবে ও সকলকে তাতাইয়া রাখিবে। যোগেন যে বাটী কিনিবার কথা বলিয়াছিল তাহার খবর কি? আমি এখান হইতে অক্টোবর মাসে নামিয়া পাঞ্জাবে দু চারিটী লেক্‌চার দিব। তাহার পর সিন্ধু হইয়া কচ্ছ ভুজ ও কাথিয়াওয়ার—সুবিধা হইলে পুণা পর্য্যন্ত, নহিলে বরোদা হইয়া রাজপুতানা। রাজপুতানা হইয়া N.W.P. (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) ও নেপাল, তারপর কলিকাতা—এই ত প্রোগ্রাম এখন; পরে প্রভু জানেন। আমার সকলকে প্রণাম আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি।

বিবেকানন্দ

(১১৪) ইং

স্বামী শুদ্ধানন্দকে লিখিত

কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি
শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী
শ্রীনগর
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

প্রিয় শুদ্ধানন্দ,

অবশেষে আমরা কাশ্মীরে এসে পড়েছি। এ জায়গার সব সৌন্দর্য্যের কথা তোমায় লিখে আর কি হবে? আমার মতে এই হচ্ছে একমাত্র দেশ, যা যোগীদের অনুকূল। কিন্তু এদেশের যারা বর্ত্তমান অধিবাসী তাদের অপূর্ব্ব দৈহিক সৌন্দর্য্য থাকলেও তারা অতীব অপরিষ্কার! এদেশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখবার জন্য এবং শক্তিলাভের জন্য আমি এক মাস জলে জলে ঘুরে বেড়াব। কিন্তু নগরটিতে এখন ভয়ানক ম্যালেরিয়া এবং

সদানন্দ ও কৃষ্ণলালের জ্বর হয়েছে। সদানন্দ আজ ভাল আছে কিন্তু কৃষ্ণলালের এখনও জ্বর আছে। ডাক্তার আজ এসে তার জোলাপের ব্যবস্থা করে গেছেন। আমরা আশা করি সে কালকের মধ্যে সেরে উঠবে এবং আমরা যাত্রাও করব কাল। কাশ্মীর গভর্ণমেণ্ট আমাকে তাদের একখানি বজরা ব্যবহার করতে দিয়েছেন এবং উহা সুন্দব ও আরামপ্রদ। তাঁরা জেলার তহশিলদারদের উপরও আদেশ জারী করেছেন। এদেশের লোকেরা আমাদের দেখবার জন্য দল বেঁধে আসছে এবং আমাদিগকে সুখে রাখার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই করছে।

আমেরিকার কোন কাগজে প্রকাশিত ডাক্তার ব্যারোজের একটি প্রবন্ধ 'ইণ্ডিয়ান্ মিররে' উদ্ধৃত হয়েছে; কে একজন নিজের নাম না দিয়ে 'ইণ্ডিয়ান্ মিররের' ঐ অংশ আমায় পাঠিয়েছে এবং এর কি উত্তর হবে জানতে চেয়েছে। আমি অংশটুকু ব্রহ্মানন্দকে পাঠাচ্ছি এবং যে অংশগুলি নিছক মিথ্যা তার উত্তরও লিখে দিচ্ছি।

তুমি ওখানে ভাল আছ এবং তোমার দৈনন্দিন কার্য্য চালিয়ে যাচ্ছ জেনে সুখী হলাম। আমি শিবানন্দের কাছ থেকেও একখানি পত্র পেয়েছি; তাতে ওখানকার কাজের সবিশেষ খবব আছে।

এক মাস পরে পাঞ্জাবে যাচ্ছি; তোমাদের তিন জনকে আমি আম্বালাতে পাব আশা করি। যদি কোন কেন্দ্র স্থাপিত হয় ত তোমাদের এক জনকে কার্য্যভার দিয়ে যাব। নিরঞ্জন, কৃষ্ণলাল ও লাটুকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেব।

আমার ইচ্ছা আছে, একবার চট করে পাঞ্জাব ও সিন্ধু হয়ে এবং কাথিয়াওয়ার ও বরোদার ভেতর দিয়ে রাজপুতানায় ফিরব এবং তথা হতে নেপালে যাব এবং সর্ব্বশেষ কলকাতায়।

আমাকে শ্রীনগরে ঋষিবর বাবুর বাড়ীর ঠিকানায় পত্র দিও। আমি ফিরবার পথে পত্র পাব। সকলকে আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(১১৫)

শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে লিখিত

শ্রীনগর

কাশ্মীর, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

আজ ৯ মাস যাবৎ শরীর অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় এবং গ্রীষ্মাধিক্যে অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতেছি। এক্ষণে কাশ্মীরে। আমি অনেক পর্য্যটন করিয়াছি; কিন্তু এমন দেশ ত কখনও দেখি নাই। এক্ষণে শীঘ্রই পাঞ্জাবে যাইব এবং পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিব। সদানন্দের মুখে তোমাদের সমস্ত সমাচার পাইলাম এবং পাইয়া থাকি। আমি নিশ্চিত পাঞ্জাব হইয়া করাচিতে আসিতেছি, সেথায় সাক্ষাৎ হইবে। ইতি

সাশীর্ব্বাদং

বিবেকানন্দস্য

(১১৬)

শ্রীমতী ইন্দুমতী মিত্রকে লিখিত

কাশ্মীর
১৮৯৭

কল্যাণীয়াসু,

এত দিন তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই এবং বেলগাঁও যাইতে পারি নাই বলিয়া উদ্বিগ্ন হইও না। আমি রোগে বড়ই কাতর ছিলাম, আর তখন আমার যাওয়া অসম্ভব ছিল। এখন হিমালয়ে ভ্রমণের ফলে আমি পূর্ব্ব স্বাস্থ্য অনেকটা ফিরিয়া পাইয়াছি। কার্য্য শীঘ্রই পুনরায় আরম্ভ করিব। দুই সপ্তাহের মধ্যেই পাঞ্জাবে যাইব এবং লাহোর অমৃতসরে দুই একটি লেক্‌চার দিয়াই করাচি, গুজরাট, কচ্ছ ইত্যাদি। করাচিতে নিশ্চিত তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

এ কাশ্মীর বাস্তবিকই ভূস্বর্গ—এমন দেশ পৃথিবীতে আর নাই। যেমন পাহাড়, তেমনি জল, তেমনি গাছপালা, তেমনি স্ত্রীপুরুষ, তেমনি পশুপক্ষী। এতদিন দেখি নাই বলিয়া মনে দুঃখ হয়। তুমি শারীরিক ও মানসিক কিরূপ আছ, আমায় সবিশেষ লিখিবে আর আমার বিশেষ আশীর্ব্বাদ জানিবে। সর্ব্বদাই তোমাদের কল্যাণ কামনা করিতেছি, নিশ্চিত জানিও। ইতি

বিবেকানন্দ

(9)

EAST INDIA POST CARD

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

QUARTER ANNA

DELHI 8 OC. 97

Swami Ramkrishnananda

Brahmavadin office

Madras

India

(১১৭)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

শ্রীনগর, কাশ্মীর
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

এক্ষণে কাশ্মীর দেখিয়া ফিরিতেছি। দু এক দিনের মধ্যে পাঞ্জাব যাত্রা করিব। এবার শরীর অনেক সুস্থ হওয়ায় পূর্ব্বের ভাবে পুনরায় ভ্রমণ করিব মনস্থ করিয়াছি। লেক্‌চার ফেক্‌চার বড় বেশী নয়—যদি একটা আধটা পাঞ্জাবে হয়ত হইবে নহিলে নয়। এদেশের লোক ত এখনও এক পয়সা গাড়ীভাড়া পর্য্যন্ত দিলে না—তাহাতে মণ্ডলী লইয়া চলা যে কি কষ্টকর বুঝিতেই পার। কেবল ঐ ইংরাজ শিষ্যদের নিকট হাতপাতাও লজ্জার কথা। অতএব পূর্ব্বের ভাবে 'কম্বলবস্ত' হইয়া চলিলাম। এস্থানে গুড্‌উইন প্রভৃতি কাহারও প্রয়োজন নাই বুঝিতেই পারিতেছ।

সিলোন হইতে একটী সাধু—পি সি জিনবর বমর নামক—আমাকে এক চিঠি লিখিয়াছেন; তিনি ভারতবর্ষে আসিতে চান ইত্যাদি। বোধ হয় ইনিই সেই Siamese (শ্যামদেশীয়) রাজকুমার সাধু। ইঁহার ঠিকানা ওয়েল্লওয়াট্টা, সিলোন। যদি সুবিধা হয় ইঁহাকে মান্দ্রাজে নিমন্ত্রণ কর। ইঁহার বেদান্তে বিশ্বাস আছে। মান্দ্রাজ হইতে ইঁহাকে অন্যান্য স্থানে পাঠান তত কঠিন কার্য্য নহে। আর অমন একটী লোক সম্প্রদায়ে

থাকাও ভাল। আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ সকলকে জানাইবে ও জানিবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুঃ—খেতড়ির রাজা ১০ই অক্টোবর বম্বে পৌঁছিবে—address (অভিনন্দন) দিতে ভুলিও না। বি

(১১৮)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

শ্রীনগর, কাশ্মীর

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

গোপাল দাদার এক পত্রে অবগত হইলাম যে, তোমরা কোন্নগরে জমি দেখিয়া আসিয়াছ। জমি নাকি ষোল বিঘা নিষ্কর এবং দাম আট দশ হাজারেরও কম। স্বাস্থ্য ইত্যাদি সকল বিবেচনা করিয়া যেমন ভাল হয় করিবে। আমি দু এক দিনের মধ্যে পাঞ্জাব চলিলাম। অতএব এস্থানে চিঠিপত্র আর লিখিও না। Next (পরবর্ত্তী) ঠিকানা আমি তার করিব। হরিপ্রসন্নকে পাঠাইবার কথা যেন ভুলো না। গোপাল দাদাকে বলিবে যে, "তাঁহার শরীর শীঘ্রই ভাল হইয়া যাইবে—শীত আসছে, ভয় কি ?—খুব খাও দাও মৌজ উড়াও।" যোগেনের শরীর কেমন থাকে তদ্বিষয়ে মিসেস্ সি সেভিয়ার, স্প্রিং ডেল, মারী, ঠিকানায় এক চিঠি লিখবে এবং তাহার উপর to wait arrival (ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত থাকিবে)

লিখিয়া দিও। সকলকে ভালবাসা আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি দিও। কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—খেতড়ির রাজা ১০ই অক্টোবর বোম্বাই আসিবে, address (অভিনন্দন) টা ভুলিও না।

(১১৯) ইং

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

শ্রীনগর, কাশ্মীর

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার সস্নেহ চিঠি পেয়েছি এবং মঠের চিঠিও পেয়েছি। দু তিন দিনের মধ্যেই আমি পাঞ্জাব রওনা হচ্ছি। বিলাতী ডাক এসেছে। মিস্ নোবল্ তার পত্রে যে সকল প্রশ্ন করেছে তার উপর আমার উত্তর এই—

(১) প্রায় সকল শাখা-কেন্দ্রই খোলা হয়েছে, তবে এখনও আন্দোলনের আরম্ভ মাত্র।

(২) সন্ন্যাসিগণের অধিকাংশই শিক্ষিত, যারা তা নয় তারাও ব্যবহারিক শিক্ষা পাচ্ছে। কিন্তু সর্ব্বোপরি অকপট নিঃস্বার্থপরতাই হচ্ছে সৎকার্য্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন। তদুদ্দেশ্যে অন্য সকল শিক্ষা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শিক্ষার দিকেই সমধিক মনোযোগ দেওয়া হয়।

(৩) ব্যবহারিক শিক্ষকবৃন্দ—আমরা যাদের কর্ম্মিরূপে পাচ্ছি তাদের অধিকাংশই শিক্ষিত। এক্ষণে আবশ্যক শুধু

তাদিগকে আমাদের কার্য্যপ্রণালী শেখান এবং চরিত্র গঠন করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে—তাদিগকে আজ্ঞানুবর্ত্তী ও নির্ভীক করা, আর উহার প্রণালী হচ্ছে—প্রথমতঃ গরীবদিগের দেহযাত্রার ব্যবস্থা করা এবং ক্রমে মানসিক উচ্চতর স্তরগুলির দিকে এগিয়ে যাওয়া।

শিল্প ও কলা—অর্থাভাবহেতু আমাদের কর্ম্মতালিকার অন্তর্গত এই অংশ এখনো আরম্ভ করতে পারছি না। বর্ত্তমানে যে সোজা কাজ্‌টুকু করা চলে তা হচ্ছে এই যে, ভারতবাসীদিগকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতে আগ্রহান্বিত করতে হবে এবং ভারতীয় শিল্পদ্রব্যাদি যাহাতে বহির্ভারতে বিক্রয় হয় তার জন্য বাজার সৃষ্টি করতে হবে। যারা নিজেরা দালাল নয়, পরন্তু এই শাখার সমস্ত লভ্যাংশ শিল্পীদের উপকারের জন্য ব্যয় করতে প্রস্তুত, কেবল তাদেরই দ্বারা এ কাজ করান উচিত।

(৪) জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়ান ততদিনই প্রয়োজন হবে, যতদিন না জনসাধারণ শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরিব্রাজক সন্ন্যাসিগণের ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মজীবন অন্য সব কিছু অপেক্ষা সমধিক কার্য্যকরী হবে।

(৫) জাতিনির্ব্বিশেষে আমাদের প্রভাব বিস্তারিত হবে। এ পর্য্যন্ত উচ্চতমদের মধ্যেই কেবল কাজ হয়েছে; কিন্তু দুর্ভিক্ষ-সাহায্যকেন্দ্রগুলিতে আমাদের কর্ম্মবিভাগের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে নিম্নতর জাতিগুলিকেও আমরা প্রভাবান্বিত করতে পারছি।

(৬) প্রায় সকল হিন্দুই আমাদের কাজ সমর্থন করেন;

কিন্তু এই জাতীয় কার্য্যে প্রত্যক্ষ সহায়তা করতে তাঁরা অভ্যস্ত নহেন।

(৭) হাঁ, আমরা গোড়া থেকেই আমাদের দান ও অন্যান্য সৎকার্য্যে ভারতীয় বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে ইতরবিশেষ করি না।

এই সূত্র অনুসারে মিস্ নোবল্‌কে চিঠি লিখলেই হবে। যোগেনের চিকিৎসার যেন কোনও ক্রটী না হয়—আসল ভেঙ্গেও টাকা খরচ করিবে। ভবনাথের স্ত্রীকে দেখতে গিয়াছিলে কি ?

ব্রহ্মচারী হরিপদ যদি আসতে পারে ত বড় ভাল হয়। মিঃ সেভিয়ব একটা স্থানের জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে—যা হয় একটা শীঘ্র করে ফেলতে পারলে হয়। হরিপদ ইঞ্জিনিয়ার মানুষ—ঝট করে একটা করতে পারবে। আর জায়গা টায়গা সে ব্যক্তি বোঝেও ভাল। ডেরাডুন মশুরীর নিকট একটা জায়গা হওয়া তাদের পছন্দ—অর্থাৎ যেখানে বেশী শীত না হয় এবং বার মাস থাকা চলে। হরিপদকে অতএব একদম আম্বালায় শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী, মেডিকেল হল, আম্বালা ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট-এ পাঠাবে পত্রপাঠ। আমি পাঞ্জাবে নেমেই সেভিয়রকে তার সঙ্গে দিয়ে পাঠাব। আমি ঝাঁ করে পাঞ্জাবটা হয়ে করাচি দিয়ে কাথিয়াওয়াড় গুজরাট না হয়ে রাজপুতানার ভিতর দিয়ে নেপাল হয়ে চট করে চলে আসছি। তুলসী যে মধ্য-ভারতে গেছে—কি দুর্ভিক্ষকার্য্যের জন্য ? এখানে আমরা সব ভাল আছি—সুগার টুগার কিছু নাই। ডাক্তার মিত্র Examine (পরীক্ষা) করেছিলেন। তবে পেট ফেট গরম হলে স্পেসিফিক গ্রেভিটি (প্রস্রাবের গাঢ়তা) একটু বাড়ে—

এই মাত্র। সাধারণ স্বাস্থ্য খুব ভাল ও ডায়েবেটিশ অনেকদিন ভাগলবা হয়েছেন—আর কোনও ভয় করব না। ভাত চিনি ফিনি খেয়েও যখন কিছুই বাড়ল না, তখন কোন ভয় করছে না। রোজ রোজ মাংস খেলে লিভার কন্ কন্ করে, গ্রেভিটি বাড়ে। তাই মাঝে মাঝে একদম বন্ধ করে দিই। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ, প্রণাম ও ভালবাসা দিও। কালী নিউ-ইয়র্কে পৌঁছিয়াছে খবর পাইয়াছি; কিন্তু সে কোনও চিঠিপত্র লিখে নাই। ষ্টাডি লিখছে, তার work (কাজ) এত বেড়ে উঠেছিল যে, লোকে অবাক হয়ে যায়—আবার দু চার জন তার খুব প্রশংসা করে চিঠিও লিখছে। যা হোক, আমেরিকাতে অত গোল নাই—এক রকম চলে যাবে। শুদ্ধানন্দ ও তার ভাইকেও হরিপদর সঙ্গে পাঠাবে—এ দলের মধ্যে খালি গুপ্ত আর অচ্যুত আমার সঙ্গে থাকবে। ইতি[১]

বিবেকানন্দ

(১২০) ইং

শ্রীনগর, কাশ্মীর

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

প্রিয় মিস্ ম্যাক্‌লাউড,

তোমার আসার যদি ইচ্ছাই থাকে, তবে তাড়াতাড়ি চলে এস। নভেম্বরের মধ্য ভাগ হতে ফেব্রুয়ারীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত ভারতে ঠাণ্ডা, তার পরে গরম। তুমি যা দেখতে চাও, তা ঐ সময়ের মধ্যেই

১। শেষ প্যারা দুইটি মূলে বাঙ্গালায় লিখিত।

হয়ে যাবে; কিন্তু সব কিছু দেখতে গেলে অবশ্য বছর কয়েক লাগবে।

সময় বড় অল্প; তাই তাড়াতাড়ি এই কার্ড লেখার জন্য মনে কিছু করো না। দয়া করে মিসেস্ বুলকে আমার আন্তরিক ভালবাসা জানাবে এবং গুড্উইন যেন শীঘ্র সেরে ওঠে, সে জন্য আমার শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক কামনা জানাচ্ছি। মা, এ্যালবার্টা, ছোট্ট শিশুটি ও হলিষ্টারকে আমার ভালবাসা জানাবে; এবং সবশেষে, ও তাই বলে সব চেয়ে কম নয়, ফ্র্যাঙ্কঙ্কেও আমার অনুরূপ ভালবাসাই জানাবে। ইতি

সতত ভগবদাশ্রিত
তোমাদের
বিবেকানন্দ

(১২১) ইং

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত

শ্রীনগর, কাশ্মীর
১লা অক্টোবর, ১৮৯৭

অনেকে অন্যের নেতৃত্বে সর্ব্বোত্তম কাজ করতে পারে। সকলেই কিছু নেতা হয়ে জন্মায় না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নেতা তিনিই, যিনি শিশুদের ন্যায় অন্যের উপর নেতৃত্ব করেন। শিশুকে আপাততঃ অন্যের উপর নির্ভরশীল বলে মনে হলেও, সে-ই সমগ্র বাড়ীর রাজা। অন্ততঃ আমার ধারণা এই যে, উহাই মূল রহস্য।...অনুভব অনেকেই করে সত্য, কিন্তু জন কয়েকেই মাত্র প্রকাশ করতে পারে। অন্যের প্রতি অন্তরের প্রেম, প্রশংসা

ও সহানুভূতি প্রকাশ করার যে ক্ষমতা তাই এক জনকে অপরের অপেক্ষা ভাব প্রচারে অধিক সাফল্য দান করে।...

তোমার কাছে কাশ্মীরের বর্ণনা দেবার চেষ্টাও করব না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এই ভূস্বর্গ ব্যতীত অন্য কোন দেশ ছেড়ে আসতে আমার কখনো মন খারাপ হয়নি। সম্ভব হলে রাজাকে রাজী করিয়ে এখানে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবারও যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। এখানে অনেক কিছু করবার আছে—আর উপকরণও এত আশাপ্রদ।...

বড় অসুবিধা এই যে—আমি দেখতে পাই যে, অনেকে তাদের প্রায় সবটুকু হৃদয় দিয়ে ভালবাসাই আমায় অর্পণ করে; কিন্তু প্রতিদানে কোন ব্যক্তিকে আমার ত সবটুকু দেওয়া চলে না; কারণ একদিনেই তা হলে সমস্ত কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। অথচ নিজের গণ্ডীর বাইরে দেখতে অনভ্যস্ত এমন লোকও আছে যারা এরূপ প্রতিদানই চায়। কর্ম্মের সাফল্যের জন্য ইহা আবশ্যক যে, যত বেশী লোকের সম্ভব আমার প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা জন্মাক; অথচ আমাকে সম্পূর্ণভাবে সব গণ্ডীর বাইরে থাকতে হবে। নতুবা হিংসা ও কলহে সমস্ত ভেঙ্গে চুর হয়ে যাবে। নেতা যিনি তিনি থাকবেন সব গণ্ডীর বাইরে। আমার বিশ্বাস তুমি একথা বুঝতে পারছ। আমি একথা বলছি না যে, তিনি অপরের শ্রদ্ধাকে পশুর ন্যায় নিজের কাজে লাগাবেন আর মনে মনে হাসবেন। আমি যা বলতে চাই. তা আমার নিজের জীবনেই পরিস্ফুট; আমার ভালবাসা একান্তই আমার আপনার জিনিষ, কিন্তু তেমনি আবার

প্রয়োজন হলে—বুদ্ধদেব যেমন বলতেন "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়"—আমি নিজ হস্তেই আমার হৃদয়কে উৎপাটিত করতে পারি। প্রেমে আমি উন্মাদ; কিন্তু তাতে তিলমাত্র বন্ধন নাই। প্রেমের প্রভাবে অচেতন জড়বস্তু চেতনে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে। বস্তুতঃ এই হল আমাদের বেদান্তের সার কথা। একই সদ্বস্তু অজ্ঞানীর চক্ষে 'জড়' এবং জ্ঞানীর চক্ষে 'ভগবান' বলে প্রতিভাত হন। এবং জড়ের মধ্যে যে চেতনের ক্রমিক পরিচয় লাভ—তাই হল সভ্যতার ইতিহাস। অজ্ঞানীরা নিরাকারকেও সাকাররূপে দেখে, জ্ঞানী সাকারেও নিরাকারের দর্শন পান। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দের মধ্যে আমরা শুধু এই শিক্ষাই পাচ্ছি।·· অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা কর্ম্মের পক্ষে অনিষ্টকর। "বজ্রের মত দৃঢ় অথচ কুসুমের ন্যায় কোমল"—এইটিই হচ্ছে সার নীতি।

চিরস্নেহশীল সত্যাবদ্ধ

বিবেকানন্দ

(১২২)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

মারী

১০ই অক্টোবর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

কাশ্মীর হইতে গত পরশু সন্ধ্যাকালে মারীতে পৌঁছিয়াছি। সকলেই বেশ আনন্দে ছিল। কেবল কেষ্টলাল ও গুপ্তর মধ্যে মধ্যে জ্বর হইয়াছিল—তাহাও সামান্য। এই address (অভিনন্দনটি)

খেতড়ির রাজার জন্য পাঠাইতে হইবে—সোনালী রঙে ছাপাইয়া ইত্যাদি। রাজা ২১।২২শে অক্টোবর নাগাদ বোম্বে পৌঁছিবেন। বোম্বায়ে আমাদের কেহই এক্ষণে নাই। যদি কেহ থাকে, তাহাকে এক কপি পাঠাইয়া দিবে—যাহাতে সে ব্যক্তি রাজাকে জাহাজেই ঐ address প্রদান করে বা বোম্বে সহরেতে কোথাও। উত্তম কপিটি খেতড়িতে পাঠাইবে। একটি মিটিংএ (সভাতে) ঐটি পাঠ করিয়া লইবে। যদি কিছু বদলাইতে ইচ্ছা হয়, হানি নাই। তাহার পর সকলেই সহি করিবে; কেবল আমার নামের জায়গাটা খালি রাখিবে—আমি খেতড়ি যাইয়া সহি করিব। এ বিষয়ে কোন ত্রুটি না হয়। যোগেন কেমন আছে পত্রপাঠ লিখিবে—লালা হংসরাজ সোহনী, উকিল, রাওল-পিণ্ডির ঠিকানায়। রাজা বিনয়কৃষ্ণের তরফের addressটা দুদিন নয় দেরী হবে—আমাদেরটা যেন পৌঁছায়।

এইমাত্র তোমার ৫ই তারিখের পত্র পাইলাম। যোগেনের সংবাদে বিশেষ আনন্দিত হইলাম এবং আমার এই চিঠি পাইবার পূর্ব্বেই হরিপ্রসন্ন বোধ হয় আম্বালায় পৌঁছিবে। আমি তাহাদিগকে ঠিক ঠিক advice (নির্দ্দেশ) সেখানে পাঠাইব। মা ঠাকুরাণীর জন্য ২০০৲ টাকা পাঠাইলাম—প্রাপ্তি স্বীকার করিবে।...ভবনাথের স্ত্রীর সম্বন্ধে কিছুই কেন লিখ নাই। তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলে কি?

কাপ্তেন সেভিয়র বলিতেছেন যে, তিনি জায়গার জন্য অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। মশুরীর নিকট বা অন্য কোন Central (কেন্দ্র স্থানীয়) জায়গায় একটা স্থান যত শীঘ্র হয়—

তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে, মঠ হতে দু তিন জন এসে জায়গা select (পছন্দ) করে। তাদের মনোনীত হলেই তিনি মারী হতে গিয়ে খরিদ করে একদম বিল্ডিং শুরু করবেন। খরচ অবশ্য তিনিই পাঠাইবেন। আমার selection (পছন্দ) ত এক আমাদের ইঞ্জিনিয়ার। বাকী আর যে যে এ বিষয়ে বোঝে—পাঠাবে। ভাব এই যে, খুব ঠাণ্ডা স্থানেও কাজ নাই, আবার বড় গরমও না হয়। ডেরাদুন গরমীকালে অসহ্য—শীতকালে বেশ। মশুরী itself (খাস মশুরী) শীতকালে বোধ হয় সকলের পক্ষে ঠিক নয়। তার আগিয়ে বা পেছিয়ে—অর্থাৎ ব্রিটিশ বা গাড়োয়াল রাজ্যে জায়গা পাওয়া যাবেই। অথচ সেই জায়গায় বারমাস জল চাই, নাইবার খাবার জন্য। এ বিষয়ে মিঃ সেভিয়র তোমায় খরচ পাঠিয়ে চিঠি লিখছে। তার সঙ্গে সমস্ত ঠিকানা করবে। আমার plan (পরিকল্পনা) এক্ষণে এই—নিরঞ্জন, দিনু, লাটু এবং কৃষ্ণলালকে জয়পুরে পাঠাই; আমার সঙ্গে কেবল অচু আর গুপ্ত। মারী হতে রাওলপিণ্ডি, তথা হতে জম্মু, সেখান হতে লাহোর, তারপর একেবারে করাচি তথা হতে। আমি এখান হইতেই মঠের জন্য collection (অর্থ সংগ্রহ) আরম্ভ করিলাম। যেখান হতে তোমার নামে টাকা আসুক না, তুমি মঠের ফণ্ডে জমা করিবে ও দোরস্থ হিসাব রাখিবে। দুটো ফণ্ড আলাদা—একটা কলকাতার মঠের জন্য, আর একটা famine work, etc. (দুর্ভিক্ষকার্য্য ইত্যাদি)। আজ সারদা ও গঙ্গাধরের দুই চিঠি পাইলাম। কাল তাদের চিঠি লিখব। আমার

বোধ হয় সারদাকে ওখানে না পাঠিয়ে Central Province (মধ্য প্রদেশ) এ পাঠান ভাল ছিল। সেখানে সাগরে ও নাগপুরে আমার অনেক লোক আছে—ধনী ও পয়সা দেনেওয়ালা ইত্যাদি। যাহা হউক, আসছে নভেম্বরে সব হবে। আর বড় তাড়া। এইখানেই শেষ।

শশীবাবুকে আমার বিশেষ আশীর্ব্বাদ ও প্রণয় দিও। মাষ্টার মহাশয় এতদিন বাদে কোমর বেঁধে লেগেছেন দেখছি। তাঁকে আমার বিশেষ প্রণয়ালিঙ্গন দিও। এইবার তিনি জেগেছেন দেখে আমার বুক দশ হাত হয়ে উঠল। আমি কালই তাঁকে পত্র লিখছি। অলমিতি—ওয়া গুরুকী ফতে—to work! to work! (কাজে লেগে যাও, কাজে লেগে যাও)। তোমার সব চিঠিপত্র পেয়েছি। ইতি

বিবেকানন্দ

(১২৩)

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লিখিত

মারী

১০ই অক্টোবর, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রে তোমার শরীর তেমন ভাল নয় শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। Unpopular (অপ্রিয়) লোককে যদি popular (লোকপ্রিয়) করতে পার তবেই বলি বাহাদুর। পরে ওখানে কোনও কার্য্য হইবার আশা নাই। তদপেক্ষা ঢাকা বা অন্য কোন স্থানে যাইতে পারিলেই ভাল হইত। যাহা হউক নভেম্বরে যে

work close (কাজ বন্ধ) হইবে, সেই মঙ্গল। শরীর যদি খারাপ বেশী হয় ত চলিয়া আসিবে। Central Provinceএ (মধ্য প্রদেশে) অনেক field (কার্য্য ক্ষেত্র) আছে এবং famine (দুর্ভিক্ষ) ছাড়াও আমাদের দেশে দরিদ্রের অভাব কি ? যেখানে হউক একটা ভবিষ্যৎ বুঝে বসতে পারলেই কাজ হয়। যাহা হউক দুঃখিত হইও না।

যাহা করা যায়, তাহার নাশ নাই—কখনও নহে ; কে জানে ঐখানেই পরে সোণা ফলিতে পারে।

আমি শীঘ্রই দেশে কার্য্য আরম্ভ করিব। এখন আর পাহাড় বেড়াবার আবশ্যক নাই।

শরীর সাবধানে রাখিবে। কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ

(১২৪)

স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত

মারী

১০ই অক্টোবর, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। লম্বা প্ল্যানে এখন কায নাই, যাহা under existing circumstances possible (বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব) হয়, তাহাই করিবে। ক্রমে ক্রমে the way will open to you (তোমার পথ খুলিয়া যাইবে)। Orphanage (অনাথাশ্রম) অতি অবশ্যই করিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? মেয়েটিকেও ছাড়া হবে না।

তবে মেয়ে Orphanage-এর (অনাথাশ্রমের জন্য) মেয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চাই, আমার বিশ্বাস—মা এ বিষয়ে কাজ কর্ত্তে বেশ পারবেন। অথবা উক্ত গ্রামের কোনও বৃদ্ধা বিধবাকে এ কার্য্যে ব্রতী করাও, যাঁর ছেলেপুলে নাই। তবে ছেলেদের ও মেয়েদের স্বতন্ত্র স্থান হওয়া চাই। সেভিয়র সাহেব এ কার্য্যের জন্য তোমায় টাকা পাঠাইতে রাজি। তাঁহার ঠিকানা নেডোন্স্ হোটেল, লাহোর। যদি তাঁকে চিঠি লেখ, উপরে লিখিবে To wait arrival (আশা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে)। আমি শীঘ্রই কাল বা পরশু রাওলপিণ্ডি যাইতেছি, পরে জম্মু হইয়া লাহোর ইত্যাদি দেখিয়া, করাচি প্রভৃতি হইয়া রাজপুতানায় আসিব।

আমার শরীর বেশ ভাল আছে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুঃ—মুসলমান বালকও লইতে হইবে বৈকি এবং তাহাদের ধর্ম্ম নষ্টও করিবে না। তাহাদের খাওয়া দাওয়া আলগ্ করিয়া দিলেই হইল এবং যাহাতে তাহারা নীতি-পরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে! ইহারই নাম ধর্ম্ম—জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন শিকেয় তুলে রাখ।

বি

আমাদের দেশে এখন আবশ্যক Manhood (মনুষ্যত্ব) এবং দয়া —স ঈশঃ অনির্ব্বচনীয়প্রেমস্বরূপঃ—তবে প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে[১] এই স্থলে এই বলা উচিত,—"স প্রত্যক্ষ এবং

১। সেই ঈশ্বর অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ—তবে পাত্রবিশেষে প্রকাশ পান।

সর্ব্বেষাং প্রেমরূপঃ”—তিনি প্রেমরূপে সর্ব্বভূতে প্রকাশমান। আবার কি কাল্পনিক ঈশ্বরের পূজো হে বাপু! বেদ, কোরাণ, পুরাণ, পুঁথি পাত্‌ড়া এখন কিছুদিন শান্তি লাভ করুক—প্রত্যক্ষ ভগবান দয়া প্রেমের পূজো দেশে হক। ভেদবুদ্ধিই বন্ধন, অভেদবুদ্ধিই মুক্তি, সাংসারিক মদোন্মত্ত জীবের কথায় ভয় পেয়ো না। অভীঃ, অভীঃ। লোক না পোক! হিন্দু, মুসলমান, কৃশ্চান ইত্যাদি সকল জাতের ছেলে লও, তবে প্রথমটা আস্তে আস্তে, অর্থাৎ তাদের খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি একটু আলগ্‌ হয়, আর ধর্ম্মের যে সার্ব্বজনীন সাধারণ ভাব, তাই শিখাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ

(১২৫)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

(সম্ভবতঃ) মারী

১১ই অক্টোবর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

কাশ্মীর হতে আজ দশ দিন পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ যেন একটা ঝোঁকে করেছি বলে মনে হচ্ছে। সেটা শরীরের রোগ হোক বা মনেরই হোক। এক্ষণে আমার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি আর কাজের যোগ্য নই।...তোমাদের উপর অত্যন্ত কটু ব্যবহার করেছি বুঝতে পারছি। তবে তুমি আমার সব সহ্য করবে আমি জানি; ও মঠে আর কেও নেই যে সইবে। তোমার উপর অধিক অধিক কটু ব্যবহার করেছি; যা হবার তা হয়েছে—কর্ম্ম! আমি অনুতাপ কি করব, ওতে বিশ্বাস

নাই—কর্ম্ম! 'মা'য়ের কাজ আমার দ্বারা যতটুকু হবার ছিল ততটুকু করিয়ে শেষ শরীর মন চূর করে ছেড়ে দিলেন 'মা'। 'মা'য়ের ইচ্ছা!

এক্ষণে আমি এসমস্ত কাজ হতে অবসর নিলাম। দু এক দিনের মধ্যে আমি সব···ছেড়ে দিয়ে একলা একলা চলে যাব; কোথাও চুপ করে বাকী জীবন কাটাব। তোমরা মাপ করতে হয় করো, যা ইচ্ছা হয় করো। মিসেস্ বুল বেশী টাকা দিয়েছেন। শরতের উপর তাঁর একান্ত বিশ্বাস। শরতের পরামর্শ নিয়ে সকল মঠের কাজ করো, যা হয় করো। তবে আমি চিরকাল বীরের মত চলে এসেছি—আমার কাজ বিদ্যুতের মত শীঘ্র, আর বজ্রের মত অটল চাই। আমি ঐ রকমই মরবো। সেইজন্য আমার কাজটী করে দিও—হারা জিতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। আমি লড়ায়ে কখনও পেছ-পাও হইনি; এখন কি···হব? হারজিত সকল কাজেই আছে; তবে আমার বিশ্বাস, যে কাপুরুষ মরে নিশ্চিত কৃমিকীট হয়ে জন্মায়। যুগ যুগ তপস্যা করলেও কাপুরুষের উদ্ধার নেই—আমায় কি শেষে কৃমি হয়ে জন্মাতে হবে?···আমার চোখে এ সংসার খেলা মাত্র—চিরকাল তাই থাকবে। এর মান অপমান···লাভ লোকসান নিয়ে কি ছ মাস ভাবতে হবে?···আমি কাজের মানুষ! খালি পরামর্শ হচ্ছে—ইনি পরামর্শ দিচ্ছেন, উনি দিচ্ছেন; ইনি ভয় দেখাচ্ছেন, ত উনি ডর! আমার চোখে এ জীবনটা এমন কিছু মিষ্টি নয় যে, অত ভয় ডর করে হুঁশিয়ার হয়ে বাঁচতে হবে। টাকা, জীবন, বন্ধু-বান্ধব, মানুষের ভালবাসা আমি সব

—অত সিদ্ধি-নিশ্চিত করে যে কাজ করতে চায়, অত ভয় যদি করতে হয়—ত গুরুদেব যা বলতেন যে, কাক বড় স্যায়না—তার তাই হয়। আর যাই হোক, এসব টাকা-কড়ি, মঠ-মড়ি, প্রচার ফ্রচার কি জন্য—সমস্ত জীবনের এক উদ্দেশ্য—শিক্ষা; তা ছাড়া ধন-কড়ি স্ত্রীপুরুষ প্রয়োজন কি?

এজন্য টাকা গেল, কি হার হল—আমি অত বুঝতে পারি না বা পারব না। লড়াই করলুম কোমর বেঁধে—এ আমি খুব বুঝি; আর যে বলে, "কুছ পরোয়া নেই, ওয়া বাহাদুর, আমি সঙ্গেই আছি"...তাকে বুঝি, সে বীরকে বুঝি, সে দেবতাকে বুঝি। তেমন নরদেবের পায়ে আমার কোটি কোটি নমস্কার; তারাই জগৎপাবন, তারাই সংসারের উদ্ধারকর্তা! আর যে গুলো খালি "বাপরে এগিয়ো না, ওই ভয়, ওই ভয়"—ডিস্‌পেপ্‌টিকগুলো—প্রায়ই ভয়তরাসে। তবে আমার মায়ের কৃপায় মনের এত জোর যে, ঘোর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া কখন আমায় কাপুরুষ করতে পারবে না। কাপুরুষদের আর কি বলবো, কিছুই বলবার নাই। কিন্তু যত বীর এ জগতে বড় কাজ করতে নিষ্ফল হয়েছেন, যাঁরা কখন কোন কাজ থেকে হঠেন নি, যে সকল বীর ভয় আর অহঙ্কার বশে হুকুম অগ্রাহ্য করে নি, তাঁরা যেন আমায় চরণে স্থান দেন। আমি শাক্ত মায়ের ছেলে। মিন্‌মিনে, ভিন্‌মিনে, ছেঁড়া ন্যাতা তমোগুণ আর নরককুণ্ড আমার চক্ষে দুই এক। মা জগদম্বে, হে গুরুদেব! তুমি চিরকাল বলতে, "এ বীর"!—আমায় যেন কাপুরুষ হয়ে মরতে না হয়। এই আমার প্রার্থনা, হে ভাই!..."উৎপৎস্যতেঽস্তি মম

কোঽপি সমানধর্ম্মা”—এই ঠাকুরের দাসানুদাসদের মধ্যে কেউ না কেউ উঠবে আমার মত, যে আমায় বুঝবে।

“জাগ বীর ঘুচায়ে স্বপন ; শিয়রে শমন,···তাহা না ডরাক তোমা”– যা কখন করি নি, রণে পৃষ্ঠ দিই নি, আজ কি···তাই হবে?···হারবার ভয়ে লড়াই থেকে হঠে আসব? হার ত অঙ্গের আভরণ ; কিন্তু না লড়েই হারব!

তারা! মা!···একটা তাল ধরবার মানুষ নেই ; আবার মনে মনে খুব অহঙ্কার, “আমরা সব বুঝি”।··· আমি এখন চললাম ;···সব তোমাদের রইল। মা আবার মানুষ দেন— যাদের ছাতিতে সাহস, হাতে বল, চোখে আগুন জ্বলে, যারা জগদম্বার ছেলে—এমন এক জনও যদি দেন, তবে কাজ করব, তবে আবার আসব ; নইলে জানলুম মায়ের ইচ্ছা এই পর্য্যন্ত।···আমার এখন ‘ঘড়িকে ঘোড়া ছোটে’, আমি চাই তড়ি ঘড়ি কাজ, নির্ভীক হৃদয়।··

সারদা বেচারীকে অনেক গাল দিয়েছি। কি করব?··· আমি গাল দিই ; কিন্তু আমারও বলবার ঢের আছে।···আমি হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর article (প্রবন্ধ) লিখেছি।···সব ভাল, নইলে বৈরাগ্য হবে কেন?...শেষটা কি আর মা আমায় জড়িয়ে মারবেন? সকলকার কাছে আমার অনেক অপরাধ—যা হয় করো।

আমি তোমাদের সকলকে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করছি— মা যেন মহা শক্তিরূপে তোমাদের মধ্যে আসেন, ‘অভয়ং প্রতিষ্ঠং’ অভয় যেন তোমাদের করেন। আমি জীবনে এই

দেখলাম, যে সদা আপ্ত-সাবধান করে, সে পদে পদে বিপদে পড়ে। যে মানের ভয়ে মরে, সে অবমানই পায়। যে সদা লোকসানের ভয় করে, সে সর্ব্বদা খোওয়ায়।···তোমাদের সব কল্যাণ হোক। অলমিতি

বিবেকানন্দ

(১২৬)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

মারী
১২ই অক্টোবর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

কল্যকার পত্রে সবিশেষ লিখিয়াছি। কোন কোন বিষয়ে বিশেষ direction (পথ নির্দ্দেশ) আবশ্যক বোধ করিতেছি।... (১) যে যে ব্যক্তি টাকা যোগাড় করিয়া পাঠাইবে...তাহার acknowledgement (প্রাপ্তি স্বীকার) মঠ হইতে পাইবে। (২) Acknowledgement দুইখানা—একখানা তার, অপর খানা মঠে থাকিবে। (৩) একখানা বড় খাতায় তাদের সকলের নাম ও ঠিকানা entered (লিপিবদ্ধ) থাকিবে। (৪) মঠের ফণ্ডে যে টাকা আসিবে তাহার যেন কড়ায় গণ্ডায় হিসাব থাকে এবং সারদা প্রভৃতি যাহাকে যাহা দেওয়া হচ্ছে তাদের কাছ হতে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব লওয়া চাই। হিসাবের অভাবে...আমি যেন জোচ্চোর না বনি। ঐ হিসাব পরে publish (ছাপিয়া

বাহির) করিতে হইবে। (৫) পত্রপাঠ উকিলের পরামর্শ নিয়ে এই মর্ম্মে উইল রেজেষ্ট্রী করে এস যে, in case (যদি) আমি তুমি মরে যাই ত হরি এবং শরৎ আমাদের মঠের যা কিছু আছে সব পাবে।

আম্বালা হইতে এখনও কোন সংবাদ পাই নাই—হরিপ্রসন্ন প্রভৃতি পৌছিয়াছে কিনা। অপরার্দ্ধ মাষ্টার মহাশয়কে দিও। ইতি

বিবেকানন্দ

(১২৭) ইং

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকার 'শ্রীম'কে লিখিত

লালাহংসরাজের বাড়ী
রাওলপিণ্ডি
১২ই (?) অক্টোবর, ১৮৯৭

প্রিয় ম—,

C'est bon, mon ami (বেশ হচ্ছে, বন্ধু)—এখন আপনি ঠিক কাজে হাত দিয়েছেন। হে বীর, আত্মপ্রকাশ করুন! জীবন কি নিদ্রায়ই অতিবাহিত হবে? সময় যে বয়ে যায়! সাবাস, এই ত পথ!

আপনার পুস্তিকাপ্রকাশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ; শুধু ঐ আকারে বইএর খরচ পোষাবে কিনা তাই ভাবছি।...তা লাভ হোক বা নাই হোক গ্রাহ্য করবেন না—উহা দিনের আলোতে ত বেরিয়ে আসুক! এজন্য আপনার উপর যেমন অজস্র আশীর্ব্বাদ

বর্ষিত হবে তেমনি ততোধিক অভিসম্পাতও আসবে—জগতের চিরন্তন ধারাই এই।

এই ত সময়—।

ভগবদাশ্রিত

বিবেকানন্দ

(১২৮) ইং

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত

জম্মু

৩রা নভেম্বর, ১৮৯৭

…অত্যধিক ভাবপ্রবণতা কাজের বিঘ্ন করে; "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি"—এই হবে আমাদের মন্ত্র।

আমি শীঘ্রই ষ্টার্ডিকে লিখব। সে তোমায় ঠিকই বলেছে যে, আপদ বিপদে আমি তোমার পাশেই দাঁড়াব। ভারতে আমি যদি একটুকরাও রুটি পাই ত তুমি তার সবটুকুই পাবে—ইহা নিশ্চিত জেনো। আমি কাল লাহোরে যাচ্ছি; সেখানে পৌঁছে ষ্টার্ডিকে পত্র লিখব। কাশ্মীরে মহারাজের নিকট হতে কিছু জমি পাবার আশায় গত পনর দিন আমি এখানে আছি। যদি এদেশে থাকি ত আগামী গ্রীষ্মে আবার কাশ্মীর যাব এবং সেখানে কিছু কাজ শুরু করব ভাবছি।

আমার অফুরন্ত স্নেহ জানবে।

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(১২৯)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

লাহোর

১১ই নভেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

লাহোরের লেকচার এক রকম হইয়া গেল। দু এক দিনের মধ্যেই ডেরাডুন যাত্রা করিব। তোমাদের সকলের অমত এবং অন্যান্য অনেক বাধা বশতঃ সিন্ধুযাত্রা এখন স্থগিত রইল। আমার দুইখানি বিলাতী চিঠি কে রাস্তায় খুলিয়াছে। অতএব আমার চিঠিপত্র এক্ষণে আর পাঠাবে না। খেতড়ি হইতে লিখিলে পাঠাইবে। যদি উড়িষ্যায় যাও ত এমন বন্দোবস্ত করিয়া যাও যে, কোন ব্যক্তি তোমার প্রতিনিধি হইয়া সমস্ত কার্য্য করে—যথা হরি। বিশেষতঃ এক্ষণে আমি প্রতিদিন আমেরিকা হইতে পত্রাদির অপেক্ষা করিতেছি।

হরি ও শরতের নামে যে উইল করিবার জন্য বলিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় হইয়া গিয়াছে। ইতি

এখানে সম্ভবতঃ সদানন্দ ও সুধীরকে ছাড়িয়া যাইব একটি সভা স্থাপন করিয়া। এবার লেকচারাদি আর নয়—একেবারে হুড়মুড় রাজপুতানায় যাচ্ছি। মঠ না করিয়া কথা নয়। শরীর regular exercise (নিয়মিত ব্যায়াম) না করিলে কখনও ভাল থাকে না, বকে বকেই যত ব্যারাম ধরে, ইহা নিশ্চিত জানিও। সকলকে আমার ভালবাসা। ইতি

বিবেকানন্দ

(১৩০)

শ্রীমতী ইন্দুমতী মিত্রকে লিখিত

লাহোর

১৫ই নভেম্বর, ১৮৯৭

কল্যাণীয়াসু,

মা, বড় দুঃখের বিষয় যে, একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও এ যাত্রায় সিন্ধুদেশে আসিয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করা ঘটিল না। প্রথমতঃ কাপ্তেন এবং মিসেস—নামক যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে আসিয়া আমার সহিত প্রায় আজ নয় মাস ফিরিতেছেন, তাঁহারা ডেরাদুনে জমি খরিদ করিয়া একটি অনাথালয় করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। তাঁহাদের অত্যন্ত অনুরোধ যে, আমি যাইয়া ঐ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিই, তজ্জন্য ডেরাদুন না যাইলে নহে।

দ্বিতীয়তঃ, আমার অসুখ হওয়ার জন্য জীবনের উপর ভরসা নাই। এক্ষণেও আমার উদ্দেশ্য যে, কলিকাতায় একটি মঠ হয়—তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না। অপিচ দেশের লোক বরং পূর্ব্বে আমাদের মঠে যে সাহায্য করিত, তাহাও বন্ধ করিয়াছে। তাহাদের ধারণা যে আমি ইংলণ্ড হইতে অনেক অর্থ আনিয়াছি!! তাহার উপর এবার মহোৎসব হওয়া পর্য্যন্ত অসম্ভব; কারণ রাসমণির মালিক বিলাতফেরত বলিয়া আমাকে উদ্যানে যাইতে দেবেন না!! অতএব আমার প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে যে দুই চারিটী বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কলিকাতায় একটী স্থান করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা। এই সকল কারণের জন্য

আপাততঃ অত্যন্ত দুঃখের সহিত সিন্ধুদেশ-যাত্রা স্থগিত রাখিলাম। রাজপুতানা ও কাথিয়াওয়াড় হইয়া আসিবার বিশেষ চেষ্টা করিব। তুমি দুঃখিত হইও না। আমি একদিনও তোমাদের ভুলি না, তবে কর্ত্তব্যটা প্রথমেই করা উচিত। কলিকাতায় এক মঠ হইলে আমি নিশ্চিন্ত হই। এত যে সারা জীবন দুঃখে কষ্টে কাজ করিলাম, সেটা আমার শরীর যাওয়ার পর নির্ব্বাণ যে হইবে না, সে ভরসা হয়। আজই ডেরাদুনে চলিলাম—সেথায় দিন সাত থাকিয়া রাজপুতানায়—তথা হইতে কাথিয়াওয়াড় ইত্যাদি।

সাশীর্ব্বাদং
বিবেকানন্দস্য

(১৩১)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

লাহোর
১৫ই নভেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

বোধ হয় তোমার ও হরির শরীর এখন বেশ আছে। লাহোরে খুব ধুম-ধামের সহিত কার্য্য হইয়া গেল। এক্ষণে ডেরাদুনে চলিলাম। সিন্ধু যাত্রা স্থগিত রহিল। দীনু, লাটু ও কৃষ্ণলাল জয়পুরে পৌঁছিয়াছে কিনা এখন কোন সংবাদ নাই। এখান হইতে মঠের খরচের জন্য বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় চাঁদা আদায় করিয়া পাঠাইবেন। রীতিমত receipt (রসিদ)

তাঁহাকে দিও। মারী, রাওয়ালপিণ্ডি ও শিয়ালকোট হইতে কিছু পাইয়াছ কিনা লিখিবে।

এই পত্রের জবাব C/0 Post Master, Dehra-Dun (ডেরাডুনের পোষ্টমাষ্টারের হেফাজতে) লিখিও। অন্য চিঠি আমি ডেরাডুন হইতে পত্র লিখিলে পব পাঠাইবে। আমার শরীর বেশ আছে। তবে রাত্রে দু-একবার উঠিতে হয়। নিদ্রা উত্তম হইতেছে। খুব লেক্‌চার করিলেও নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না, আর exercise (ব্যায়াম) রোজ আছে।...কোনও গোল নাই। এইবার উঠে পড়ে লাগ। সেই বড় জায়গাটার উপর চুপিসাড়ে চোখ রেখো। এবার মহোৎসব যাতে সেথায় হয় তার বিধিমত চেষ্টা করা যাচ্ছে। সকলকে আমার ভালবাসা। ইতি

বিবেকানন্দ

পুঃ—মাষ্টার মহাশয় যদি আমাদের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে 'ট্রিবিউন' এ লেখেন ত বড়ই ভাল হয়। তাহলে লাহোরটা আর জুরায় না। এখন খুব তেতেছে। টাকা কড়ি একটু হিসাব করে খরচ করো; তীর্থযাত্রাটা নিজের উপব, প্রচারাদি মঠের ভার।

(১৩২)

শ্রীমতী ইন্দুমতী মিত্রকে লিখিত

ডেরাডুন

২৪শে নভেম্বর, ১৮৯৭

কল্যাণীয়াসু,

মা, তোমার ও হরিপদ বাবাজীর পত্র যথাকালে পাইলাম। অবশ্যই তোমাদের দুঃখিত হইবার কারণ অনেক হইয়াছে। কি

করি বল? এক্ষণে ডেরাদুনে যে কার্য্যে আসিয়াছিলাম তাহাও নিষ্ফল হইল—সিন্ধুদেশেও যাওয়া হইল না। প্রভুর ইচ্ছা। এক্ষণে রাজপুতানা ও কাথিয়াওয়াড় দেশ হইয়া সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া কলিকাতায় যাইব ইচ্ছা আছে। পথে কিন্তু আর একটি বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। তা যদি না হয় নিশ্চিত সিন্ধুদেশে আসিতেছি। ছুটী লইয়া হায়দ্রাবাদে বৃথা আসা ইত্যাদিতে তোমাদের নিশ্চয়ই অনেক অসুবিধা হইয়া থাকিবে—সকলই প্রভুব ইচ্ছা। কষ্ট করিলেই তার সুফল আছে নিশ্চিত। আমি আগামী শুক্রবারে এ স্থান হইতে যাইব—সাহারাণপুর হইয়া একেবারে রাজপুতানায় যাইবার ইচ্ছা। আমার শরীর এক্ষণে ভাল আছে। ভরসা করি, তোমরাও নীরোগ শরীরে স্বচ্ছন্দে আছ। এস্থানে ও ডেরাদুনের নিকট প্লেগ হওয়ায় অনেক হাঙ্গাম করিতেছে এবং আমাদের অনেকটা ব্যাঘাত সহ্য করিতে হইতেছে ও হইবে। মঠের ঠিকানায় পত্র লিখিলেই আমি যে স্থানেই থাকি না কেন পাইব। তুমি ও হরিপদ বাবাজী আমার বিশেষ আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। ইতি

সাশীর্ব্বাদং
বিবেকানন্দস্য

(১৩৩)

স্বামী প্রেমানন্দকে লিখিত

ডেরাদুন
২৪শে নভেম্বর, ১৮৯৭

প্রিয়বরেষু,

তোমার সকল সমাচার হরিপ্রসন্ন ভায়ার মুখে শুনিলাম।

রাখাল ও হরির শরীর এক্ষণে সারিয়াছে শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম।

এবার টিহিরীর শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘাড়ে একটা বেদনার জন্য অত্যন্ত ভুগিতেছেন; আমিও নিজে ঘাড়ের একটা বেদনায় অনেকদিন যাবৎ ভুগিতেছি। যদি তোমাদের সন্ধানে পুরাতন ঘৃত থাকে তাহা হইলে কিঞ্চিৎ ডেরাডুনে উক্ত বাবুকে এবং খেতড়ির ঠিকানায় কিঞ্চিৎ আমাকে পাঠাইবে। হাবু, শরৎ (উকিল) এর নিকট নিশ্চিত পাইবে। ডেরাডুন—N.W.P., রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য বলিলেই উক্ত বাবু পাইবেন।

আমি পরশ্ব দিবস সাহারাণপুরে চলিলাম। সেথা হইতে রাজপুতানা। ইতি

বিবেকানন্দ

সকলকে আমার ভালবাসা।

বি

(১৩৪) ইং

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকার "শ্রীম"কে লিখিত

ডেরাডুন

২৪শে নভেম্বর, ১৮৯৭

প্রিয় ম—,

আপনার দ্বিতীয় পুস্তিকাখানির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। উহা সত্যই অপূর্ব্ব। আপনার প্রণালী সম্পূর্ণ মৌলিক। ইতঃপূর্ব্বে আর কোন জীবনচরিতকার কোন মহাপুরুষের জীবন ঠিক

এই ভাবে, নিজের কল্পনায় কিছুমাত্র অনুরঞ্জিত না করে, প্রকাশ করে নাই। ভাষাও অনবদ্য—যেমন সরস ও সতেজ, তেমনি সরল ও সহজ।

আমি যে উহা কিরূপ উপভোগ করেছি তা ভাষায় প্রকাশ করবার নয়। ঐ সব পাঠ করবার সময় আমি যেন সত্যই অন্য জগতে চলে যাই। এ বড় আশ্চর্য্য নয় কি? আমাদের ঠাকুর ও গুরু সম্পূর্ণ মৌলিক ছিলেন; সুতরাং আমাদের প্রত্যেককেও হয় মৌলিক হতে হবে, নয় ত কিছুই না। এখন আমি বুঝতে পারছি যে, কেন আমাদের মধ্যে আর কেউ এর পূর্ব্বে তাঁর জীবনী লিখতে চেষ্টা করে নি। এই বিরাট কাজ আপনার জন্যই পড়ে ছিল। তিনি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে আছেন।

অসীম ভালবাসা ও নমস্কার জানিবেন। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—সক্রেটিসের ধাঁজের কথোপকথনগুলি আগা-গোড়াই যেন প্লেটোর রীতিতে চলেছে, আপনি নিজেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রেখেছেন। বিশেষতঃ নাটকীয় অংশগুলি একেবারে অপূর্ব্ব। এদেশে এবং পাশ্চাত্ত্যে প্রত্যেকে উহা পছন্দ করছে।

(১৩৫)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

দিল্লী

৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

মিসেস্ মুলার যে টাকা দিবেন বলিয়াছেন তাহার কতক

কলিকাতায় হাজির। বাকী পরে আসিবে শীঘ্রই। আমাদেরও কিছু আছে। মিসেস্ মূলার তোমার ও আমার নামে গ্রিণ্ডলে কোম্পানীর ওখানে টাকা রাখবেন। তাতে তোমার power of attorney (ক্ষমতাপত্র) থাকার দরুণ তুমি একাই সমস্ত draw করতে (তুলতে) পারবে। এটি যেমন রাখা অমনি তুমি নিজে ও হরি পাটনায় সেই লোকটাকে ধর গিয়া—যেমন করে পার influence কর (রাজী করাও); আর জমিটে যদি ন্যায্য দাম হয় ত কিনে লও। নইলে অন্য জায়গার চেষ্টা দেখ। আমি এদিকেও টাকার যোগাড় দেখছি। নিজের জমিতে মহোৎসব করে তবে কাজ—তাতে বুড়োই মরে আর চেক্ড়াই ছিঁড়ে। এটি তোমার মনে থাকে যেন।

এই ৮।৯ মাস তুমি যে কাজ করেছ, খুব বাহাদুরী দেখিয়েছ। এইবার ধড়াধড় দেখ না একটা মঠ ও কলিকাতার একটা জায়গা না বনিয়ে দিয়ে তবে কাজ। কাজকর্ম্ম অথচ খুব গোপনে। কাশীপুরের বাগানটারও তল্লাস রেখো। আমি কাল আলোয়ার হয়ে খেতড়ি যাচ্ছি। শরীর বেশ আছে, সর্দ্দি করেছে বটে। চিঠিপত্র খেতড়িতে পাঠাবে। সকলকে ভালবাসা। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—তোমাকে যে উইল করতে বলেছিলাম শরৎ ও হরির নামে, তার কি হল। অথবা তুমি জায়গা ফায়গা আমার নামে কিনবে—আমি উইল ঠিক all ready (সম্পূর্ণ তৈরী) করে রাখব। ইতি

বি

(১৩৬)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

খেতড়ি

৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

আমরা কাল খেতড়ি যাত্রা করিব। দেখিতে দেখিতে লটবহর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। খেতড়ি হইয়া সকলকেই মঠে পাঠাইবার সঙ্কল্প আছে। যে সকল কাজ এদের দ্বারা মনে করে-ছিলাম তাহার কিছুই হইল না। অর্থাৎ আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিলে কেহই যে কিছুই করিতে পারিবে না—তাহা নিশ্চিত। স্বাধীনভাবে না ঘুরিলে ইহাদের দ্বারা কিছুই হইবে না। অর্থাৎ আমার সঙ্গে থাকিলে কে ইহাদের পুছিবে—কেবল সময় নষ্ট। এই জন্য ইহাদের পাঠাইতেছি মঠে।

Famine (দুর্ভিক্ষ) ফণ্ডে যে টাকা বাঁচিয়াছে তাহা একটা permanent work (স্থায়ী কার্য্যের) ফণ্ড করিয়া রাখিয়া দিবে। অন্য কোন বিষয়ে তাহা খরচ করিবে না এবং সমস্ত famine work (দুর্ভিক্ষ কার্য্য) এর হিসাব দেখাইয়া লিখিবে যে, বাকী এত আছে অন্য good work (ভাল কার্য্য) এর জন্য।…

কাজ আমি চাই—don't want any humbug (কোন ভাঁওতা চাই না)। যাদের কাজ করবার ইচ্ছা নেই—"যাদু, এই বেলা পথ দেখ" তারা। খেতড়ি পৌছিয়াই তোমার power of attorney (ক্ষমতাপত্র) তে সহি করিয়া পাঠাইয়া দিব—যদি পৌছিয়া থাকে। আমেরিকার বষ্টন ছাপওয়ালা

চিঠি মাত্র খুলিবে, অন্য কোন চিঠি খুলিবে না। আমার চিঠিপত্র খেতড়িতে পাঠাইবে। টাকা আমি রাজপুতানাতেই পাইব, তাহার কোন চিন্তা নাই। তোমরা প্রাণপণে জায়গাটা ঠিক কর—এবার নিজের জমির উপর মহোৎসব করিতেই হইবে।

টাকাটা কি বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আছে অথবা তুমি অন্য কোথাও রাখিয়া দিয়াছ? টাকাকড়ি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইবে; হিসাব তন্ন তন্ন রাখিবে ও টাকার জন্য আপনার বাপকেও 'বশ্বাস নাই জানিবে। ইতি

সকলকে ভালবাসা জানাইও। হরি কেমন আছে লিখিবে। মধ্যে ডেরাডুনে উদাসী সাধু কল্যাণদেব ও আরও দুই এক জনের সহিত সাক্ষাৎ। হৃষীকেশওয়ালারা আমাকে দেখিবার জন্য বড়ই উৎসুক—"নারায়ণ হরির" কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা ইত্যাদি।

বিবেকানন্দ

(১৩৭)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

খেতড়ি

১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার power of attorney (ক্ষমতাপত্র) তে আজ সহি করিয়া পাঠাইলাম।...টাকাটা যত শীঘ্র পার draw করিবে (তুলিবে) এবং করিয়াই আমাকে তার দিবে। ছত্রপুর নামে

কে একজন বুন্দেলখণ্ডী রাজা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। যাইবার সময় তাঁহার ওখানে হইয়া যাইব। লিমডির রাজাও ডাকিতেছেন আগ্রহ করিয়া, সেখানেও না গেলে নহে। একবার পোঁ করিয়া কাথিয়াওয়াড ঘুরিয়া চলিলাম আর কি। কলিকাতায় যেতে পারলেই বাঁচি।...বষ্টনের খবরওত এখনও নাই; তবে হয়ত শরৎ আসছে।...যাহা হউক, যেখান থেকে যা খবর আসবে তৎক্ষণাৎ আমাকে পত্র লিখিবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—কানাই কেমন আছে? শুনিতে পাই তাহার শরীর ভাল নহে। তাহার বিশেষ খবর লইবে এবং কাহারও উপর হুকুম যেন না হয় দেখিবে। হরির ও তোমার সুস্থ সংবাদ লিখিবে।

(১৩৮)

স্বামী শিবানন্দকে লিখিত

জয়পুর

২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯৭

প্রিয় শিবানন্দ,

মান্দ্রাজে থাকিতেই বোম্বে গিরগাঁওয়ের যে মিঃ শেতলুরের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল, তিনি আফ্রিকাতে যে সকল ভারতীয় বাসিন্দা রয়েছে তাদের আধ্যাত্মিক অভাব দূরীকরণের জন্য কাহাকেও পাঠাতে লিখিয়াছেন। অবশ্য তিনিই মনোনীত ব্যক্তিকে আফ্রিকায় পাঠাবেন এবং আবশ্যকীয় সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবেন।

কাজটি আপাততঃ খুব সহজ কিংবা নির্ঝঞ্ঝাট হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু একাজে সৎলোকের এগিয়ে যাওয়াই উচিত মনে হয়। সেখানকার কাজ হচ্ছে এই যে ভারতীয়দের তত্ত্বাবধান করতে হবে, অথচ এমন ধীরভাবে করতে হবে, যাতে আরো বিবাদের সৃষ্টি না হয়। হাতে হাতে কাজের ফল পাবার আশা করা যায় না; কিন্তু পরিণামে দেখবে যে, আজ পর্য্যন্ত ভারতের কল্যাণের জন্য যত কাজ করা হয়েছে, সে সকলের অপেক্ষাও এতে বেশী উপকার হবে। আমার ইচ্ছা, তুমি একবার এতে তোমার ভাগ্যপরীক্ষা করে দেখ। যদি রাজী থাক, তবে এই পত্রের উল্লেখ করে শেতলুরকে তোমার সম্মতি জানিয়ো এবং আরো খবর চেয়ে পাঠিয়ো। শিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ। আমি শারীরিক খুব ভাল নই; কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতায় যাব এবং শরীর সেরে যাবে। ইতি

ভগবৎপদাশ্রিত

বিবেকানন্দ

(১৩৯)

শ্রীমতী মৃণালিনী বসুকে লিখিত

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

দেওঘর, বৈদ্যনাথ

৩রা জানুয়ারী, ১৮৯৮

মা,

তোমার পত্রে কয়েকটি অতি গুরুতর প্রশ্নের সমুত্থান

হইয়াছে। একখানি ক্ষুদ্র লিপিতে ঐ সকল প্রশ্নের সদুত্তর সম্ভব নহে, তবে যথাসম্ভব সংক্ষেপে উত্তর লিখিতেছি।

১। ঋষি, মুনি, দেবতা কাঁহারও সাধ্য নাই যে, সামাজিক নিয়মের প্রবর্ত্তন করেন। সমাজের পশ্চাতে যখন তাৎকালিক আবশ্যকতার বেগ লাগে, তখন আত্মরক্ষার জন্য আপনা আপনি কতকগুলি আচারের আশ্রয় লয়। ঋষিরা ঐ সকল আচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। আত্মরক্ষার জন্য মনুষ্য যেমন অনেক সময় তৎকালে রক্ষা পাইবার উপযোগী অনেক আগামী-অতি-অহিতকর উপায় অবলম্বন করে, সেই প্রকার সমাজও অনেক সময় সেই সময়ের জন্য রক্ষা পান, কিন্তু যে উপায়ে বাঁচেন, তাহা পরিণামে ভয়ঙ্কর হয়।

যথা, আমাদের দেশে বিধবা-বিবাহ-প্রতিষেধ। মনে করিও না যে, ঋষি বা দুষ্ট পুরুষেরা ঐ সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। পুরুষ জাতির স্ত্রীকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখিবার ইচ্ছা থাকিলেও সমাজের সাময়িক আবশ্যকতার সহায়-অবলম্বন ব্যতিরেকে কখনও সফলকাম হয় না। এই আচারের মধ্যে দুটি অঙ্গ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

(ক) ছোট জাতিদের মধ্যে বিধবার বিবাহ হয়।

(খ) ভদ্র জাতিদেব মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক।

এক্ষণে যদি প্রত্যেক কন্যাকেই বিবাহ দেওয়া নিয়ম হয়, তাহা হইলে এক একটির এক একটি পাত্র মিলাই কঠিন, এক এক জনের দুই তিনটি কোথা হইতে হয়? কাজেই সমাজ এক পক্ষের হানি করিয়াছে, অর্থাৎ যে একবার পতি পাইয়াছে

তাহাকে আর পতি দেয় না; দিলে একটি কুমারী পতি পাইবে না। যে সকল জাতিতে আবার স্ত্রীর সংখ্যা কম, তাহাদের পূর্ব্বোক্ত বাধা না থাকায় বিধবার বিবাহ হয়।

ঐ প্রকার জাতিভেদ-বিষয়েও এবং অন্যান্য সামাজিক আচার সম্বন্ধেও।

পাশ্চাত্ত্যদেশে ঐ প্রকার কুমারীদের পতি পাওয়া বড়ই সঙ্কট হইতেছে।

ঐ প্রকার যদি সামাজিক কোনও আচারের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হয়, তাহা হইলে ঐ আচারের মূলে কি আবশ্যকতা আছে, সেইটি প্রথমে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সেইটি পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেই উক্ত আচারটি আপনা হইতে নষ্ট হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন নিন্দা বা স্তুতির দ্বারা কাজ হইবে না।

২। এক্ষণে কথা এই, সমাজ এই যে সকল নিয়ম করেন, অথবা সমাজ যে সংগঠিত হয়, তাহা কি সামাজিক সাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত? অনেকে বলেন, হাঁ, আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তাহা নহে। কতকগুলি লোক অপেক্ষাকৃত শক্তিমান হইয়া ধীরে ধীরে অপর সকলকে আপনার অধীন করিয়া ফেলে এবং ছলে বলে বা কৌশলে স্বকামনা পূর্ণ করে। যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে অজ্ঞ লোকদিগকে স্বাধীনতা দেওয়ায় ভয় আছে, এ কথার মানে কি? স্বাধীনতা মানেই বা কি?

আমার তোমার ধনাদি অপহরণের কোনও বাধা না থাকার নাম কিছু স্বাধীনতা নহে, কিন্তু আমার নিজের শরীর বা বুদ্ধি বা ধন অপরের অনিষ্ট না করিয়া যে প্রকার ইচ্ছা সে প্রকার ব্যবহার

করিতে পাইব, ইহা আমার স্বাভাবিক অধিকার, এবং উক্ত ধন বা বিদ্যা বা জ্ঞানার্জ্জনের, সকল সামাজিক ব্যক্তির সমান সুবিধা যাহাতে থাকে তাহাও হওয়া উচিত। দ্বিতীয় কথা এই যে যাঁহারা বলেন যে, অজ্ঞ বা গরিবদিগকে স্বাধীনতা দিলে অর্থাৎ তাহাদের শরীর, ধন ইত্যাদিতে তাহাদের পূর্ণ অধিকার দিলে এবং তাদের সন্তানদের ধনী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সন্তানদের ন্যায় জ্ঞানার্জ্জনের এবং আপনার অবস্থার উন্নতি করিবার সমান সুবিধা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে, তাঁহারা কি এ কথা সমাজের কল্যাণের জন্য বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া বলেন? ইংলণ্ডেও একথা শুনিয়াছি—"ছোট লোকেরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদের চাকুরী কে করিবে?"

মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক, তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে !!!

সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই তুমি আমি দশ জন বড় জাত !!!

আর যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলেও তোমার আমার কি অহঙ্কার যে, আমরা অন্য সকলকে পথ দেখাই? আমরা কি সবজান্তা?

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং"—আপনিই আপনার উদ্ধার কর। যে যার আপনার উদ্ধার করুক। সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে

সে বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যে সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহাই করা উচিত। যে সকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়, তাহার সহায়তা করা উচিত।

এ জন্মে যে হঠাৎ দেখিবামাত্র তাদৃক্‌গুণাদিসম্পন্ন না হইলেও ব্যক্তিবিশেষের উপর আমাদের আন্তরিক প্রেম আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা পূর্ব্বজন্মজনিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নটি বড়ই সুন্দর এবং ঐটিই বুঝিবার বিষয়। সকল ধর্ম্মের ইহাই সার—বাসনার বিনাশ; সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় ইচ্ছারও বিনাশ হইল; কারণ বাসনা ইচ্ছাবিশেষের নাম মাত্র। তবে আবার এ জগৎ কেন? এ সকল ইচ্ছার বিকাশই বা কেন? কয়েকটি ধর্ম্ম বলেন যে, অসদিচ্ছারই নাশ হওয়া উচিত; সত্যের নহে। বাসনাত্যাগ ইহলোকে, পরলোকে ভোগের দ্বারা পরিপূরিত হইবে। এ উত্তরে অবশ্যই পণ্ডিতেরা সন্তুষ্ট নহেন। বৌদ্ধাদি অপর দিকে বলিতেছেন যে, বাসনা দুঃখের মূল; তাহার নাশই শ্রেয়ঃ কিন্তু মশা মারতে মানুষ মারার মত বৌদ্ধাদি মতে দুঃখনাশ করতে নিজেকেও নাশ করে ফেললুম।

সিদ্ধান্ত এই যে, যাহাকে আমরা ইচ্ছা বলি, তাহা তদপেক্ষা আরও উচ্চতর অবস্থার নিম্ন পরিণাম। নিষ্কাম মানে ইচ্ছাশক্তিরূপ নিম্ন পরিণামের ত্যাগ এবং উচ্চ পরিণামের আবির্ভাব। ঐরূপ

মনোবুদ্ধির অগোচর, কিন্তু যেমন মোহর দেখিতে টাকা এবং পয়সা হইতে অত্যন্ত পৃথক হইলেও নিশ্চিত জানি যে, মোহর দুয়ের অপেক্ষা বড়, সেই প্রকার ঐ উচ্চতম অবস্থা বা মুক্তি বা নির্ব্বাণ যাহাই বল, মনোবুদ্ধির অগোচর হইলেও ইচ্ছাদি সমস্ত শক্তি অপেক্ষা বড়—যদিও তাহা শক্তি নহে, কিন্তু শক্তি তাহার পরিণাম, এ জন্য সে বড়; যদিও সে ইচ্ছা নহে কিন্তু ইচ্ছা তাহার নিম্ন পরিণাম, এজন্য তাহা বড়। এখন বোঝ, সকাম ও পরে নিষ্কামভাবে যথাযথ ইচ্ছাশক্তির পরিচালনায় ফল এই যে, ইচ্ছাশক্তিটিই তদপেক্ষা অনেক উন্নত অবস্থা লাভ করিবে।

গুরুমূর্ত্তি প্রথমে ধ্যান করিতে হয়, পরে তাহা লয় করিয়া ইষ্টমূর্ত্তি বসাইতে হয়। এস্থলে প্রীতিপাত্রই ইষ্টরূপে গ্রাহ্য।...

মনুষ্যে ঈশ্বর-আরোপ বড়ই মুস্কিল; কিন্তু চেষ্টা করিতে করিতে নিশ্চয়ই সফল হওয়া যায়। প্রতি মনুষ্যে তিনি আছেন, সে জানুক বা না জানুক; তোমার ভক্তিতে সেই ঈশ্বরত্ব-উদয় তাহার মধ্যে হইবেই হইবে।

সতত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ

(১৪০) ইং

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত

মঠ, বেলুড়, হাওড়া

২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮

প্রিয় শশী,

মাদ্রাজের মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া আমরা

সকলেই তোমায় অভিনন্দন জানাইতেছি। আশা করি লোকসমাগম ভালই হইয়াছিল এবং আধ্যাত্মিক খোরাকেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল।

তোমার অতি প্রিয় মুদ্রাদি এবং ক্লীং-ফটের পরিবর্তে তুমি যে মান্দ্রাজের লোকদের আত্মবিদ্যা শিখাইবার জন্য অধিকতর কোমর্ বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছ, তাহাতে আমরা খুব খুশী হইয়াছি। শ্রীজীর সম্বন্ধে তোমার বক্তৃতা সত্যই চমৎকার হইয়াছিল—যদিও আমি খাণ্ডোয়ায় থাকাকালে 'মান্দ্রাজ মেল' পত্রে ছাপা উহার একটা বিবরণ একটু দেখিয়াছিলাম মাত্র, এবং মঠে ত উহার কিছুই পায় নাই। তুমি আমাদিগকে একখানি কপি পাঠাইয়া দাও না?

শুনিতে পাইলাম, আমার পত্রাদি না পাইয়া তুমি ক্ষুণ্ণ হইয়াছ; সত্য কি? প্রকৃতপক্ষে তুমি আমায় যত চিঠি লিখিয়াছ, আমি ইউরোপ ও আমেরিকা হইতেও তোমায় তদপেক্ষা অধিক লিখিয়াছি। তোমার উচিত মান্দ্রাজ হইতে প্রতি সপ্তাহে যতটা সম্ভব খবর আমাদিগকে পাঠান। সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় হইতেছে, প্রতিদিন একখানি কাগজে কয়েক পঙ্ক্তি ও কয়েকটি সংবাদ টুকিয়া রাখা।

কিছুকাল যাবৎ আমার শরীর ভাল যাইতেছিল না। সম্প্রতি উহা অনেক ভাল। এখন কলিকাতায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা একটু বেশী শীত পড়িয়াছে এবং আমেরিকা হইতে যেসব বন্ধুরা আসিয়াছেন, তাঁহারা ইহাতে খুব আনন্দেই আছেন। যে জমি কেনা হইয়াছে, আজ আমরা উহার দখল লইব এবং যদিও

এখনই ঐ জমিতে মহোৎসব করা সম্ভবপর নহে তথাপি রবিবারে উহার উপর আমি কিছু না কিছু করাইব। অন্ততঃ শ্রীজীর ভস্মাবশেষ ঐ দিনের জন্য আমাদের নিজস্ব জমিতে লইয়া গিয়া পূজা করিতেই হইবে।

গঙ্গা এখানে আছে এবং তোমায় জানাইয়া দিতে বলিতেছে, সে যদিও 'ব্রহ্মবাদিন্' কাগজের জন কয়েক গ্রাহক যোগাড় করিয়াছে, তথাপি কাগজ এত অনিয়মিত ভাবে পৌঁছায় যে, তাহার ভয় হয়, তাহাদের সকলকে শীঘ্রই না হারাইতে হয়। তুমি জনৈক যুবকের সম্বন্ধে যে প্রশংসা-পত্র দিয়াছ উহা পাইয়াছি এবং উহার সঙ্গে আছে সেই চিরন্তন কাহিনী, "মহাশয়, আমার জীবনধারণের কোনই উপায় নাই।" অধিকন্তু এই কাহিনীর মাদ্রাজী সংস্করণে এইটুকু বেশী আছে, "আমার অনেকগুলি সন্তানও আছে।"...আমি তাহাকে সাহায্য করিতে পারিলে খুশী হইতাম; কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমার হাতে টাকা নাই—আমার যাহা ছিল, তাহার শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত রাজার হাতে দিয়াছি।...যাহা হউক, আমি পত্রখানি রাখালকে পাঠাইয়াছি—সে যদি কোন প্রকারে তোমার বন্ধু যুবকটিকে সাহায্য করিতে পারে। সে লিখিয়াছে যে, সে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে খৃষ্টানরা তাহাকে সাহায্য করিবে; কিন্তু সে তাহা করিবে না। তাহার হয় তো ভয় হইতেছে পাছে তাহার ধর্ম্মান্তরগ্রহণে হিন্দুভারত একটি উজ্জ্বলতম রত্নকে হারায়!...

নূতন মঠে নদীতীরে বাস করিতে হওয়ায় এবং যে পরিমাণ বিশুদ্ধ ও ঠাণ্ডা হাওয়া উপভোগ করিতে হইতেছে তাহাতে

অভ্যস্ত না থাকায় এখানে ছেলেরা অনেকটা হয়রান হইয়া পড়িতেছে। সারদা দিনাজপুর হইতে ম্যালেরিয়া লইয়া আসিয়াছে।...হরিরও একটু হইয়াছিল। আমার মনে হয় ইহাতে তাদের অনেকটা মাংস ঝরিবে। ভাল কথা, আমরা এখানে আবার আমাদের নাচের ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছি; হরি, সারদা ও স্বয়ং আমাকে ওয়াল্‌ট্‌জ্‌ নৃত্য করিতে দেখিলে তুমি আনন্দে ভরপূর হইতে। আমি নিজেই অবাক হইয়া যাই যে, আমরা কিরূপে টাল সামলাইয়া রাখি।

শরৎ আসিয়াছে এবং তাহার অভ্যাস মত কঠোর পরিশ্রম করিতেছে। এখন আমাদের কিছু ভাল আসবাব হইয়াছে—ভাব দেখি, সেই পুরাণ মঠের চাটাই ছাড়িয়া সুন্দর টেবিল, চেয়ার ও তিনখানি খাট পাওয়া কত বড় উন্নতি! আমরা পূজার কাজটাকে অনেকটা সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিয়াছি। তোমার ক্লীং-ফট্, ঝাঁজ ও ঘণ্টার যে ভাবে কাটছাঁট করা হইয়াছে তাহাতে তুমি মূর্চ্ছা যাইবে। জন্মতিথি-পূজা শুধু দিনের বেলায় হইয়াছে এবং রাত্রে সকলে আরামে ঘুমাইয়াছে। তুলসী ও খোকা কেমন আছে? তুমি তুলসীকে কাজের ভার দিয়া একবার কলিকাতায় আস না? কিন্তু উহা ভয়ানক খরচসাপেক্ষ—আর তোমাকে তো ফিরিয়াও যাইতে হইবে; কারণ মান্দ্রাজের কাজটা পুরাপুরি গড়িয়া তোলা দরকার। আমি মাস কয়েক পরেই মিসেস্ বুলের সঙ্গে আবার আমেরিকায় যাইতেছি। গুড্‌উইনকে আমার ভালবাসা জানাইও এবং তাহাকে বলিও, আমরা অন্ততঃ জাপানে যাইবার পথে তাহার সহিত দেখা

করিব। শিবানন্দ এখানে আছে এবং আমি তাহার হিমালয়ে চিরপ্রস্থানের প্রবল আগ্রহ কতকটা দমাইয়াছি। তুলসীও তাহাই ভাবিতেছে নাকি? আমার মনে হয়, ওখানকার বড় বড় ইঁদুরের গর্ত্তেই তাহার গুহার সাধ মিটিতে পারে—কি বল?

এখানে মঠ তো স্থাপিত হইল। আমি আরও সাহায্যের জন্য বিদেশে যাইতেছি।...শ্রীমহারাজের আশীর্ব্বাদে ভারত বাঁচিয়া উঠিবে। আমার আন্তরিক ভালবাসা জানিবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

(১৪১) ইং

রাজা প্যারী মোহন মুখার্জ্জিকে লিখিত

মঠ, বেলুড়
২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮

প্রিয় রাজাজী,

বক্তৃতার জন্য আপনার আমন্ত্রণ পেয়ে আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দিন কয়েক আগে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে এই বিষয়ে আমার আলাপ হয়েছিল এবং তার ফলে আপনাদের সমিতির জন্য একটু সময় ঠিক করতে আমি বিশেষ চেষ্টা করছি। আমি এও বলেছিলাম যে, রবিবারে তাদের সঠিক জানাব।

এক জন বিশেষ বন্ধুর কাছে আমি অনেকটা ঋণী; তিনি সম্ভবতঃ আমাকে দার্জ্জিলিংএ নিয়ে যাবার জন্য এখানে এসেছেন। জন কয়েক আমেরিকান বন্ধুও এসেছেন এবং

আমি যা কিছু সময় পাচ্ছি তার সবটাই নূতন মঠ ও তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যে ব্যয়িত হচ্ছে। তা ছাড়া আমার আশা এই যে, আগামী মাসে আমেরিকা যাত্রা করব।

আপনাকে সত্যই বলছি—আপনার এই নিমন্ত্রণের সুযোগ গ্রহণের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি এবং ফলাফল শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্যের মারফত আমি রবিবারে আপনাকে জানাব।

আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি

বিবেকানন্দ

(১৪২) ইং

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত

(সম্ভবতঃ) মার্চ্চ, ১৮৯৮

প্রিয় শশী,

আমি তোমায় দুইটি কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। (১) তুলসীর উচিত গুড্ উইনের নিকট হইতে সাঙ্কেতিক লিখন—অন্ততঃ উহার গোড়ার জিনিষ—শিখিয়া লওয়া। (২) ভারতের বাহিরে থাকা কালে আমায় প্রায় প্রতি ডাকে মান্দ্রাজে একখানি করিয়া চিঠি লিখিতে হইত। আমি ঐ সব চিঠির নকলের জন্য লিখিয়া বিফল হইয়াছি। আমাকে ঐ চিঠি সব পাঠাইয়া দিও। আমি আমার ভ্রমণকাহিনী লিখিতে চাই। ইহাতে অন্যথা করিও না। কাজ হইয়া গেলেই আমি ঐগুলি ফেরৎ পাঠাইয়া দিব। 'ডন্' (Dawn) কাগজখানির প্রতি সংখ্যার জন্য ৪০৲ টাকা খরচ হইবে এবং দুই শত গ্রাহক পাইলেই উহা নিয়মিত

প্রকাশিত হইতে পারিবে—ইহা একটা মস্ত খবর। 'প্রবুদ্ধ ভারত' অত্যন্ত অব্যবস্থার মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়; উহার সুশৃঙ্খলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর। বেচারা আলাসিঙ্গা! আমি তাহার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। আমি এইটুকু করিতে পারি যে, সে এক বৎসরের জন্য সকল সাংসারিক দায় হইতে মুক্ত থাকিবে, যাহাতে সে সমস্ত শক্তি দিয়া 'ব্রহ্মবাদিন্' কাগজের জন্য খাটিতে পারে। তাহাকে বলিও সে যেন চিন্তিত না হয়। তাহার কথা আমাদের সর্ব্বদাই মনে আছে। বৎস আমার! তাহার ভক্তির প্রতিদান আমি কখনই দিতে পারিব না।

আমি ভাবিতেছি, মিসেস্ বুল ও মিস্ ম্যাক্লাউডেব সঙ্গে আবার কা ার যাইব। তাহার পর কলিকাতায় ফিরিয়া সেখান হইতে আমেরিকা যাত্রা করিব।

মিস্ নোবলের মত মেয়ে সত্যই দুর্লভ। আমার বিশ্বাস, বাগ্মিতায় সে শীঘ্রই মিসেস্ বেসান্তকে ছাড়াইয়া যাইবে।

আলাসিঙ্গার প্রতি একটু নজর রাখিও। আমার যেন মনে হয়, সে কাজে ডুবিয়া গিয়া নিজের শরীর পাত করিতেছে। তাহাকে বলিও, শ্রমের পর বিশ্রাম এবং বিশ্রামের পর শ্রম—এই ভাবেই সর্ব্বোত্তম কাজ হইতে পারে। তাহাকে আমার সম্পূর্ণ ভালবাসা জানাইও। কলিকাতায় জনসাধারণের জন্য আমাদের দুইটি বক্তৃতা হইয়াছিল—একটি মিস্ নোবলের এবং অপরটি আমাদের শরতের। তাহারা দুইজনেই খুব চমৎকার বলিয়াছিল। শ্রোতাদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। উহাতে মনে হয়, কলিকাতার জনসাধারণ আমাদিগকে

ভুলিয়া যায় নাই। মঠের কাহারও কাহারও একটু সর্দ্দিজ্বর হইয়াছিল। তাহারা সকলেই এখন ভাল। কাজ সুন্দর চলিয়া যাইতেছে। শ্রীমা এখানে আছেন। ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাবিতে পার, মা তাঁহাদের সহিত এক সঙ্গে খাইয়াছিলেন!… ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়? প্রভু আমাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছেন, কোন ভয় নাই—সাহস হারাইও না, স্বাস্থ্য ঠিক রাখিও এবং কোন বিষয়ে অতিব্যস্ত হইও না। খানিকক্ষণ জোরে দাঁড় টানিয়া তার পর দম লওয়া—ইহাই চিরন্তন পন্থা। রাখাল নূতন জমি বাড়ী লইয়া আছে। এই বৎসরের মহোৎসবে আমি সন্তুষ্ট হই নাই।…প্রত্যেক মহোৎসব হওয়া চাই এখানকার সকল ভাবধারার একটি অপূর্ব্ব সমাবেশ। আমরা আগামী বৎসর এই বিষয়ে চেষ্টা করিব এবং আমি ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিব। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

বিবেকানন্দ

(১৪৩) ইং

মিস্ ম্যাক্‌লাউডকে লিখিত

দার্জ্জিলিং

১৮ই এপ্রিল, ১৮৯৮

প্রিয় জো-জো,

আমি জ্বরে শয্যাগত ছিলাম। ইহা সম্ভবতঃ অত্যধিক পর্ব্বতারোহণ এবং এই স্থানের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য হয়ে থাকবে। আজ আমি পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছি এবং দু এক

দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাবার বাসনা রাখি। কলকাতায় খুব গরম হলেও সেখানে আমার বেশ ঘুম হত এবং ক্ষিধেও মন্দ হত না। এখানে দুইই হারিয়েছি—এই যা লাভ!

মার্গোরাইটের সম্বন্ধে এখনও মিস্ মূলারের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে পারি নি; কিন্তু আজ তাঁকে পত্র লেখার ইচ্ছা আছে। মার্গোরাইট এখানে আসবে বলে তিনি সব আয়োজন করছেন। তাঁদের বাঙ্গলা শিখাবার জন্য মিঃ গুপ্তকেও আমন্ত্রণ করা হয়েছে। মিস্ মূলার বোধ হয় এখন মার্গোরাইটের জন্য কিছু করবেন; তবু আমি তাঁকে লিখব।

এ দেশে থাকা কালে মার্গোরাইট যে কোন সময়ে কাশ্মীর দেখে যেতে পারে; কিন্তু মিস্ ম যদি রাজী না হন, তা হলেই আবার একটা প্রকাণ্ড গোলযোগ বাঁধবে, আর তাতে তাঁর ও মার্গোরাইটের উভয়েরই ক্ষতি হবে।

আবার আলমোড়া যাব কি না স্থির নাই। মনে হয়, অধিক অশ্বারোহণের ফলে আবার রোগের আক্রমণ হবে নিশ্চিত। আমি তোমার জন্য সিমলায় অপেক্ষা করব। ইতোমধ্যে তুমি সেভিয়ারদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ সেরে নাও। কাজ শুরু করে তবে এবিষয়ে ভেবে দেখব। মিস্ নোবল রামকৃষ্ণ মিশনে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন জেনে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি।

তোমাদের ত্রিমূর্তিকে আন্তরিক ভালবাসা জানাচ্ছি। ইতি

সতত ভগবদাশ্রিত
তোমাদের
বিবেকানন্দ

(১৪৪)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

দার্জ্জিলিং

২৩শে এপ্রিল, ১৮৯৮

অভিন্নহৃদয়েষু,

সন্দুক ফু (Sandukphu 11, 924) প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া অবধি শরীর অতি উত্তম ছিল, কিন্তু পুনর্ব্বার দার্জ্জিলিং আসিয়া অবধি—প্রথম জ্বর, তাহা সারিয়া সর্দ্দি কাশিতে ভুগিতেছি। রোজ পালাইবার চেষ্টা করি; ইহারা আজ কাল করিয়া দেরী করিয়া দিল। যাহা হউক, কাল রবিবার এ স্থান হইতে যাত্রাপথে খর্সানেতে একদিন থাকিয়া সোমবার কলিকাতায় যাত্রা। ছাড়িয়াই তার পাঠাইব। রামকৃষ্ণ মিশনের একটি anniversary meeting (বাৎসরিক সভা) করা উচিত এবং মঠের একটি হওয়া উচিত। তাহাতে দুই জায়গায়ই famine relief (দুর্ভিক্ষ সাহায্য) এর হিসাব submit (পেশ) করিতে হইবে এবং famine reliefটা Publish (প্রকাশ) করিতে হইবে। এই সমস্ত তৈয়ার রাখিবে।

নৃত্যগোপাল বলে—ইংরেজী কাগজটা খরচ অল্প; অতএব প্রথম বাহির করিয়া পরে বাঙ্গলাটা দেখা যাবে। এ সকলও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যোগেন কাগজের ভার লইতে রাজী আছে? শশী লিখছে—শরৎ যদি একবার মান্দ্রাজে যায় তাহা হইলে তারা লেকচার tour (পরিভ্রমণ) করে। বাবা, যে গরম এখন! শরৎকে জিজ্ঞাসা করিবে—জি সি, সারদা, শশী

বাবু প্রভৃতি articles (প্রবন্ধ) তৈয়ার রেখেছেন কি না? মিসেস্ বুল, ম্যাক্‌লাউড ও নিবেদিতাকে আমার love (ভালবাসা) ও blessings (শুভেচ্ছা) দিবে।

আন্তরিক ভালবাসা জানিবে
বিবেকানন্দ

(১৪৫) ইং

মিস ম্যাক্‌লাউড্‌কে লিখিত

দার্জ্জিলিং
২৯শে এপ্রিল, ১৮৯৮

প্রিয় জো-জো,

আমার অনেক বার জ্বর হয়ে গেল—সর্ব্বশেষে হয়েছিল ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা। এখন তা সেরে গেছে বটে; কিন্তু ভয়ানক দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। ভ্রমণের উপযুক্ত শক্তিলাভ করলেই আমি কলকাতায় নামছি।

রববারে আমি দার্জ্জিলিং ছাড়ব; পথে হয় ত দু এক দিন কার্সিয়াংএ কাটাব; তার পর সোজা কলকাতায়। কলকাতা এখন নিশ্চয়ই ভয়ানক গরম। তুমি সে জন্য ভেবো না—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার পক্ষে তা ভালই হবে। কলকাতায় যদি প্লেগ শুরু হয়, তবে আমার কোথাও যাওয়া হবে না; তুমি তা হলে সদানন্দের সঙ্গে কাশ্মীর চলে যেও। বৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে তোমার কিরূপ মনে হল? চন্দ্রদেবতা ও সূর্য্যদেবতা সমেত 'হন্ বাবা' যেমন ফিটফাট হয়ে থাকেন। ইনি অবশ্যই সেরূপ নন। অন্ধকার রাত্রে যখন অগ্নিদেবতা, সূর্য্যদেবতা,

চন্দ্রদেবতা ও তারকাদেবীরা ঘুমিয়ে পড়েন তখন কে তোমার অন্তর আলোকিত করে? আমি ত এইটুকু আবিষ্কার করেছি যে, ক্ষুধাই আমার চৈতন্যকে জাগিয়ে রাখে। আহা, 'আলোকের ঐক্য' রূপ মহান্ মতবাদটি কি অপূর্ব্ব! ভাব দেখি, এই মতবাদের অভাবে জগৎ বহু যুগ ধরে কী অন্ধকারেই না ছিল! যা কিছু জ্ঞান, ভালবাসা ও কর্ম্ম ছিল এবং যত বুদ্ধ, কৃষ্ণ ও খ্রীষ্ট এসেছিলেন, সবই বৃথা। তাঁদের জীবন ও কার্য্য একেবারে বৃথা হয়েছে; কারণ রাত্রে যখন সূর্য্য ও চন্দ্র তিমিরলোকে ডুবে যায় তখন কে যে অন্তরের আলো জ্বালিয়ে রাখে, এ তত্ত্ব ত তাঁরা আবিষ্কার করতে পারেন নি!! বড়ই মুখরোচক—কি বল?

আমি যে শহরে জন্মেছি তাতে যদি প্লেগ এসে পড়ে তবে আমি তার প্রতিকারকল্পে আত্মোৎসর্গ করব বলেই স্থির করেছি; আর জগতে যত জ্যোতিষ্ক আজ পর্য্যন্ত দেখা দিয়েছে, তাদের নামে আহুতি দেবার চেয়ে আমার এ উপায়টা নির্ব্বাণের উৎকৃষ্টতর উপায়, আর সে দৃশ্যও বিপুল!

মান্দ্রাজের সঙ্গে বহু চিঠি আদান প্রদানের ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে, এখনই আমাকে তাদের জন্য কোন সাহায্য পাঠাতে হবে না। প্রত্যুত আমি কলকাতায় একখানি কাগজ চালাব। তুমি যদি ঐ কাগজ চালু করতে আমায় সাহায্য কর তবে খুবই কৃতজ্ঞ হব। চিরকালেরই মত আমার অফুরন্ত ভালবাসা জানবে।

সদা প্রভুপদাশ্রিত
বিবেকানন্দ

(১৪৬) ইং

আলমোড়া

২০শে মে, ১৮৯৮

প্রিয়—

…কর্ত্তব্যের শেষ নাই ; আর জগৎ বড়ই স্বার্থপর।

তুমি দুঃখ করো না ; "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"—(কল্যাণকারী কেহ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না)। ইতি

সতত তোমাদের

বিবেকানন্দ

(১৪৭)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

আলমোড়া

২০শে মে, ১৮৯৮

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার পত্রে সকল সমাচার অবগত হইলাম ও তোমার তারের জবাব পূর্ব্বেই দিয়াছি। নিরঞ্জন ও গোবিন্দলাল সা কাঠগুদামে যোগেন-মার অপেক্ষা করিবে। আমি নৈনিতালে পৌঁছিলে বাবুরাম এখান হইতে ঘোড়া চড়িয়া নৈনিতালে যায় কাহারও কথা না শুনিয়া এবং আসিবার দিনও ঘোড়া চড়িয়া আমাদের সঙ্গে আসে। আমি ডাণ্ডি চড়িয়া অনেক পিছে পড়িয়াছিলাম। রাত্রে যখন ডাকবাঙ্গলায় পৌঁছি, শুনিলাম, বাবুরাম আবার পড়িয়া গিয়াছে ও হাতে চোট লাগিয়াছে—ভাঙ্গে চুরে নাই। এবং ধমকানি খাইবার ভয়ে দেশী ডাকবাঙ্গলায়

আছে ; কারণ পড়িবার দরুণ মিস্ ম্যাক্‌লাউড তাহাকে ডাণ্ডি দিয়া নিজে তাহার ঘোড়ায় আসিয়াছে। সে রাত্রে আর আমার সহিত দেখা হয় নাই। পরদিন ডাণ্ডির যোগাড় করিতেছি— ইতোমধ্যে শুনিলাম সে পায়ে হাঁটিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই অবধি তাহার আর কোনও খবর নাই। দু এক জায়গায় তার করিয়াছি ; কিন্তু খবর নাই। বোধ হয় কোন গ্রামে…বসিয়া আছে। ভালই কথা ! উহারা কেবল উৎপাত বাড়াইবার ওস্তাদ !

যোগেনমার জন্য ডাণ্ডি হইবে ; কিন্তু বাকী সকলকে পায়ে হাঁটিতে হইবে।

আমার শরীর অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল, কিন্তু ডিস্পেপসিয়া (অজীর্ণতা) যায় নাই এবং পুনর্ব্বার অনিদ্রা আসিয়াছে। তুমি যদি কবিরাজি একটা ভাল ডিস্পেপসিয়ার ঔষধ শীঘ্র পাঠাও ত ভাল হয়।

ওখানে যে দুই একটি কেস্ (রোগের আক্রমণ) এক্ষণে হইতেছে তাহার জন্য সরকারী প্লেগ হাসপাতালে অনেক জায়গা আছে এবং wardএ wardএ (মহল্লায় মহল্লায়) ও হাসপাতাল হইবার কথা হইতেছে। এ সকল দেখিয়া ও আবশ্যক বুঝিয়া যাহা ভাল হয় করিবে। তবে বাগবাজারের কে কি বলছে তাহা Public opinion (জনসাধারণের মত) নহে জানিবে।…আবশ্যক কালে অভাব যেন না হয় ও অনর্থক অর্থব্যয় না হয়—এই সকল দেখিয়া কাজ করিবে। রামলালের জন্য বিশেষ বুঝিয়া উপস্থিত মত জায়গা কিনিয়া দিবে রঘুবীরের নামে।…মা ঠাকুরাণী ও তাঁহার অবর্ত্তমানে রামলাল, শিবু তাঁহাদের উত্তরাধিকারী সেবায়েত থাকে, অথবা যেমন ভাল

হয় করিও। বাড়ী তুমি যেমন ভাল বুঝ এখনই আরম্ভ করিয়া দিবে; কারণ নূতন বাড়ীতে ২।১ মাস বাস করা ঠিক নহে, damp (সেঁৎসেঁতে) হয়।...পরে পোস্তা হইবে। কাগজের জন্য টাকার চেষ্টা হইতেছে। যে ১২০০৲ টাকা তোমার কাগজের জন্য দিয়াছি উহা ঐ হিসাবেই যেন থাকে।

আর সকলে ভাল আছে। সদানন্দ কাল পা মুচড়াইয়াছে। বলিতেছে, সন্ধ্যা নাগাদ আরাম হইবে। এবার আলমোড়ায় জলহাওয়া অতি উত্তম। তাহাতে সেভিয়ার যে বাঙ্গলা লইয়াছে তাহা আলমোড়ার মধ্যে উৎকৃষ্ট। ওপাড়ে এনি বেশান্ত চক্রবর্ত্তীর সহিত একটি ছোট বাঙ্গলায় আছে। চক্রবর্ত্তী এখন গগনের (গাজিপুরের) জামাই। আমি একদিন দেখা করতে গিয়াছিলাম। এনি বেশান্ত আমায় অনুনয় করে বললে যে, আপনার সম্প্রদায়ের সহিত যেন আমার সম্প্রদায়ের পৃথিবীময় প্রীতি থাকে ইত্যাদি। আজ বেশান্ত চা খাইতে এখানে আসিবে। আমাদের মেয়েরা নিকটে একটি ছোট বাঙ্গলায় আছে এবং বেশ আছে। কেবল আজ মিস্ ম্যাক্লাউড একটু অসুস্থ। হ্যারি সেভিয়ার দিন দিন সাধু বনে যাচ্ছে।...হরি ভাই এর নমস্কার ও সদানন্দ, অজয় ও সুরেনের প্রণাম জানিবে। আমার ভালবাসা জানিবে ও সকলকে জানাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ

সুশীলকে আমার ভালবাসা দিও এবং কানাই প্রভৃতি সকলকে। ইতি

বি

(১৪৮) ইং

শ্রীযুত মহম্মদ সর্ফরাজ হোসেনকে লিখিত

আলমোড়া

১০ই জুন, ১৮৯৮

প্রীতিভাজনেষু

আমি আপনার পত্রে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি এবং আমি ইহা জানিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি যে, ভগবান আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের মাতৃভূমির জন্য সব অপূর্ব্ব আয়োজন করিতেছেন।

উহাকে আমরা বেদান্তই বলি আর যাই বলি, আসল কথা এই যে, অদ্বৈতবাদ ধর্ম্মের এবং চিন্তার সব শেষের কথা, এবং কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, উহাই ভাবী সুশিক্ষিত মানবসাধারণের ধর্ম্ম। হিন্দুগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র এই তত্ত্বে পৌঁছানর বাহাদুরীটুকু পাইতে পারে, কারণ তাহারা হিব্রু কিংবা আরবী জাতি অপেক্ষা প্রাচীনতর; কিন্তু কর্ম্ম-পরিণত বেদান্ত (practical Vedantism)—যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তাহার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে—তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সার্ব্বজনীনভাবে কখন পুষ্টিলাভ করে নাই।

পক্ষান্তরে আমার অভিজ্ঞতা এই যে, যদি কোন যুগে কোন ধর্ম্মাবলম্বিগণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ্যরূপে এই

সাম্যের সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকেন, তবে একমাত্র ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণই এই গৌরবের অধিকারী। হইতে পারে, এবম্বিধ আচরণের যে গভীর অর্থ এবং ইহার ভিত্তিস্বরূপে যে সকল তত্ত্ব বিদ্যমান, তৎসম্বন্ধে হিন্দুগণের ধারণা খুব পরিষ্কার, কিন্তু ইসলাম-পন্থিগণের তদ্বিষয়ে সাধারণতঃ কোন ধারণা ছিল না, —এইমাত্র প্রভেদ।

এইহেতু আমার দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্ম্মপরিণত ইসলাম ধর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানবসাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই, যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরাণও নাই; অথচ ইহা বেদ, বাইবেল ও কোরাণের সমন্বয়ের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, ধর্ম্মসকল কেবল একত্বরূপ সেই একমাত্র ধর্ম্মেরই বিবিধ প্রকাশ মাত্র, সুতরাং প্রত্যেকেই যাঁহার যেটি সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী তিনি সেইটিকেই বাছিয়া লইতে পারেন।

আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই একমাত্র আশা।

আমি মানস চক্ষে দেখিতেছি, ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া এই বিবাদ বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্ব্বক মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছেন।

ভগবান আপনাকে মানবজাতির, বিশেষ করিয়া আমাদের

অতি দরিদ্র জন্মভূমির সাহায্যের জন্য একটি মহান্ যন্ত্রস্বরূপে গঠিত করুন, ইহাই সতত প্রার্থনা করিতেছি। ইতি

ভবদীয় স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

(১৪৯)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

শ্রীনগর
১৭ই জুলাই, ১৮৯৮

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম।…সারদার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এই মাত্র যে, বাঙ্গলা ভাষায় magazine (পত্রিকা) paying (আয়প্রদ) করা মুস্কিল; তবে সকলে মিলিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া subscriber (গ্রাহক) যদি যোগাড় করা যায় ত সম্ভব বটে। এ বিষয়ে তোমাদের যে প্রকার মত হয় করিবে। সারদা বেচারা একবার ভগ্ন-মনোরথ হইয়াছে। যে লোকটা এত কাজের এবং নিঃস্বার্থ, তার জন্য এক হাজার টাকা যদি জলেও যায় ত ক্ষতি কি? 'রাজযোগ' ছাপা হইবার কি হইল? উপেনকেই না হয় দাও on certain shares (কিছু লাভে)।…টাকাকড়ি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি তাহাই শেষ। অতঃপর দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে তুমি যেমন বিবেচনা করিবে তাহাই করিবে।...আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি যে, আমার policy (কার্য্যধারা) ভুল। তোমারটা ঠিক about helping others (অপরকে সাহায্য

করা সম্বন্ধে)—অর্থাৎ একেবারে বেশী বেশী দিলে লোকে grateful (কৃতজ্ঞ) না হইয়া উল্টা ঠাওরায় যে, একটা বোকা বেশ পাওয়া গেছে। I always lost sight of the demoralising influence of charity on the receiver (দানের ফলে গ্রহীতার যে নৈতিক অবনতি হয় তা আমার কখনও খেয়ালই ছিল না)। দ্বিতীয়তঃ, ভিক্ষের পয়সা যে উদ্দেশ্যে লোকে দেয় তাহা হইতে একটুও এদিক ওদিক করিবার আমাদের অধিকার নাই। কাশ্মীরের প্রধান বিচার-পতি হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর ঠিকানায় দিলেই মিসেস্ বুল মালা পাইবে। মিত্র মহাশয় এবং জজ সাহেব ইহাদের যত্ন খুব করিতেছেন। কাশ্মীরের জমি এখনও পাওয়া যায় নাই—শীঘ্রই হইবার সম্ভাবনা। এখানে তুমি একটা শীত কাটাইতে পারিলেই শরীর নিশ্চিত শোধরাইয়া যাইবে। যদি উত্তম ঘর হয় এবং যথেষ্ট কাঠ থাকে এবং গরম কাপড় থাকে, বরফের দেশে আনন্দ বই নিরানন্দ নাই। এবং পেটের রোগের পক্ষে শীতপ্রধান দেশ ব্রহ্মৌষধ। যোগেন ভায়াকেও সঙ্গে আনিও; কারণ এদেশ পাহাড় নয়, এঁটেলমাটি বাঙ্গলা দেশের মত।

আলমোড়ায় কাগজটা বাহির করিলে অনেক কাজ এগোয়; কারণ সেভিয়ার বেচারা একটা কাজ পায় এবং আলমোড়ার লোকেও একটা পায়। সকলকে একটা একটা মনের মত কাজ দেওয়াই বড় ওস্তাদী। কলিকাতায় নিবেদিতা বালিকা বিত্থালয়টি যেমন করে হোক খাড়া করে দিতে হবে। মাষ্টার

মহাশয়কে কাশ্মীরে আনা এখনও অনেক দূরের কথা; কারণ এখানে কলেজ হতে এখনও ঢের দেরী। তবে তিনি লিখিয়াছেন যে তাঁকে প্রিন্সিপ্যাল করে কলিকাতায় একটা কলেজ করা হাজার টাকা initial expense (প্রারম্ভিক ব্যয়) হলেই চলবে। সে বিষয়ে নাকি তোমাদেরও বিশেষ মত। তাহাতে যাহা ভাল বিবেচনা করিবে তাহাই করিও। আমার শরীর বেশ আছে। রাত্রে প্রায় আর উঠিতে হয় না, অথচ দু বেলা ভাত আলু চিনি যা পাই তাই খাই। ওষুধটা কিছু কাজের নয়—ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীরে ঔষধ ধরে না! ও হজম হয়ে যাবে—কিছু ভয় নাই।

মেয়েরা সকলে আছে ভাল ও তোমাদের ভালবাসা জানাইতেছে। শিবানন্দজীর দুই চিঠি আসিয়াছে। তাহার অষ্ট্রেলিয়ান শিষ্যেরও এক পত্র পাইয়াছি। কলিকাতায় শুনিতেছি নাকি প্লেগ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে! ইতি

বিবেকানন্দ

(১৫০)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

শ্রীনগর,
১লা আগষ্ট, ১৮৯৮

তোমার বরাবর একটী বুঝিবার ভ্রম হয় এবং অন্যের প্রবল বুদ্ধির দোষে বা গুণে সেটি যায় না। সেটি এই যে, যখন আমি হিসাব-কিতাবের কথা বলি, তোমার মনে হয় যে, আমি

তোমাদের অবিশ্বাস করছি।...আমার কেবল ভয় এই যে, এখন ত এক রকম খাড়া করা গেল; .অতঃপর আমরা চলে গেলে যাতে কাজ চলে এবং বেড়ে যায় তাহাই দিনরাত্র আমার চিন্তা। হাজারই theoretical knowledge (তত্ত্বীয় জ্ঞান) থাকুক—হাতে-হেতড়ে না করলে কোনও বিষয় শিখা যায় না। Election (নির্ব্বাচন) এবং টাকাকড়ির হিসাব discussion (আলোচনা) এই জন্য বারম্বার আমি বলি যাতে সকলে কাজের জন্য তৈয়ার হয়ে থাকে। একজন মরে গেলে অন্য একজন (দশ জন if necessary—প্রয়োজন হলে) should be ready to take it up (কাজে লাগবার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত)। দ্বিতীয় কথা—মানুষের interest (আগ্রহ) না থাকিলে কেউ খাটে না; সকলকে দেখান উচিত যে, every one has a share in the work and property and a voice in the management (প্রত্যেকেরই কাজে ও সম্পত্তিতে অংশ আছে ও কার্য্যধারা সম্বন্ধে মতপ্রকাশের ক্ষমতা আছে)—এই বেলা থেকে। Alternately (পর্য্যায়ক্রমে) প্রত্যেককেই responsible position (দায়িত্বপূর্ণ কাজ) দেবে with an eye to watch and control (যাতে সকলেই দৃষ্টি রাখতে ও চালাতে পারে), তবে লোক তৈয়ার হয় for business (কাজের জন্য)। এমন machine (যন্ত্র) টি খাড়া কর যে আপনি আপনি চলে যায়, (পর্য্যায়ক্রমে) যে মরে বা যে বাঁচে। আমাদের ইণ্ডিয়ার একটী great defect (প্রধান দোষ), we cannot make a permanent organisation (আমরা স্থায়ী

প্রতিষ্ঠান গড়তে পারি না) and the reason is because we never like to share power with others and never think of what will come after we are gone (আর তার কারণ এই যে, আমরা অপরের সঙ্গে কখনও দায়িত্ব ভাগ করতে চাই না এবং আমাদের পরে কি হবে, তা কখনও ভাবি না)।

প্লেগ সম্বন্ধে সব লিখেছি। মিসেস্ বুল ও মূলার প্রভৃতির মত যে, যখন পাড়ায় পাড়ায় হাসপাতাল হয়ে গেল তখন মিছে কতকগুলো টাকা খরচ কেন? We lend our services as nurses etc. Those that pay the piper must command the tune (আমরা সেবক ইত্যাদি হিসাবে অপরের কাজ করি। যারা খরচ যোগাবেন, তারাই ত মাত্র সুরের ফরমায়েস করতে পারেন)।

কাশ্মীরের রাজা জমি দিতে রাজী। জমি দেখেও এসেছি। এখন দু-চার দিনের মধ্যে হয়ে যাবে—প্রভুর যদি ইচ্ছা হয়। এখানে একটি ছোট বাড়ী করে যাব এই বারেই। যাবার সময় leave it in charge of Justice Mukherjee (বিচারপতি মুখোপাধ্যায়ের হেফাজতে রেখে যাব)। আর তুমি না হয় এসে এইখানে একটা শীত কাটিয়ে যাও with somebody else (অপর কাহাকেও সঙ্গে নিয়ে)। শরীরও সেরে যাবে এবং কাজও হবে। যে টাকা press (ছাপাখানা) এর রেখে এসেছি, তা হলেই হবে। তুমি যেমন বিবেচনা কর। এবার N.W.P. রাজপুতানা প্রভৃতিতে কতকগুলো টাকা পাব

নিশ্চিত। ভাল কথা, কয়েক জনকে…এই ভাবে টাকা দিও। এই টাকা আমি মঠ থেকে কর্জ্জ নিচ্ছি এবং পরিশোধ করব to you with interest (তোমার কাছে সুদ সমেত)।…

আমার শরীর এক রকম ভালই আছে। বাড়ী ঘর আরম্ভ হয়েছে—বেশ কথা! সকলকে আমার ভালবাসা দিও। ইতি

বিবেকানন্দ

(১৫১)

কাশ্মীর

২৫শে আগষ্ট, ১৮৯৮

প্রিয়—,

গত দুমাস যাবৎ আমি অলসের মত দিন কাটাচ্ছি। আমি ভগবানের দুনিয়ার জমকাল সৌন্দর্য্যের যা পরাকাষ্ঠা হতে পারে তারই মধ্য দিয়ে, প্রকৃতির এই নৈসর্গিক উদ্যানে—যেখানে পৃথিবী, বাতাস, ভূমি, ঘাস, গুল্মরাজি, পাদপশ্রেণী, পর্ব্বতমালা, তুষার-রাশি এবং নরদেহের অন্ততঃ বাহিরের দিকটায় ভগবানেরই সৌন্দর্য্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে—তারই ভেতরে মনোরম ঝেলামের বুকে নৌকায় ভেসে বেড়াচ্ছি। উহাই আমার ঘরবাড়ী; আর আমি প্রায় সম্পূর্ণ রিক্ত—এমন কি দোয়াত-কলমও নেই বল্লে চলে; যখন যেমন জুটছে, উদরপূর্ত্তি হচ্ছে—ঠিক যেন একটি রিপ্ ভ্যান্ উইঙ্ক্ল্ এর ছাঁচে ঢালা (ভবঘুরে) জীবন!…

কাজের চাপে নিজেকে মেরে ফেলো না যেন। ওতে কোন লাভ নেই; সর্ব্বদা মনে রাখবে, "কর্ত্তব্য হচ্ছে যেন

মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায়—তার তীব্র রশ্মি মানুষের জীবনী শক্তি ক্ষয় করে।" সাধনার দিক দিয়ে ওর সাময়িক মূল্য আছে বটে—তার বেশী করতে গেলে ওটা একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। আমরা জগতের কাজে অংশ গ্রহণ করি আর নাই করি, জগৎ আপনার মতে চলেই যাবে। মোহের ঘোরে আমরা নিজেদের চুর করে ফেলি মাত্র। এক জাতীয় ভ্রান্ত ধারণা আছে, যা চরম নিঃস্বার্থের মুখোস পরে দেখা দেয়; কিন্তু সর্ব্বপ্রকার অন্যায়ের কাছে নতমস্তক হয়ে সে চরমে অপরের অনিষ্টই করে। নিজেদের নিঃস্বার্থপরতা দিয়ে অপরকে স্বার্থপর করে তোলার কোন অধিকার আমাদের নেই—আছে কি?

তোমাদের
বিবেকানন্দ

(১৫২)

শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে লিখিত

শ্রীনগর, কাশ্মীর
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র ও তার পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যে, তুমি নির্ব্বিঘ্নে সিন্ধি ভাষায় পরীক্ষা উত্তীর্ণ হও।

মধ্যে আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় কিঞ্চিৎ দেরী হইয়া পড়িল, নতুবা এই সপ্তাহের মধ্যেই পাঞ্জাবে যাইবার কল্পনা ছিল। এক্ষণে দেশে অতিশয় গ্রীষ্ম বলিয়া ডাক্তার

যাইতে নিষেধ করিতেছেন। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ নাগাইদ বোধ হয় করাচি পৌঁছিব। এক্ষণে একরকম ভাল আছি। আমার সঙ্গে এবার কেহ নাই। দুজন আমেরিকান লেডি ফ্রেণ্ড মাত্র আছেন। তাঁহাদের সঙ্গ বোধ হয় লাহোরে ছাড়িব। তাঁহারা কলিকাতায় বা রাজপুতানায় আমার অপেক্ষা করিবেন। আমি সম্ভবতঃ কচ্ছভুজ, জুনাগড়, ভাটনগর, লিম্‌ড়ি ও বরোদা হইয়া কলিকাতায় যাইব। নভেম্বর বা ডিসেম্বর চীন ও জাপান হইয়া আমেরিকায় যাইব—এই ত এখন বাসনা। পরে শ্রীপ্রভুর হাত। আমার এখানকার সমস্ত খরচপত্র উক্ত আমেরিকান বন্ধুরা দেন এবং করাচি পর্য্যন্ত ভাড়া প্রভৃতি তাঁহাদের নিকট হইতেই লইব। তবে যদি তোমার সুবিধা হয় ৫০ টাকা টেলিগ্রাম করিয়া C/o ঋষিবর মুখোপাধ্যায়, চিফ জজ, কাশ্মীর ষ্টেট্, শ্রীনগর—এঁর নামে পাঠাইলে অনেক উপকার হইবে। কারণ সম্প্রতি ব্যারামে পড়িয়া বাজে খরচ কিছু হইয়াছে এবং সর্ব্বদা বিদেশী শিষ্যদের নিকট টাকা ভিক্ষা করিতে লজ্জা করে।

সদা শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

(১৫৩)

শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে লিখিত

লাহোর
১৬ই অক্টোবর, ১৮৯৮

কল্যাণবরেষু,

কাশ্মীরে স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং ৯ বৎসর

যাবৎ ৺দুর্গাপূজা দেখি নাই—এ বিধায় কলিকাতা চলিলাম। আমেরিকা যাইবার সঙ্কল্প এক্ষণ পরিত্যাগ করিয়াছি। এবং শীতকালের মধ্যে করাচি আসিবার অনেক সময় হইবে।

৫০৲ টাকা আমার গুরুভ্রাতা সারদানন্দ লাহোর হইতে করাচি পাঠাইবেন। দুঃখিত হইও না—সকলি প্রভুর হাত। আমি এ বৎসর তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কোথাও যাইব না নিশ্চিত। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ।

সদা শুভাকাক্ষী
বিবেকানন্দ

(১৫৪)

বেলুড় মঠ
১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮

প্রিয়—,

…'মা' ই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। আর যা কিছু ঘটছে বা ঘটবে সে সকল তাঁরই বিধানে।…

তোমাদের
বিবেকানন্দ

(১৫৫) ইং

মিসেস্ ওলী বুলকে লিখিত

বৈদ্যনাথ ধাম, দেওঘর
২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৯৮

প্রিয় ধীরা মাতা,

আমি যে আপনার সহযাত্রী হতে পারব না, তা আপনি

আগেই জেনেছেন। আপনার সঙ্গে যাবার মত শারীরিক শক্তি আমি সংগ্রহ করতে পারছি না। বুকে যে সর্দ্দি জমেছিল তা এখনো আছে, আর তারই ফলে আমায় ভ্রমণে অক্ষম করে ফেলেছে। মোটের উপর এখানে আমি ক্রমে সেরে উঠব বলেই আশা করি।

আমি জানলাম, আমার ভগ্নী বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বিশেষ সঙ্কল্প নিয়ে নিজের মানসিক উন্নতিসাধনের চেষ্টা করছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভেতর দিয়ে যা-কিছু জানা সম্ভব —বিশেষ করে অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে—সে সবই শিখেছে, আর তার পরিমাণও বড় কম নয়। ইতোমধ্যে সে নিজের নাম ইংরেজী রোমান অক্ষরে সই করতে শিখেছে। এক্ষণে তাকে অধিকতর শিক্ষাদান বিশেষ মানসিক পরিশ্রম সাপেক্ষ; সুতরাং সে কাজ হতে আমি বিরত হয়েছি। আমি শুধু বিনা কাজে সময় কাটাতে চেষ্টা করছি এবং জোর করেই বিশ্রাম নিচ্ছি।

এ যাবৎ আমি আপনাকে কেবল শ্রদ্ধাই করেছি কিন্তু আধুনিক ঘটনাপরম্পরায় বোধ হচ্ছে যে, মহামায়া আপনাকে আমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য নিযুক্ত করেছেন; সুতরাং এখন শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রগাঢ় বিশ্বাস যুক্ত হয়েছে। এখন থেকে আমি আমার নিজের জীবন এবং কর্ম্ম-প্রণালী বিষয়ে মনে করব যে, আপনি মায়ের আজ্ঞাপ্রাপ্ত, সুতরাং সকল দায়িত্ববোধ নিজ স্কন্ধ হতে ঝেরে ফেলে আপনার ভেতর দিয়ে মহামায়া যে নির্দ্দেশ দেবেন তাই মেনে চলব।

শীঘ্রই ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় আপনার সহিত মিলিত হতে পারব এই আশা নিয়ে এ চিঠি শেষ করছি। ইতি

আপনার স্নেহের সন্তান

বিবেকানন্দ

(১৫৬)

বেলুড় মঠ

১১ই এপ্রিল, ১৮৯৯

প্রিয়—,

…দু বৎসরের শারীরিক কষ্ট আমার বিশ বৎসরের আয়ু হরণ করেছে। ভাল কথা, কিন্তু এতে আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না—হয় কি? সেই আপনভোলা আত্মা একই ভাবে বিভোর হয়ে তীব্র একাগ্রতা ও আকুলতা নিয়ে ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।…

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(১৫৭)

'ভারতী'-সম্পাদিকার প্রতি

বেলুড় মঠ

১৬ই এপ্রেল, ১৮৯৯

মহাশয়াসু,

আপনার পত্রে সাতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। যদি আমার বা আমার গুরুভ্রাতাদিগের কোনও একটি বিশেষ আদরের বস্তু

ত্যাগ করিলে অনেক শুদ্ধসত্ত্ব এবং যথার্থ স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা আমাদের কার্য্যে সহায় হন, তাহা হইলে সে ত্যাগে আমাদের মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইবে না বা এক ফোঁটাও চক্ষের জল পড়িবে না জানিবেন এবং কার্য্যকালে দেখিবেন। তবে এতদিন কাহাকেও ত দেখি নাই সে প্রকার সহায়তায় অগ্রসর। দু এক জন আমাদের hobbyর (খেয়ালের) জায়গায় তাঁহাদের hobby বসাইতে চাহিয়াছেন এই পর্য্যন্ত। যদি যথার্থ স্বদেশের বা মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, শ্রীগুরুর পূজা ছাড়া কি কথা, কোনও উৎকট পাপ করিয়া খৃষ্টিয়ানদের অনন্ত নরক-ভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি জানিবেন। তবে মানুষ দেখতে দেখতে বৃদ্ধ হতে চলিলাম। এ সংসার বড়ই কঠিন স্থান। গ্রীক দার্শনিকের লণ্ঠন হাতে করিয়া অনেক দিন হইতেই বেড়াইতেছি। আমার গুরুঠাকুর সর্ব্বদা একটি বাউলের গান গাহিতেন—সেইটি মনে পড়ল—

"মনের মানুষ হয় যে জনা
নয়নে তার যায় গো জানা,
সে দু এক জনা,
সে রসের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা।"

এই ত গেল আমার তরফ থেকে। আর একটিও অতি-রঞ্জিত নয় জানিবেন এবং কার্য্যকালে দেখিবেন।

তারপর যে সকল দেশহিতৈষী মহাত্মা গুরুপূজাটি ছাড়লেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাঁদের সম্বন্ধেও আমার একটুকু খুঁত আছে। বলি, এত দেশের জন্য বুক ধড়ফড়,

কলিজা ছেঁড় ছেঁড়, প্রাণ যায় যায়, কণ্ঠে ঘড় ঘড় ইত্যাদি—আর একটি ঠাকুরেই সব বন্ধ কোরে দিলে?

এই যে প্রবল তরঙ্গশালিনী নদী, যার বেগে পাহাড় পর্ব্বত যেন ভেসে যায়, একটি ঠাকুরে একেবারে হিমালয়ে ফিরিয়ে দিলে! বলি, ওরকম দেশহিতৈষিতাতে কি বড় কাজ হবে মনে করেন, বা ওরকম সহায়তায় বড় বিশেষ উপকার হতে পারে? আপনারা জানেন, আমিত কিছুই বুঝিতে পারি না। তৃষ্ণার্ত্তের এত জলের বিচার, ক্ষুধায় মৃতপ্রায়ের এত অন্নবিচার, এত নাক সিঁটকান? কে জানে কার কি মতিগতি! আমার যেন মনে হয় ওসব লোক গ্লাসকেসের ভিতর ভাল; কাজের সময় যত ওরা পিছনে থাকে, ততই কল্যাণ।

প্রীত ন মানে জাত কুজাত।
ভুখ ন মানে বাসী ভাত॥

আমি ত এই জানি। তবে আমার সব ভুল হতে পারে, ঠাকুরের আঁটিটি গলায় আটকে যদি সব মারা যায় ত না হয় আঁটিটি ছাড়িয়া দেওয়া যায়।

যাহা হউক, এসম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে অনেক কথা কহিবার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা রহিল।

এ সকল কথা কহিবার জন্য রোগ, শোক, মৃত্যু সকলেই আমায় এ পর্য্যন্ত সময় দিয়াছেন—বিশ্বাস, এখনও দিবেন।

এই নববর্ষে আপনার সমস্ত কামনা পূর্ণ হউক।

কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ

(১৫৮) ইং

পোর্ট সৈয়দ

১৪ই জুলাই, ১৮৯৯

প্রিয় ষ্টার্ডি,

এই মাত্র তোমার চিঠিখানি ঠিক এসে গেছে। প্যারিসের ম— নোবেলেরও একখানি এসেছে। মিস্ নোবল আমেরিকার বহু চিঠি পেয়েছেন।

ম—নোবেল জানিয়েছেন যে, তাঁকে দীর্ঘকাল বাইরে থাকতে হবে; সুতরাং আমার লণ্ডন থেকে প্যারিসে তাঁর ওখানে যাবার তারিখ যেন পেছিয়ে দিই। তুমি নিশ্চয়ই জান যে, উপস্থিত লণ্ডনে আমার বন্ধুদের অনেকেই নেই; তা ছাড়া মিস্ ম্যাকলাউড আমায় যাবার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করছেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ইংলণ্ডে থাকা যুক্তি-সঙ্গত মনে হচ্ছে না। অধিকন্তু আমার আয়ু ফুরিয়ে এল—অন্ততঃ আমাকে এটা সত্য বলে ধরে নিয়েই চলতে হবে। আমার বক্তব্য এই যে, আমরা যদি আমেরিকায় সত্যই কিছু করতে চাই, তবে এখনি আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিকে যথানুরূপ সুনিয়ন্ত্রিত না করতে পারলেও অন্ততঃ কেন্দ্রীভূত করতেই হবে। তারপর মাস কয়েক পরেই আমি ইংলণ্ডে ফিরে আসার অবকাশ পাব এবং ভারতবর্ষে ফিরে না যাওয়া পর্য্যন্ত একমনে কাজ করতে পারব।

আমার মনে হয়, আমেরিকার কাজকে গুছিয়ে আনার

জন্য তোমার আসা একান্ত প্রয়োজন। অতএব যদি পার ত আমার সঙ্গেই তোমার চলে আসা উচিত। তুরীয়ানন্দ আমার সঙ্গে আছে। সারদানন্দের ভাই বষ্টনে যাচ্ছে।···তুমি যদি আমেরিকায় নাও আসতে পার, তবু আমার যাওয়া উচিত—কি বল ?

(১৫৯)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

লণ্ডন

১০ই আগষ্ট, ১৮৯৯

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার পত্রে অনেক সংবাদ পাইলাম। আমার শরীর জাহাজে অনেক ভাল ছিল; কিন্তু ডাঙ্গায় আসিয়া পেটে বায়ু হওয়ায় একটু খারাপ। একজন বড় ডাক্তার বললে, নিরামিষ খাও, আর ডাল ছুঁয়ো না। ইনি এখানকার একজন মুরব্বি ডাক্তার। এঁর মতে ইউরিক এসিড্ গোলমালে যত ব্যারাম হয়। মাংস এবং ডাল ইউরিক এসিড বানায়; অতএব ত্যাজ্যং ব্রহ্মপদং ইত্যাদি। যা হোক, আমি তাকে সেলাম করে চলে এলাম। (মূত্র) একজামিন (পরীক্ষা) করে বললে চিনি ফিনি নেই—আলবুমেন আছে। যাক! নাড়ী খুব জোর, বুকটাও দুর্ব্বল বটে। মন্দ কি, দিন কতক হবিষ্যাশী হওয়া ভাল। এখানে বড় গোলযোগ—বন্ধু-বান্ধব সব গরমীর দিনে বাইরে গেছে। তার উপর শরীর তত ভাল নয়—খাওয়া দাওয়ায়ও গোলমাল। অতএব দু-চার দিনের মধ্যেই আমেরিকায় চললুম।

মিসেস্ বুলের জন্য একটা হিসাব পাঠাইও—কত টাকা জমী কিনতে, কত টাকা বাড়ী, খাইখরচ কত টাকা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সারদা বলে, কাগজ চলে না।…আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত খুব advertise করে (বিজ্ঞাপন দিয়ে) ছাপাক দিকি—গড় গড় করে সাবস্ক্রাইবার (গ্রাহক) হবে। খালি ভটাচার্যিগিরি তিন ভাগ দিলে কি লোকে পছন্দ করে!

যা হোক কাগজটার উপর খুব নজর রাখবে। মনে জেনো যে, আমি গেছি। এই বুঝে স্বাধীনভাবে তোমরা কাজ কর। "টাকাকড়ি, বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত দাদার ভরসা" হলেই সর্ব্বনাশ আর কি! কাগজটার পর্য্যন্ত টাকা আমি আনব, আবার লেখাও আমার সব—তোমরা কি করবে? সাহেবরা কি করছেন? আমার হয়ে গেছে! তোমরা যা করবার কর। একটা পয়সা আনবার কেউ নেই, একটা প্রচার করবার কেউ নেই, একটা বিষয় রক্ষা করবার বুদ্ধি কারু নেই। এক লাইন লিখবার… ক্ষমতা কারুর নাই—সব খামকা মহাপুরুষ!…তোমাদের যখন এই দশা, তখন ছেলেদের হাতে ছ মাস ফেলে দাও সমস্ত জিনিষ—কাগজ-পত্র, টাকা-কড়ি, প্রচার ইত্যাদি। তারাও কিছু না পারে ত সব বেচে কিনে যাদের টাকা তাদের দিয়ে ফকির হও। মঠের খবর ত কিছুই পাই না। শরৎ কি করছে? আমি কাজ চাই। মরবার আগে দেখতে চাই যে, আজীবন কষ্ট করে যা খাড়া করেছি, তা এক রকম চলছে। তুমি টাকা-কড়ির বিষয় কমিটির সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়ে পরামর্শ করে কাজ

করবে। কমিটির সই করে নেবে প্রত্যেক খরচের জন্য। নইলে তুমিও বদনাম নেবে আর কি! লোকে টাকা দিলেই একদিন না একদিন হিসাব চায়—এই দস্তুর। প্রতিপদে সেটি তৈয়ার না থাকা বড়ই অন্যায়।…ঐ রকম প্রথমে কুঁড়েমি করতে করতেই লোকে জোচ্চোর হয়। মঠে যারা আছে, তাদের নিয়ে একটী কমিটী করবে আর প্রতি খরচ তারা সই না দিলে হবে না—একদম!… আমি কাজ চাই, vigour (উদ্যম) চাই —যে মরে যে বাঁচে; সন্ন্যাসীর আবার মরা বাঁচা কি?

শরৎ যদি কলিকাতা না জাগিয়ে তুলতে পারে…তুমি যদি এই বৎসরের মধ্যে পোস্তা না গাঁথতে পার ত দেখতে পাবে তামাসা! আমি কাজ চাই—no humbug (কোন ভাঁওতা নয়)! মাতাঠাকুরাণীকে আমার সাষ্টাঙ্গ, ইত্যাদি। ইতি

বিবেকানন্দ

(১৬০) ইং

রিজলি

২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয়—,

জীবন হচ্ছে কতকগুলো ঘাত-প্রতিঘাত ও ভুল ভাঙ্গার সমষ্টি মাত্র।…জীবনের রহস্য হচ্ছে ভোগ নয়, পরন্তু অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে শিক্ষালাভ। কিন্তু হায়, যখন সবে মাত্র আমাদের প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়, ঠিক তখনি ডাক আসে। ইহাই অনেকের নিকট পরজন্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা প্রবল যুক্তি বলে মনে হয়।…সর্ব্বত্রই কাজের উপর দিয়ে একটা ঘূর্ণিবায়ু

বয়ে যাওয়া যেন ভাল মনে হয়—তাতে সব পরিষ্কার করে দেয় এবং জিনিষের আদত রূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরে। আবার উহা গড়ে তোলা হয়—কিন্তু অভেদ্য প্রস্তরের ভিত্তিতে। ...আমার একান্ত শুভেচ্ছা জানবে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(১৬১) ইং

মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত

রিজলি

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয়—,

...আমার সম্বন্ধে ত ঐ এক কথা—মাই সব জানেন।...

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(১৬২) ইং

রিজলি ম্যানর

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় ষ্টাডি,

আমি লেগেটদের বাড়ীতে শুধু বিশ্রামই উপভোগ করছি, আর কিছুই করছি না। অভেদানন্দ এখানে আছে। সে খুব খাটছে। দু এক দিনের মধ্যে সে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে এক মাসের জন্য চলে যাবে। তার পর নিউইয়র্কে কাজ করতে আসবে।

তোমার পরামর্শানুরূপ ধারা অবলম্বনে আমি কিছু করবার চেষ্টায় আছি; কিন্তু হিন্দুদের সম্বন্ধে হিন্দুরই লেখা বই পাশ্চাত্ত্য দেশে কতটা আদর পাবে জানি না।...

মিসেস্ জনসনের মতে কোন ধাৰ্ম্মিক ব্যক্তিরই রোগ হওয়া উচিত নয়। এখন আবার তাঁর মনে হচ্ছে যে, আমার ধূম্র-পানাদিও পাপ।...আমার এবং তোমারও পক্ষে ইহাই ভাবা উচিত যে, তিনি হয় ত সম্পূর্ণ নিভু‍র্ল। কিন্তু আমি যা তাই আছি। ভারতে অনেকে এই দোষের জন্য যেমন আপত্তি জানিয়েছেন তেমনি ইউরোপীয়দের সহিত আহারও দোষনীয় মনে করেছেন। ইউরোপীয়দের সহিত আহার করি বলে আমায় একটি পারিবারিক দেবালয় হতে বের করে দেওয়া হয়েছিল। আমার ত ইচ্ছা হয় যে, আমি এমন নমনীয় হই যে, আমাকে প্রত্যেকের ইচ্ছানুরূপ আকারে গঠন করা যেতে পারে; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমি এমন লোক ত দেখলাম না, যে সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারে। বিশেষতঃ যাকে বহু জায়গায় যেতে হয়, তার পক্ষে সকলকে তুষ্ট করা সম্ভব নহে।

আমি যখন প্রথম আমেরিকায় আসি তখন প্যাণ্টালুন না থাকলে লোকে আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করত; অতঃপর আমাকে শক্ত আস্তিন ও কলার পরতে বাধ্য করা হল—তা না হলে তারা আমায় ছোঁবেই না। তারা আমাকে যা খেতে দিত তা না খেলে আমায় অদ্ভুত মনে করত। এইরূপ সব!...

ভারতে যাই নামলুম, অমনি তারা আমার মাথা মুড়িয়ে কৌপীন পরাল; তার ফলে আমার ডায়েবেটিস (বহুমূত্র) হল। সারদানন্দ কখন তার অন্তর্বাস ত্যাগ করেনি, তাই প্রাণে বেঁচে গেছে—তার শুধু একটু বাত ও অজস্র লোকনিন্দার উপর দিয়ে গেছে।

অবশ্য সবই আমার কর্ম্মফল—আর এতে আমি খুশীই আছি। কারণ এতে যদিও তাৎকালিক যন্ত্রণা হয়, ইহা জীবনের আর এক অভিজ্ঞতা এনে দেয়; এবং ইহা এ জীবনেই হোক বা পর জীবনেই হোক কাজে লাগবে।...

আমি নিজে কিন্তু জোয়ার ভাটার মধ্য দিয়েই চলেছি। আমি সর্ব্বদা জানি এবং প্রচার করে এসেছি যে, প্রত্যেক আনন্দের পশ্চাতে আসে দুঃখ—চক্রবৃদ্ধি সুদ সমেত না হলেও অন্ততঃ তারই অনুরূপে। আমি জগতের কাছে প্রচুর ভালবাসা পেয়েছি; সুতরাং যথেষ্ট ঘৃণারও জন্য আমায় প্রস্তুত থাকতে হবে। আর এতে আমি খুশীই আছি—কারণ এতে আমাকে অবলম্বন করে আমার এই মতবাদই প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক উত্থানের সঙ্গে থাকে তার অনুরূপ পতন।

আমার দিক থেকে আমি আমার স্বভাব ও নীতিকে সর্ব্বদা আঁকড়ে ধরে থাকি—একবার যাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছি, সে সর্ব্বদাই আমার বন্ধু। তা ছাড়া ভারতীয় রীতি অনুসারে আমি বাইরের ঘটনাবলীর কারণ আবিষ্কারের জন্য অন্তরেই দৃষ্টিপাত করি; আমি জানি যে আমার উপর যত বিদ্বেষ ও ঘৃণার তরঙ্গ এসে পড়ে তার জন্য দায়ী আমি

এবং শুধু আমিই। এরূপ না হয়ে অন্যরূপ হওয়া সম্ভব নহে।

তুমি ও মিসেস্ জন্সন যে আর একবার আমাকে অন্তর্মুখী হবার জন্য সাবহিত করেছ, তজ্জন্য তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চিরকালেরই মত স্নেহ ও শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

(১৬৩) ইং

রিজলি
১লা নভেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয়—,

…মনে হচ্ছে যেন তোমার মনে কি একটা বিষাদ রয়েছে। তুমি ঘাবড়াইও না, কিছুই ত চিরস্থায়ী নয়। যাই কর না কেন জীবন কিছু অনন্ত নয়! আমি তার জন্য খুবই কৃতজ্ঞ। জগতের মধ্যে যারা সেরা ও পরম সাহসী, যাতনাই তাদের বিধিলিপি; অথচ যদিও বা এর প্রতিকার সম্ভব হয় তথাপি তা না হওয়া পর্য্যন্ত ভাবী বহু যুগ পর্য্যন্ত এ জগতে এ ব্যাপারটা অন্ততঃ একটা স্বপ্ন ভাঙ্গাবার শিক্ষারূপেও গ্রহণীয়। আমার স্বাভাবিক অবস্থায় আমি ত নিজের দুঃখযন্ত্রণাকে সানন্দেই বরণ করি। কাউকে না কাউকে এ জগতে দুঃখভোগ করতেই হবে; আমি খুশী যে, প্রকৃতির কাছে যারা বলিপ্রদত্ত হয়েছে, আমিও তাদের একজন।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

(১৬৪) ইং

নিউইয়র্ক

১৫ই নভেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয়—,

…মোটের উপর আমার শরীরের জন্য বিশেষ উদ্বেগের কোন হেতু আছে বলে মনে করি না। এই জাতীয় স্নায়ুপ্রধান ধাতের শরীর কথনো বা মহাসঙ্গীত সৃষ্টির উপযোগী যন্ত্রস্বরূপ হয়, আবার কথনো উহা অন্ধকারে কেঁদে মরে।

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(১৬৫)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

আমেরিকা

২০শে নভেম্বর, ১৮৯৯

অভিন্নহৃদয়েষু,

শরতের পত্রে খবর পেলুম।…হার-জিতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই, তোমরা এই বেলা experience (অভিজ্ঞতা) করে নাও।…আমার আর কোন রোগ নেই। আমি আবার… ঘুরতে চললুম জায়গায় জায়গায়। কুছ পরোয়া নাই, মাভৈঃ। সব উড়ে যাবে তোমাদের সামনে, খালি disobedient (অবাধ্য) হয়ো না, সব সিদ্ধি হবে।…জয় মা রণরঙ্গিণী!

জয় মা, জয় মা রণরঙ্গিণী! ওয়া গুরু, ওয়া গুরুকী ফতে!

...আসল কথা, ঐ কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই; কাপুরুষের উদ্ধার হয় না—এ নিশ্চিত। আর সব সয়, ঐটি সয় না। ওটি যে ছাড়বে না তার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক চলে কি?...এক ঘা খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে...তবে মানুষ।...কাপুরুষ দয়ার আধার!!

আমি আশীর্ব্বাদ করছি, আজ এই মহামায়ীর দিনে, এই রাত্রে মা তোমাদের হৃদয়ে নাবুন, অনন্ত শক্তি তোমাদের বাহুতে আসুন! জয় কালী, জয় কালী, জয় কালী! মা নাববেনই নাববেন—মহাবলে সর্ব্বজয়—বিশ্ববিজয়; মা নাবছেন, ভয় কি? কাদের ভয়? জয় কালী, জয় কালী! তোমাদের এক এক জনের দাপটে ধরা কাঁপবে।...জয় কালী, জয় কালী! আবার onward forward (এগিয়ে চল, এগিয়ে যাও)! ওয়া গুরু, জয় মা, জয় মা; কালী, কালী, কালী! রোগ, শোক, আপদ, দুর্ব্বলতা সব গেছে তোমাদের! মহাবিজয়, মহালক্ষ্মী, মহাশ্রী তোমাদের! মাভৈঃ মাভৈঃ। ফাঁড়া উতরে গেছে, মাভৈঃ! জয় কালী, জয় কালী!

বিবেকানন্দ

পুঃ—আমি মায়ের দাস, তোমরা মায়ের দাস—আমাদের কি নাশ আছে, ভয় আছে? অহঙ্কার মনে যেন না আসে, ভালবাসা যেন না যায় মন থেকে। তোমাদের কি নাশ আছে!—মাভৈঃ! জয় কালী, জয় কালী!

(১৬৬) ইং

২১ পশ্চিম, ৩৪ সংখ্যক রাস্তা
নিউইয়র্ক,
২১শে নভেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় ব্রহ্মানন্দ,

হিসাব ঠিক আছে। আমি সে সব মিসেস্ বুলের হাতে সঁপে দিয়েছি এবং তিনি বিভিন্ন দাতাকে হিসাবের বিভিন্ন অংশ জানাবার ভার নিয়েছেন। পূর্ব্বের কঠোর চিঠিগুলিতে আমি যা লিখেছি, তাতে কিছু মনে করো না। প্রথমতঃ ওতে তোমার উপকার হবে—এর ফলে তুমি ভবিষ্যতে যথা-নিয়মে কেতাদুরস্ত হিসাব রাখতে শিখবে এবং গুরুভাইদেরও এটা শিখিয়ে নেবে। দ্বিতীয়তঃ, এই সব ভৎর্সনাতেও যদি তোমরা সাহসী না হও, তা হলে তোমাদের বিষয়ে আমার জলাঞ্জলি দিতে হবে। আমি তোমাদের মরতে দেখলেও বরং খুশী হব, তবু তোমাদের লড়তে হবে! সেপাইর মত আজ্ঞাপালনে জান পর্য্যন্ত কবুল করে নির্ব্বাণ লাভ বরং করতে হবে; তবু ভীরুতাকে আমল দেওয়া চলবে না।

কিছু দিনের মত আমার একটু গা-ঢাকা দেবার আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সে সময় যেন আমায় কেউ পত্র না লিখে এবং না খোঁজে। আমার স্বাস্থ্যের জন্য ইহা একান্ত আবশ্যক। আমার স্নায়ুগুলি দুর্ব্বল হয়ে গেছে—এই মাত্র; আর কিছু নয়।

তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হোক। আমার রূঢ়তার জন্য

মন খারাপ করো না। মুখে যাই থাকুক—তুমি ত আমার হৃদয় জান! তোমাদের সর্ব্বপ্রকার শুভ হোক। বিগত প্রায় এক বৎসর আমি যেন একটা ঝোঁকে চলেছি। এর কারণ কিছু জানি না। ভাগ্যে এই নরকযন্ত্রণা ভোগ ছিল—আর তা হয়ে গেছে। আমি সত্যই এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। প্রভু তোমাদের সহায় হউন! আমি চিরবিশ্রামের জন্য শীঘ্রই হিমালয়ে যাচ্ছি। আমার কাজ শেষ হয়েছে। ইতি

সতত প্রভুপদাশ্রিত

তোমাদের

বিবেকানন্দ

পুঃ—মিসেস্ বুল তোমাদিগকে তাঁর ভালবাসা জানাচ্ছেন।

(১৬৭) ইং

লস্ এঞ্জেলিস্

৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় নিবেদিতা,

তোমার ষষ্ঠ দফা এসে পৌঁছেছে, কিন্তু তাতেও আমার ভাগ্যের কোন ইতরবিশেষ ঘটে নাই। স্থান পরিবর্ত্তনে বিশেষ কোন উপকার হবে বলে মনে কর কি? কারো কারো প্রকৃতিই এরূপ যে, তারা যাতনা পেতেই ভালবাসে। বস্তুতঃ যাদের মধ্যে আমি জন্মেছি, যদি তাদের জন্য আমার হৃদয়কে উজাড় না করতাম ত অন্যের জন্য করতেই হত—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই হচ্ছে কারো কারো

ধাত—আমি তা ক্রমে বুঝতে পারছি। আমরা সকলেই সুখের পেছনে ছুটছি সত্য; কিন্তু কেউ কেউ যে দুঃখেরই মধ্যে আনন্দ পায়—এটা কি খুব অদ্ভুত নয়? এতে ক্ষতি কিছু নেই; শুধু ভাববার বিষয় এই যে, সুখ দুঃখ উভয়ই সংক্রামক। ইংগারসোল একবার বলেছিলেন যে, তিনি যদি ভগবান হতেন তবে তিনি ব্যাধিকে সংক্রামক না করে স্বাস্থ্যকেই সংক্রামক করতেন। কিন্তু স্বাস্থ্য যে ব্যাধি অপেক্ষা—অধিক না হলেও অনুরূপভাবে—সংক্রামক তা তিনি একটুও ভাবেন নি। বিপদ ত ঐখানেই! আমার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখে জগতের কিছুই যায় আসে না—শুধু অপরে যাতে সংক্রামিত না হয়, তা দেখতে হবে। কর্ম্মকৌশল ত ঐখানেই। যখনই কোন মহাপুরুষ মানুষের ব্যথায় ব্যথিত হন তখন তিনি নিজের মুখ ভার করেন, বুক চাপড়ান এবং সকলকে ডেকে বলেন, "তোমরা তেঁতুল জল খাও, অঙ্গার চিবাও, গায়ে ছাই মেখে গোবরের গাদায় বসে থাক আর শুধু চোখের জলে করুণ সুরে বিলাপ কর।" আমি দেখছি, তাঁদের সবারই ত্রুটি ছিল—সত্যি সত্যিই ছিল। যদি সত্যই জগতের বোঝা স্কন্ধে নিতে তুমি প্রস্তুত হয়ে থাক, তবে সর্ব্বতোভাবে তা গ্রহণ কর; কিন্তু তোমার বিলাপ ও অভিশাপ যেন আমাদের শুনতে না হয়। তোমার নিজের জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে আমাদিগকে এমন ভীত করে তুলো না যে, শেষে আমাদের মনে করতে হয়, তোমার কাছে না এসে আমাদের নিজের দুঃখের বোঝা নিয়ে থাকাই ছিল বরং ভাল। যে ব্যক্তি সত্য সত্যই জগতের দায়

ঘাড়ে লয়, সে জগৎকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে আপন পথে চলতে থাকে। তার মুখে একটিও নিন্দার কথা, একটিও সমালোচনার কথা থাকে না, তার কারণ এ নয় যে জগতে পাপ নেই; প্রত্যুত তার কারণ এই যে, সে উহা নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়েছে—স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। যিনি উদ্ধার করবেন, তাঁকেই সানন্দে আপন পথে চলতে হবে; যারা উদ্ধার হতে আসবে তাদের যে তা করতে হবে, এমন কিছু নয়।

আজ প্রাতে শুধু এই তত্ত্বটিই আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। যদি এ ভাবটি আমার মধ্যে স্থায়ীরূপে এসে থাকে এবং আমার সমগ্র জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে তবেই যথেষ্ট হল।

দুঃখভার জর্জ্জরিত যে যেখানে আছ, সব এস, তোমাদের সব বোঝা আমার উপর ফেলে দিয়ে আপন মনে চলতে থাক, আর তোমরা সুখী হও এবং ভুলে যাও যে, আমি একজন কোন কালে ছিলাম। অনন্ত ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমার বাবা

বিবেকানন্দ

(১৬৮)ইং

১২ই ডিসেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় মিসেস্ বুল,

আপনি ঠিকই ধরেছেন—আমি নিষ্ঠুর, বড়ই নিষ্ঠুর। আর আমার মধ্যে কোমলতা প্রভৃতি যা কিছু আছে তা আমার

ত্রুটি। এই দুর্বলতা যদি আমার মধ্যে আরও কম, অনেক কম থাকত! হায়! উহাই হল আমার দুর্বলতা এবং উহাই আমার সব দুঃখের আকর। ভাল কথা, মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের উপর কর বসিয়ে আমাদের উচ্ছেদ করে দিতে চায়। সেটা আমারই দোষ, কারণ আমিই ট্রাষ্ট করে মঠটিকে সাধারণের হাতে তুলে দিই নি। আমি যে মধ্যে মধ্যে আমার ছেলেদের প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করি তজ্জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত; কিন্তু তারাও জানে যে, সংসারে সবার চাইতে আমি তাদের ভালবাসি।

দৈবের সহায়তা সত্যই হয় ত আমি পেয়েছি, ; কিন্তু উঃ! তার প্রত্যেকটি বিন্দুর জন্য আমাকে কী পরিমাণেই না রক্তমোক্ষণ করতে হয়েছে। উহা না পেলে হয়ত আমি অধিকতর সুখী হতাম এবং মানুষ হিসাবে আরো ভাল হতাম। বর্ত্তমান অবস্থা অবশ্য খুবই তমসাচ্ছন্ন বলে মনে হয়; তবে আমি নিজে যোদ্ধা, যুদ্ধ করতে করতেই আমায় প্রাণ দিতে হবে—হাল ছাড়া চলবে না; এই কারণেই ত ছেলেদের উপর আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না। আমি ত তাদের যুদ্ধ করতে ডাকছি না—আমি তাদের আমার যুদ্ধে বাধা না দিতে বলছি।

অদৃষ্টের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। কিন্তু হায়, এখন আমি চাই যে, আমার ছেলেদের মধ্যে অন্ততঃ একজন আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করুক।

আপনি কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। ভারতবর্ষে কোন কাজ করতে হলে আমার উপস্থিতি প্রয়োজন। আমার স্বাস্থ্য এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল; হয়ত সমুদ্রযাত্রায় আরো ভাল হবে। যা হোক, এবার আমেরিকায় কেবল বন্ধু-বান্ধবদের উত্যক্ত করা ভিন্ন আর বিশেষ কোন কাজ করি নি। আমার পাথেয় বাবদ অর্থ-সাহায্য জো—র নিকট হতেই হয়ত পাব, তা ছাড়া মিঃ লেগেটের নিকট আমার কিছু টাকা আছে। ভারতবর্ষে কিছু অর্থ-সংগ্রহের আশা এখনো আমি রাখি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আমার যে সব বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁদের কাছে এখনো আমি যাইনি। আশা করি প্রয়োজনীয় পঞ্চাশ হাজার পুরাবার জন্য পনর হাজার টাকা সংগ্রহ করতে পারব এবং ট্রাষ্টের দলিল হয়ে গেলেই মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্সও কমে যাবে। আর যদি এ অর্থসংগ্রহ করতে নাও পারি, তথাপি আমেরিকায় নিরর্থক না বসে থাকার চেয়ে চেষ্টা করতে করতে মরাও শ্রেয় মনে করি। আমার জীবনের ভুলগুলি খুবই বড় বটে; কিন্তু তাদের প্রত্যেকটির কারণ অত্যধিক ভালবাসা। এখন ভালবাসার উপর আমার বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে। হায়! যদি আমার কিছু মাত্র তা না থাকত! ভক্তির কথা বলেছেন! হায়, আমি যদি নির্ব্বিকার ও কঠোর বৈদান্তিক হতে পারতাম! যাক্, এ জীবন শেষ হয়েছে; পরজন্মে চেষ্টা করে দেখব। আমার দুঃখ এই —বিশেষতঃ আজকাল—যে, আমার বন্ধুবান্ধবগণ আমার নিকট হতে আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা অপকারই বেশী পেয়েছে।

যে শান্তি ও নির্জ্জনতা চিরদিন খুঁজছি, তা আমার অদৃষ্টে জুটল না।

বহু বৎসর পূর্ব্বে আমি হিমালয়ে গিয়েছিলাম, আর ফিরব না এই মনে করে। এদিকে ভগ্নী আত্মহত্যা করল সে সংবাদ আমার নিকট পৌছল, আর আমার সেই দুর্ব্বল হৃদয় আমাকে সেই শান্তির আশা থেকে বিচ্যুত করল। সে দুর্ব্বল হৃদয়ই আবার, আমি যাদের ভালবাসি তাদের জন্য কিছু সাহায্য ভিক্ষা করতে আমায় ভারত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আজ তাই আমি আমেরিকায়! শান্তির আমি পিয়াসী; কিন্তু ভক্তির আলয় সেই আমার হৃদয়টি আমায় তা হতে বঞ্চিত করেছে। সংগ্রাম ও যাতনা, যাতনা ও সংগ্রাম! যাক, তাই যখন আমার নিয়তি তখন তাই হোক, আর যত শীঘ্র এর শেষ হয়, ততই মঙ্গল। লোকে বলে আমি ভাবপ্রবণ, কিন্তু অবস্থার কথা ভাবুন দেখি! আপনি আমাকে কতই না ভালবাসেন—আমার প্রতি কতই না সদয়! অথচ আমি কিনা আপনারই এত বেদনার কারণ হলাম! আমি এতে ব্যথিত। কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে—তার ত অন্যথা হবার নয়! এখন আমি গ্রন্থি ছেদন করতে চাই অথবা সে চেষ্টায় শরীর পাত করব।

আপনারই সন্তান বিবেকানন্দ

পুঃ—মহামায়ার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। সান্‌ফ্রানসিস্কো হয়ে ভারতবর্ষে যাবার খরচ আমি জো—র নিকট ভিক্ষা লব। যদি সে তা দেয় তবে অবিলম্বে জাপান হয়ে ভারতের দিকে

যাত্রা করব। এতে একমাস লাগবে। ভারতের কাজ চালাবার মত এবং হয় ত উহা অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সেখানে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে পারব বলে আশা রাখি—অন্ততঃ যে বিশৃঙ্খল অবস্থায় আমি তাকে এখন দেখছি সে অবস্থায়ই রেখে যেতে পারব। কাজের শেষটা যেন বড় তমসাচ্ছন্ন ও বড় বিশৃঙ্খল হয়ে আসছে—অবশ্য আমার আকাঙ্ক্ষাও ছিল তাই। কিন্তু ভগবানের দয়ায় একথা মনে করবেন না যে, আমি মুহূর্ত্তের জন্যও হাল ছাড়ব। কাজ করে করে অবশেষে রাস্তায় পড়ে মরবার জন্য ভগবান যদি আমায় তাঁর ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া করে থাকেন, তবে তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক। বর্ত্তমানে, আপনার চিঠি পেয়ে আমি এত আনন্দে আছি যে, এরূপ আনন্দ বহু বৎসর উপভোগ করি নি। ওয়াহি গুরুজীকি ফতে, গুরুজীর জয় হোক! হাঁ, যে অবস্থাই আসুক না কেন—জগৎ আসুক, নরক আসুক, দেবতারা আসুন, মা আসুন—আমি সংগ্রাম চালিয়েই যাব, কখনো হার মানব না। স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে সংগ্রাম করে রাবণ তিনজন্মে মুক্তি লাভ করেছিল। মহামায়ার সঙ্গে সংগ্রাম ত গৌরবের বিষয়!

আপনার ও আপনার স্বজনবর্গের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হউক। আমি যতটুকুর যোগ্য তার চাইতে অনেক, অনেক বেশী আপনি আমার জন্য করেছেন।

ক্রিশ্চিন ও তুরীয়ানন্দকে আমার ভালবাসা জানাবেন।

বিবেকানন্দ

(১৬৯) ইং

মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত

২২শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় ধীরামাতা,

আজ কলকাতার এক পত্রে জানলাম যে, আপনার চেক্‌গুলি পৌঁছেছে; ঐ সঙ্গে বহু ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার বাণীও এসেছে।

লণ্ডনের মিস্ স্টার ছাপান পত্রে নববর্ষের অভিবাদন জানিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, আপনি তাঁকে যে হিসাব পাঠিয়েছেন, ইতোমধ্যে তিনি তা পেয়েছেন। আপনার ঠিকানায় সারদানন্দের যে সব চিঠি এসেছে, তা দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন।

সম্প্রতি আমার আবার শরীর খারাপ হয়েছিল; তাই (হাত ঘসা) চিকিৎসক রগড়ে রগড়ে আমার ইঞ্চি কয়েক চামড়া তুলে ফেলেছে। এখনও আমি তার যন্ত্রণা বোধ করছি। নিবেদিতার কাছ থেকে আমি একখানি খুব আশাপ্রদ পত্র পেয়েছি। আমি প্যাসাডেনায় খেটে চলেছি, এবং আশা করছি যে এখানে আমার কাজের কিছু ফল হবে। এখানে কেহ কেহ খুব উৎসাহী। 'রাজযোগ' বইখানি সত্যই এই উপকূলে চমৎকার কাজ করেছে। মনের দিক থেকে বস্তুতঃই খুব ভাল আছি; সম্প্রতি আমি যেরূপ শান্তিতে আছি সেরূপ কোন দিনই ছিলাম না। যেমন ধরুন, বক্তৃতার ফলে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। এটা একটা লাভ

নিশ্চয়! কিছু লেখার কাজও করছি। এখানকার বক্তৃতাগুলি একজন সাঙ্কেতিক লেখক টুকে নিয়েছিল; স্থানীয় লোকেরা তা ছাপতে চায়।

জোএর নিকট লিখিত স—এর পত্রে খবর পেলাম যে, মঠের সব ভাল আছে এবং ভাল কাজ করছে। বরাবর যেমন হয়ে থাকে—পরিকল্পনাগুলি ক্রমে কার্য্যে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু আমি যেমন বলে থাকি, "মাই সব জানেন"। তিনি যেন আমায় মুক্তি দেন এবং তাঁর কাজের জন্য অন্য লোক বেছে নেন! ভাল কথা, ফলাভিসন্ধিশূন্য হয়ে কাজ করার যে উপদেশ গীতায় আছে, উহা মনে মনে ঠিক ঠিক অভ্যাস করার প্রকৃত উপায় আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি। ধ্যান, মনোযোগ ও একাগ্রতার সাধন সম্বন্ধে আমি এরূপ আলোক লাভ করেছি যে, তার অভ্যাস করলে আমরা সর্ব্বপ্রকার উদ্বেগ ও দুর্ভাবনার অতীত হয়ে যাব। মনটাকে ইচ্ছানুসারে এক জায়গায় ঘিরে রেখে দেওয়ার কৌশল ছাড়া এটা আর কিছু নয়। এখন আপনার নিজের অবস্থা কি—বেচারী ধীরামাতা! মা হওয়ার এই দায়, এই শাস্তি! আমরা সব শুধু নিজেদের কথাই ভাবি, মায়ের কথা কখনও ভাবি না। আপনি কেমন আছেন? আপনার চলছে কিরূপ? আপনার মেয়ের এবং মিসেস্ ব্রিগ্‌স্ এর খবর কি?

আশা করি তুরীয়ানন্দ এখন সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে এবং কাজে লেগে গেছে। বেচারার ভাগ্যে শুধু দুর্ভোগ! কিন্তু ওতে কিছু মনে করবেন না। যন্ত্রণাভোগেও একটা আনন্দ

আছে যদি তা পরের জন্য হয়। তাই নয় কি? মিসেস্ লেগেট্ ভাল আছেন; জোও তাই; আর তারা বলছে, আমি ভাল আছি। হয় ত তাদেরই কথা ঠিক। যাই হোক, আমি কাজ করে যাচ্ছি এবং কাজের মধ্যেই মরতে চাই—অবশ্য যদি তা মায়ের অভিপ্রেত হয়। আমি সন্তুষ্ট আছি। ইতি

আপনার চিরসন্তান
বিবেকানন্দ

(১৭০)

স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিত

হরিভাই,

…তোমার ঠ্যাঙ্গ জোড়া লেগেছে শুনে খুশী আছি এবং বেশ কাজ করছ তাও শুনছি।…আমার শরীর ঠিক ঠিক চলছেন। মোদ্দা কথা, আমারও আতুপুতু কল্লেই রোগ হয়। রাঁধছি, যা তা খাচ্ছি, দিনরাত খাটছি, বেশ আছি, খুব ঘুমুচ্ছি!!

আমি আসছি নিউইয়র্কে একমাসের ভেতর। সারদার কাগজ কি উঠে গেছে না কি? ও আর ত পাই না। Awakened ('প্রবুদ্ধ ভারত') ও ঘুমিয়েছে বুঝি? আমায় ত আর পাঠায় না। যাক্ দেশে ত 'পিলগ্ হইছন্তি'—কে আছে কে নেই রে রাম!! ওহে, অচুর এক চিঠি আজ এসে হাজির। সে রাজপুতানায় শিখর রাজার রামগড় সহরে লুকিয়ে ছিল।

কে বলেছে যে, বিবেকানন্দ মরে গেছে। তাই এক পত্র লিখেছে আমায়!! তাকে একখানা জবাব পাঠাচ্ছি।

আমার সকল কুশল। তোমার, তার কুশল দেবে। ইতি

দাস

বিবেকানন্দ

(১৭১) ইং

লস্ এঞ্জেলিস্

৪২১ নং, ২১ নং রাস্তা

২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় নিবেদিতা,

সত্যই আমি দৈবতাড়িত চিকিৎসা-প্রণালীতে (magnetic healing) ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছি। মোট কথা এখন আমি বেশ ভালই আছি। আমার শরীরের কোন যন্ত্র কোন কালেই বিগড়ায় নাই—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও অজীর্ণতাই আমার দেহে যা কিছু গোল বাধিয়েছিল।

এখন আমি প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে বা পরে যে কোন সময়েই হউক, ক্রোশ ক্রোশ বেড়িয়ে আসি। আমি বেশ ভাল হয়ে গেছি, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ভালই থাকব।

এখন চাকা ঘুরছে—মা উহা ঘোরাচ্ছেন। তাঁর কাজ যতদিন না শেষ হচ্ছে, ততদিন তিনি আমায় যেতে দিচ্ছেন না—এইটি হচ্ছে আসল ভেতরকার কথা।

দেখ, ইংলণ্ড কেমন উন্নতির দিকে এগুচ্ছে। এই রক্তারক্তির পর সেখানকার লোক, এই 'ক্রমাগত লড়াই,

লড়াই, লড়াই' এর চেয়ে বড় ও উঁচু জিনিষ ভাববার সময় পাবে। এই আমাদের সুযোগ। আমরা এখন একটু উদ্যমশীল হয়ে দলে দলে ওদের ধরব, প্রচুর অর্থসংগ্রহ করব এবং তারপর ভারতীয় কাজটাকেও পুরা দমে চালিয়ে দেব। চারদিকের অবস্থা বেশ আশাপ্রদ বোধ হচ্ছে; অতএব প্রস্তুত হও। চারটি ভগ্নী ও তুমি আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

(১৭২) ইং

লস্ এঞ্জেলিস
৯২১ পশ্চিম ২১নং রাস্তা
২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় ধীরামাতা,

শুভ নববর্ষ আপনার নিকট আসুক এবং বহুবার এভাবে আসতে থাকুক—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা। আমার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছে এবং আবার কাজ করবার মত যথেষ্ট শক্তি পেয়েছি। ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছি এবং সদানন্দকে কিছু টাকা—১৩০০৲ টাকা—পাঠিয়েছি ;...দরকার হলে আরো পাঠাব। তিন সপ্তাহ যাবৎ সারদানন্দের কোন সংবাদ পাই নি; আর আজ ভোরে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। বেচারা ছেলেরা! আমি মাঝে মাঝে তাদের প্রতি কত রূঢ় ব্যবহারই না করি! তবু, তারা এসব সত্ত্বেও জানে যে, আমি তাদের সর্ব্বোত্তম বন্ধু।...আমি তিন সপ্তাহ

আগে তাদের তার করে জানিয়েছি যে, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। আমি যদি আরো অসুস্থ না হয়ে পড়ি, তবে যেটুকু স্বাস্থ্য এখন আছে তাতেই চলে যাবে। আমার জন্য মোটেই ভাববেন না; আমি উঠে পড়ে কাজে লেগে গেছি।

আমি আর গল্প লিখতে পারি নি বলে দুঃখিত আছি। আমি এ ছাড়া অন্য কিছু কিছু লিখেছি এবং প্রতিদিনই কিছু লিখবার আশা রাখি। আমি এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী শান্তিতে আছি এবং বুঝতে পেরেছি যে, এই শান্তি বজায় রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে অপরকে শিখান। কাজেই হচ্ছে আমার একমাত্র সেফটি ভাল্‌ভ্ (অতিরিক্ত গ্যাস বের করে দিয়ে যন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার দ্বার)। আমার দরকার হচ্ছে শুধু পরিষ্কার মাথাওয়ালা জনকয়েক লোকের, যারা চেপে কাজ করে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যাপারের হেপাজত করবে। আমার ভয় এই যে, ভারতে এরূপ লোক পেতে অনেক কাল কেটে যাবে; আর যদি তেমন লোক থাকে তা হলেও পাশ্চাত্ত্য কারুর কাছে তার শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। আবার, আমার পক্ষে কাজ করা তখনই সম্ভব হয়, যখন আমাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়। নিঃসঙ্গ অবস্থায়ই আমার শক্তি খোলে বেশী। 'মার যেন তাই অভিপ্রায়। জো এর বিশ্বাস এই যে, মায়ের মনে অনেক সব বড় বড় ব্যাপারের পরিকল্পনা চলছে—তাই যেন হয়! জো ও নিবেদিতা যেন সত্যি সত্যি ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা হয়ে পড়েছে দেখছি! আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, আমি

জীবনে যা কিছু ঘা খেয়েছি, যা কিছু যন্ত্রণা ভোগ করেছি—সবই একটা সানন্দ আত্মত্যাগে পরিণত হবে যদি মা আবার ভারতের দিকে মুখ তুলে চান।

মিস্ গ্রীন্স্টিডেল আমায় একখানি চমৎকার চিঠি লিখেছেন—তার অধিকাংশই আপনার সম্বন্ধে। তিনি তুরীয়ানন্দের সম্বন্ধেও খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। তুরীয়ানন্দকে আমার ভালবাসা জানাবেন। আমার বিশ্বাস, সে চমৎকার কাজ করবে। তার সাহস ও স্থৈর্য্য আছে।

আমি শীঘ্রই ক্যালিফোর্ণিয়াতে কাজ করতে যাচ্ছি। ক্যালিফোর্ণিয়া ছেড়ে যাবার সময়ে আমি তুরীয়ানন্দকে ডেকে পাঠাব এবং তাকে প্রশান্তমহাসাগরের উপকূলে কাজে লাগাব। আমার নিশ্চিত ধারণা এখানে একটা বড় কার্য্যক্ষেত্র আছে। 'রাজযোগ' বইটা এখানে খুব সুপরিচিত বলে মনে হচ্ছে। মিস্ গ্রীন্স্টিডেল আপনার বাড়ীতে খুব শান্তি পেয়েছেন এবং বেশ আনন্দে আছেন। এতে আমি বেশ খুশী আছি। দিনে দিনে তার সব বিষয়ে একটু সুরাহা হউক। তার চমৎকার কার্য্যক্ষমতা ও ব্যবসায়বুদ্ধি আছে।

জো একজন মহিলা চিকিৎসককে খুঁজে বের করেছে; তিনি 'হাতঘসা' চিকিৎসা করেন। আমরা দুইজনেই তাঁর চিকিৎসাধীন আছি। জো এর ধারণা যে, তিনি আমাকে বেশ চাঙ্গা করে তুলছেন। আর সে নিজে দাবী করে যে, তার নিজের উপর অলৌকিক ফল ফলেছে। 'হাতঘসা' চিকিৎসার ফলেই হোক, ক্যালিফোর্ণিয়ার 'ওজন্' এর ফলেই হোক, অথবা বর্ত্তমান কর্ম্মের দশা

কেটে যাবার ফলেই হোক, আমি সেরে উঠছি। পেটভরা খাবার পরে তিন মাইল হাঁটতে পারা একটা বিরাট ব্যাপার নিশ্চয়!

ওলিয়াকে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানাবেন এবং ডাক্তার জেম্‌স্ ও বষ্টনের অপরাপর বন্ধুদের আমার ভালবাসা জানাবেন। ইতি

আপনার চিরসন্তান

বিবেকানন্দ

(১৭৩) ইং

১৭ই জানুয়ারী, ১৯০০

প্রিয় ধীরা মাতা,

সারদানন্দের জন্য প্রেরিত কাগজপত্র সহ আপনার পত্রখানি পেয়েছি; এতে কিছু সুসংবাদ আছে। এ সপ্তাহে আরো কিছু সুসংবাদের আশায় আছি। আপনি আপনার অভিপ্রায় সম্বন্ধে ত কিছু লিখলেন না। মিস্ গ্‌ন্‌স্‌ট্রিডেল আমায় একখানি পত্র লিখে আপনার প্রতি তাঁর গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন—আর কেই বা না জানিয়ে পারে? ইতোমধ্যে তুরীয়ানন্দ বেশ চালিয়ে যাচ্ছে আশা করি।...

এখানে বা অন্য কোথাও বক্তৃতার দ্বারা বিশেষ কিছু হবে বলে আশা করি না। ওতে আমার খরচই পোষায় না। শুধু তাই নয়; পয়সা খরচের সম্ভাবনা ঘটলেই কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। এদেশে বক্তৃতার ক্ষেত্রটাকে বেশী চষে ফেলা হয়েছে, আর লোকেরা বক্তৃতা শোনার মনোভাব কাটিয়ে উঠেছে।...আমি এখানে প্রধানতঃ স্বাস্থ্যের জন্য

এসেছিলাম ; আর আমি তা পেয়েছি।...এখন আমার মনে হচ্ছে যে, বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে কাজ করার পালা আমার ফুরিয়ে গেছে ; ঐ জাতীয় কাজ করে আর আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ করা নিষ্প্রয়োজন।

এখন আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, আমায় মঠের সব ভাবনা ছেড়ে দিতে হবে...। আর আমার কাছে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগের আহ্বানও আসছে—আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নেতৃত্ব ও যশোভিলাষ বিসর্জ্জন দিতে হবে। আমার মন প্রস্তুত হয়ে আছে এবং আমায় এ তপস্যা করতে হবে।... আমি এখন জো ও নিবেদিতার কল্পনাবিলাসকে বাস্তবতার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখেছি। তারা আমার হয়ে তাদের কল্পনাকে রূপ দান করুক—আমার কাছে ওসব আর নাই। আমি একটা ট্রাষ্ট্ দলিল করতে চাই ;·· শরতের কাছ থেকে কাগজপত্র পেলেই তা করে ফেলব। তার পর আমি শান্ত হব। আমি চাই বিশ্রাম, একগ্রাস অন্ন, খান কয়েক বই এবং কিছু লেখাপড়ার কাজ। মা এখন আমাকে এই আলোক স্পষ্ট দেখাচ্ছেন। অবশ্য আপনাকেই তিনি এর প্রথম আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তখন বিশ্বাস করি নি।...আমি আমার নিজের চেয়ে আপনার পরিচালনায় অধিক বিশ্বাস করি। জো ও নিবেদিতার মন অতি মহান্ ; কিন্তু মা এখন আমাকে চালিয়ে নেবার আলোক আপনারই হাতে তুলে দিচ্ছেন। আপনি কি আলোক পাচ্ছেন ? আপনার পরামর্শ কি ?...

আমি বুঝতে পারছি যে, আমি আর বক্তৃতামঞ্চ থেকে বাণী প্রচার করতে পারব না।...এতে আমি খুশী আছি।

আমি বিশ্রাম চাই। আমি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তা নয়; কিন্তু পরবর্ত্তী অধ্যায় হবে—বাক্য নয়, কিন্তু অলৌকিক স্পর্শ, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল।...

আপনার চিরসন্তান

বিবেকানন্দ

(১৭৪) ইং

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত

লস্ এঞ্জেলিস্, ক্যালিফর্নিয়া

২৪শে জানুয়ারী, ১৯০০

প্রিয়—,

যে শান্তি ও বিশ্রাম আমি খুঁজছি, তা আসবে বলে ত মনে হচ্ছে না। তবে মহামায়া আমাকে দিয়ে অপরের—অন্ততঃ আমার স্বদেশের—কথঞ্চিৎ কল্যাণ করাচ্ছেন; আর এই উৎসর্গের ভাব অবলম্বনে নিজ অদৃষ্টের সঙ্গে একটা আপস করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। আমরা সকলেই নিজের নিজের ভাবে উৎসর্গীকৃত। মহাপূজা চলছে—একটা বিরাট বলি ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এর অর্থ পাওয়া যায় না। যারা স্বেচ্ছায় মাথা পেতে দেয়, তারা অনেক যন্ত্রণা হতে অব্যাহতি পায়। আর যারা বাধা দেয় তাদের জোর করে দাবানো হয়, এবং তাদের দুর্ভোগও হয় বেশী। আমি এখন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে বদ্ধপরিকর। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(১৭৫) ইং

মিস্ মিড্এর বাড়ি
৪৪৭ ডগলাস বিল্ডিং,
লস্ এঞ্জেলিস্, ক্যালিফোর্ণিয়া
১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

তোমার —তারিখের পত্র আজ প্যাসাডেনায় আমার নিকট পৌঁছল। দেখছি, জো তোমায় চিকাগোতে ধরতে পারে নি; তবে নিউইয়র্ক হতে তাদের এপর্য্যন্ত কোন খবর পাই নি। ইংলণ্ড থেকে এক রাশ ইংরেজী খবরের কাগজ পেলাম—খামের উপর লেখা এক লাইনে আমার প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে ও সহি আছে "এফ্ এইচ্ এম্"। অবশ্য উহাদের মধ্যে দরকারী বিশেষ কিছু ছিল না। আমি মিস্ মূলারকে একখানা চিঠি লিখতাম; কিন্তু আমি ত ঠিকানা জানি না। আবার ভয় হল, চিঠি লিখলে তিনি পাছে ভয় পান! ..

আমি মিসেস্ সেভিয়ারের কাছে খবর পেলাম যে, নিরঞ্জন কলকাতায় সাংঘাতিক রকমে পীড়িত হয়ে পড়েছে—জানি না, তাঁর শরীর ছুটে গেছে কি না। যাই হোক নিবেদিতা, আমি এখন খুব শক্ত হয়েছি—পূর্ব্বাপেক্ষা আমার দৃঢ়তা খুব বেড়েছে—আমার হৃদয়টা যেন লোহার পাত দিয়ে বাঁধান হয়ে গেছে। আমি এক্ষণে সন্ন্যাস-জীবনের অনেকটা কাছাকাছি যাচ্ছি।

আমি দুই সপ্তাহ যাবৎ সারদানন্দের কাছ থেকে কোন খবর পাই নি। তুমি গল্পগুলি পেয়েছ জেনে খুশী হলাম। ভাল

বিবেচনা কর ত তুমি নিজে ওগুলি আবার নূতন করে লেখ। কোন প্রকাশককে যদি পাও তাকে দিয়ে ওগুলি ছাপিয়ে প্রকাশ করে দাও; আর যদি বিক্রি করে কিছু লাভ হয়, তোমার কাজের জন্য নাও। আমার নিজের দরকার নেই। আমি এখানে কিছু অর্থ পেয়েছি। আমি আসছে সপ্তাহে সান্‌ফ্রান্সিস্কোয় যাচ্ছি; তথায় সুবিধা করতে পারব—আশা করি।...

ভয় করো না—তোমার বিদ্যালয়ের জন্য টাকা আসবে, আসতেই হবে। আর যদি না আসে, তাতেই বা কি আসে যায়? মা জানেন, কোন্ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি যে দিক দিয়ে নিয়ে যান, সব রাস্তাই সমান। জানি না আমি শীঘ্র পূবে* যাচ্ছি কিনা। যদি যাবার সুযোগ হয়, তবে ইণ্ডিয়ানায় নিশ্চিত যাবো।

এই আন্তর্জ্জাতিক মেলামেশার মতলবটা খুব ভাল –যে রকমে পার উহাতে যোগ দাও; আর যদি তুমি মাঝে থেকে কতকগুলি ভারতরমণীদের সমিতিকে ঐতে যোগ দেওয়াতে পার তবে আরো ভাল হয়।...

কুছ্ পরোয়া নেই, আমাদের সব সুবিধা হয়ে যাবে। এই লড়াইটা যেমন শেষ হবে, আমরা অমনি ইংলণ্ডে যাব ও তথায়

* ক্যালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত লস্ এঞ্জেলিস্ হইতে স্বামিজী এই পত্র লিখিতেছেন। উহা আমেরিকার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। তথা হইতে পূর্ব্ব অর্থাৎ নিউইয়র্কের দিকে যাইবার কথা বলিতেছেন। তথায় যাইতে হইলে ইণ্ডিয়ানা নামক স্থান হইয়া যাইতে হয়।

খুব চুটিয়ে কাজ করবার চেষ্টা করব—কি বল? স্থিরা মাতাকে লিখব কি? যদি তাঁকে লেখা ভাল মনে কর, তাঁর ঠিকানা আমায় পাঠাবে। তিনি কি তারপর তোমায় পত্রাদি লিখেছেন?

ধৈর্য্য ধরে থাক শক্তরা ও নরমরা—সবই ঠিক ঘুরে আসবে। এই যে তোমার নানারূপ অভিজ্ঞতা লাভ হচ্ছে আমি এইটুকুই চাই। আমারও শিক্ষা হচ্ছে। যে মুহূর্ত্তে আমরা উপযুক্ত হব, তখনই আমাদের কাছে টাকা আর লোক উড়ে আসবে। এখন আমার স্নায়ুপ্রধান ধাত ও তোমার ভাবুকতা মিলে সব গোল হয়ে যেতে পারে। সেই কারণেই মা আমার স্নায়ুগুলিকে একটু একটু করে আরোগ্য করে দিচ্ছেন, আর তোমারও ভাবুকতাকে শান্ত করে আনছেন। তারপর আমরা—যাচ্ছি আর কি। এইবার রাশ রাশ ভাল কাজ হবে নিশ্চিত জেনো। এইবার আমরা প্রাচীনদেশ ইউরোপের মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত তোলপার করে ফেলব।···

আমি ক্রমশঃ ধীর-স্থির শান্তপ্রকৃতি হয়ে আসছি—যাই ঘটুক না কেন, আমি প্রস্তুত আছি। এইবার যে কাজে লাগা যাবে প্রত্যেক ঘায়ে বেশ কাজ হবে—একটাও বৃথা যাবে না—এই হচ্ছে আমার জীবনের আগামী অধ্যায়। আমার ভালবাসাদি জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনঃ—তোমার বর্ত্তমান ঠিকানা লিখবে। ইতি

বি—

(১৭৬) ইং

লস্ এঞ্জেলিস
১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১০

প্রিয় ধীরা মাতা,

এই চিঠি আপনার হাতে পৌছবার আগেই আমি স্যান্‌-ফ্র্যান্সিস্‌কো যাত্রা করব। কাজটার সম্বন্ধে আপনার সবই জানা আছে। আমি বেশী কাজ করি নি; কিন্তু দিন দিনই আমার হৃদয়—দেহ ও মন উভয়ের দিক দিয়ে—অধিকতর সবল হচ্ছে। কোন কোন দিন আমার বোধ হয় যে, আমি সবই সহ্য করতে পারি এবং সব দুঃখই বরণ করতে পারি। মিস্ মুলার যে কাগজের তাড়া পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। তাঁর ঠিকানা না জানায় আমি তাঁকে কিছুই লিখি নি। তা ছাড়া ভয়ও ছিল।

আমি একা থাকলেই অধিকতর ভাল কাজ করতে পারি; এবং যখন সম্পূর্ণ নিঃসহায় থাকি, তখনি আমার দেহ-মন সর্ব্বাপেক্ষা ভাল থাকে! আমি যখন আমার গুরুভাইদের ছেড়ে আট বৎসর একাকী ছিলাম, তখন প্রায় একদিনের জন্যও অসুস্থ হই নি। এখন আবার একা থাকার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি! অবাক কাণ্ড! কিন্তু মা যেন আমায় ঐ ভাবেই রাখতে চান—জো যেমন বলে, "একাকী খড়্গীর মত ঘুরিয়ে বেড়াতে" চান।...বেচারা তুরীয়া-নন্দ কতই না ভুগেছে, অথচ আমায় কিছুই জানায় নি—সে বড়ই সরলচিত্ত ও ভাল মানুষ! মিসেস্ সেভিয়ারের পত্রে জানলাম, বেচারা নিরঞ্জনানন্দ কলকাতায় এতই সাংঘাতিক

ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে, সে এখন বেঁচে আছে কি না জানি না। ভাল কথা! সুখ-দুঃখ হাত ধরাধরি করে চলতেই ভালবাসে! এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার! তারা যেন শৃঙ্খলাকারে চলে! আমার ভগ্নীর একখানি পত্রে জানলাম যে, তার পালিতা কন্যাটি মারা গেছে। ভারতের ভাগ্যে যেন একমাত্র দুঃখই আছে। তাই হোক! সুখদুঃখে আমি যেন বোধশূন্য হয়ে গেছি! হালে আমি যেন লৌহসম হয়ে গেছি! তাই হোক—মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

গত দু বৎসর যাবৎ যে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়ে আসছি, আমি তাতে বড়ই লজ্জিত। এর সমাপ্তিতে আমি খুশী আছি। ইতি

আপনার চির স্নেহাবদ্ধ সন্তান

বিবেকানন্দ

(১৭৭)

স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত

ওঁ তৎ সৎ

ক্যালিফোর্নিয়া

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০০

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রে সমস্ত সমাচার অবগত হয়ে বিশেষ আনন্দ লাভ করলুম। বিদ্যাবুদ্ধি বাড়ার ভাগ—উপরে চাকচিক্য মাত্র; সমস্ত শক্তির ভিত্তি হচ্ছে হৃদয়। জ্ঞানবলক্রিয়াশালী আত্মার অধিবাস

হৃদয়ে, মস্তিষ্কে নয়। শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ (হৃদয়ে একশত এবং একটি নাড়ী আছে) ইত্যাদি। হৃদয়ের নিকট সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন্ নামক যে প্রধান কেন্দ্র, সেথায় আত্মার কেল্লা। হৃদয় যত দেখাতে পারবে ততই জয়। মস্তিষ্কের ভাষা কেউ কেউ বোঝে, হৃদয়ের ভাষা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলে বোঝে। তবে আমাদের দেশে, মড়াকে চেতান—দেরী হবে; কিন্তু অপার অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যবল যদি থাকে ত নিশ্চিত সিদ্ধি, তার আর কি?

ইংরেজ রাজপুরুষদের দোষ কি? যে পরিবারটির অস্বাভাবিক নির্দ্দয়তার কথা লিখেছ, ওটি কি ভারতবর্ষে অসাধারণ, না সাধারণ? দেশ শুদ্ধই ঐ রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, আমাদের দিশী স্বার্থপরতা, নেহাৎ দুষ্টামি করে হয় নি, বহু শতাব্দী যাবৎ বিফলতা আর নির্য্যাতনের ফলস্বরূপ এই পশুবৎ স্বার্থপরতা; ও আসল স্বার্থপরতা নয়—ও হচ্ছে গভীর নৈরাশ্য। একটু সিদ্ধি দেখলেই ওটা সেরে যাবে। ইংরেজ রাজপুরুষেরা ঐটিই দেখছে চারিদিকে, কাজেই প্রথমে বিশ্বাস করতে পারবে কেন? তবে যথার্থ কাজ দেখতে পেলে কেমন ওরা সহানুভূতি করে বল? দেশী রাজপুরুষেরা অমন করে কি?

এই ঘোর দুর্ভিক্ষ, বন্যা, রোগ-মহামারীর দিনে, কংগ্রেসওয়ালারা কে কোথায় বল? খালি "আমাদের হাতে রাজ্যশাসনের ভার দাও" বল্লে কি চলে? কে বা শুনছে ওদের কথা!! মানুষ কাজ যদি করে—তাকে কি আর মুখ ফুটে বলতে হয়? তোমাদের মত যদি ২০০০ লোক জেলায় জেলায়

কাজ করে—ইংরেজেরা ডেকে রাজকার্য্যে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করবে যে!! "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ" (প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিজের কার্য্য উদ্ধার করিবেন)।…অ—কে centre (কেন্দ্র) খুলতে দেন নি, তার বা কি? কিষণগড় দিয়েছে ত? মুখটি বুজিয়ে সে কাজ দেখিয়ে যাক—কিছু বলা কওয়া, ঝগড়াঝাঁটির দরকার নাই। মহামায়ার এ কাজে যে সহায়তা করবে, সে তাঁর দয়া পাবে, যে বাধা দেবে "অকারণাবিষ্কৃতবৈরদারুণঃ" (বিনা হেতুতে দারুণ শত্রুতাবদ্ধ) নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারবে।

শনৈঃ পন্থাঃ ইত্যাদি, রাই কুড়িয়ে বেল।—যখন প্রধান কাজ হয়, ভিত্তি স্থাপন হয়, রাস্তা তৈরি হয়, যখন অমানুষ বলের আবশ্যক হয়—তখন নিঃশব্দে দু একজন অসাধারণ পুরুষ নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে নিঃসাড়ে কাজ করে। যখন হাজার হাজার লোকের উপকার হয়, ঢাক ঢোল বেজে ওঠে, দেশশুদ্ধ বাহবা দেয়—তখন কল চলে গেছে, তখন বালকেও কাজ করতে পারে, আহাম্মকেও কলে একটু বেগ দিতে পারে। এইটি বোঝ—ঐ দু একটি গাঁয়ের উপর ঐ ২০টি অনাথ বালক সহিত অনাথাশ্রম, ঐ ১০ জন ২০ জন কার্য্যকরী—এই যথেষ্ট, এই বজ্রবীজ। ঐ থেকে কালে লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হবে; এখন ২।১০টা সিংহের প্রয়োজন—তখন শত শত শৃগালেরাও উত্তম কাজ করতে পারবে।

অনাথ মেয়ে হাতে পড়লে তাদের আগে নিতে হবে। নৈলে ক্রশ্চানরা সেগুলিকে নিয়ে যাবে। এখন বিশেষ বন্দোবস্ত নাই তার আর কি? মায়ের ইচ্ছায় বন্দোবস্ত

হয়ে যাবে। ঘোড়া হলেই চাবুক আপনি আসবে। এখন মেয়ে ছেলে এক সঙ্গেই রাখ। একটা ঝি রেখে দাও মেয়েগুলিকে দেখ্‌বে, আলাদা কাছে নিয়ে শোবে; তারপর আপনিই বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। যা পাবে টেনে নেবে, এখন বাচ্‌বিচার করো না—পরে আপনিই সিধে হয়ে যাবে। সকল কাজেই প্রথমে অনেক বাধা—পরে সোজা রাস্তা হয়ে যায়।

তোমার সাহেবকে আমার বহু ধন্যবাদ দিও। নির্ভয়ে কাজ করে যাও—ওয়াহ্‌ বাহাদুর!! সাবাস, সাবাস, সাবাস!!

ভাগলপুরের যে কেন্দ্রস্থাপনের কথা লিখেছ সে কথা বেশ—স্কুলের ছেলেপুলেকে চেতান ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের mission (কার্য্য) হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভূষোর জন্য; আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে ত ভদ্রলোকের জন্য। ঐ চাষাভূষারা ভালবাসা দেখে ভিজবে; পরে তারাই দু এক পয়সা সংগ্রহ করে নিজেদের গ্রামে মিশন start (প্রতিষ্ঠা) করবে এবং ক্রমে ওদেরই মধ্য হতে শিক্ষক বেরুবে।

কতকগুলো চাষার ছেলেমেয়েকে একটু লিখতে পড়তে শেখাও ও অনেকগুলো ভাব মাথায় ঢুকিয়ে দাও—তারপর গ্রামের চাষারা চাঁদা করে তাদের এক একটাকে নিজেদের গ্রামে রাখবে। "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং" (নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবে)—সকল বিষয়েই এই সত্য। We help them

to help themselves (তারা যাতে নিজেই নিজেদের কাজ করতে পারে এই জন্য আমরা তাদের সাহায্য করছি)। ঐ যে চাষারা ডাল দিচ্ছে—ঐটুকু হচ্ছে আসল কাজ। ওরা যখন বুঝতে পারবে নিজেদের অবস্থা, উপকার এবং উন্নতির আবশ্যকতা, তখনই তোমার ঠিক কাজ হচ্ছে জানবে। তা ছাড়া পয়সাওয়ালারা দয়া করে গরীবের কিছু উপকার করবে—তা চিরন্তন হয় না এবং তায় আখেরে উভয় পক্ষের অপকার মাত্র। চাষাভূষো মৃতপ্রায়; এজন্য পয়সাওয়ালারা সাহায্য করে তাদের চেতিয়ে দিক—এই মাত্র! তারপর চাষারা আপনার কল্যাণ আপনারা বুঝুক, দেখুক এবং করুক। তবে ধনী দরিদ্রের বিবাদ যেন বাধিয়ে বসো না। ধনীদের আদতে গাল মন্দ দেবে না।—স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞব্যক্তি নিজের কার্য্য উদ্ধার করবে)। তা ছাড়া ওরা ত মহামূর্খ—অজ্ঞ ওরা কি করবে।

জয় গুরু, জয় জগদম্বে, ভয় কি? ক্ষেত্রকর্ম্মবিধান আপনা হতেই আসবে! ফলাফল আমার গ্রাহ্য নাই, তোমরা যদি এতটুকু কাজ কর তাহলেই আমি সুখী। বাক্যি যাতনা, শাস্ত্র-ফাস্ত্র, মতামত আমার এ বুড়ো বয়সে বিষবৎ হয়ে যাচ্ছে। যে কাজ করবে, সেই আমার মাথার মণি ইতি নিশ্চিতং। মিছে বকাবকি চেঁচামেচিতে সময় যাচ্ছে—আয়ুক্ষয় হচ্ছে—লোকহিত একপাও এগোচ্ছে না। মাভৈঃ, সাবাস বাহাদুর—গুরুদেব তোমার হৃদয়ে বসুন—জগদম্বা হাতে বসুন। ইতি

বিবেকানন্দ

(১৭৮) ইং

১৫০২ জোন্‌স্ ষ্ট্রীট্,
স্যান ফ্র্যান্সিস্‌কো,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯০০

প্রিয় ধীরা মাতা,

এক মাস যাবৎ আপনার কাছ থেকে কোনই খবর পাই নি। আমি স্যান্ ফ্র্যান্সিস্‌কোতে আছি। আমার লেখার ভেতর দিয়ে লোকের মন আগে থেকেই তৈরী হয়ে ছিল, আর তারা দলে দলে আসছে; কিন্তু টাকা খসাবার কথা যখন উঠবে তখন এই উৎসাহের কতটা থাকে তাহাই দ্রষ্টব্য!

শ্রদ্ধেয় বেঞ্জামিন কে মিল্‌স্ আমায় ওকল্যাণ্ডে আহ্বান করেছিলেন এবং আমার বক্তব্যপ্রচারের জন্য একটি বৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর আয়োজন করেছিলেন। তিনি সস্ত্রীক আমার গ্রন্থাদি পাঠ করে থাকেন এবং বরাবরই আমার খবরাখবর রেখে আসছেন।

মিস্ থার্সবির দেওয়া পরিচয়পত্রখানি আমি মিসেস্ হার্ষ্টকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তাঁর এক সঙ্গীতবাসরে আমাকে আগামী রবিবারে নিমন্ত্রণ করেছেন।

আমার স্বাস্থ্য প্রায় একই রূপ আছে—আমি ত কোন ইতরবিশেষ দেখছি না। সম্ভবতঃ স্বাস্থ্যের উন্নতিই হচ্ছে—যদিও খুব অজ্ঞাতভাবে। আমি ৩০০০ শ্রোতাকে শোনাবার মত উঁচু গলায় বক্তৃতা দিতে পারি; ওক্‌ল্যাণ্ডে আমায় দু

বার তাই করতে হয়েছিল। আর দু ঘণ্টা বক্তৃতার পরেও আমার সুনিদ্রা হয়।

খবর পেলাম, নিবেদিতা আপনার সঙ্গে আছে। আপনি ফরাসী দেশে যাচ্ছেন কবে? আমি এপ্রিলে এ জায়গা ছেড়ে পূর্ব্বাঞ্চলে যাচ্ছি। সম্ভব হলে মে মাসে ইংলণ্ডে যাবার বিশেষ ইচ্ছা আছে। আর একবার ইংলণ্ডে চেষ্টা না করে দেশে ফিরা চলবে না কিছুতেই।

ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দের কাছ থেকে সুন্দর একখানি চিঠি এসেছে। তারা সব্বাই ভাল আছে। তারা মিউনিসিপ্যালিটিকে নিজেদের ভ্রম বুঝাবার চেষ্টায় আছে। এতে আমি খুশী আছি। এ মায়ার সংসারে হিংসা করা ঠিক নয়; কিন্তু "না কামড়ালেও ফোঁস করতে দোষ নেই"। ইহাই যথেষ্ট।

সব ঠিক হয়ে আসবে নিশ্চয়—আর যদিই বা না হয়, তাও ভাল! মিসেস স্নারের কাছ থেকেও সুন্দর একখানি পত্র পেয়েছি। তাঁরা পাহাড়ে বেশ আছেন। মিসেস্ ভষান্ কেমন আছেন?…তুরীয়ানন্দ কেমন আছে?

আমার অসীম ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানবেন। ইতি

সতত আপনার
বিবেকানন্দ

(১৭৯) ইং

স্যান ফ্র্যানসিস্কো
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

আমার কর্ম্মে আকাঙ্ক্ষা নাই—বিশ্রাম ও শান্তির জন্য

আমি লালায়িত। স্থান ও কালের তত্ত্ব আমার জানা আছে সত্য; কিন্তু আমার বিধিলিপি বা কর্ম্মফল আমাকে নিয়ে চলেছে—শুধু কাজ, কাজ! আমরা যেন গরুর পালের মত কসাইখানার দিকে চালিত হচ্ছি; আর বেত্রতাড়িত গরু যেমন পথের ধারের ঘাস এক এক থাবলা তুলে লয়, আমাদের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। আর এই হচ্ছে আমাদের কর্ম্ম, বা আমাদের ভয়—ভয়ই হচ্ছে দুঃখ ব্যাধি প্রভৃতির আকর। বিভ্রান্ত ও ভয়চকিত হয়ে আমরা অপরের ক্ষতি করি। আঘাত করতে ভয় পেয়ে আমরা আরো বেশী আঘাত করি। পাপকে এড়িয়ে চলতে একান্ত আগ্রহান্বিত হয়ে আমরা পাপেরই মুখে পড়ি।

আমাদের চতুষ্পার্শ্বে কত অকেজো আবর্জ্জনা স্তূপই না আমরা সৃষ্টি করি। এতে আমাদের কোন উপকারই হয় না; পরন্তু যাকে আমরা পরিহার করতে চাই, তারই দিকে—সেই দুঃখেরই দিকে সে আমাদের নিয়ে যায়।...

আহা! যদি একেবারে নির্ভীক, সাহসী ও বেপরোয়া হতে পারা যেত!...

তোমাদের
বিবেকানন্দ

(১৮০) ইং

১৫০২ জোন্‌স্‌ ষ্ট্রীট
স্যান ফ্র্যান্সিস্‌কো
৭ই মার্চ্চ, ১৯০০

প্রিয় জো,

মিসেস্‌ বুলের পত্রে জানলাম যে, তুমি কেম্ব্রিজে আছ।

হেলেনের পত্রে আরও খবর পেলাম যে, তোমায় যে গল্পগুলি পাঠান হয়েছিল, তা তুমি পাও নি। বড়ই আপসোসের কথা। মার্গোর কাছে এর নকল আছে, সে তোমায় দিতে পারে। আমার শরীর একরূপ চলে যাচ্ছে। টাকা নাই, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, অথচ ফল শূন্য! লস্ এঞ্জেলিসের চেয়েও খারাপ! কিছু না দিতে হলে তারা দলবেঁধে বক্তৃতা শুনতে আসে—আর কিছু খসাতে হলে আসে না; এই তো ব্যাপার!

দিন কয়েক যাবৎ আবার শরীর খারাপ হয়েছে এবং বড় বিশ্রী বোধ হচ্ছে। আমার বোধ হয়, রোজ রাত্রে বক্তৃতা দেবার ফলেই এরূপ হয়েছে। আমার আশা আছে যে, ওকল্যাণ্ডের কাজের ফলে অন্ততঃ নিউ ইয়র্ক পর্য্যন্ত ফিরে যাবার টাকা সংগ্রহ করতে পারব; আর নিউ ইয়র্কে গিয়ে ভারতে ফিরবার টাকার যোগাড় দেখব। লণ্ডনে মাস কয়েক থাকবার মত টাকা এখানে সংগ্রহ করতে পারলে লণ্ডনেও যেতে পারি। তুমি আমায় আমাদের জেনারেল —এর ঠিকানাটা পাঠিয়ে দিও তো! নামও দেখছি আজকাল মনে থাকে না।

তবে আসি। প্যারিসে তোমার সঙ্গে দেখা হতেও পারে, নাও পারে। ঠাকুর তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন। আমি যতটা সাহায্যের যোগ্য, তুমি তার চেয়েও বেশী সাহায্য আমায় করেছ। আমার অসীম ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

(১৮১) ইং

১৫০২ জোন্‌স্ ষ্ট্রীট্
স্যান ফ্র্যান্সিস্‌কো
৭ই মার্চ্চ, ১৯০০

প্রিয় ধীরা মাতা,

...আমি আপনাকে আমার জন্য আর কিছু করতে বলছি না—আমার তার প্রয়োজন নাই। আপনি যা করেছেন তাই যথেষ্ট—আমি যতটার উপযুক্ত তার চেয়েও তা ঢের বেশী। ...আপনিই আমার একমাত্র বন্ধু যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবনের ধ্রুবতারারূপে গ্রহণ করেছেন; আপনাকে আমি যে এত বিশ্বাস করি তার রহস্য ওখানেই। অপরেরা আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে ভালবাসে। কিন্তু তাদের ধারণাও নাই যে, তারা আমাকে শ্রীরামকৃষ্ণেরই জন্য ভালবাসে। তাঁকে বাদ দিলে আমি শুধু কতকগুলি অর্থহীন ও স্বার্থময় ভাবুকতার বোঝা মাত্র। যাই হোক, ভবিষ্যতে কি হবে এই দুশ্চিন্তা এবং ভবিষ্যতে কি হওয়া উচিত এই আকাঙ্ক্ষার পীড়া বড়ই ভয়ানক। আমি সে দায়িত্বের অনুপযুক্ত—আমার অযোগ্যতা আজ ধরা পড়ে গেছে। আমাকে এ কাজ ছেড়ে দিতে হবে। এ কাজের যদি কোন নিজস্ব জীবনশক্তি না থাকে ত সে মরে যাক; আর যদি থাকে তবে আমার মত অযোগ্য কর্ম্মীর জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে না।...আমি সারা জীবন মায়ের কাজ করেছি। এখন তা হয়ে গেছে—আমি এখন তাঁর চরকায় তেল দিতে

নারাজ। তিনি অপর কর্ম্মী বেছে নিন—আমি ইস্তফা দিলাম!...

আপনার চিরসন্তান
বিবেকানন্দ

(১৮২)

স্যান ফ্র্যান্সিস্‌কো
মার্চ্চ, ১৯০০

হরিভাই,

এই মিঃ বাড়ুয্যের কাছ থেকে একটা bill of lading (মাল চালানের বিল্‌টি) এসেছে। সে মহিলাটি কি ডাল-চাল পাঠিয়েছে—এটা তোমায় পাঠাই। মিঃ ওয়ালডোকে দিও; সে সব আনিয়ে রাখবে—যখন আসবে।

আমি আসছে সপ্তায় এস্থান ছেড়ে চিকাগোতে যাব। তারপর নিউ ইয়র্কে আসছি।

এক রকম আছি।...তুমি এখন কোথায় থাক? কি কর? ইত্যাদি। ইতি

বি

(১৮৩)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

স্যান ফ্র্যান্সিস্‌কো
১২ই মার্চ্চ, ১৯০০

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার এক পত্র পূর্ব্বে পাই। শরতের এক পত্র কাল

পেয়েছি। তার জন্মোৎসবের নিমন্ত্রণপত্র দেখলাম। শরতের বাতের কথা শুনে ভয় হয়। রাম রাম! খালি রোগ শোক যন্ত্রণা সঙ্গে আছে দু বৎসর। শরৎকে বলো যে, আমি বেশী খাটছি না আর। তবে পেটের খাওয়ার মত না খাটলে শুকিয়ে মরতে হবে যে!...দুর্গাপ্রসন্ন পাঁচিলের যা হয় অবশ্যই এতদিনে করে দিয়েছে।...পাঁচিল তোলা কিছু হাঙ্গাম ত নয়।...পারি ত সেই জায়গাটায় একটা ছোট বাড়ী বানিয়ে নিয়ে বুড়ো দিদিমা ও মার কিছুদিন সেবা করব। দুষ্কর্ম্ম কাউকেই ছাড়ে না, মা কাউকেই সাজা দিতে ছাড়েন না। আমার কর্ম্ম ভুল মেনে নিলুম। এখন তোমরা সাধু মহাপুরুষ লোক—মায়ের কাছে একটু বলবে ভাই যে, আর এ হাঙ্গাম আমার ঘাড়ে না থাকে। আমি এখন চাচ্ছি একটু শান্তি; আর কাজকর্ম্মের বোঝা বইবার শক্তি যেন নাই। বিরাম এবং শান্তি যে কটা দিন বাঁচব, সেই কটা দিন। জয় গুরু, জয় শ্রীগুরু।...

লেক্‌চার ফেক্‌চার কিছুই নয়। শান্তি! মঠ (এর) ট্রাষ্টডিড্ শরৎ পাঠিয়ে দিলেই সই করে দিই। তোমরা সব দেখ। আমি সত্য সত্য বিরাম চাই। এ রোগের নাম Neurosthenia—এ স্নায়ু রোগ। এ একবার হলে বৎসর কতক থাকে। তবে দু চার বৎসর একদম rest (বিশ্রাম) হলে সেরে যায়। ...এ দেশ ঐ রোগের ঘর। এইখান থেকেই তিনি ঘাড়ে চড়েছেন। তবে উনি মারাত্মক হওয়া দূরে থাকুক, দীর্ঘ জীবন দেন। আমার জন্য ভেবো না। আমি গড়িয়ে গড়িয়ে যাব। গুরুদেবের কাজ এগুচ্ছে না—এই দুঃখ। তাঁর কাজ কিছুই

আমার দ্বারা হল না—এই আপসোস। তোমাদের কত গাল দিই, কটু বলি—আমি মহা নরাধম! আজ তাঁর জন্মদিনে তোমাদের পায়ের ধূলো আমার মাথায় দাও—আমার মন স্থির হয়ে যাবে। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। ত্বমেব শরণং মম, ত্বমেব শরণং মম (তুমিই আমার শরণ, তুমিই আমার শরণ)। এখন মন স্থির আছে বলে রাখি। এই চিরকালের মনের ভাব। এ ছাড়া যে গুলো আসে সে গুলো রোগ জানবে। আর আমায় কাজ করতে একদম দিও না। আমি এখন চুপ করে ধ্যান জপ করব কিছু কাল—এই মাত্র। তারপর মা জানেন। জয় জগদম্বে!

বিবেকানন্দ

(১৮৪) ইং

১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট,
স্যান ফ্র্যান্সিসকো
১২ই মার্চ্চ, ১৯০০

প্রিয় ধীরা মাতা,

ক্যাম্ব্রিজ হতে লিখিত আপনার পত্রখানি কাল এসেছিল। এখন আমার একটা স্থায়ী ঠিকানা হয়েছে—১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট, স্যান্ ফ্র্যান্সিসকো। আশা করি এই পত্রের উত্তরে দু লাইন লিখবার সময় পাবেন।

আপনার প্রেরিত এক পাণ্ডুলিপি আমি পেয়েছি। আপনার অভিপ্রায়ানুসারে আমি উহা ফেরত পাঠিয়েছি। এ ছাড়া আমার কাছে আর কোন হিসাব নাই। সব ঠিকই আছে।

লণ্ডন হতে মিস্ স্টার আমায় একখানি চমৎকার চিঠি লিখেছেন। তিনি আশা করছেন যে, মিঃ ট্রাইন তাঁর সঙ্গে নৈশ আহারে যোগ দেবেন।

নিবেদিতার অর্থ-সংগ্রহের সাফল্যের সংবাদে আমি যারপর নাই খুশী হয়েছি। আমি তাকে আপনার হাতে সঁপে দিয়েছি এবং নিশ্চিত জানি যে, আপনি তার দেখা শুনা করবেন। আমি এখানে আরো কয়েক সপ্তাহ আছি; তার পরেই পূর্ব্বাঞ্চলে যাব। আমি শুধু শীত কমার অপেক্ষায় আছি।

টাকা কড়ির দিক দিয়ে আমি এখানে মোটেই সফল হই নি; কিন্তু অভাবও নাই। যা হোক, আমায় যেমন বলে থাকে, তেমনি চলে যাচ্ছে নিশ্চিত; আর যদি না চলে, তবে ততঃ কিম্? আমি সম্পূর্ণ গা ভাসিয়ে দিয়েছি।

মঠ থেকে একখানি পত্র পেয়েছি। কাল তাদের উৎসব হয়ে গেল। আমি প্রশান্ত মহাসাগরের পথে যেতে চাই না। কোথায় যাব বা কখন যাব—এ বিষয়ে আমি মোটেই ভাবি না। আমি সম্পূর্ণ গা ভাসিয়ে দিয়েছি—মা-ই সব জানেন! আমার ভেতরে একটা বড় রকমের পরিবর্ত্তন আসছে—আমার মন শান্তিতে ভরে যাচ্ছে। আমি জানি, মা-ই সব ভার নেবেন। আমি সন্ন্যাসীরূপেই মৃত্যু বরণ করব। আপনি আমার জন্য ও আমার স্বজনের জন্য মায়ের চেয়েও বেশী করেছেন। আপনি আমার অসীম ভালবাসা জানবেন আর আপনার চির মঙ্গল হউক ইহাই বিবেকানন্দের সতত প্রার্থনা।

দয়া করে মিসেস্ লেগেট্‌কে বলবেন যে, কয়েক সপ্তাহের

জন্য আমার ঠিকানা হবে—১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট, স্থান্ ফ্র্যান্সিস্‌কো।

(১৮৫) ইং

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত

স্থান ফ্র্যান্সিসকো

২৫শে মার্চ্চ, ১৯০০

প্রিয়—,

আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছি এবং ক্রমশঃ খুব বল পাচ্ছি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, খুব শীগগীরই যেন রোগমুক্ত হব এবং গত দু বৎসরের যন্ত্রণারাশি আমাকে প্রভূত শিক্ষা দিয়েছে। ব্যাধি ও দুর্ভাগ্য থেকে পরিণামে আমাদের কল্যাণই হয়, যদিও তখনকার জন্য মনে হয়, বুঝি একেবারে অতলে ডুবে গেলাম।

আমি যেন ঐ অসীম নীলাকাশ; মেঘরাশি মাঝে মাঝে আমার উপর পুঞ্জীভূত হলেও আমি সর্ব্বদা সেই অসীম নীলই আছি।

আমার এবং প্রত্যেক জীবের যাহা চিরন্তন প্রকৃতি—আমি এখন সেই শাশ্বত শান্তির আস্বাদের চেষ্টায় আছি। এই হাড়মাসের খাঁচা এবং সুখদুঃখের বৃথা স্বপ্ন—এগুলি আবার কি? আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে যাচ্ছে। ওঁ তৎ সৎ।

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(১৮৬) ইং

১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট,

স্যান ফ্র্যান্সিসকো

২৮শে মার্চ্চ, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

আমি তোমার সৌভাগ্যে খুব আনন্দিত হলাম। আমরা যদি লেগে পড়ে থাকি, তবে অবস্থাচক্র ফিরবেই ফিরবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার যত টাকার দরকার তা এখানে বা ইংলণ্ডে পাবে।

আমি খুব খাটছি—আর যত বেশী খাটছি ততই ভাল বোধ করছি। শরীর অসুস্থ হয়ে আমার একটা বিশেষ উপকার করেছে, নিশ্চিত। আমি এখন ঠিক ঠিক বুঝ্‌তে পারছি অনাসক্তি মানে কি, আর আমার আশা—অতি শীঘ্রই আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হব।

আমরা আমাদের সমুদয় শক্তি একদিকে প্রয়োগ করে একটা বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়ি; আর এই ব্যাপারেরই অপর যে একটা দিক আছে যেটা নেতি-ভাবাত্মক হলেও উহারই মত কঠিন—সেটির দিকে আমরা খুব কম মনোযোগই দিয়ে থাকি—সেটি হচ্ছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে কোন বিষয় থেকে অনাসক্ত হবার, তা থেকে নিজেকে আলগা করে নেবার শক্তি। এই আসক্তি

ও অনাসক্তি—উভয় শক্তিই যখন পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠে, তখন মানুষ মহৎ ও সুখী হতে পারে।

আমি মিসেস্ লেগেটের ১০০ ডলার দানের সংবাদ পেয়ে বড়ই সুখী হলাম। সবুর কর, তাঁর ভিতর দিয়ে যা কার্য্য হবার, সেইটা এখন প্রকাশ হচ্ছে। তিনি জানতে পারুন, বা নাই পারুন, রামকৃষ্ণের কার্য্যে তাঁকে এক মহৎ অংশ অভিনয় করতে হবে।

তুমি অধ্যাপক গেডিসের যে বিবরণ লিখেছ, তা পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। জোও একজন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন (clairvoyant) লোকের সম্বন্ধে বড় মজার বিবরণ লিখেছে।

সব বিষয় এক্ষণে আমাদের অনুকূল হতে আরম্ভ হয়েছে। আমি যে অর্থ সংগ্রহ করছি তা যথেষ্ট না হলেও উপস্থিত কাজের পক্ষে মন্দ নয়।

আমার বোধ হয়, এ পত্রখানি তুমি চিকাগোয় পাবে। ইতোমধ্যে জো ও মিসেস্ বুল নিশ্চয়ই যাত্রা করেছেন। জো এর চিঠি ও টেলিগ্রামে তাদের আসার দিন সম্বন্ধে এত বিরোধ ছিল যে, তা পড়ে বেশ একটু ফাঁপরে পড়েছিলাম। সর্ব্বশেষ সংবাদ এই যে, তারা ইতোমধ্যে 'টিউটনিক' জাহাজে বেরিয়ে পড়েছে। মিস্ স্টুটার এর বিশেষ বন্ধু সুইস যুবক ম্যাক্স গেজিক এর কাছ থেকে একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছি। মিস্ স্টুটারও আমায় তাঁর ভালবাসা জানিয়েছেন, আর তাঁরা আমার কাছে জানতে চেয়েছেন, আমি কবে ইংলণ্ডে যাচ্ছি। তাঁরা লিখছেন, সেখানে অনেকে ঐ বিষয়ে খবর নিচ্ছে।

সব জিনিষকেই ঘুরে আসতে হবে। বীজ থেকে গাছ হতে গেলে তাকে মাটির নীচে কিছুদিন পড়ে পচতে হবে। গত দুবছর এইরূপ মাটির নীচে বীজ পচছিল। মৃত্যুর করালগ্রাসে পড়ে যখনই আমি ছটফট্ করেছি, তখনই তার পরেই সমগ্র জীবনটা যেন প্রবলভাবে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছে। এইরূপ একবারের ঘটনায় আমায় রামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে এল, আর একবারের ঘটনায় আমাকে যুক্তরাজ্যে নিয়ে এল। এইটিই হয়েছে অন্য সবগুলির মধ্যে বড় ব্যাপার। উহা এখন চলে গেছে—আমি এখন এমন স্থির শান্ত হয়ে গেছি যে, আমার সময়ে সময়ে নিজেরই আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমি এখন সকাল সন্ধ্যা খুব খাটি, যখন যা খুশী খাই, রাত্রি বারটায় শুই, আর কি তোফা নিদ্রা! পূর্ব্বে আর কখনও এমন ঘুমোবার শক্তি আমার ছিল না। তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

(১৮৭) ইং

১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট

স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কো

৩০শে মার্চ্চ, ১৯০০

প্রিয় জো,

বইগুলি শীঘ্র পাঠিয়েছ বলে তোমায় অশেষ ধন্যবাদ। আমার

বিশ্বাস, এগুলি ঝটিতি বিক্রী হয়ে যাবে। নিজের পরিকল্পনা বদলান সম্বন্ধে তুমি দেখছি আমার চেয়েও খারাপ! এখনও 'প্রবুদ্ধ ভারত' এল না কেন বুঝতে পাচ্ছি না। আমার ভয় হয়, আমার ডাকের চিঠি খুবই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমি খুব খাটছি, কিছু টাকা সংগ্রহ করছি, আর স্বাস্থ্যও অপেক্ষাকৃত ভাল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটুনি; তার পর পেটভরা নৈশ ভোজনান্তে ১২ টার সময় শয্যাগ্রহণ—আবার সবটা পায়ে হেঁটে সহরে প্রত্যাগমন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতি!

মিসেস্ মেণ্টন তা হলে ওখানেই আছেন। তাঁকে আমার ভালবাসা জানাবে—জানাবে তো? তুরীয়ানন্দের পা কি ভাল হয় নি?

মিসেস্ বুলের অভিপ্রায়ানুসারে আমি মার্গোর চিঠিগুলি তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছি। মিসেস্ লেগেট মার্গোকে কিছু দান করেছেন জেনে বড়ই আনন্দ পেলাম। যেমন করেই হোক, সব জিনিষের একটা সুরাহা হতেই হবে—তা হতে বাধ্য; কারণ কোন কিছুই শাশ্বত নয়।

সুবিধা দেখলে এখানে আরো দু এক সপ্তাহ আছি; অতঃপর ষ্টকটন নামক একটা নিকটবর্ত্তী স্থানে যাব। তার পর—জানি না। যেমন করেই হোক চলে যাচ্ছে। আমি বেশ শান্তিতে ও নির্ঝঞ্ঝাটে আছি। আর কাজ কর্ম্ম যেমন চলে থাকে তেমনি চলে যাচ্ছে। আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—পরিবর্ত্তনাদি সহ 'কর্ম্মযোগ'খানির সম্পাদন কার্য্যের জন্য মিস্ ওয়ালডোই হচ্ছেন ঠিক লোক।

বি

(১৮৮) ইং

১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট
স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কো
১লা এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় ধীরা মাতা,

আপনার স্নেহপূর্ণ চিঠিখানি আজ সকালে পেলাম। নিউ ইয়র্কের সব বন্ধুরা মিসেস্ ওয়েল্ডনের (হাতঘসা) চিকিৎসায় আরোগ্য হচ্ছেন জেনে ভারী আনন্দ হল। লস্ এঞ্জেলিসে তিনি খুবই বিফল হয়েছিলেন বলে মনে হয়; কারণ আমরা যাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম তারা সবাই আমাকে তাই বলেছে। অনেকে হাতঘসার আগে যা ছিলেন তার চেয়েও খারাপ বোধ করছেন। মিসেস্ ওয়েল্ডনকে আমার ভালবাসা জানাবেন। তাঁর চিকিৎসায় আমি অন্ততঃ সাময়িক উপকার পেতাম। বেচারা ডাক্তার হিলার! আমরা তাকে তড়িঘড়ি লস্ এঞ্জেলিসে পাঠিয়েছিলাম তার স্ত্রীকে আরাম করার জন্য। সে দিন সকালে তার সঙ্গে আপনার দেখা ও আলাপ হলে বেশ হত। সমস্ত ডলাইমলাইয়ের পরে মিসেস্ হিলারের অবস্থা মনে হচ্ছে পূর্ব্বাপেক্ষা বেজায় খারাপ হয়ে গেছে—তার হাড় ক'খানি সার হয়েছে, তা ছাড়া ডাক্তার হিলারকে লস্ এঞ্জেলিসে ৫০০ ডলার খরচ করতে হয়েছে, আর তাতে তাঁর মন

বেজায় খারাপ হয়ে গেছে। আমি অবশ্য জোকে এত সব লিখতে চাই না। গরীব রোগীদের যে এতখানি সাহায্য করতে পারছে, এই কল্পনায় সে মশগুল। কিন্তু হায়! সে যদি লস্ এঞ্জেলিসের লোকদের ও এই বুড়ো ডাক্তার হিলারের মত শুনতে পেত, তবে সে সেই পুরাণো কথার মর্ম্ম বুঝতে পারত যে, কারো জন্য ঔষধ বাতলাতে নেই। ডাক্তার হিলারকে এখান থেকে লস্ এঞ্জেলিসে পাঠানর দলে যে আমি ছিলাম না, এই ভেবেই আমি খুশী আছি। জো আমাকে লিখেছে যে, জোর কাছ থেকে এই রোগ আরামের খবর পেয়েই ডাক্তার হিলার সাগ্রহে লস্ এঞ্জেলিস যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। সে বুড়ো ভদ্রলোক আমার ঘরে সাগ্রহে যেমন লাফিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তা দেখাও জোর উচিত ছিল! ৫০০ ডলার খরচ বুড়োর পক্ষে বড্ড বেশী হয়ে গেছে! তিনি জার্ম্মান, তিনি লাফিয়ে বেড়ান, নিজের পকেট চাপড়ান আর বলেন, "এই চিকিৎসারূপ বেকুফী না হলে আপনিই ত ৫০০ ডলার পেতে পারতেন!" এ ছাড়া গরীব রোগীরা ত সব আছেই—যারা ডলাই-মলাইয়ের জন্য কখনও বা প্রত্যেকে ৩ ডলার খরচ করেছে আর এখন জোও আমাকে বাহবা দিচ্ছে! জোকে একথা বলবেন না। তার ও আপনার যে কোন লোকের জন্য টাকা খরচ করবার যথেষ্ট সংস্থান আছে। জার্ম্মান ডাক্তারের সম্বন্ধেও তাই বলা চলে। কিন্তু নিরীহ গরীব বেচারাদের পক্ষে এটা বড় কঠিন ব্যাপার। বুড়ো ডাক্তারের এখন বিশ্বাস জন্মেছে যে, সম্প্রতি কতকগুলো

ভূত-প্রেত মিলে তার সাংসারিক ব্যাপার সব লণ্ড-ভণ্ড করে দিচ্ছে। তিনি আমাকে অতিথিরূপে রেখে এর একটা প্রতিকারের ও তাঁর স্ত্রীর আরামের খুব আশা করেছিলেন; কিন্তু তাঁকে লস্ এঞ্জেলিসে দৌড়াতে হল, আর তার ফলে সব ওলটপালট হয়ে গেল। আর এখন যদিও তিনি আমাকে তাঁর অতিথিরূপে পাবার জন্য খুবই চেষ্টা করছেন, আমি কিন্তু পাশ কাটিয়ে চলেছি—ঠিক তাঁর কাছ থেকে নয়, তাঁর স্ত্রী ও শ্যালিকার কাছ থেকে। তাঁর নিশ্চিত ধারণা যে, এসব ভূতুড়ে ব্যাপার! তিনি থিয়োসফির আলোচনা করে থাকেন। আমি তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, মিস্ ম্যাক্‌লাউড্‌কে লিখে দিতে কোথাও থেকে তাঁর জন্য একটি ভূতের ওঝা যোগাড় করতে, যাতে তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সেখানে ছুটে গিয়ে আবার ৫০০ ডলার খরচ করতে পারেন!

অপরের মঙ্গল করা সব সময়ে নির্ব্বিবাদ নহে।

আমার নিজের কথা বলতে গেলে, জো যতক্ষণ খরচ যোগায় আমি ততক্ষণ মজা লুটতে রাজী আছি—হাড়-মটকানো বা ডলাই-মলাই ওয়ালা যাদের কাছেই হোক না কেন! কিন্তু ডলাই-মলাই করাবার জন্য এ সব লোককে যোগাড় করে পালিয়ে যাওয়া এবং সব প্রশংসার বোঝাটা আমার ঘাড়ে তুলে দেওয়া—এ কাজটা জোর ভাল হয় নি! সে যে বাইরের কাউকে ডলাই-মলাইয়ের জন্য নিয়ে আসছে না—এতে আমি খুশী আছি। তা না হলে জোকে প্যারিসে পালিয়ে যেতে হত, আর মিসেস্ লেগেটকে সব প্রশংসা

কুড়াবার ভার নিতে হত। আমি জোর ত্রুটি সংশোধনের জন্য ডাক্তার হিলারের নিকট একজন খৃশ্চানী বৈজ্ঞানিক উপায়ে (অর্থাৎ মনোবলের সাহায্যে) রোগোপশমকারীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম; কিন্তু তাঁর স্ত্রী সে মেয়েটিকে দেখেই দরজা বন্ধ করে দিলেন—এবং জানিয়ে দিলেন যে এ সব অদ্ভুত চিকিৎসার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবেন না। যাই হোক, আমি বিশ্বাস করি ও সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে, এবার মিসেস্ লেগেট সেরে উঠুক। তাঁর কামড়টা কি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে?

আমি আশা করি যে, উইলখানি শীঘ্রই আসবে; ও বিষয়ে আমি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। আমি আশা করেছিলাম যে, ভারত হতে ট্রাষ্টের একখানি খসড়াও এই ডাকেই আসবে। কিন্তু কোন পত্র আসে নি; এমন কি 'প্রবুদ্ধ ভারতও' আসেনি—যদিও তা স্যান্ ফ্র্যান্সিসকোতে পৌঁছে গেছে দেখতে পাচ্ছি।

সেদিন কাগজে পড়লাম যে, কলকাতায় এক সপ্তাহে ৫০০ লোক প্লেগে মরছে। মা-ই জানেন কিসে মঙ্গল হবে।

মিঃ লেগেট দেখছি বেদান্ত সমিতিটাকে চালু করে দিয়েছেন! চমৎকার!

ওলিয়া কেমন আছে? নিবেদিতা কোথায়? সে দিন আমি তাকে '২১ নং বাড়ী, পশ্চিম ৩৪' এই ঠিকানায় একখানি পত্র লিখেছি। সে কাজে এগিয়ে চলেছে দেখে আমি খুব খুশী আছি। আমার আন্তরিক ভালবাসা জানবেন।

আপনার চিরসন্তান
বিবেকানন্দ

পুনঃ—আমার পক্ষে যতটা করা সম্ভব ততটা বা তার চেয়েও বেশী কাজ পাচ্ছি। যেমন করেই হোক, আমি আমার পথের খরচ তুলব। ওরা আমায় বেশী দিতে না পারলেও কিছু কিছু দেয়; এবং অবিরাম পরিশ্রম করে কোন রকমে আমি আমার পাথেয় খরচ যোগাড় করতে পারব এবং বাড়তিও কয়েক শত কিছু পাব। সুতরাং আপনি আমার জন্য মোটেই চিন্তিত হবেন না।

বি

(১৮৯) ইং

স্যান্ ফ্র্যান্সিসকো

৬ই এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

শুনে সুখী হলাম, তুমি ফিরেছ—আরও সুখী হলাম, তুমি প্যারিসে যাচ্ছ শুনে। আমি অবশ্য প্যারিসে যাব, তবে কবে যাব জানি না।

মিসেস্ লেগেট বলছেন, আমার এখনই রওনা হওয়া উচিত ও ফরাসী ভাষা শিখতে লেগে যাওয়া উচিত। আমি বলি, যা হবার হবে—তুমিও তাই কর।

তোমার বইখানা শেষ করে ফেল ও তারপর আমরা প্যারিসে ফরাসীদের জয় করতে যাচ্ছি। মেরি কেমন আছে? তাকে আমার ভালবাসা জানাবে। আমার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। মেরি ওখানে থাকলে আমি দিন

পনেরর ভেতর চিকাগোয় যাচ্ছি; সে শীঘ্রই পূর্ব্বাঞ্চলে যাচ্ছে। ইতি

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ

মন সর্ব্বব্যাপী। যে কোন স্থান হতে এর স্পন্দন শোনা যেতে পারে এবং অনুভব করা যেতে পারে।

বি

(১৯০) ইং

জনৈক আমেরিকাবাসীকে লিখিত

স্যান্ ফ্র্যানসিস্কো

৭ই এপ্রিল, ১৯০০

কিন্তু এখন আমি এতই স্থির ও প্রশান্ত হয়ে গেছি যে পূর্ব্বে কখনো এমনটি ছিল না। আমি এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মহানন্দে খুব খাটছি। কর্ম্মেই আমার অধিকার, বাকী মা-ই জানেন।

দেখ, এখানে যতদিন থাকব বলে মনে করেছিলাম, তদপেক্ষা অধিক দিন থেকে কাজ করতে হবে দেখছি। কিন্তু তজ্জন্য বিচলিত হয়ো না; আমার সব সমস্যার সমাধান আমিই করব। আমি এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি এবং আলোকও দেখতে পাচ্ছি। সফলতা আমাকে বিপথগামী করত এবং আমি যে সন্ন্যাসী—এই আসল কথাটার দিকেই হয়ত আমার দৃষ্টি থাকত না। তাই মা আমাকে এই শিক্ষা দিচ্ছেন।

আমার তরণী ক্রমশঃ সেই শান্তির বন্দরের নিকটবর্ত্তী হচ্ছে যেখান থেকে সে আর বিতাড়িত হবে না। জয়, জয় মা! আর আমার নিজের কোন আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চাভিলাষ নাই। মায়েরই নাম ধন্য হউক। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস। আমি সামান্য যন্ত্র মাত্র—আর কিছু জানি না, জানবার আকাঙ্ক্ষাও নাই। "ওয়াহি গুরুজিকী ফতা।"

(১৯১) ইং

১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট
স্যান ফ্র্যান্সিস্‌কো
৮ই এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় ধীরা মাতা,

এই সঙ্গে অভেদানন্দের একখানি সুদীর্ঘ চিঠি পাঠালাম।··· সে আমার আদেশের অপেক্ষা করছে। আমি তাকে বলেছি যে, সে যেন সব বিষয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এবং আমি না আশা পর্য্যন্ত নিউ ইয়র্কে থাকে।

আমার বোধ হয়, নিউ ইয়র্কের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ওরা আমাকে ওখানে চায়; আপনিও কি তাই মনে করেন? তা হলে শীঘ্রই আসব। আমার রাহা খরচের জন্য যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ করছি। পথে চিকাগো ও ডিট্রয়েটে নামব। অবশ্য তত দিনে আপনি চলে যাবেন।

অভেদানন্দ এযাবৎ ভাল কাজ করেছে; আর আপনি জানেন যে, আমি আমার কর্ম্মীদের কাজে মোটেই হস্তক্ষেপ করি না। যে কাজের লোক, তার একটা নিজস্ব ধারা থাকে

এবং তাতে কেউ হাত দিতে গেলে সে বাধা দেয়। তাই আমি আমার কর্ম্মীদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিই। অবশ্য আপনি কার্য্যক্ষেত্রেই রয়েছেন এবং সব জানেন। কি করা উচিত এ বিষয়ে আমায় উপদেশ দিবেন।

কলকাতায় প্রেরিত টাকা যথাসময়ে পৌঁছেছে।···

'আমি ক্রমেই সুস্থ হচ্ছি, এমন কি পাহাড়ে চড়াই করতে পারি। মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য খারাপ হয়, কিন্তু তার স্থিতিকাল ও পুনরাবৃত্তির কাল ক্রমেই কমে আসছে। মিসেস্ মিল্‌টনকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সিরি গ্র্যানেণ্ডার একখানি ছোট চিঠি লিখেছে। তাকে বিশ্বাস করা হয়েছে দেখে বেচারী মেয়েটি খুব কৃতজ্ঞ—ঠিক যেন মিসেস্ লেগেটের মত! চমৎকার, বাহবা, সাবাস! ভাল হাতে পড়লে টাকা জিনিসটা তেমন খারাপ নয়। আমার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা এই যে, সিরি সম্পূর্ণ সেরে উঠুক—হায় বেচারী!

আমি প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে এ জায়গা ছাড়ব। আমি প্রথমে ষ্টার ক্লোন্ নামে একটা জায়গায় যাব এবং তার পরে পূর্ব্বাঞ্চলে যাত্রা করব। হয়ত ডেলভারেও যাব।

জোকে আন্তরিক ভালবাসা জানাচ্ছি। ইতি

আপনার চিরসন্তান

বিবেকানন্দ

পুনঃ—শেষ পর্য্যন্ত আমি সেরে উঠব এ বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নাই। আমি ষ্টিম ইঞ্জিনের মত কেমন

কাজ করে চলেছি—রাঁধছি, যা খুশী খাচ্ছি এবং তা সত্ত্বেও বেশ ঘুমুচ্ছি এবং ভাল আছি—এ আপনার দেখা উচিত ছিল!

আমি কিছু লিখি নি এ যাবৎ; কারণ সময় নাই। মিসেস্ লেগেট্ ভাল হয়েছেন এবং স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করছেন জেনে আনন্দ হল। তিনি শীঘ্র আরাম হউন—এই আমার আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা। ইতি

বি

পুনঃ—মিসেস্ সেভিয়ারের একখানি সুন্দর পত্রে জানলাম যে, তাঁরা সুন্দর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কলকাতায় ভয়ানক প্লেগ শুরু হয়েছে; কিন্তু এবার তা নিয়ে কোন হৈ চৈ নেই। ইতি

বি

(১৯২) ইং

১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট
স্যান্ ফ্র্যান্সিসকো
১০ই এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় জো,

নিউ ইয়র্কে একটা গুলতান হচ্ছে দেখছি। অভেদানন্দ আমায় একখানি পত্র লিখে জানিয়েছে যে, সে নিউ ইয়র্ক ছেড়ে চলে যাবে। সে ভেবেছে যে, মিসেস্ বুল ও তুমি তার বিরুদ্ধে আমাকে অনেক কিছু লিখেছ। উত্তরে আমি তাকে ধৈর্য্য ধরে থাকতে লিখেছি, আর জানিয়েছি যে,

মিসেস্ বুল ও মিস্ ম্যাক্লাউড্ আমাকে তার সম্বন্ধে শুধু ভাল কথাই লিখেন।

দেখ জো-জো এই সব হুজ্জতের বিষয়ে আমার রীতি ত তোমার জানাই আছে—তা হচ্ছে, সমস্ত হুজ্জত এড়িয়ে চলা। 'মা'ই এই সবের ব্যবস্থা করেন। আমার কাজ শেষ হয়েছে। জো, আমি ছুটি নিয়েছি। 'মা' এখন নিজেই তাঁর কাজ চালাবেন। এই ত বুঝি!

এখন, তুমি যেমন পরামর্শ দিয়ে থাক—আমি এখানে যা কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছি, সব পাঠিয়ে দেব। আজই পাঠাতে পারতাম; কিন্তু হাজার পুরাবার অপেক্ষায় আছি। এই সপ্তাহ শেষ হবার আগেই স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কোতে এক হাজার পুরো করবার আশা রাখি। আমি নিউ ইয়র্কের নামে একখানি ড্র্যাফ্ট কিনব, কিংবা ব্যাঙ্ককেই যথার্থ ব্যবস্থা করতে বলব।

মঠ ও হিমালয় হতে অনেক চিঠি এসেছে। আজ সকালে স্বরূপানন্দের এক চিঠি পেলাম; কাল মিসেস্ সেভিয়ারের একখানি এসেছে।

মিস্ হ্যান্স্বরোকে ফটোগ্রাফগুলির কথা বলেছি। মিঃ লেগেটকে আমার নাম করে বেদান্ত সোসাইটির ব্যাপারটার যথোচিত সমাধান করতে বলো।

এইটুকু শুধু আমি বুঝেছি যে, প্রতি দেশেই আমাদিগকে তার নিজস্ব ধারা মেনে চলতে হবে। সুতরাং তোমার কাজ যদি আমায় করতে হত, তা হলে আমি সমস্ত সভ্য

ও সহানুভূতিকারীদের এক সভা আহ্বান করে জিজ্ঞাসা করতাম যে, তাঁরা কোন সংহতি চান কিনা, আর যদি চান তবে উহা কিরূপ হওয়া আবশ্যক, ইত্যাদি। কিন্তু তুমি সুকৌশলা, তুমি নিজের বঁড়শিতেই গেঁথে তুলো। আমি রেহাই চাই। একান্তই যদি মনে কর যে, আমি উপস্থিত থাকলে সাহায্য হবে, তবে আমি দিন পনরোর মধ্যে আসতে পারব। আমার ওখানকার কাজ শেষ হয়েছে। তবে স্যান্ ফ্র্যান্সিস্‌কোর বাইরে ষ্টকটন্ একটি ছোট শহর—আমি সেখানে দিন কয়েক কাজ করতে চাই। তারপর পূর্ব্বাঞ্চলে যাব। আমার মনে হয় এখন আমার বিশ্রাম লওয়া আবশ্যক—যদিও আমি এই শহরে বরাবরই সপ্তাহে ১০০ ডলার করে পেতে পারি। এবারে আমি নিউ ইয়র্কের উপর লাইট্ ব্রিগেডের আক্রমণ[১] চালাতে চাই। আমার আন্তরিক ভালবাসা জানবে।

তোমার চিরস্নেহশীল

বিবেকানন্দ

পুঃ—কর্ম্মীরা সকলেই যদি সংহতির বিরোধী হয়, তবে কি তুমি মনে কর যে, ওতে কোন ফল হবে? তুমিই

---

১ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে স্বল্প অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ৬০০ অশ্বারোহীর একটি বাহিনীর উপর এক ভুল আদেশ আসে যে, প্রবল শত্রুদলকে আক্রমণ করিতে হইবে। সকলেই বুঝিতেছিল যে এই আক্রমণের অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। তবু গুলিবর্ষণাদিকে উপেক্ষা করিয়া তাহারা অগ্রসর হইল এবং মুষ্টিমেয় সৈন্য ছাড়া সকলেই প্রাণ দিয়া চিরকালের মত এই আদর্শ রাখিয়া গেল যে, কর্ত্তব্যের আহ্বানে সৈন্য কখনও পশ্চাৎপদ হইবে না।

জান ভাল! যা উত্তম মনে করবে তাই করো। নিবেদিতা চিকাগো হতে আমায় একখানি চিঠি লিখেছে। সে গোটা কয়েক প্রশ্ন করেছে—আমি উত্তর দেব।

বি

(১৯৩) ইং

জনৈক আমেরিকান বন্ধুকে লিখিত

আলামেডা, ক্যালিফর্নিয়া

১২ই এপ্রিল, ১৯০০

…মা আবার বরদা হচ্ছেন; অবস্থা অনুকূল হয়ে আসছে—তা হতেই হবে! কর্ম্ম চিরকালই অশুভকে সঙ্গে নিয়ে আসে। আমি নিজ স্বাস্থ্য খুইয়ে সঞ্চিত অশুভরাশির পরিশোধ করেছি। এতে আমি খুশী আছি, আর এতে আমার মন হাল্কা হয়ে গেছে—আমার জীবনে এমন একটা স্নিগ্ধ কোমলতা ও প্রশান্তি এসেছে যা ইতঃপূর্ব্বে কখনো ছিল না। আমি এখন কিরূপে একই কালে আসক্ত ও অনাসক্ত থাকতে হয়, তাই শিখছি এবং ক্রমেই নিজের মনের উপর আমার প্রভুত্ব আসছে।

মায়ের কাজ মা-ই করছেন; সে জন্য এখন বেশী মাথা ঘামাই না। আমার মত ক্ষুদ্র কীট প্রতি মুহূর্ত্তে হাজার হাজার মরছে; কিন্তু মায়ের কাজ সমভাবেই চলে যাচ্ছে। জয় মা!…মায়ের ইচ্ছাস্রোতে গা ভাসিয়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ভাবেই আমি আজীবন চলে এসেছি। যখনই আমি তাতে বাধা দিতে চেয়েছি তখনই ঘা খেয়েছি। মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।…

আমি সুখে আছি, নিজের মনের সব দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠেছি এবং আমার অন্তরের বৈরাগ্য আজ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমুজ্জ্বল। নিজের আত্মীয়বর্গের প্রতি ভালবাসা প্রতিদিন হ্রাস-প্রাপ্ত হচ্ছে আর মায়ের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হচ্ছে। দক্ষিণেশ্বরের অশ্বত্থপাদমূলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সেই যে আমরা অনিদ্রায় দীর্ঘ রাত্রি যাপন করতাম, তারই স্মৃতি পুনরায় অন্তরে জাগছে। আর কর্ম্ম? কর্ম্ম আবার কি? কার কর্ম্ম? আর কার জন্যই বা কর্ম্ম?

আমি মুক্ত। আমি মায়ের সন্তান। মা-ই সব কর্ম্ম করেন, মায়েরই সব লীলা। আমি কেন মতলব আঁটতে যাব? আর কি মতলবই বা আঁটব? আমার পরিকল্পনার অপেক্ষা না রেখেই মা-র যেমন অভিরুচি, তেমনি ভাবে যা কিছু আসবার এসেছে ও চলে গেছে। মা-ইত যন্ত্রী, আমরা তাঁর হাতের যন্ত্র ছাড়া আর কি?

(১৯৪) ইং

আলামেডা, ক্যালিফোর্নিয়া

১৮ই এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় জো,

এই মাত্র তোমার ও মিসেস্ বুলের সাদর আহ্বানপত্র পেলাম। এ চিঠি আমি লণ্ডনের ঠিকানায় লিখছি। মিঃ লেগেট নিঃসন্দিগ্ধভাবে আরামের পথে চলেছেন জেনে আমি কতই না সুখী হয়েছি!

মিঃ লেগেটের সভাপতিপদ ত্যাগ করার খবরে বড়ই দুঃখিত হলাম।

আসল কথা, আরো গোল পাকাবার ভয়ে আমি চুপ করে আছি। তুমি ত জানই—আমার সব ভয়ানক কড়া ব্যবস্থা; একবার যদি আমার খেয়াল চাপে ত এমনি চেঁচাতে শুরু করব যে, অভেদানন্দের মনের শান্তি ভঙ্গ হবে। আমি তাকে শুধু এইটুকু লিখে জানিয়েছি যে, মিসেস্ বুল সম্বন্ধে তার সব ধারণা একেবারে ভুল।

কর্ম্ম করা সব সময়েই কঠিন। আমার জন্যে প্রার্থনা কর, জো, যেন চিরদিনের তরে আমার কাজ করা ঘুচে যায়; আর আমার সমুদয় মন প্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিলে একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন!

তুমি আবার লণ্ডনে পুরানো বন্ধুদের মধ্যে গিয়ে খুবই সুখী আছ নিশ্চয়। তাদের সকলকে আমার ভালবাসা জানিয়ো। আমি ভালই আছি—মানসিক খুব ভালই আছি। শরীরের চেয়ে মনের শান্তি-স্বচ্ছন্দতাই খুব বেশী বোধ কচ্ছি। লড়াইয়ে হার জিত দুইই হল—এখন পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি। 'অব শিব পার করো মেরা নেইয়া'—হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও, প্রভু।

যতই যা হোক, জো, আমি এখন সেই পূর্ব্বের বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ

বালকভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজকর্ম্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করা গেছে তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের নিমিত্ত আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর!—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটাকে পর্য্যন্ত কণ্টকিত করে তুলছে!—বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে!—জীবনের প্রতি আকর্ষণও প্রাণ থেকে কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে!—রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান!—যাই, প্রভু, যাই! ঐ তিনি বলছেন, "মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক্‌গে (সংসারের ভালমন্দের সংস্কার সংসারীরা দেখুক্‌গে), তুই (ওসব ছুড়ে ফেলে দিয়ে) আমার পিছে পিছে চলে আয়!"—যাই, প্রভু, যাই!

হাঁ, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি। আমার সামনে অপার নির্ব্বাণ-সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি! সময়ে সময়ে উহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম অনন্ত শান্তি-সমুদ্র—মায়ার এতটুকু বাতাস বা একটা ঢেউ পর্য্যন্তও যার শান্তি ভঙ্গ কচ্ছে না!

আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশী আছি; এত যে দুঃখ ভুগেছি, তাতেও খুশী; জীবনে কখন কখন বড় বড় ভুল যে করেছি, তাতেও খুশী; আবার এখন যে নির্ব্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুশী। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না; অথবা এমন বন্ধন আমিও কারও কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি না। দেহটা

গিয়েই আমায় মুক্তি দিক, অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুক্ত হই, সেই পুরাণো বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্যে গেছে—আর ফিরছে না!

শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য্য বিবেকানন্দ চলে গেছে —পড়ে আছে একটা কেবল পূর্ব্বের সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস!

তুমি বুঝতে পারছ, আমি কেন অভেদানন্দের কাজে হাত দিচ্ছি না?

আমি কে, জো, যে কারো কাজে হাত দেব? অনেক দিন হল, নেতৃত্ব আমি ছেড়ে দিয়েছি। কোন বিষয়েই 'এইটে আমার ইচ্ছা' বলবার আর অধিকার নেই। এই বৎসরের গোড়া থেকেই আমি ভারতের কাজে কোন আদেশ দেওয়া ছেড়ে দিয়েছি—তা ত তুমি জানই। তুমি ও মিসেস্ বুল অতীতে আমার জন্য যা করেছ তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ। তোমরা চির কল্যাণ—অনন্ত কল্যাণ লাভ কর। তাঁর ইচ্ছা-স্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণরূপে গা ঢেলে দিয়ে থাকতুম, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত্ত বলে মনে হয়। এখন আবার সেইরূপে গা ভাসান দিয়েছি। উপরে দিবাকর নির্ম্মল কিরণ বিস্তার করছেন, পৃথিবী চারিদিকে শস্যসম্পদশালিনী হয়ে শোভা পাচ্ছেন, দিবসের উত্তাপে সকল প্রাণী ও পদার্থই কত নিস্তব্ধ, কত স্থির, শান্ত!—আর, আমিও সেই সঙ্গে এখন ধীর স্থির ভাবে, নিজের ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও আর না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিণীর সুশীতল বক্ষে ভেসে ভেসে

চলেছি! এতটুকু হাত পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙ্গতে আমার প্রবৃত্তি ও সাহস হচ্ছে না—পাছে প্রাণের এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভেঙ্গে যায়! প্রাণের এই শান্তি ও নিস্তব্ধতাই জগৎটাকে মায়া বলে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়! ইতঃপূর্ব্বে আমার কর্ম্মের ভিতর মান-যশের ভাবও উঠত[১], আমার ভালবাসার ভিতর ব্যক্তিবিচার আসত, আমার পবিত্রতার পশ্চাতে ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকত, আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রভুত্বস্পৃহা আসত। এখন সে সব উড়ে যাচ্ছে; আর, আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হয়ে তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা ভাসান দিয়ে চলেছি। যাই! মা যাই!—তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে যেথানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে— অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়ে কেবল-মাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নাই!

১। বাসনা ভিন্ন সংসারে শরীরধারণ এবং নিঃস্বার্থ লোকশিক্ষা-কার্য্যও যে সম্পন্ন হইতে পারে না, একথা বেদান্তশাস্ত্রের নানা স্থানে উল্লিখিত আছে। মহর্ষি অষ্টাবক্র সমাধির জন্য চেষ্টাকেও কর্ম্মবন্ধনপ্রসূত বলিয়া রাজর্ষি জনককে বলিয়াছেন—

"অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি।"

গীতাতেও উল্লিখিত আছে—

"সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।"

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিতেন, "খাদ না থাকলে গড়ন হয় না।" স্বামিজী এখন পূর্ণজ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিয়া ঐভাবে এই কথাগুলি বলিতেছেন।

আহা হা—কি স্থির প্রশান্তি! চিন্তাগুলো পর্য্যন্ত বোধ হচ্ছে যেন হৃদয়ের কোন্ এক দূর, অতি দূর অভ্যন্তর প্রদেশ থেকে মৃদু বাক্যালাপের মত ধীর অস্পষ্টভাবে আমার কাছে এসে পৌঁছুচ্ছে! আর শান্তি—মধুর, মধুর শান্তি—যেন যা কিছু দেখছি শুনছি, সকলকে ছেয়ে রয়েছে!—মানুষ ঘুমিয়ে পড়বার আগে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য যেমন বোধ করে—যখন সব জিনিস দেখা যায়, কিন্তু ছায়ার মত অবাস্তব মনে হয়—ভয় থাকে না, তাদের প্রতি একটা অনুরাগ থাকে না, হৃদয়ে তাদের সম্বন্ধে এতটুকু ভালমন্দ ভাব পর্য্যন্তও জাগে না—আমার মনের এখনকার অবস্থা যেন ঠিক সেইরূপ, কেবল শান্তি, শান্তি!—চারিপার্শ্বে কতকগুলি পুতুল আর ছবি সাজান রয়েছে দেখে লোকের মনে যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না, এ অবস্থায় জগৎটাকে ঠিক ঐরূপ দেখাচ্ছে; আমার প্রাণের শান্তিরও বিরাম নাই! ঐ আবার সেই আহ্বান!—যাই, প্রভু যাই।

এ অবস্থায় জগৎটা রয়েছে; কিন্তু সেটাকে সুন্দরও বোধ হচ্ছে না, কুৎসিতও বোধ হচ্ছে না।—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ানুভূতি হচ্ছে, কিন্তু মনে এটা ত্যাজ্য ওটা গ্রাহ্য এরূপ ভাবের কিছুমাত্র উদয় হচ্ছে না। আহা, জো, এ যে কি আনন্দের অবস্থা, তা তোমায় কি বলব! যা কিছু দেখছি, শুনছি সবই সমানভাবে ভাল ও সুন্দর বোধ হচ্ছে; কেন না নিজের শরীর থেকে আরম্ভ করে তাদের সকলের ভিতর বড় ছোট, ভাল মন্দ, উপাদেয় হেয় বলে যে একটা সম্বন্ধ এতকাল ধরে অনুভব করেছি, সেই উচ্চ নীচ সম্বন্ধটা এখন যেন কোথায় চলে গেছে। আর, সর্ব্বাপেক্ষা

উপাদেয় বলে এই শরীরটার প্রতি ইতঃপূর্ব্বে যে বোধটা ছিল, সকলের আগে সেইটাই যেন কোথায় লোপ পেয়েছে! ওঁ তৎ সৎ!

আমি আশা করি, তোমরা সকলে লণ্ডনে ও প্যারিসে বহু অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ করবে—শরীর ও মনের নূতন খোরাক পাবে।

তুমি ও মিসেস্ বুল আমার চিরন্তন ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমারই চিরবিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

(১৯৫) ইং

২রা মে, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম,—মাসাবধি কঠোর পরিশ্রমের ফলে আবার রোগের আক্রমণ হয়েছিল। যাই হোক, এতে আমি এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে, আমার হৃৎপিণ্ড বা কিড্‌নিতে কোনও রোগ নাই, শুধু অধিক পরিশ্রমে স্নায়ুগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং আজ কিছু দিনের জন্য পাড়াগাঁয়ে যাচ্ছি এবং শরীর সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত ওখানেই থাকব; আশা করি শীঘ্রই তা হয়ে যাবে।

ইতোমধ্যে প্লেগের খবর ইত্যাদিতে পূর্ণ কোন ভারতীয়

চিঠি আমি পড়তে চাই না। আমার সব ডাক মেরীর কাছে যাচ্ছে। আমি যতক্ষণ ফিরে না আসছি ততক্ষণ মেরীর অথবা মেরী চলে গেলে তোমারই কাছে ঐ সব থাকুক। আমি সব দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে চাই। জয় মা!

মিসেস্ সি পি হান্টিংটন্ নামে একজন খুব বিত্তশালিনী মহিলা আমায় কিছু সাহায্য করেছিলেন; তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে ও তোমায় সাহায্য করতে চান। তিনি ১লা জুনের মধ্যেই নিউ ইয়র্কে আসবেন। তাঁর সঙ্গে দেখা না করে চলে যেও না যেন। আমার খুব শীগ্গীর ফিরবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাঁর নামে তোমার একখানি পরিচয়পত্র পাঠিয়ে দেব।

মেরীকে আমার ভালবাসা জানিয়ো। আমি দিন কয়েকের মধ্যেই যাচ্ছি। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী
তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুঃ—সঙ্গের চিঠিখানি তোমাকে মিসেস্ এম সি এ্যাডাম্সের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য লিখলাম; তিনি জজ এ্যাডাম্সের স্ত্রী। তাঁর সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করবে। এর ফলে হয়ত অনেক কাজ হবে। তিনি খুব সুপরিচিতা—তাঁর ঠিকানা খুঁজে বের করো। ইতি

বি

(১৯৬) ইং

ভগিনী নিবেদিতার কয়েকটি প্রশ্ন ও স্বামিজীর সংক্ষিপ্ত উত্তর

স্যান ফ্র্যান্সিস্‌কো
২৪শে মে, ১৯০০

প্র—পৃথ্বীরায় ও চাঁদ যখন কান্যকুব্জে স্বয়ম্বরে যেতে মনস্থ করেন, তখন তাঁরা কাদের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন—তা মনে করতে পারছি না।

উত্তর—উভয়েই চারণের বেশে গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন—পৃথ্বীরায় যে সংযুক্তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, তা কি এই জন্য যে, সংযুক্তা ছিলেন অসামান্যা রূপসী এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর দুহিতা? সংযুক্তার পরিচারিকা হবার জন্য তিনি কি নিজের একজন দাসীকে শিখিয়ে পাঠিয়েছিলেন? এবং এই বৃদ্ধা ধাত্রীই কি রাজকুমারীর মনে পৃথ্বীরায়ের প্রতি ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত করেছিল?

উত্তর—পরস্পরের রূপগুণের বর্ণনা শুনে ও আলেখ্য দেখে তাঁরা একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আলেখ্য-দর্শনে নায়ক-নায়িকার মনে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন রীতি।

প্র—কৃষ্ণ যে গোপবালকদের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছিলেন তাহার কারণ কি?

উ—এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছিল যে, কৃষ্ণ কংসকে সিংহাসনচ্যুত করবেন। পাছে জন্মের পর কৃষ্ণ কোথায়ও গোপনে লালিত-

পালিত হন সেই ভয়ে দুরাচার কংশ কৃষ্ণের পিতামাতাকে (যদিও তাঁরা ছিলেন কংসের ভগ্নী ও ভগ্নীপতি) কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেছিল এবং এরূপ আদেশ দিয়েছিল যে, সেই বৎসরে রাজ্যমধ্যে যত বালক জন্মিবে সকলকেই হত্যা করা হবে। অত্যাচারী কংসের হাত হতে বাঁচাবার জন্যই কৃষ্ণের পিতা কৃষ্ণকে গোপনে পার করেছিলেন।

প্র—তাঁর জীবনের এ অধ্যায় কি ভাবে পর্য্যবসিত হয় ?

উ—অত্যাচারী কংস কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি স্বীয় ভ্রাতা বলদেব ও পালকপিতা নন্দের সমভিব্যাহারে রাজসভায় গমন করেন। (অত্যাচারী তাঁকে বধ করবার ষড়যন্ত্র করেছিল।) তিনি অত্যাচারীকে বধ করলেন। কিন্তু রাজ্য নিজে অধিকার না করে কংসের নিকটতম উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে বসালেন। কর্ম্মের ফল তিনি নিজে কখনো ভোগ করতেন না।

প্র—এই সময়কার কোন চমকপ্রদ ঘটনার কথা বলতে পারেন কি ?

উ—কৃষ্ণের এই সময়কার জীবন অলৌকিক ঘটনাসমূহে পরিপূর্ণ। শৈশবে তিনি বড়ই দুরন্ত ছিলেন। দুষ্টামির জন্য তাঁর গোপিনী মাতা একদিন তাঁকে মন্থনরজ্জু দ্বারা বাঁধতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমস্ত রজ্জু একত্র জুড়েও তদ্দ্বারা তিনি তাঁকে বাঁধতে পারলেন না। তখন তাঁর চোখ খুলে গেল, আর তিনি দেখলেন যে, যাঁকে তিনি বাঁধতে যাচ্ছেন তাঁর দেহে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অধিষ্ঠিত। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি ভগবানের স্তুতি আরম্ভ করলেন। ভগবান তখন তাঁকে আবার

মায়ার দ্বারা আবৃত করলেন; আর তিনি শুধু বালকটিকেই দেখতে পেলেন।

পরব্রহ্ম যে গোপবালক হয়েছেন একথা দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার বিশ্বাস হল না। তাই পরীক্ষা করবার জন্য একদা তিনি সমস্ত ধেনু ও গোপবালকদিগকে চুরি করে এক গুহাভ্যন্তরে ঘুম পাড়িয়ে রেখে দিলেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখেন যে সেই সমুদয় ধেনু ও বালক কৃষ্ণকে ঘিরে বিরাজ করছে! তিনি আবার সেই নূতন দলকে চুরি করলেন এবং লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখেন তারা যেমন ছিল তেমনি সেখানে রয়েছে। তখন তাঁর জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হল, তিনি দেখতে পেলেন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং সহস্র সহস্র ব্রহ্মা কৃষ্ণের দেহে বিরাজমান।

কালীয় নাগ যমুনার জল বিষাক্ত করছিল বলে তিনি ফণার উপর নৃত্য করেছিলেন। ইন্দ্রের পূজা তিনি বারণ করাতে ইন্দ্র কুপিত হয়ে যখন এরূপ প্রবলবেগে বারিবর্ষণ আরম্ভ করলেন যেন সমস্ত ব্রজবাসী বন্যার জলে ডুবে মরে, তখন কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করেছিলেন। কৃষ্ণ একটি মাত্র অঙ্গুলি দ্বারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে ছাতার ন্যায় ঊর্দ্ধে তুলে ধরলেন, আর তার নীচে তারা সকলে আশ্রয় গ্রহণ করল।

শৈশব হতেই তিনি নাগপূজা ও ইন্দ্রপূজার বিরোধী ছিলেন। ইন্দ্রপূজা একটি বৈদিক অনুষ্ঠান। গীতা গ্রন্থের সর্ব্বত্র ইহা সুস্পষ্ট যে, তিনি বৈদিক যাগযজ্ঞের পক্ষপাতী ছিলেন না।

জীবনের এই সময়েই তিনি গোপীদের সঙ্গে লীলা করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স পনরো বৎসর।

(১৯৭) ইং

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত

স্যান্ ফ্র্যান্সিস্‌কো

২৬শে মে, ১৯০০

আমার অনন্ত আশীর্ব্বাদ জেনো এবং কিছুমাত্র নিরাশ হয়ো না। শ্রী ওয়াহি গুরু, শ্রী ওয়াহি গুরু। ক্ষত্রিয়-শোণিতে তোমার জন্ম। আমাদের অঙ্গের গৈরিক বাস ত যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুসজ্জা! ব্রত-উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া নহে। শ্রী ওয়াহি গুরু।

কুটিল দুর্ভাগ্যের আবরণ কৃষ্ণ ও দুর্ভেদ্য। কিন্তু আমিই সর্ব্বময় প্রভু! যে মুহূর্ত্তে আমি ঊর্দ্ধে হস্তোত্তোলন করি—তন্মুহূর্ত্তে উহারা অন্তর্হিত হয়। এ সবই অর্থহীন এবং ভীতিই এদের জনক। আমি ত্রাসেরও ত্রাস, রুদ্রেরও রুদ্র। আমি অভীঃ, অদ্বিতীয়, এক। আমি অদৃষ্টের নিয়ামক, আমি কপালমোচন। শ্রী ওয়াহি গুরু। দৃঢ় হও মা! কাঞ্চন কিংবা অন্য কিছুর দাস হয়ো না; তা হলেই সিদ্ধি আমাদের সুনিশ্চিত।

(১৯৮) ইং

নিউ ইয়র্ক
২০শে জুন, ১৯০০

প্রিয়—,

…মহামায়া আবার সদয় হয়েছেন বলে বোধ হয়, আর চক্র ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠছে।…

তোমাদের
বিবেকানন্দ

(১৯৯) ইং

নিউ ইয়র্ক
২রা জুলাই, ১৯০০

প্রিয়—,

‥"মা-ই সব জানেন"—একথা আমি প্রায়ই বলি। মার নিকট প্রার্থনা কর। নেতা হওয়া বড় কঠিন। সঙ্ঘের পায়ে যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি নিজের সত্তা পর্য্যন্ত নেতাকে বিসর্জ্জন করতে হয়।…

তোমাদের
বিবেকানন্দ

(২০০) ইং

১০২ পশ্চিম ৫৮ নং রাস্তা
নিউ ইয়র্ক
২৪শে জুলাই, ১৯০০

প্রিয় জো,

সূর্য্য—জ্ঞান; তরঙ্গায়িত জল—কর্ম্ম; পদ্ম—প্রেম; সর্প

—যোগ; হংস—আত্মা; উক্তিটি—হংস (অর্থাৎ পরমাত্মা) আমাদিগকে উহা প্রেরণ করুন[১]। ইহা হৃৎ-সরোবর। এটা তোমার কেমন লাগে? যা হোক, হংস যেন তোমায় এ সমস্ত দিয়ে পরিপূর্ণ করেন।

আগামী বৃহস্পতিবারে ফরাসী জাহাজ লা শ্যাম্পেন-এ আমার যাত্রা করার কথা আছে।

বইগুলি ওয়াল্‌ডো ও হুইটমণ্ড কোম্পানীর কাছে আছে এবং ছাপার মত প্রায় প্রস্তুত হয়েছে।

আমি ভাল আছি, ক্রমে স্বাস্থ্যলাভ করছি—এবং আগামী সপ্তাহে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া পর্য্যন্ত ঠিকই থাকব। ইতি

সতত প্রভুপদাশ্রিত
তোমাদের
বিবেকানন্দ

(২০১) ইং

১০২ পূর্ব্ব ৫৮ সংখ্যক রাস্তা
নিউ ইয়র্ক
২৫শে জুলাই, ১৯০০

প্রিয় তুরীয়ানন্দ,

মিঃ হ্যান্‌স্‌বার্গের একখানি পত্রে জানলাম যে, তুমি তাঁদের ওখানে গিয়েছিলে। তাঁরা তোমাকে খুব পছন্দ করেন এবং

১। ইহা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতীকটির ব্যাখ্যাকল্পে লিখিত।

আমার বিশ্বাস, তুমিও বুঝতে পেরেছ যে, তাঁদের বন্ধুত্ব কত অকৃত্রিম, পবিত্র ও স্বার্থলেশশূন্য। আমি কাল প্যারিস যাত্রা করছি, যোগাযোগ সব ঠিক হয়ে এসেছে। কালী এখানে নেই। আমি চলে যাচ্ছি বলে সে একটু ভাবিত হয়ে পড়েছে—কিন্তু এছাড়া উপায় কি?

৬ প্লাস্ দে-জেতাৎ ইনি, প্যারিস—মিঃ লেগেটের এই ঠিকানায় অতঃপর আমায় পত্র লিখবে। মিসেস্ ওয়াইকফ্, হ্যান্স্বার্গ ও হেলেনকে আমার ভালবাসা জানাবে। সমিতি-গুলোর কাজ আবার একটু শুরু করে দাও এবং মিসেস্ হ্যান্স্-বার্গকে বলো, তিনি যেন সময় মত সব চাঁদা আদায় করেন, আর টাকা তুলে ভারতে পাঠিয়ে দেন; কারণ সারদা জানিয়েছে, তাদের বড় টানাটানি চলছে। মিস বুককে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবে। আমার অসীম ভালবাসা জানবে। ইতি

সতত প্রভুপদাশ্রিত
তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুঃ—বলি হাঁস[১] কেমন? "তারা পদ্মবনে হংস সনে হংসী-রূপে করে রমণ।"*

১। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতীকমধ্যস্থ হাঁস।

* এই অংশ খামের উপরে বাংলায় লিখিত ছিল।

(২০২)

মায়াবতীর জনৈক ব্রহ্মচারীকে লিখিত

নিউ ইয়র্ক

আগষ্ট, ১৯০০

কল্যাণবরেষু,

তোমার এক পত্র পাইয়াছিলাম। এতদিন জবাব দিতে পারি নাই। তোমার সুখ্যাত মিঃ সেভিয়ার করেছেন তাঁর পত্রে। তাতে আমি বিশেষ খুশী হলাম।

তোমরা কে কি কর ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখে আমায় পত্র লিখবে। তোমার মাকে পত্র লিখ না কেন? ও কি কথা? মাতৃভক্তি সকল কল্যাণের কারণ। তোমার ভাই কলকাতায় পড়ছে শুনছে কেমন?

তোদের সব আনন্দদের নাম মনেও থাকে না—কোন্‌টাকে কি বলি! সব গুলোকে এক সাঁটে আমার ভালবাসা দিবি। খগেনের শরীর বেশ সেরে গেছে খবর পেয়েছি—বড়ই সুখের কথা। তোদের সেভিয়াররা যত্ন করে কিনা সব লিখবি। দীনুর শরীরও ভাল আছে—বড় সুখের বিষয়। কালী ছোকরার একটু মোটা হবার tendency (প্রবণতা) আছে; তার পাহাড় চড়াই-ওৎরাইতে সে সব সেরে যাবে নিশ্চিত। স্বরূপকে বলবি আমি তার কাগজ চালানতে বিশেষ খুশী। He is doing splendid work (সে চমৎকার কাজ করছে)।

আর সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ ভালবাসা দিবি। আমার

শরীর সেরে গেছে—সকলকে বলিস। আমি এখান থেকে ইংলণ্ড হয়ে শীঘ্রই ভারতবর্ষে যাচ্ছি।

সাশীর্ব্বাদং

বিবেকানন্দস্য

(১০৩)

৬ প্লাস দে-জেতাৎ ইনি, প্যারিস

১৩ই আগষ্ট, ১৯০০

হরি ভাই,

তোমার ক্যালিফর্নিয়া হতে পত্র পেলুম। তিন জনের ভাব হতে লাগল, মন্দ কি? ওতেও অনেক কাজ হয়। শ্রীমহারাজ জানেন। যা হয় হতে দাও। তাঁর কাজ তিনি জানেন, তুমি আমি চাকর বই ত নই?

এ চিঠি স্যান ফ্র্যান্সিসকোতে পাঠাই—মিসেস্ এস্ পানেলের কেয়ারে।

নিউ ইয়র্কের সামান্য সংবাদ পেয়েছি এইমাত্র। তারা আছে ভাল। কালী প্রবাসে। তুমি স্যান্ ফ্র্যান্সিসকোতে "কিমাসীত প্রভাষেত ব্রজেত কিম্" লিখো। আর মঠে টাকা পাঠাবার কথাটায় গাফিলা হয়ো না। লস্ এঞ্জেলিস, স্যান্ ফ্র্যান্সিসকো হতে যেন অবশ্য অবশ্য টাকা মাসে মাসে যায়।

আমি এক রকম বেশ আছি। শীঘ্রই ইংলণ্ড যাত্রা। শরতের সংবাদ পাচ্ছি। তার মধ্যে আমাশা হয়েছে। আর সকলে আছে ভাল। ম্যালেরিয়া এবার বড় কাউকে ধরে নি।

গঙ্গার উপর বড় ধরেও না। এবার বর্ষা কম হওয়ায় বাংলা দেশেও আকালের ভয়।

কাজ করে যাও ভায়া 'মা'য়ের কৃপায়; মা জানেন, তুমি জান—আমি খালাস! আমি এখন জিরেন নিতে চল্লুম। ইতি

দাস
বিবেকানন্দ

(২০৪) ইং

জন্ ফক্সকে লিখিত

বুলেভার হ্যান্স্ স্ময়ান্,
প্যারিস

১৪ই আগষ্ট, ১৯০০

অনুগ্রহপূর্ব্বক মহিমকে লিখে জানাবেন যে, সে যাই করুক না কেন, আমার আশীর্ব্বাদ সে সর্ব্বদাই পাবে। এবং বর্ত্তমানে সে যা করছে তা নিশ্চয়ই ওকালতি ইত্যাদির চেয়ে ঢের ভাল। আমি বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতা পছন্দ করি, আর আমার জাতের পক্ষে ঐরূপ তেজস্বিতার বিশেষ প্রয়োজন। তবে আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং আমি অধিক দিন বাঁচবার আশা রাখি না; সুতরাং সে যেন মা ও সমস্ত পরিবারের ভার নেবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। যে কোন মুহূর্ত্তে আমি চোখ বুঁজতে পারি। আমি তার জন্য এখন খুব গর্ব্ব অনুভব করছি। ইতি

আপনার স্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

(২০৫)

৬ প্লাস্ দে-জেতাৎ ইনি,
প্যারিস

হরি ভাই,

এক্ষণে ফ্রান্স দেশের সমুদ্রতটে অবস্থান করছি। Congress of History of Religions (ধর্ম্মেতিহাস-সম্মেলন) হয়ে গেছে। সে কিছুই নয়, জন কুড়ি পণ্ডিতে পড়ে শালিগ্রামের উৎপত্তি, জিহোবার উৎপত্তি ইত্যাদি বক্‌বাদ করেছে! আমিও খানিক বক্‌বাদ তায় করেছি।

আমার শরীর-মন ভেঙ্গে গেছে। বিশ্রাম আবশ্যক। তার উপর একে নির্ভর করবার লোক কেউ নেই, তায় আমি যতক্ষণ থাকব আমার উপর ভরসা করে সকলে অত্যন্ত স্বার্থপর হয়ে যাবে।

...লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে গেলে দিনরাত মনঃকষ্ট। কাজেই...সব লিখে পড়ে আলাদা হয়ে গেছি। এখন আমি লিখে দিচ্চি যে কারও একাধিকপত্য থাকবে না। সমস্ত কাজ majoritya (অধিকাংশের) হুকুমে হবে...সেই মত ট্রাষ্ট ডিড্ করিয়ে নিলেই আমি বাঁচি।...যাক্, 'স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং' মুরারি হলেন কাঠ।[১] আমি কাঠ হবার ভয়ে সরে পড়লুম, তার আর কি?

১। একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।

এ বৃত্তান্ত ঐ পর্য্যন্ত। এখন তোমরা যা হয় কর। আমার কাজ আমি করে দিয়েছি, বস্। গুরুমহারাজের কাছে ঋণী ছিলাম—প্রাণ বার করে আমি শোধ দিয়েছি। সে কথা তোমায় কি বলব ?...দলিল করে পাঠিয়েছে সর্ব্বেসর্ব্বা কত্তাত্তির ! কত্তাত্তি ছাড়া বাকী সব সই করে দিয়েছি !...

গঙ্গাধর ও তুমি, কালী, শশী, নূতন ছেলেরা, এদের ঠেলে ঐ রাখাল ও বাবুরামকে কত্তা করে দিচ্ছি। গুরুদেব বড় বলতেন। এ তাঁর কাজ।...সই করে দিয়েছি। এখন থেকে যা করব সে আমার কাজ।...

আমি এখন আমার কাজ করতে চল্লুম। গুরুমহারাজের ঋণ[২] প্রাণ বার করে শুধে দিয়েছি। তাঁর আর দাবীদাওয়া নেই।...

তোমরা যা করছ, ও গুরুমহারাজের কাজ, করে যাও। আমার যা করবার করে দিয়েছি, বস্। ও সব সম্বন্ধে আমায় আর কিছু লিখো না, বলো না, ওতে আমার মতামত একদম নেই।...এখন থেকে অন্য রকম।...ইতি

নরেন্দ্র

পুঃ—সকলকে আমার ভালবাসা। ইতি

শেষঃ শয্যা বসতি হৃদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ ॥

২। ২৬শে মে, ১৮৯০সালে প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখিত পত্র দেখুন।

(২০৬) ইং

৬ প্লাস্ দে-জেতাৎ ইনি, প্যারিস
২৫শে আগষ্ট, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম—আমার প্রতি সহৃদয় বাক্যসমূহের জন্য তোমাকে বহু ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি মিসেস্ বুলকে মঠ থেকে টাকা তুলে নেবার সুযোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি ও বিষয়ে কিছু বললেন না, আর এ দিকে ট্রাষ্টের দলিলগুলি দস্তখতের জন্য পড়ে ছিল; সুতরাং আমি ব্রিটিশ কন্‌সালের আফিসে গিয়ে সই করে দিয়েছি। এখন ও সব ভারতের পথে। এখন আমি স্বাধীন, আর কোন বাঁধাবাঁধির ভিতর নেই, কারণ আমি রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যে আর আমার কোন ক্ষমতা, কর্ত্তৃত্ব বা পদ রাখি নি। আমি উহার সভাপতির পদও ত্যাগ করেছি।

এখন মঠাদি সব আমি ছাড়া রামকৃষ্ণের অন্যান্য সাক্ষাৎ শিষ্যদের হাতে গেল। ব্রহ্মানন্দ এখন সভাপতি হলেন, তারপর উহা প্রেমানন্দ ইত্যাদির উপর ক্রমে ক্রমে পড়বে।

এখন এই ভেবে আমার আনন্দ হচ্ছে যে, আমার মাথা থেকে এক মস্ত বোঝা নেমে গেল! আমি এখন নিজেকে বিশেষ সুখী বোধ কচ্ছি।

আমি বিশ বৎসর ধরে রামকৃষ্ণের সেবা কল্লাম—তা ভুল করেই হোক বা সফলতার ভিতর দিয়েই হোক—এখন

আমি কার্য্য থেকে অবসর নিলাম। বাকী জীবন আপন ভাবে কাটাব।

আমি এখন আর কাহারও প্রতিনিধি নই বা কাহারও নিকট দায়ী নই। এতদিন বন্ধুদের কাছে আমার যে একটা বাধ্যবাধকতা-বোধ ছিল—ওটা যেন ছিল একটা দীর্ঘস্থায়ী ব্যারাম। এখন আমি বেশ করে ভেবে চিন্তে দেখলাম—আমি কারুর কিছু ধার ধারি নি; প্রত্যুত আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে আমার সমুদয় শক্তি দান করেছি; কিন্তু তার প্রতিদানস্বরূপ তারা আমায় গালমন্দ করেছে, আমার অনিষ্ট-চেষ্টা করেছে, আবার বিরক্ত ও জ্বালাতন করেছে। এখানে বা ভারতে সকলের সঙ্গে আমার সব সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেল।

তোমার চিঠি পড়ে মনে হলো, তুমি মনে করেছ যে, তোমার নূতন বন্ধুদের উপর আমার ঈর্ষ্যা হয়েছে। আমি কিন্তু তোমাকে চিরদিনের জন্য জানিয়ে রাখছি—আমার অন্য যে কোন দোষ থাক না কেন, আমার জন্ম থেকেই আমার ভিতর ঈর্ষ্যা, লোভ বা কর্ত্তৃত্বের ভাব নেই।

আমি পূর্ব্বেও তোমাকে কোন আদেশ করি নি, এখন ত কাজের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই—এখন আর কি আদেশ দেবো? কেবল এই পর্য্যন্ত আমি জানি যে, যতদিন তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে মায়ের সেবা করবে, ততদিন তিনিই তোমাকে ঠিক পথে চালিয়ে নেবেন।

তুমি যে কোন বন্ধু করেছ, কারো সম্বন্ধে আমার কখন

ঈর্ষ্যা হয় নি। কোন বিষয়ে মেশবার জন্য আমি কখনও আমার ভাইদের সমালোচনা করি নি। তবে আমি এটা দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, পাশ্চাত্ত্য জাতিদের একটা বিশেষত্ব এই আছে, তারা নিজেরা যেটা ভাল মনে করে, সেটা অপরের উপর জোর করে চাপাবার চেষ্টা করে—ভুলে যায় যে, একজনের পক্ষে যেটা ভাল, অপরের পক্ষে সেটা ভাল নাও হতে পারে। আমার ভয় হতো যে তোমার নূতন বন্ধুদের সঙ্গে মেশার ফলে তোমার মন যে দিকে ঝুঁকবে, তুমি অপরের ভিতর জোর করে সেই ভাব দেবার চেষ্টা করবে। কেবল এই কারণেই আমি কখন কখন কোন বিশেষ লোকের প্রভাব থেকে তোমায় তফাৎ রাখবার চেষ্টা করেছিলাম, এর অন্য কোন কারণ নেই। তুমি ত স্বাধীন, তোমার নিজের যা যা পছন্দ তাই কর, নিজের কাজ বেছে নাও।...

আমি এইবার সম্পূর্ণ অবসর নিতে ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি মায়ের ইচ্ছা—আমি আমার আত্মীয়বর্গের জন্য কিছু করি। ভাল, বিশ বছর পূর্ব্বে আমি যা ত্যাগ করেছিলাম, তা আমি আনন্দের সহিত আবার ঘাড়ে নিলাম। বন্ধুই হোক, শত্রুই হোক, সকলেই তাঁর হাতের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে সুখ বা দুঃখের ভিতর দিয়ে আমাদের কর্ম্মক্ষয় করবার সাহায্য করছে। সুতরাং মা তাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। আমার ভালবাসা আশীর্ব্বাদাদি জানবে। ইতি

তোমার চিরস্নেহাবদ্ধ

বিবেকানন্দ

(২০৭) ইং

প্যারিস

২৮শে আগষ্ট, ১৯০০

প্রিয়—,

এই তো জীবন—শুধু খেটে মর, আর খেটে মর! আর তা ছাড়া কীই বা আমাদের করবার আছে? শুধু খেটে মর, খেটে মর! যা হোক একটা কিছু ঘটবে, একটা কিছু পথ খুলে যাবে। আর যদি তা না হয়—হয়ত সত্যই তা কখনো হবে না —তবে, তবে—তবে কী? আমাদের যা কিছু উদ্যম সবই হচ্ছে, সাময়িক ভাবে—সেই চরম পরিণতি মৃত্যুকে এড়িয়ে চলার প্রচেষ্টা! অহো সর্ব্বক্ষতপরিপূরক মৃত্যু! তুমি না থাকলে জগতের কী অবস্থাই না হতো!

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এই সংসার সত্য নয়, চিরন্তনও নয়। ভবিষ্যৎই বা আরো ভাল হবে কি করে? উহাতো বর্ত্তমানেরই ফলস্বরূপ; সুতরাং আরো খারাপ না হলেও উহা বর্ত্তমানেরই ত অনুরূপ হবে!

স্বপ্ন, আহা! কেবলই স্বপ্ন! স্বপ্ন দেখে চল! স্বপ্ন—স্বপ্ন-প্রহেলিকাই এ জীবনের হেতু, আবার উহার মধ্যেই এ জীবনের প্রতিবিধানও নিহিত আছে। স্বপ্ন, স্বপ্ন, কেবলই স্বপ্ন! স্বপ্ন দিয়েই স্বপ্ন ভাঙ্গ।

আমি ফরাসী ভাষা শিখতে চেষ্টা করছি এবং এখানে —র সহিত কথা বলছি। অনেকে ইতোমধ্যেই প্রশংসা করছেন। সারা দুনিয়ার সঙ্গে এই অন্তহীন গোলকধাঁধার কথা, অদৃষ্টের

এই সীমাহীন উত্থান-পতনের কথা—যার সূত্রাগ্র কেউ বের করতে পারে না, অথচ প্রত্যেকে অন্ততঃ তখনকার মত মনে করে যে, সে তা বের করে ফেলেছে আর তাতে অন্ততঃ তার নিজের তৃপ্তি হয় এবং কিছু কালের মত সে নিজেকে ভুলিয়ে রাখে—এই ত ব্যাপার?

ভাল কথা, এখন সব বড় কাজ করতে হবে। কিন্তু বড় কাজের জন্য মাথা ঘামায় কে? ছোট কাজই বা কিছু করা হবে না কেন? একটার চেয়ে অপরটা ত হীন নয়। গীতা ত ছোটর মধ্যে বড়কে দেখতে শিখায়। ধন্য সে গ্রন্থ।...

শরীরের বিষয় চিন্তা করবার খুব বেশী সময় আমার ছিল না। কাজেই উহা ভালই আছে ধরে নিতে হবে। এ সংসারে কিছুই চিরদিন ভাল নয়। তবে মাঝে মাঝে আমরা ভুলে যাই—ভাল হচ্ছে শুধু ভাল হওয়া ও ভাল করা।

ভালই হোক আর মন্দই হোক, আমরা সকলেই এ সংসারে নিজ নিজ অংশ অভিনয় করে যাচ্ছি। যখন স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে এবং আমরা রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যাব, তখন এ সব বিষয়ে আমরা শুধু প্রাণ খুলে হাসব। এই কথাটুকুই আমি নিশ্চিত বুঝেছি। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(২০৮)

স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিত

পোষ্ট অফিস দে ফরেষ্ট
স্যান্তা ক্ল্যারা কো
৬ প্লাস দে-জেতাং ইনি, প্যারিস
১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০০

প্রেমাস্পদেষু,

তোমার পত্রে সমস্ত সমাচার অবগত হলুম। পূর্ব্বে স্যান ফ্র্যান্সিসকো হতে পুরো বেদান্তী ও Home of Truth (সত্যাশ্রম) এর মধ্যে কিঞ্চিৎ গোলমালের আভাস পেয়েছি, একজন লিখেছিল। ওরকম হয়েই থাকে, বুদ্ধি করে সকলকে সন্তুষ্ট রেখে কাজ চালিয়ে দেওয়াই বিজ্ঞতা।

আমি এখন কিছুদিন অজ্ঞাতবাস কচ্ছি। ফরাসীদের সঙ্গে থাকব তাদের ভাষা শিখবার জন্য। একরকম নিশ্চিত হওয়া গেছে অর্থাৎ ট্রাষ্ট ডীড্ ফিড্ সই করে কলকাতায় পাঠিয়েছি; আমার আর কোন স্বত্ব বা অধিকার রাখি নাই। তোমরা এখন সকল বিষয়ে মালিক, প্রভুর কৃপায় সকল কাজ করে নেবে।

আমার আর ঘুরে ঘুরে মরতে ইচ্ছা বড় নাই। এখন কোথাও বসে পুঁথিপাটা নিয়ে কালক্ষেপ করাই যেন উদ্দেশ্য। ফরাসী ভাষাটা কতক আয়ত্ত হয়েছে কিন্তু দু এক মাস তাদের সঙ্গে বসবাস করলে বেশ কথাবার্ত্তা কইতে অধিকার জন্মাবে।

ও ভাষাটা আর জার্ম্মাণ—এ দুটোয় উত্তম অধিকার জন্মালে একরকম ইউরোপী বিদ্যায় যথেষ্ট প্রবেশ লাভ হয়। এ ফরাসীর

লোক কেবল মস্তিষ্কচাটা, ইহলোক-বাঞ্ছা, ঈশ্বর বা জীব কুসংস্কার বলে দৃঢ় ধারণা, ও সব কথা কইতেই চায় না ! ! ! আসল চার্ব্বাকের দেশ ! দেখি, প্রভু কি করেন। তবে এদেশ হচ্ছে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শীর্ষ। প্যারি নগরী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার রাজধানী।

প্রচার সংক্রান্ত সমস্ত কাজ হতে আমায় বিরাম দাও ভায়া। আমি ওসব থেকে এখন তফাৎ, তোমরা করে কর্ম্মে নাও। আমার দৃঢ় ধারণা 'মা' এখন আমা অপেক্ষা তোমাদের দ্বারা শতগুণ কাজ করাবেন।

কালীর এক পত্র অনেকদিন হল পেয়েছিলাম। সে এতদিনে বোধ হয় নিউ ইয়র্কে এসেছে। মিস ওয়ালডো মধ্যে মধ্যে খবর নেয়।

আমার শরীর কখনও ভাল কখনও মন্দ। মধ্যে আবার সেই মিসেস্ ওয়ালডনের হাতঘসা চিকিৎসা হচ্ছে। সে বলে তুমি ভাল হয়ে গেছ already (ইতোমধ্যেই)! এই ত দেখছি যে, এখন পেটে বায়ু হাজার হোক, চলতে হাটতে চড়াই কত্তেও কোন কষ্ট হয় না। প্রাতঃকালে খুব ডণ্ড্ বৈঠক করি। তারপর কালা জলে এক ডুব ! !

কাল যার সঙ্গে থাকব তার বাড়ী দেখে এসেছি। সে গরীব মানুষ—scholar (পণ্ডিত); তার ঘরে এক ঘর বই, একটা ছ-তলার ফ্লাটে থাকে। আর এদেশে আমেরিকার মত লিফ্‌ট্ নেই—চড়াই ওৎরাই। ওতে কিন্তু আমার আর কষ্ট হয় না।

সে বাড়ীটির চারিধারে একটী সুন্দর সাধারণ পার্ক আছে।

সে লোকটি ইংরেজী কইতে পারে না, সেই জন্য আরও যাচ্ছি। কাজে কাজেই ফরাসী কইতে হবে আমায়। এখন মায়ের ইচ্ছা। বাকী তাঁর কাজ তিনিই জানেন। ফুটে ত বলেন না, "গুম্ হোকে রহতী হ্যায়", তবে মাঝখান থেকে ধ্যান-জপটা ত খুব হয়ে যাচ্ছে দেখছি।

মিস্ বুক, মিস্ বেল, মিসেস্ এ্যাস্পিনেল, মিস্ বেকহাম, মিঃ জর্জ্জ, ডাক্তার লগান প্রভৃতি সকল বন্ধুদের আমার ভালবাসা দিও ও তুমি নিজে জেনো।

তথা লস্ এঞ্জেলিসের সকলকে আমার ভালবাসা। ইতি

বিবেকানন্দ

(২০৯)

৬ প্লাস দে-জেতাৎ ইনি

My dear Turiyananda (প্রিয় তুরীয়ানন্দ),

Just now received your letter (এই মাত্র তোমার পত্র পেলাম)। মায়ের ইচ্ছায় সমস্ত কাজ চলে যাবে, ভয় খেও না। আমি শীঘ্রই এখান হতে অন্যত্র যাব। বোধ হয় কন্‌স্তান্তিনোপল প্রভৃতি দেশসকল দেখে বেড়াব কিছুদিন। তারপর 'মা' জানেন। মিসেস উইলমটের পত্র পেলুম। তাতেও তার খুব উৎসাহ বলেই বোধ হল। নিশ্চিন্ত হয়ে গট্ হয়ে বস। সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি নাদশ্রবণাদি দ্বারা কারও হানি হয় ত ধ্যান ত্যাগ করে দিন কতক মাছ মাংস খেলেই ও পালিয়ে যাবে। শরীর যদি দুর্ব্বল না হতে থাকে ত কোনও ভয়ের কারণ নাই। ধীরে ধীরে অভ্যাস।

তোমার পত্রের জবাব আসবার আগেই আমি এস্থান ত্যাগ করব। অতএব এর জবাব এস্থানে আর পাঠিও না। সারদার কাগজপত্র সব পেয়েছি। এবং তাকে কয়েক সপ্তাহ হল বস্তুত লিখে পাঠান গেছে। আরও পরে পাঠাবার উদ্দেশ্য রইল।

আমার যাত্রা এখন কোথা তার নিশ্চিত নাই। এইমাত্র যে, নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করছি।

কালীরও এক পত্র আজ পেলাম। তার জবাব কাল লিখব। শরীর একরকম গড়মড় করে চলছে। খাটলেই খারাপ, না খাটলেই ভাল, আর কি? মা জানেন। নিবেদিতা ইংলণ্ড গেছে, মিসেস্ বুল আর তাতে টাকা যোগাড় কচ্ছে। কিষেণগড়ের বালিকাগুলিকে নিয়ে সেইখানেই স্কুল করবে তার ইচ্ছা। যা পারে করুক। আমি কোনও বিষয়ে আর কিছু বলি না—এই মাত্র।

আমার ভালবাসা জানিবে। কিন্তু কার্য্য সম্বন্ধে কোনও বিষয়ে আর আমার কোন উপদেশ নাই। ইতি

দাস
বিবেকানন্দ

(২১০) ইং

পোর্ট টাউফিক্
২৬শে নভেম্বর, ১৯০০

প্রিয় জো,

জাহাজখানির আসতে দেরী হচ্ছে, তাই অপেক্ষা করছি। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, আজ উহা পোর্ট সৈয়দে খালের মধ্যে ঢুকেছে। তার মানে, সব ঠিক ঠিক চললে সন্ধ্যায় উহা এখানে পৌছাবে। অবশ্য, এ দুদিন যেন নির্জ্জন কারাবাস

চলেছে; আর আমি কোন প্রকারে ধৈর্য্য ধরে আছি। কিন্তু লোকে বলে যে, বর্ত্তমানের তুলনায় পরিবর্ত্তনের মূল্য তিন গুণ বেশী। মিঃ গেজের কর্ম্মচারীরা আমায় যে সব নির্দ্দেশ দিয়েছিল, তা সবই ভুল। প্রথমতঃ আমায় স্বাগত জানাবার জন্য তো দূরে থাক, কিছু বুঝিয়ে দেবার মতও এখানে কেউ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ আমায় কেউ বলে নি যে, অপর জাহাজের জন্য আমাকে এজেণ্টের আফিসে গিয়ে গেজের টিকেটখানি পাল্টে নিতে হবে—আর তা করবার স্থান সুয়েজ, এখানে নয়। সুতরাং জাহাজখানির দেরী হওয়ায় এক হিসাবে ভালই হয়েছিল। এই সুযোগে আমি জাহাজের এজেণ্টের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম; আর তিনি আমায় নির্দ্দেশ দিলেন, আমি যেন গেজের পাসখানি পাল্টিয়ে যথারীতি টিকেট লই।

আজ রাত্রে কোন এক সময়ে জাহাজে উঠব বলে আশা করি। আমি ভাল আছি ও সুখে আছি আর এ মজাটা উপভোগ করছি খুব।

ম্যাদামোযোল কেমন আছেন? বোয়েস কোথায়? ম্যাদাম কালভেকে আমার অসীম কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাবে। তিনি বড় চমৎকার মহিলা।

আশা করি তোমার ভ্রমণটি উপভোগ্য হবে।

তোমাদের সতত স্নেহশীল

বিবেকানন্দ

(২১১) ইং

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
১১ই ডিসেম্বর, ১৯০০

প্রিয় জো—,

গত রাত্রের পূর্ব্বরাত্রে আমি এখানে পৌঁছেছি। কিন্তু হায়! এত তাড়াহুড়া করে এসেও কোন লাভ হল না। কাপ্তান সেভিয়ার বেচারা কয়েক দিন পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেছেন—এ ভাবে দুজন মহাপ্রাণ ইংরাজ আমাদের জন্য, হিন্দুদের জন্য—আত্মদান করলেন। শহীদ কোথাও থাকে ত এঁরাই তাই। মিসেস্ সেভিয়ারকে এইমাত্র পত্র লিখলাম, তাঁর ভাবী কার্য্যক্রম জানবার জন্য।

আমি ভাল আছি। এখানকার সবই, সবদিক দিয়ে ভালভাবেই চলছে। তাড়াতাড়ি চিঠি লিখলাম—কিছু মনে করো না। শীঘ্রই দীর্ঘ পত্র দিব। ইতি

সদা সত্যপাশবদ্ধ
তোমাদের
বিবেকানন্দ

(২১২) ইং

মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
১৫ই ডিসেম্বর, ১৯০০

মা,

তিন দিন আগে এখানে পৌঁছেছি। আমার আগমন

একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল—সকলেই বেজায় অবাক হয়ে গেছিল।

আমার অনুপস্থিতি-কালে আমি যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও ভালভাবে কাজ চলেছে; শুধু মিঃ সেভিয়ার দেহত্যাগ করেছেন। এটা সত্যই একটা প্রচণ্ড আঘাত—হিমালয়ের কাজের ভবিষ্যৎ যে কিরূপ হবে জানি না। মিসেস্ সেভিয়ার এখনও সেখানে আছেন এবং আমি রোজই তাঁর কাছ থেকে চিঠি আশা করছি।...

সারদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে এবং এ বছর এখানে ম্যালেরিয়া নাই। গঙ্গার ধারের এই ফালি জমিটা সব সময়েই ম্যালেরিয়া-মুক্ত। শুধু প্রচুর বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা হলেই সব সুন্দর হয়ে যাবে। ইতি

(২১৩) ইং

মঠ, বেলুড়, হাওড়া

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯০০

প্রিয়,

মহাদেশসমূহের আর একপ্রান্ত হতে একটি স্বর তোমায় প্রশ্ন করছে, "কেমন আছ?" এতে তুমি অবাক হচ্ছ না কি? বস্তুতঃ আমি হচ্ছি একটি ঋতুর সঙ্গে বিচরণকারী বিহঙ্গম।

আনন্দমুখর ও কর্ম্মচঞ্চল প্যারিস, দৃঢ়গঠিত প্রাচীন কন্‌ষ্টান্‌টিনোপল্‌, চাকচিক্যময় ক্ষুদ্র এথেন্স, পিরামিড্‌-শোভিত কাইরো—সবই পেছনে ফেলে এসেছি; আর এখন আমি এখানে, গঙ্গার তীরে মঠে—আমার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসে লিখছি। চতুর্দ্দিকে কী শান্ত নীরবতা! প্রশস্ত নদী দীপ্ত সূর্য্যালোকে নাচছে; শুধু ক্বচিৎ দু এক খানা মালবাহী নৌকার ক্ষেপণী-ক্ষেপণে সে স্তব্ধতা ক্ষণিকের জন্য ভেঙ্গে যাচ্ছে।

এখানে এখন শীতকাল চলছে; কিন্তু প্রতিদিন মধ্যাহ্ন বেশ গরম ও উজ্জ্বল। এ হচ্ছে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার শীতেরই অনুরূপ। সর্ব্বত্র সবুজ ও স্বর্ণবর্ণের ছড়াছড়ি; আর শষ্পরাজি যেন ভেল্‌ভেটের মত। অথচ বাতাস শীতল, পরিষ্কার ও আরামপ্রদ। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(২১৪)

শ্রীমতী মৃণালিনী বসুকে লিখিত

দেওঘর, বৈদ্যনাথ

বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০০

মা, তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম; তুমি

যা বুঝিয়াছ, তাহা ঠিক। "স ঈশ অনির্ব্বচনীয়ঃ প্রেমস্বরূপঃ"। সেই ঈশ্বর অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ, এই নারদোক্ত লক্ষণটি যে প্রত্যক্ষ এবং সর্ব্ববাদিসম্মত, আমার জীবনের ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত। অনেকগুলি ব্যক্তি একত্রের নাম 'সমষ্টি,' এক একটির নাম 'ব্যষ্টি'। তুমি আমি 'ব্যষ্টি,' সমাজ 'সমষ্টি'। তুমি আমি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্রাদি এক একটি 'ব্যষ্টি,' আর এই জগৎটা 'সমষ্টি'—বেদান্তে ইহাকেই বিরাট বা হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর বলে। পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দেবী ইত্যাদি নাম।

ব্যষ্টির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে কি না এবং কত পরিমাণে হওয়া উচিত, সমষ্টির নিকট ব্যষ্টির একেবারে সম্পূর্ণ আত্মেচ্ছা, আত্মসুখ ত্যাগ করা উচিত কি না, এই প্রশ্নই সমাজের অনাদি কালের বিচার্য্য। এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত লইয়াই সকল সমাজ ব্যস্ত; আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমাজে ইহাই প্রবল তরঙ্গরূপ ধারণ করিয়া সমুত্থিত হইয়াছে। যে মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের প্রভুতার সম্মুখে বলি দিতে চায়, তাহার ইংরেজী নাম সোসিয়ালিজম্, ব্যক্তিত্বসমর্থক মতের নাম ইন্‌ডিভিজুয়ালিজম্।

সমাজের নিকট ব্যক্তির—নিয়মের ও শিক্ষার শাসন দ্বারা চিরদাসত্বের ও বলপূর্ব্বক আত্মবিসর্জ্জনের কি ফল ও পরিণাম, আমাদের মাতৃভূমিই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এদেশে লোকে শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে জন্মায়, ভোজনপানাদি আজীবন নিয়মানুসারে করে, বিবাহাদিও সেই প্রকার; এমন কি,

মরিবার সময়ও সেই সকল শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে প্রাণত্যাগ করে। এ কঠোর শিক্ষার একটি মহৎ গুণ আছে, আর সকলই দোষ। গুণটি এই যে, দুটি একটি কার্য্য পুরুষানুক্রমে প্রত্যহ অভ্যাস করিয়া অতি অল্পায়াসে সুন্দর রকমে লোকে করিতে পারে। তিনখানা মাটির ঢিপি ও খানকতক কাষ্ঠ লইয়া এদেশের রাঁধুনি যে সুস্বাদ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, তাহা আর কোথাও নাই। একটা মান্ধাতার আমলের এক টাকা দামের তাঁত ও একটা গর্ত্তের ভিতর পা, এই সরঞ্জামে ২০৲ টাকা গজের কিংখাব কেবল এদেশেই হওয়া সম্ভব। একখানা ছেঁড়া মাদুর, একটা মাটির প্রদীপ, তায় রেড়ির তেল, এই উপাদান সহায়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত এদেশেই হয়। খেঁদা বোঁচা স্ত্রীর উপর সর্ব্বসহিষ্ণু মহত্ত্ব ও নির্গুণ মহাদুষ্ট পতির উপর আজন্ম ভক্তি এদেশেই হয়। এই ত গেল গুণ।

কিন্তু এই সমস্তগুলিই মনুষ্যে প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হয়ে করে; তাতে মনোবৃত্তির স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, আশার তরঙ্গ নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, তীব্র সুখানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই, উদ্ভাবনী শক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই, নূতনত্বের ইচ্ছা নাই, নূতন জিনিসের আদর নাই। এ হৃদয়াকাশের মেঘ কখন কাটে না, প্রাতঃসূর্য্যের উজ্জ্বল ছবি কখনও মনকে মুগ্ধ করে না। এ অবস্থার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কি না, মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস

হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়।

নিয়মে চলিতে পারিলেই যদি ভাল হয়, পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে সমাগত রীতিনীতির অখণ্ড অনুসরণ করাই যদি ধর্ম্ম হয়, বল, বৃক্ষের অপেক্ষা ধার্ম্মিক কে? রেলের গাড়ীর চেয়ে ভক্ত সাধু কে? প্রস্তরখণ্ডকে কে কবে প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গ করিতে দেখিয়াছে? গোমহিষাদিকে কে কবে পাপ করিতে দেখিয়াছে?

অতি প্রকাণ্ড কলের জাহাজ, মহাবলবান রেলের গাড়ীর ইঞ্জিন,—তাহারাও জড়; চলে ফেরে; ধাবমান হয়, কিন্তু জড়। আর ঐ যে ক্ষুদ্র কীটাণুটি রেলের গাড়ীর পথ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সরিয়া গেল, ওটি চৈতন্যশালী কেন? যন্ত্রে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ নাই, যন্ত্র নিয়মকে অতিক্রম করিতে চায় না; কীটটি নিয়মকে বাধা দিতে চায়, পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিপক্ষে উত্থিত হয়, তাই সে চেতন। এই ইচ্ছাশক্তির যেথায় যত সফল বিকাশ, সেথায় সুখ তত অধিক, সে জীব তত বড়। ঈশ্বরে ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ সফলতা, তাই তিনি সর্ব্বোচ্চ।

বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বইপড়া? না, নানাবিধ জ্ঞানার্জ্জন? তাও নয়। যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্ত্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা। এখন বোঝ, যে শিক্ষার ফলে এই ইচ্ছাশক্তি ক্রমাগত পুরুষানু-ক্রমে বলপূর্ব্বক নিরুদ্ধ হইয়া এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, যাহার শাসনে নূতন ভাবের কথা দূরে থাক, পুরাতনগুলিই একে একে

অন্তর্হিত হইতেছে, যাহা মনুষ্যকে ধীরে ধীরে যন্ত্রের ন্যায় করিয়া ফেলিতেছে, সে কি শিক্ষা? চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছা, চৈতন্য শক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর। আর এই মৃৎপিণ্ডপ্রায়, প্রাণহীন যন্ত্রগুলির মত উপলরাশির ন্যায় স্তূপীকৃত মনুষ্যসমষ্টির দ্বারায় যে সমাজ গঠিত হয়, সে কি সমাজ? তাহার কল্যাণ কোথায়? কল্যাণ যদি সম্ভব হইত, তবে সহস্র বৎসরের দাস না হইয়া আমরাই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ জাতি হইতাম, মহামূর্খতার আকর না হইয়া ভারতভূমিই বিদ্যার চিরপ্রস্রবণ হইত।

তবে কি আত্মত্যাগ ধর্ম্ম নহে? বহুর জন্য একের সুখ, একের কল্যাণ উৎসর্গ করা কি একমাত্র পুণ্য নহে? ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের ভাষায় বলে, "ঘষে মেজে রূপ কি হয়? ধরে বেঁধে প্রীতি কি হয়?" চিরভিখারীর ত্যাগে কি মাহাত্ম্য? ইন্দ্রিয়হীনের ইন্দ্রিয়সংযমে কি পুণ্য? ভাবহীন, হৃদয়হীন, উচ্চ-আশাহীনের, সমাজের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব জ্ঞানহীনের আবার আত্মোৎসর্গ কি? বলপূর্ব্বক সতীদাহে কি সতীত্বের বিকাশ? কুসংস্কার শিখাইয়া পুণ্য করানই বা কেন? আমি বলি, বন্ধন খোল, জীবের বন্ধন খোল, যতদূর পার বন্ধন খোল। কাদা দিয়ে কাদা ধোয়া যায়? বন্ধনের দ্বারা কি বন্ধন কাটে? কার কেটেছে? সমাজের জন্য যখন সমস্ত নিজের সুখেচ্ছা বলি দিতে পারবে, তখন ত তুমিই বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে, সে ঢের দূর! আবার তার রাস্তা কি জুলুমের উপর দিয়ে? আহা!! আমাদের বিধবাগুলি কি নিঃস্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত,

এমন রীতি কি আর হয়!!! আহা, বাল্য-বিবাহ কি মধুর!! সে স্ত্রীপুরুষে ভালবাসা না হয়ে কি যায়!!! এই বোলে নাকে কান্নার এক ধুয়া উঠেছে। আর পুরুষের বেলা অর্থাৎ যাঁহাদের হাতে চাবুক, তাঁদের বেলা ত্যাগের কিছুই দরকার নাই। সেবাধর্ম্মের চেয়ে কি আর ধর্ম্ম আছে। কিন্তু সেটা বামুন ঠাকুরের বেলা নহে, তোমরাই কর। আসল কথা, মা বাপ আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি এদেশের, নিজের স্বার্থের জন্য, নিজে সামাজিক অবমাননা হইতে বাঁচিবার জন্য পুত্র-কন্যাদি সব নির্ম্মম হইয়া বলিদান করিতে পারেন, এবং পুরুষানুক্রমে শিক্ষা মানসিক জড়ত্ব বিধান করিয়া উহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। যে বীর, সেই ত্যাগ করতে পারে; যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে এক হাতে চোক মুচছে আর এক হাতে দান করছে; তার দানে কি ফল? জগৎপ্রেম অনেক দূর। চারাগাছটিকে ঘিরে রাখতে হয়, যত্ন করতে হয়। একটিকে নিঃস্বার্থ ভালবাসতে শিখতে পারলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়। ইষ্ট-দেবতাবিশেষে ভক্তি হলে ক্রমে বিরাট্ ব্রহ্মে প্রীতি হইতে পারে।

অতএব একজনের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারলে তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা কহা উচিত, তার আগে নয়। সকাম থেকেই নিষ্কাম হয়। কামনা না আগে থাকলে কি কখন তাহার ত্যাগ হয়? আর তার মানেই বা কি? অন্ধকার না থাকলে কি কখন আলোকের মানে হয়?

সকাম, সপ্রেম পূজাই প্রথম। ছোটর পূজাই প্রথম, তারপর আপনা আপনি বড় আসবে।

মা, তুমি চিন্তিত হয়ো না। বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। কাঠ নেড়ে দিলে বেশী জ্বলে, সাপের মাথায় আঘাত লাগলে তবে সে ফণা ধরে, ইত্যাদি। যখন হৃদয়ের মধ্যে মহাযাতনা উপস্থিত হয়, চারিদিকে দুঃখের ঝড় উঠে, বোধ হয় যেন এ যাত্রা আলো দেখতে পাব না, যখন আশা ভরসা প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, তখনই এই মহা আধ্যাত্মিক দুর্য্যোগের মধ্য হইতে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্যোতি স্ফূর্ত্তি পায়। ক্ষীর ননী খেয়ে, তূলোর উপর শুয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছেন? কাঁদতে ভয় পাও কেন? কাঁদ। কেঁদে কেঁদে তবে চোখ সাফ হয়, তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবে আস্তে আস্তে মানুষ জন্তু গাছপালা দূর হয়ে তার জায়গায় সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়।

তখন—

"সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥"

সর্ব্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান ঈশ্বরকে জানিয়া নিজে আর নিজেকে হিংসা করেন না (অর্থাৎ সবই তিনি); তখনই পরমা গতি প্রাপ্ত হন।

সদা শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

(২১৫)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

মঠ, বেলুড়
২৬শে ডিসেম্বর, ১৯০০

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রে সমস্ত অবগত হলুম। শরীর যদি খারাপ হয়, অবশ্য এখানে তোমার আসা উচিত নয়—এবং আমিও কল্য মায়াবতী যাচ্ছি। সেখানে আমার একবার যাওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

আলাসিঙ্গা যদি আসে আমার প্রত্যাগমন-অপেক্ষা তাকে করতে হবে। কানাই সম্বন্ধে এরা কি করছে—তা জানি না। আমি আলমোড়া হতে শীঘ্রই ফিরবো, তারপর মান্দ্রাজ যাওয়া হতে পারে। ওয়ানিয়ামবড়ি হতে এক পত্র পেয়েছি—তাদের আমার আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা জানিয়ে এক পত্র লিখো এবং আমি মান্দ্রাজ আসবার সময় অবশ্য সে স্থান হয়ে আসব এ কথা জানিও। সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে। তুমি অতিরিক্ত পরিশ্রম করবে না। আর সমস্ত মঙ্গল। ইতি

বিবেকানন্দ

(২১৬) ইং

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
২৬শে ডিসেম্বর, ১৯০০

প্রিয় জো,

আজকার ডাকে তোমার চিঠি পেলাম। সেই সঙ্গে মা এবং

এ্যালবার্টার চিঠিও পেলাম। এ্যালবার্টার পণ্ডিত বন্ধুবর রুশদেশ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা প্রায় আমার ধারণারই অনুরূপ। তার চিন্তার একটা জায়গায় শুধু মুশকিল দেখছি—সমগ্র হিন্দুজাতির পক্ষে এককালে রুশভাবে ভাবিত হওয়া সম্ভব কি?

আমাদের প্রিয় বন্ধু মিঃ সেভিয়ার আমি পৌছবার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের পাশ দিয়ে যে নদীটি প্রবাহিত আছে, তারই তীরে হিন্দুরীতিতে তাঁর সৎকার করা হয়েছে। ব্রাহ্মণরা তাঁর পুষ্পমাল্যশোভিত দেহ বহন করে নিয়েছিল এবং ব্রহ্মচারীরা বেদধ্বনি করেছিল।

আমাদের আদর্শের জন্য ইতোমধ্যেই দুই জন ইংরাজের আত্মদান হয়ে গেল। ইহার ফলে প্রিয় প্রাচীন ইংলণ্ড ও তার বীর সন্তানগণ আমার আরও প্রিয় হয়ে উঠেছে। ইংলণ্ডের সর্ব্বোত্তম শোণিতধারায় ভবিষ্যৎ ভারতের চারাগাছটিকে মহামায়া যেন বারিসিঞ্চিত করছেন—মহামায়ারই জয় হউক।

প্রিয় মিসেস্ সেভিয়ার অবিচলিত আছেন। প্যারিসের ঠিকানায় তিনি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা এই ডাকে ফিরে এল। আগামী কাল আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পাহাড়ে যাব। ভগবান আমাদের এই প্রিয় ও সাহসী মহিলাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আমি নিজে দৃঢ় এবং শান্ত আছি। আজ পর্য্যন্ত ঘটনার আবর্ত্তন কখনো আমাকে বিচলিত করতে পারে নি; আজও মহামায়া আমাকে অবসন্ন হতে দেবেন না।

শীতাগমের সঙ্গে সঙ্গে এ স্থান ভারী আরামপ্রদ হয়ে উঠেছে!

অনাচ্ছাদিত তুষারাবরণে হিমালয় আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।

মিঃ জন্‌ষ্টন্‌ নামক যে যুবকটি নিউ ইয়র্ক হতে রওনা হয়ে এসেছিল, সে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণ করেছে এবং বর্ত্তমানে মায়াবতীতে আছে।

টাকাটা সারদানন্দের নামে মঠে পাঠিয়ে দিও, কারণ আমি পাহাড়ে চলে যাচ্ছি।

তারা তাদের সাধ্য মত ভাল কাজই করেছে। সেজন্য আমি খুশী আছি এবং পূর্ব্বেকার স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য যে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলাম তজ্জন্য নিজেকেই বেকুব মনে করছি। তারা বরাবরেরই মত সৎ ও বিশ্বাসী আছে এবং তাদের শরীরও সুস্থ আছে।

মিসেস্‌ বুলকে এ সকল সংবাদ দিও এবং বলিও যে, তিনিই বরাবর ঠিক বলেছেন আর আমারই ভুল হয়েছে। তজ্জন্য আমি সহস্রবার তাঁর নিকট ক্ষমা চাইছি।

তাঁকে ও এম্—কে আমার অগাধ ভালবাসা দিও।

(আজ) পিছনের পানে তাকাই যখন
হেরি সবকিছু ঠিকই আছে,
আমার দুঃখের তমিস্র মাঝে
দিব্য আত্মা একটিতো আছে।

এম্—কে, মিসেস্‌ সি—কে, প্রিয় জুল বোঁয়াকে আমার অনন্ত ভালবাসা জানাবে। প্রিয় জো, তুমি আমার প্রণাম ও ভালবাসা জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

(২১৭) ইং

মায়াবতী, হিমালয়

৬ই জানুয়ারী, ১৯০১

প্রিয় ধীরা মাতা,

ডাক্তার বসু আপনার মারফতে যে 'নাসদীয় সূক্ত' পাঠিয়েছিলেন, আমি এখনি তার অনুবাদ পাঠিয়ে দিলাম। আমি অনুবাদটিকে যতটা সম্ভব আক্ষরিক করতে চেষ্টা করেছি। আশা করি, ডাক্তার বসু ইতোমধ্যে পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করেছেন।

মিসেস্ সেভিয়ার খুব দৃঢ়মনা মহিলা এবং তিনি খুব শান্তভাবে ও সবলচিত্তেই তাঁর সর্ব্বনাশকে বরণ করে নিয়েছেন। তিনি এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডে যাচ্ছেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে যাচ্ছি।...

এ স্থানটি অতীব সুন্দর এবং তারা একে খুব মনোরম করে তুলেছে।...

আপনার চিরস্নেহাবদ্ধ সন্তান

বিবেকানন্দ

পুনঃ—৺কালী দুটি বলি গ্রহণ করেছেন; উদ্দেশ্যসাধনে দুজন ইউরোপীয় শহীদ আত্মত্যাগ করেছেন—এখন উহা অতি সুন্দর ভাবে এগিয়ে চলবে।

বি

(২১৮) ইং

মায়াবতী, হিমালয়
১৫ই জানুয়ারী, ১৯০১

প্রিয় ষ্টার্ডি,

সারদানন্দের কাছে খবর পেলাম যে, ইংলণ্ডের কাজের জন্য যে ১,৫২৯।৵৫ পাই হাতে ছিল, তা তুমি মঠে পাঠিয়ে দিয়েছ। ইহা ভাল কাজেই লাগিবে নিশ্চিত।

প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে কাপ্তেন সেভিয়ার দেহত্যাগ করেছেন। তাঁহারা এই পর্ব্বতোপরি একটি সুন্দর আশ্রম স্থাপন করেছেন; আর মিসেস্ সেভিয়ারের ইচ্ছা যে, তিনি উহার সংরক্ষণ করেন। আমি এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি এবং হয় ত তাঁরই সঙ্গে ইংলণ্ডে যেতে পারি।

আমি প্যারিস থেকে তোমায় একখানি পত্র লিখেছিলাম, তুমি বোধ হয় তা পাও নি।

মিসেস্ ষ্টার্ডির দেহত্যাগের খবরে বড়ই দুঃখিত হলাম। তিনি সাধ্বী স্ত্রী ও স্নেহময়ী মাতা ছিলেন; এ জীবনে এরূপ মহিলা বড় একটা চোখে পড়ে না।

এ জীবন আঘাতপূর্ণ; কিন্তু সে আঘাতের ব্যথা যেমন করেই হোক চলে যায়—এই যা আশা!

তোমার বিগত চিঠিতে খোলাখুলিভাবে তোমার মনোভাব প্রকাশ করেছ বলে যে আমি চিঠি লিখা বন্ধ করেছি—তা নয়! আমি শুধু ঢেউটা চলে যাবার অপেক্ষায় ছিলাম—এই

হচ্ছে আমার রীতি! পত্র লিখলে তিলকে তাল করে তোলা হত।

মিসেস্ জন্‌সন্ ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে দয়া করে তাদিগকে আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানিয়ো। ইতি

চিরসত্যবদ্ধ
তোমার
বিবেকানন্দ

(২১৯) ইং

মঠ
১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০১

প্রিয় জো,

এই মাত্র তোমার সুন্দর ও সুদীর্ঘ চিঠিখানি পেলাম। মিস্ কর্ণেলিয়া সোরাবজীর সহিত তোমার দেখা হয়েছিল ও তুমি তাঁকে পছন্দ কর জেনে আমি খুব প্রীত হয়েছি। তাঁর বাবার সঙ্গে আমার পুণাতে পরিচয় হয়; তা ছাড়া তাঁর একটি ছোট বোন আমেরিকায় ছিল, তাকেও আমি জানতাম। লিমডির ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে যে সন্ন্যাসী পুণাতে বাস করতেন, তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে হয়ত কর্ণেলিয়ার মাও আমাকে চিনবেন।

আশা করি, তুমি বরোদায় গিয়ে মহারাণীর সঙ্গে দেখা করবে।

আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছি এবং কিছু কাল

এভাবে থাকব বলেই বিশ্বাস। আমি এইমাত্র মিসেস্ সেভিয়ারের কাছ থেকে একখানি চমৎকার চিঠি পেয়েছি; তিনি তাতে তোমার সম্বন্ধে কত সব ভাল কথাই না লিখেছেন।

মিঃ টাটার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল ও তাঁকে খুব দৃঢ়চেতা ও সজ্জন বলে তোমার মনে হয়েছে জেনে বিশেষ খুশী হয়েছি।

বোম্বে যাবার মত শক্তি যদি পাই, তবে সেখানে যাবার আমন্ত্রণ আমি অবশ্যই গ্রহণ করব।

তুমি যে জাহাজে কলম্বো যাবে উহার নাম অবশ্যই তার করে জানিয়ো। আমার আন্তরিক ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমার স্নেহশীল

বিবেকানন্দ

(২২০) ইং

মঠ, বেলুড়

হাওড়া

প্রিয় জো,

তোমার কাছে আমি যে বিপুল ঋণে ঋণী আছি, তার পরিশোধ আমি কল্পনাতেও করতে পারি না। তুমি যেখানেই থাক না কেন, আমার মঙ্গলকামনা করতে কখনও ভুল হয় না। আর তুমি হচ্ছ একমাত্র ব্যক্তি যে এ সব শুভেচ্ছার উপরও আমার সব বোঝা তুলে নাও এবং আমার সর্ব্বপ্রকার বদ মেজাজ সহ্য কর।

তোমার জাপানী বন্ধু বড়ই সহৃদয়তা দেখিয়েছেন; কিন্তু আমার স্বাস্থ্য এতই খারাপ যে, আমার ভয় হয়, আমি জাপানের জন্য সময় করতে পারব না। আর কিছু না হউক, শুধু সব সহৃদয় বন্ধু-বান্ধবের তথ্য নেবার জন্যও নিজেকে একবার বোম্বে প্রেসিডেন্সির ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে।

তা ছাড়াও (জাপানে) যেতে আসতেই দু মাস কেটে যাবে, আর থাকতে পারব মাত্র এক মাস; এ ত আর কাজ করার পক্ষে তেমন সুবিধাজনক নয়—কি বল? সুতরাং তোমার জাপানী বন্ধু আমার ভাড়ার জন্য যে টাকা পাঠিয়েছেন, তুমি তা দিয়ে দিও; তুমি যখন নভেম্বরে ভারতে আসবে, তখন আমি তা শোধ করব।

আসামে আমার রোগের ভয়ানক পুনরাক্রমণ হয়; ক্রমে সেরে উঠছি। বোম্বের লোকেরা আমার জন্য অপেক্ষা করে করে হয়রান হয়ে গেছে; এবার তাদের দেখতে যাব।

এ সব সত্ত্বেও যদি তুমি চাও যে, আমার যাওয়া উচিত, তবে তোমার পত্রপাঠ আমি যাত্রা করব।

মিসেস্ লেগেট লণ্ডন থেকে এক পত্র লিখে জানতে চেয়েছেন যে, তাঁদের প্রেরিত ৩০০ পাউণ্ড আমি পেয়েছি কি না। উহা এসেছে এবং পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুযায়ী আমি এক সপ্তাহ পূর্ব্বে বা তারও আগে "মনরো এণ্ড কোং, প্যারিস"—এই ঠিকানায় তা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি।

তাঁর যে শেষ চিঠিখানি এসেছে, তার খামটা অতি হত-চ্ছাড়ার মত কে ছিঁড়ে দিয়েছে। ভারতের ডাক বিভাগ

আমার চিঠিগুলিকে একটু ভদ্রভাবে খুলবারও চেষ্টা করে না!

তোমার চির স্নেহশীল
বিবেকানন্দ

(২২১) ইং
স্বামী স্বরূপানন্দকে লিখিত

মঠ
১৫ই মে, ১৯০১

প্রিয় স্বরূপ,

নাইনিতাল হতে লিখিত তোমার পত্র বিশেষ উদ্দীপনা-পূর্ণ। আমি সবেমাত্র পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম পরিভ্রমণ করে ফিরেছি। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও আমি অত্যন্ত ক্লান্ত এবং ভেঙ্গে পড়েছি।

যদি বরোদার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করলে সত্যিকার কোন কাজ হয়, তবে আমি যেতে রাজী আছি; নতুবা ভ্রমণের শ্রম এবং খরচের মধ্যে যেতে চাই না। সুতরাং মহারাজের সহিত দেখা করলে আমাদের কার্য্যের সাহায্য হবে কি না তদ্বিষয়ে তোমার অভিমত—বিশেষ চিন্তা করে এবং সংবাদাদি নিয়ে আমাকে জানাবে। আমি এই মাত্র মিসেস্ সেভিয়ারের কাছ থেকে সুন্দর একখানি চিঠি পেলাম। অমরনাথ ও নাইনিতালের অপর সব বন্ধুদের ভালবাসা জানাবে। তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

(২২২)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত

মঠ, বেলুড়, হাওড়া জেলা
৩রা জুন, ১৯০১

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পেয়ে হাসিও পেলে, কিঞ্চিৎ দুঃখও হল। হাসির কারণ এই যে, পেট গরমের কি স্বপ্ন দেখে তুমি একটা সত্য ঠাউরে নিজেকে দুঃখিত করেছ—দুঃখের কারণ যে, এতে বোঝা যায় যে, তোমার শরীর ভাল নয়—তোমার স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষে বিশ্রামের একান্ত আবশ্যক!

আমি তোমাকে কস্মিন্‌কালেও শাপ দিই নাই, আজ কেন দেব? আজন্ম আমার ভালবাসার পরিচয় পেয়ে কি আজ তোমাদের অবিশ্বাস হলো? অবশ্য আমার মেজাজ চিরকালই খারাপ, তায় আজকাল রোগে পড়ে মধ্যে মধ্যে বড্ডই ভয়ঙ্কর হয়—কিন্তু নিশ্চিত জেনো যে, সে ভালবাসা যাবার নয়।

আমার শরীর আজকাল আবার একটু ভাল হচ্ছে। মান্দ্রাজে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে কি? দক্ষিণে একটু বর্ষা আরম্ভ হলেই আমি বোধ হয় বম্বে, পুণা হয়ে মান্দ্রাজ যাব। বর্ষা আরম্ভ হলেই বোধ হয় দক্ষিণের প্রচণ্ড গরম থেমে যাবে।

সকলকে আমার বিশেষ ভালবাসা দিও, তুমিও জানিও।

কাল শরৎ দার্জ্জিলিং হতে মঠে এসেছে—শরীর অনেক সুস্থ পূর্ব্বাপেক্ষা। আমি বঙ্গদেশ আর আসাম ভ্রমণ করে এস্থানে পৌঁছেছি। সকল কাজেই নরম গরম আছে—কখন অধিত্যকা, কখন উপত্যকা। আবার উঠবে। ভয় কি?...

যাহা হক, আমি বলি যে তুমি কাজকর্ম্ম কিছুদিনের জন্য বন্ধ করে একদম মঠে চলে এস—এখানে মাসখানেক বিশ্রামের পর তুমি আমি একসঙ্গে will make a grand tour (বিরাট ভ্রমণে বেরুব) in Gujrat, Bombay, Poona, Hyderabad, Mysore to Madras (গুজরাট, বোম্বে, পুনা, হায়দরাবাদ ও মহীশূর হয়ে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত)। Would not that be grand (সত্যিই এটা কি খুব চমৎকার হবে না)! তা না যদি পার একান্ত মান্দ্রাজের লেকচার এখন একমাস স্থগিত থাক—তুমি ছুটি ছুটি খাও আর খুব ঘুমাও। আমি দুই তিন মাসের মধ্যে সেথা আসছি। যা হোক পত্রপাঠ একটা বিচার করে লিখবে। ইতি

সাশীর্ব্বাদং

বিবেকানন্দস্য

(২২৩) ইং

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত

প্রিয় শশী,

আমি আমার মায়ের সহিত ৺রামেশ্বর যাচ্ছি—এই তো কথা! আমি আদৌ মান্দ্রাজে যাব কি না জানি না। একান্তই যদি যাই, উহা সম্পূর্ণ গোপনে। আমার দেহ মন একেবারে অবসন্ন; একজন লোকের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

আমি কারো সাথী হচ্ছি না; কাউকে সঙ্গে নেবার মত শক্তি, অর্থ বা ইচ্ছা আমার নাই—তারা গুরু মহারাজের

ভক্ত হোক আর না হোক আসে যায় না। এরূপ প্রশ্ন করাই তোমার পক্ষে অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হয়েছে।

তোমায় আবার বলছি—আমি এখন মরে আছি বললেই চলে এবং কারো সহিত সাক্ষাৎ করতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। এরূপ ব্যবস্থা যদি তুমি না করতে পার আমি মান্দ্রাজে যাব না।

শরীর বাঁচাবার জন্য আমায় একটু স্বার্থপর হতে হচ্ছে। যোগেন-মা প্রভৃতি নিজেদের ব্যবস্থা করুন। আমার স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় আমি কাউকে সঙ্গে নিতে পারব না। আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(২২৪) ইং

মঠ, বেলুড়

১৮ই জুন, ১৯০১

প্রিয় জো,

তোমার চিঠির সঙ্গে মিঃ ওকাকুরার টাকার রসিদ পাঠালাম। তোমার সব রকম চালাকির জন্যই আমি প্রস্তুত।

যা হোক, আমি যাবার জন্য সত্যই চেষ্টা করছি। কিন্তু জানই ত—যেতে এক মাস, ফিরতে এক মাস, আর থাকতে হবে দিন কয়েক! তা হোক, আমি যাথাসাধ্য চেষ্টা করছি; তবে আমার অতীব ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং কিছু আইনঘটিত ব্যাপার ইত্যাদির জন্য একটু দেরী হতে পারে। ইতি

সতত স্নেহশীল

বিবেকানন্দ

(২২৫) ইং

ভগিনী ক্রিশ্চিনকে লিখিত

বেলুড় মঠ

৬ই জুলাই, ১৯০১

এক এক বার এক একটা কাজের ঝোঁক যেন আমাকে পেয়ে বসে। আজ লেখার নেশায় আছি। তাই সর্ব্বাগ্রে তোমাকেই কয়েক পঙ্‌ক্তি লিখছি। দুর্নাম আছে যে, আমার স্নায়ু-প্রধান ধাত—আমি অল্পেতেই ব্যাকুল হয়ে পড়ি। কিন্তু প্রিয় ক্রিশ্চিন, এ বিষয়ে তুমিও ত আমার চেয়ে নেহাৎ কম বলে মনে হয় না। আমাদের জনৈক কবি লিখিয়াছেন, "হয় ত পর্ব্বত নিশ্চিহ্ন হবে, অগ্নিও শীতল হবে, কিন্তু মহতের হৃদয় কখনো মহত্ত্ব হারাবে না"। আমি ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু আমি জানি যে তুমি মহৎ, আর তোমার মহত্ত্বে আমার সর্ব্বদা আস্থা আছে। অপর সকল বিষয়ে ভাবনা হলেও তোমার সম্পর্কে আমার অণুমাত্র দুশ্চিন্তা নাই।

জগজ্জননীর নিকটে আমি তোমাকে সমর্পণ করেছি। তিনিই তোমাকে সতত রক্ষা করবেন ও পথ দেখাবেন। আমি ইহা নিশ্চিত জানি যে, কোন অনিষ্ট তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না—কোন বাধাবিঘ্ন মুহূর্ত্তের তরেও তোমাকে দাবাতে পারবে না। ইতি

ভগবদাশ্রিত

বিবেকানন্দ

(২২৬) ইং

মঠ, বেলুড়,
হাওড়া
২৯শে আগষ্ট, ১৯০১

স্নেহাশীর্ব্বাদভাজনেষু,

আমার শরীর ক্রমেই সুস্থ হচ্ছে, যদিও এখনও আমি খুবই দুর্ব্বল। আমার...সুগার বা এ্যাল্‌বুমেন নাই দেখে সকলেই অবাক। বর্ত্তমান গণ্ডগোলের একমাত্র কারণ স্নায়ুদৌর্ব্বল্য। যাই হোক, আমি ক্রমে সেরে উঠছি।

মা ঠাকরুণ দয়া করে যে প্রস্তাব করেছেন তাতে আমি বিশেষ কৃতার্থ হয়েছি। কিন্তু মঠের সবাই বলছে যে, নীলাম্বর বাবুব বাড়ী, এমন কি গোটা বেলুড় গ্রামই এ মাসে ও পরের মাসে ম্যালিরিয়াতে ছেয়ে যায়। তার পর ভাড়াও অত্যধিক। সুতরাং মা ঠাকরুণ যদি আসতে চান, তবে আমি তাঁকে এই পরামর্শ দিই যে, তিনি কলকাতায় একটি ছোট বাড়ী ঠিক করুন। আমিও হয়ত সম্ভবতঃ কলকাতায় গিয়েই থাকব; কারণ বর্ত্তমান শারীরিক দুর্ব্বলতার উপর আবার ম্যালেরিয়া হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। আমি এখনও সারদানন্দ বা ব্রহ্মানন্দের মত লই নাই। তারা দু জনেই কলকাতায় আছে। এ দু মাস কলকাতার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল এবং খরচও অনেক কম।

ফল কথা, প্রভু তাঁকে যেরূপ চালান, সেরূপই চলা উচিত। আমরা শুধু পরামর্শ দিতে পারি, আর সে পরামর্শও একেবারেই বাজে। তিনি যদি থাকার জন্য নীলাম্বর বাবুর বাড়ীই পছন্দ

করেন, তবে ভাড়া ইত্যাদি আগে থেকেই ঠিক করে রেখো। মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক—আমি ত এইটুকুই বুঝি।

আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানবে। ইতি

সতত প্রভুপদাশ্রিত
বিবেকানন্দ

(২২৭) ইং

মঠ, বেলুড়,
হাওড়া
সেপ্টেম্বর (?), ১৯০১

স্নেহাশীর্ব্বাদভাজনেষু,

ব্রহ্মানন্দ ও অপর সকলের মতামত জানা আবশ্যক হওয়ায় এবং তাহারা সকলেই কলকাতায় থাকায় তোমার শেষ পত্রের উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল।

সারা বছরের জন্য বাড়ী লওয়ার সিদ্ধান্তটা ভেবে চিন্তে করতে হবে। একদিকে যেমন এ মাসে বেলুড়ে ম্যালেরিয়া হবার ভয় আছে, অপর দিকে তেমনি কলকাতায় প্লেগের ভয়। তা ছাড়া কেহ যদি গাঁয়ের ভেতরে যাওয়া সম্বন্ধে সাবধান থাকে তবে ম্যালেরিয়া থেকে বেঁচে যেতে পারে; কারণ নদীর ধারে ম্যালেরিয়া মোটেই নাই। প্লেগ এখনও নদীর ধারে আসে নি; আর প্লেগের এই প্রকোপকালে এ গাঁয়ে যে কটা বাড়ী ছিল, সবই মাড়োয়ারীদের দ্বারা ভরে গেছে।

তা ছাড়া, বেশী পক্ষে তুমি কত পর্য্যন্ত ভাড়া দিতে পার তা জানান আবশ্যক; তা হলে আমরা তদনুযায়ী বাড়ী দেখব। আর একটা উপায় হচ্ছে, কলকাতায় বাড়ীটি নেওয়া।

আমি নিজে কলকাতায় বিদেশী বনে গেছি বললেই চলে। কিন্তু অপরেরা তোমার পছন্দ মত বাড়ী দেখে দেবে। তুমি যত শীঘ্র পার এ দুটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত করতে পারলেই অপরেরা তোমার পছন্দ মত বাড়ী দেখে দেবে—(১) মা ঠাকরুণ বেলুড়ে থাকবেন কিংবা কলকাতায়? (২) যদি কলকাতায় থাকেন তবে ভাড়া কত এবং কোন্ পাড়ায় থাকা তাঁর পক্ষে ভাল? তোমার উত্তর পেলে এ কাজটা ঝট হয়ে যাবে।

আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনঃ—আমরা এখানে সবাই ভাল আছি। মতি এক সপ্তাহ কলকাতায় থেকে ফিরে এসেছে। গত তিন দিন যাবৎ এখানে দিন রাত বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের দুটি গরুর বাচ্চা হয়েছে।

(২২৮) ইং

মঠ, বেলুড়
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১

প্রিয়—,

আমরা সকলেই সাময়িক আবেগে চলি—অন্ততঃ এ কাজটার বেলায় তাই। আমি স্প্রিংটি (কাজের ঝোঁকটি) চেপেই রাখতে চাই; কিন্তু একটা কিছু এমন ঘটে যায়, যার ফলে উহা লাফিয়ে ওঠে; আর তাই দেখতেই ত পাচ্ছ—এই চিন্তা চলছে, স্মরণ হচ্ছে, লেখা হচ্ছে, আঁচর কাটা হচ্ছে—আরো কত কি কিছু!

বর্ষার কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, পূর্ণবেগে উহা এসে পড়েছে, আর দিন রাত চলেছে মুষলধারে বর্ষণ, কেবল বর্ষণ, বর্ষণ আর বর্ষণ। নদী সব ফুলে উঠে দু কূল ভাসিয়ে চলেছে, দিঘি-পুকুর সব ভরপুর।

মঠভূমিতে যে বর্ষার জল দাঁড়ায় তার নিষ্কাষণের জন্য একটি গভীর নরদমা কাটা হচ্ছে। সেই কাজে খানিকটা খেটে আমি এই মাত্র ফিরলাম। কোন কোন জায়গায় বৃষ্টির জল কয়েক ফুট দাঁড়িয়ে যায়। আমার সেই বিশালকায় সারসটি এবং হংস-হংসীগুলি খুব স্ফূর্তিতেই আছে। আমার পোষা কৃষ্ণসারটি মঠ হতে পালিয়েছিল এবং তাকে খুঁজে বের করতে আমাদিগকে দিন কয়েক বেশ উদ্বেগে কাটাতে হয়েছে। আমার একটি হংসী দুর্ভাগ্যক্রমে কাল মারা গেছে। প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। আমাদের একজন রসিক বৃদ্ধ সাধু তাই বলছিলেন, "মশায়, এই কলিযুগে যখন ঠাণ্ডা ও বৃষ্টিতে হাঁসেরও সর্দ্দি লাগে, আর ভেকও হাঁচতে শুরু করে তখন এ যুগে বেঁচে থেকে আর লাভ নেই।"

একটি রাজহংসীর পালক খসে যাচ্ছিল। আর কোন প্রতিকার জানা না থাকায় একটা টবে খানিকটা জলের সঙ্গে একটু কার্ব্বলিক এসিড মিশিয়ে তাতেই কয়েক মিনিটের জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল—উদ্দেশ্য ছিল যে, হয় একদম সেরে উঠবে, না হয় মরে যাবে; তা হংসীটি এখন ভাল আছে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(২২৯) ইং

বেলুড়

৮ই অক্টোবর, ১৯০১

প্রিয়—,

...জীবনের প্রবাহে আমি উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চলেছি। আজ যেন কতকটা নীচের দিকে...।

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(২৩০) ইং

মঠ, পোঃ বেলুড়,

হাওড়া

৮ই নভেম্বর, ১৯০১

প্রিয় জো,

Abatement (কমে যাওয়া) কথাটার ব্যাখ্যাসমেত যে পত্রখানি গেছে, তা তুমি ইতোমধ্যে পেয়েছ নিশ্চয়। আমি নিজে সে পত্রও লিখি নি আর টেলিগ্রামও পাঠাই নি। আমি তখন এত অসুস্থ ছিলাম যে, দুটোর একটাও করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণের পর থেকে শয্যাগত আছি বললেই হয়। দৃষ্টিশক্তির হ্রাস-হওয়া-রূপ অধিক উপসর্গ জোটায় এখন আমি পূর্ব্বাপেক্ষাও খারাপ। এসব বিষয় আমি লিখতুম না; কিন্তু কেউ কেউ দেখছি সব খুঁটিনাটি চায়।

যা হোক, তুমি তোমার জাপানী বন্ধুদের নিয়ে আসছ জেনে আমি খুব আনন্দিত হলুম। আমার ক্ষমতায় যতটা কুলায়,

আমি তাঁদের খাতির যত্ন করব। খুব সম্ভব আমি তখন মাদ্রাজে থাকব। আমি ভাবছি যে, আগামী সপ্তাহে কলকাতা ছাড়ব এবং ক্রমে দক্ষিণ দেশে এগিয়ে যাব।

তোমার জাপানী বন্ধুদের সঙ্গে উড়িষ্যার মন্দিরগুলি দেখা সম্ভব হবে কিনা জানি না। আমি ম্লেচ্ছদের খাবার খেয়েছি বলে আমাকেই ঢুকতে দেবে কিনা জানি না। লর্ড কার্জ্জনকে ভেতরে যেতে দেয় নি।

যা হোক, আমার পক্ষে যতটা করা সম্ভব তা আমি তোমার বন্ধুদের জন্য সদাই করতে প্রস্তুত। মিস্ মূলার কলকাতায় আছেন। অবশ্য তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করেন নি।

সতত স্নেহশীল
তোমাদের
বিবেকানন্দ

(২৩১)

স্বামী স্বরূপানন্দকে লিখিত

গোপাললাল ভিলা,
বানারস ছাউনি
৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০২

প্রিয় স্বরূপ,

মিসেস্ বুলের অক্ষকাস্থি (Collar-bone) এর অবস্থা জেনে বড় কষ্ট হল। আশা করি চলে-ফিরে বেড়াবার মত শক্তি তিনি পাবেন। তাঁকে আমার আন্তরিক ভালবাসা জানাবে।

চারুর চিঠি সম্বন্ধে বক্তব্য এই, তাকে বলবে সে যেন ব্রহ্মসূত্র নিজে নিজে পড়ে। 'ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসঙ্গ আছে', চারুর এ কথার অর্থ কি? অবশ্য সে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যগুলিকে লক্ষ্য করেই একথা বলেছে; আর যদি সে তাদের লক্ষ্য না করে থাকে, তবে তার তা করা উচিত; তাদের মধ্যে শঙ্কর ত শুধু শেষ ভাষ্যকার। বৌদ্ধসাহিত্যে অবশ্য বেদান্তের উল্লেখ আছে, আর বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান শাখা ত এখনও অদ্বৈতপন্থী। বৌদ্ধ অমরসিংহ বুদ্ধদেবের একটি নাম অদ্বয়বাদী বলে উল্লেখ করলেন কেন? চারু লিখেছে, উপনিষদে ব্রহ্ম শব্দের উল্লেখ নাই!! কি আহাম্মকি!

আমার মতে বৌদ্ধধর্ম্মের শাখাদ্বয়ের মধ্যে মহাযান প্রাচীনতর। মায়াবাদ ঋক্‌সংহিতার ন্যায়ই প্রাচীন। শ্বেতাশ্বতরে যে 'মায়া' শব্দ আছে উহা প্রকৃতির ভাব হতে ক্রমশঃ বিকশিত হয়েছে। আমার মতে ঐ উপনিষদ্ অন্ততঃ বৌদ্ধধর্ম্ম হতে প্রাচীনতর।

সম্প্রতি আমি বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব জেনেছি; আর আমি এটা প্রমাণ করতে প্রস্তুত আছি যে—

(১) নানা আকারের শিবপূজা বৌদ্ধদের পূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধগণ শৈবদিগের স্থানসমূহ দখল করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাতে অকৃতকার্য্য হয়ে সেই আবেষ্টনীরই মধ্যে নিজেদের নূতন নূতন স্থান করেছিল—যেমন বুদ্ধগয়ায় ও সারনাথে।

(২) অগ্নিপুরাণে গয়াসুর সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, তাতে (যেমন ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত) বুদ্ধদেবকে মোটেই লক্ষ্য করা হয় নি, উহা কেবল পূর্ব্বপ্রচলিত একটি উপাখ্যান মাত্র।

(৩) বুদ্ধ যে গয়শীর্ষ পর্ব্বতে বাস করতে গিয়েছিলেন, তাতে ঐ স্থানের পূর্ব্বাস্তিত্বই প্রমাণিত হয়।

(৪) পূর্ব্ব হতেই গয়াতে পিতৃ-উপাসনা প্রচলিত ছিল, আর বৌদ্ধেরা হিন্দুদের কাছ থেকে পদচিহ্ন-উপাসনার অনুকরণ করেছিল।

(৫) বারাণসী সম্বন্ধে বক্তব্য এই—ইহা শিবোপাসনার একটি প্রধান স্থান ছিল ইত্যাদি কথা প্রাচীনতম লিপিসকল হতেও প্রমাণিত হয়।

আমি বুদ্ধগয়া ও বৌদ্ধ সাহিত্য হতে যা শিখেছি, সে অনেক কথা। চারুকে মূর্খগণের মত দ্বারা পরিচালিত না হয়ে নিজে নিজে পড়তে বল।

আমি এখানে বারাণসীতে বেশ ভালই আছি। যদি ধীরে ধীরে এ ভাবেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে থাকে, তবে বিশেষ লাভই হবে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধ-বিষয়ে আমার মনে সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে। আমি এ বিষয়ে যে একটু আধটু আলোক পেয়েছি, তা বিশেষভাবে বুঝাবার পূর্ব্বেই আমার শরীর যেতে পারে; কিন্তু কি ভাবে এ বিষয়ে অগ্রসর হতে হবে, তা আমি দেখিয়ে দিয়ে যাব; তোমাকে ও তোমার গুরুভাইগণকে উহা কার্য্যে পরিণত করতে হবে। তুমি আমার বিশেষ ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(২৩২)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

গোপাললাল ভিলা,
বেনারস ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট
১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০২

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রে সবিশেষ জানিয়া আনন্দিত হলাম। নিবেদিতার স্কুল সম্বন্ধে যা আমার বলবার ছিল তাঁকে লিখেছি। বলবার এই যে, তাঁর যা ভাল বিচার হয় করবেন।

আর কোন বিষয়ের মতামত আমায় জিজ্ঞাসা করো না। তাতে আমার মাথা খারাপ হয়। তুমি কেবল ঐ কাজটা করে দিও—এই পর্য্যন্ত। টাকা পাঠিয়ে দিয়ো; কারণ উপস্থিত দু চার টাকা মাত্র আছে।

কানাই মাধুকরী খায়, ঘাটে জপ করে, রাত্রে এসে শোয়; ন্যাদা poor man's work (গরীব লোকের কাজ) করে; রাত্রে এসে শোয়। খুড়ো (Okakura) আর নিরঞ্জন আগ্রায় গেছে; আজ তাদের পত্র আসতে পারে।

যেমন প্রভু করাবেন করে যেও। এদের ওদের মতামত কি? সকলকে আমার ভালবাসা জানিয়ো এবং ছেলেদের। ইতি

বিবেকানন্দ

(২৩৩) ইং

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত

৺কাশীধাম
১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০২

সর্ব্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উদ্বুদ্ধ হোক, মহামায়া স্বয়ং

তোমার হৃদয়ে এবং বাহুতে অধিষ্ঠিতা হউন! অপ্রতিহত মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত হউক এবং সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে অসীম শান্তিও তুমি লাভ কর—এই আমার প্রার্থনা।···

যদি শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য হন তবে যেমন ভাবে তিনি আমাকে জীবনে পথ দেখিয়েছেন ঠিক তেমনি ভাবে কিংবা তদপেক্ষা সহস্রগুণ স্পষ্টতরভাবে তোমাকেও যেন তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।

(২৩৪)

গোপাললাল ভিলা,
বানারস ছাউনী
১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০২

অভিন্নহৃদয়েষু,

কাল তোমায় যে পত্র লিখেছি টাকার প্রাপ্তিস্বীকার সহিত তাহা এতক্ষণে নিশ্চিত পেয়েছ। আজ এ পত্র লেখবার প্রধান উদ্দেশ্য···—সম্বন্ধে। তুমি পত্রপাঠ তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসবে। ···তারপর রোগ কি, গয়ায় কেমন ছিল ইত্যাদি; একটা খুব সুযোগ্য ডাক্তার ডাকিয়ে রোগটি বেশ নির্ণয় করে নেবে। তারপর রামবাবুর বড় মেয়ে বিষ্টুমোহিনী এখন কোথায়?—সে সম্প্রতি বিধবা হয়েছে···।

রোগের চেয়ে ভাবনা বড়! দু'দশ টাকা যা দরকার হয় দেবে। যদি একজনের মনে এ সংসার-নরককুণ্ডের মধ্যে একদিনও একটু আনন্দ ও শান্তি দেওয়া যায় সেইটুকুই সত্য, এইত আজন্ম ভোগে দেখছি—বাকী সব ঘোড়ার ডিম।···

অতি শীঘ্র জবাব দেবে। খুড়ো (Okakura বা অক্রূর খুড়ো) আর নিরঞ্জন গোয়ালিয়র হতে পত্র লিখেছে।...এখন এথায় ক্রমে গরম পড়ে আসছে। বোধগয়া অপেক্ষা এথায় শীত বেশী ছিল।...নিবেদিতার ৺সরস্বতীপূজার ধুমধাম শুনে বড়ই খুশী হলাম। নিবেদিতা শীঘ্রই স্কুল খোলে খুলুক।...পাঠ, পূজো, পড়াশুনা সকলের যাতে হয় সে চেষ্টা করবে। তোমরা আমার ভালবাসা জানবে।

বিবেকানন্দ

(২৩৫)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

গোপাললাল ভিলা,
বানারস
২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০২

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার এক পত্র এই মাত্র পাইলাম।...মা, দিদিমা যদি আসতে চান পাঠিয়ে দিও। এই প্লেগ আসবার সময়টা কলকাতা হতে সরে এলেই ভাল। এলাহাবাদে বড্ড প্লেগ চলেছে। এবার কাশীতে আসবে কিনা জানি না। তবে প্লেগ গেল বৎসর এই সময়ে কাশীতে এসেছিল।...মিসেস্ বুলকে আমার নাম করে বলো যে, ইলোরা ফিলোরা মহা কষ্টের পথ এবং ভারী গরম। তাঁর এত tired (ক্লান্ত) শরীর যে, ভ্রমণে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। খুড়োর (Okakura) ক দিন হল চিঠিপত্র পাই নি। অজন্তা গেছে—এই খবর। মহান্তও কোন খবর

দেন নাই। তবে রাজা প্যারী মোহনের পত্রের জবাবে যদি দেয় ...।

নেপালের minister (মন্ত্রী) এর ব্যাপারটা সবিশেষ লিখবে। মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতি সকলকে আমার বিশেষ ভালবাসা, আশীর্ব্বাদাদি দিবে; আর তুমি, বাবুরাম প্রভৃতি সকলে আমার নমস্কার ও ভালবাসা ইত্যাদি জানবে। গোপাল দাদা চিঠি পেয়েছেন কি না? ছাগলটাকে একটু দেখ। ইতি

বিবেকানন্দ

ছেলেরা সকলে সাষ্টাঙ্গ জানাচ্ছে।

(২৩৬)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

গোপাললাল ভিলা,
বেনারস
২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০২

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার প্রেরিত একটি আমেরিকান ছোট পার্শেল আজ প্রাতঃকালে পেলুম। রেজেষ্ট্রী করা যে পত্রের কথা লিখেছ, তা কেন, কোন পত্রই পাই নি। নেপালওয়ালা এল কি না, কি বৃত্তান্ত, এসব ত কিছুই জানতে পারলুম না।...একখানা চিঠি লিখতে হলেই এত হাঙ্গাম আর দেরী!!... এখন হিসেবটা পেলে যে বাঁচি! তাও আবার ক মাসে পাই!...

বিবেকানন্দ

(২৩৭) ইং

মঠ

২১শে এপ্রিল, ১৯০২

প্রিয় জো,

মনে হচ্ছে যেন জাপানে যাবার সঙ্কল্পটা ফেঁসে গেল। মিসেস্ বুল চলে গেলেন ; তুমিও যাচ্ছ। আমার সঙ্গে জাপানী-দের তেমন পরিচয় নেই।

সদানন্দ নেপালীদের সঙ্গে নেপালে গেছে ; কানাইও গেছে। মার্গট এই মাস শেষ হওয়ার পূর্ব্বে যেতে পারবে না বলে ক্রিশ্চিন আগে যাত্রা করতে পারল না।

লোকে বলে আমি বেশ আছি ; কিন্তু এখনও বড় দুর্ব্বল আছি, আর জলপান একেবারে নিষিদ্ধ। তবে এইটুকু হয়েছে যে, রাসায়নিক পরীক্ষায় অনেকটা উন্নতি দেখা গেছে। পায়ের ফোলা প্রভৃতি একেবারে গেছে।

লেডি বেটি, মিঃ লেগেট, এ্যালবার্টা ও হলিকে আমার অসীম ভালবাসা জানাবে। খুকুর উপর আমার আশীর্ব্বাদ তো তার জন্মের পূর্ব্ব হতেই আছে, আর চিরকাল থাকবে।

মায়াবতী তোমার কেমন লাগল ? এ বিষয়ে আমায় এক ছত্র লিখো।

চির স্নেহাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ

(২৩৮) ইং

মঠ, বেলুড়,
হাওড়া
১৫ই মে, ১৯০২

প্রিয় জো,

ম্যাদাম কালভেকে লিখিত পত্রখানি পাঠালাম।...

আমি অনেকটা ভালই আছি; অবশ্য যতটা আশা করেছিলাম, তার তুলনায় কিছুই নয়। নিরিবিলি থাকার একটা প্রবল আগ্রহ আমার হয়েছে—আমি চিরকালের মত অবসর নেব, আর কোন কাজ আমার থাকবে না। যদি সম্ভব হয় ত আবার আমার পুরাতন ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করব।

জো, তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হোক—তুমি স্বর্গদূতীর ন্যায় আমার রক্ষণাবেক্ষণ করছ।

চিরস্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

(২৩৯) ইং

মঠ, বেলুড়,
হাওড়া
১৪ই জুন, ১৯০১

প্রিয় জো,

তুমি জাপানে গিয়ে, বিশেষতঃ জাপানী চারুশিল্প দেখে যে খুব আনন্দ পাচ্ছ, এতে আমি খুশী হয়েছি। তোমার এ কথা খুবই সত্য যে, আমাদিগকে জাপান থেকে অনেক জিনিষ শিখতে হবে। জাপান আমাদিগকে যা কিছু সাহায্য

দেবে, তা খুব সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবে ; পরন্তু পাশ্চাত্ত্যের সাহায্য হবে সহানুভূতিহীন ও নেতিমূলক। জাপান ও ভারতের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন খুবই বাঞ্ছনীয়।

আমার নিজের কথা বলতে গেলে আমি আসামে গিয়ে আতান্তরে পড়েছিলাম। মঠের আবহাওয়ায় আমি একটু সেরে উঠছি। আসামের শৈলনিবাস শিলংএ আমার জ্বর, হাঁপানি ও এ্যাল্‌বুমেন বৃদ্ধি হয় এবং আমার শরীর ফুলে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল। মঠে আসতেই কিন্তু সে সব কমে গেছে। এ বৎসর ভয়ানক গরম ; কিন্তু সামান্য বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে এবং আমরা আশা করছি যে, শীঘ্রই মরসুমী বৃষ্টি পুরাদমে আরম্ভ হবে। আমার এখন কোন প্ল্যান নাই ; তবে বোম্বে প্রেসিডেন্সি থেকে এমন সাগ্রহ আহ্বান আসছে যে, একবার শীঘ্রই যেতে হবে ভাবছি। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমরা বোম্বে ভ্রমণ আরম্ভ করব মনে করছি।...

এখন দেখ প্রিয় জো, আমায় যদি জাপানে যেতে হয়, তা হলে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য এবারে সারদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার। তা ছাড়া লি হুং চাং এর নামে মিসেস্ ম্যাক্লিন যে পত্র দেবেন বলেছিলেন, সেটা আমার চাই। তবে মা সব জানেন—আমি এখনও কিছু ঠিক করিনি।

...নারীরা স্বভাবতঃই বিবাহের ভেতর দিয়ে তাদের জীবনের সব আকাঙ্ক্ষা মিটাতে চায় ; তারা কোন নরকে আঁকড়ে ধরে (লতার মত) বেয়ে উঠতে চায়। কিন্তু সে সব দিন চলে গেছে। তুমি ঠিক যেমনটি আছ—সাদাসিদে ও স্নেহময়ী জো, আমাদের

আপনার ও চিরকালের জো—ঠিক এমনিভাবে থেকেই তুমি বেড়ে উঠবে এবং "মহামহিমময়ী শ্রীযুক্তা"— ইত্যাদি বাজে কিছু তোমার প্রয়োজন হবে না, এমন কি রুশদেশসুলভ পদবীও না।

আমাদের জীবনে এত অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে যে, আমরা এখন আর ওর বুদ্‌বুদ্‌গুলিতে আকৃষ্ট হই না—তাই নয় কি জো। কয়েক মাস যাবৎ আমি সব ভাবপ্রবণতাকে তাড়িয়ে দেবার সাধনায় লিপ্ত আছি; সুতরাং এখানেই থামা গেল। এখনকার মত তবে আসি। ইহা মায়েরই নির্দ্দেশ যে, আমরা একযোগে কাজ করব। এতে ইতোমধ্যেই অনেকের উপকার হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো অনেকের হবে, এবং আরো অনেকের হতে থাকুক। মতলব এঁটে কাজ করা বৃথা, উচ্চ কল্পনাও বৃথা! মা তাঁর পথ বের করে নেবেন। তবে তোমাকে ও আমাকে একযোগে এই সংসারসমুদ্রে তিনি ফেলে দিয়েছেন এবং একসঙ্গেই আমাদিগকে ভেসে চলতে হবে বা ডুবে মরতে হবে; আর নিশ্চিত জেনো, এতে কেউ বাধা দিতে পারবে না।

আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানবে।

সতত তোমাদের

বিবেকানন্দ

পুঃ—এই মাত্র ওকাকুরার কাছ থেকে ৩০০৲ টাকার একখানি চেক ও আহ্বানপত্র এল। ইহা খুব লোভজনক। কিন্তু তা হলেও মা-ই সব জানেন।

বি

(২৪০) ইং
মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত

মঠ

১৪ই জুন, ১৯০২

মা,

আপনার স্নেহপূর্ণ চিঠিখানির উত্তর আরো আগে দিতে পারলে ভাল হত।

ডাক্তার জেন্‌সের সম্বন্ধে একখানি বই আমার নিকট এসেছে, কিন্তু কিছু লিখবার নির্দ্দেশযুক্ত কোন পত্র সঙ্গে না থাকায় আমাদের অতি শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করতে সাহস হল না। যা হোক আপনার বর্ত্তমান অভিপ্রায়ানুসারে আমি মিঃ ফক্সকে যথাসম্ভব সত্বর লিখব।

আমি একরূপ আছি; আর সব ভাল। নিবেদিতা পাহাড়ে আছে। ওকাকুরা শহরে ফিরে এসে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র ঠাকুরের অতিথি হয়েছেন। তিনি এক দিন মঠে এসেছিলেন; কিন্তু আমি বাইরে গিয়েছিলাম। আশা করি শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে এবং তাঁর ভাবী অভিপ্রায় অবগত হব।

(জাপানী) যুবক হোরির এখানে জ্বর হয়েছিল; সে দিন কয়েকের মধ্যেই সেরে উঠে কিছু দিনের জন্য ওকাকুরার সঙ্গে গেছে। তার ধর্ম্মভাব দেখে সব্বাই তাকে ভালবাসে। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে তার ধারণাগুলি খুব উচ্চ এবং তার অভিলাষ এই যে, সে জাপানে খাঁটি ব্রহ্মচর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ স্থাপন করবে। কিন্তু আমার মনে হয়, কোন

জাতিকে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে তাকে সর্ব্বপ্রথমে বিবাহের পবিত্রতা ও অবিচ্ছেদ্যতার মধ্য দিয়ে মাতৃত্বের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব অর্জ্জন করতে হবে। রোমান ক্যাথলিক এবং হিন্দুগণ বিবাহবন্ধনকে পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য মনে করে ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত, মহাশক্তিমান ও পবিত্র বহু নরনারীর জন্মদান করতে সমর্থ হয়েছে। আরবগণের দৃষ্টিতে বিবাহ একটা চুক্তি অথবা বলপূর্ব্বক অধিকারের ব্যাপার মাত্র; ইচ্ছামাত্র সে বন্ধন ছিন্ন করা যেতে পারে। ফলে, কুমারী কিংবা ব্রহ্মচারীর কোন আদর্শ তাহাদের মধ্যে স্ফূর্ত্তিলাভ করতে পারে নি।

আধুনিক বৌদ্ধধর্ম্ম এমন সব জাতের হাতে গিয়ে পড়েছে, যাদের মধ্যে বিবাহ-প্রথার পূর্ণ অভিব্যক্তি না হওয়ায় তারা সন্ন্যাস-আশ্রমকে একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার করে তুলেছে। সুতরাং যত দিন না জাপানীদের মধ্যে শুধু পরস্পরের প্রতি দৈহিক আকর্ষণ ও ভালবাসা ছাড়াও বিবাহের উচ্চ ও পবিত্র আদর্শ গড়ে উঠছে, ততদিন তাদের মধ্যে বড় সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীর উদ্ভব কিরূপে সম্ভব হবে তা আমি বলতে পারি না। আপনি যেমন বুঝতে পেরেছেন যে, সতীত্বেই জীবনের একমাত্র গৌরব, তেমনি আমার দৃষ্টিও এ বিষয়ে খুলে গেছে যে, আমরণ সাধুচরিত্র জন-কয়েক মহাশক্তিশালী ব্যক্তির জন্ম দিতে হলে জনসাধারণের একটি বৃহত্তম অংশকেও এই সুমহান্ পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত করা অত্যাবশ্যক।

অনেক কিছু লিখব ভেবেছিলাম; কিন্তু শরীর বড় দুর্ব্বল।

ম্যারি লুই এখানে শ্রীচৈতন্যের ভক্তরূপে এসেছে এবং শুনতে পাচ্ছি যে, জনকয়েক ধনী তাকে লুফে নিয়েছে। সে যেন এবারে প্রচুর অর্থ পায়—এই আমার আকাঙ্ক্ষা। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং"—আমার নিকট যে যে-ভাবে আসে, আমি সে ভাবেই তার বাঞ্ছা পূর্ণ করি। সে টাকা চেয়েছিল; ভগবান তাকে প্রচুর দিন।

আপনার চির স্নেহবদ্ধ সন্তান

বিবেকানন্দ

…পাশ্চাত্যের এই সমস্ত জাঁকজমকই নিতান্ত নিষ্ফল, শুধু আত্মার বন্ধনস্বরূপ। আমার জীবনে জগতের নিষ্ফলতার অনুভূতি এর চেয়ে স্পষ্টতর ভাবে আমি কখনো লাভ করি নি। ভগবান সকলের বন্ধন মোচন করুন, সকলেই মায়ামুক্ত হোক—ইহাই আমার চির প্রার্থনা। ইতি

বিবেকানন্দ

পরিচয়

অখণ্ডানন্দ, স্বামী—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

অক্ষয়— „ „ „

অক্ষয়কুমার সেন (শাঁকচুন্নী)—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য; শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির লেখক।

অচ্যুতানন্দ, স্বামী (অচু, অচ্যুত, গুণনিধি)—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

অজয় (অজয়হরি)—স্বামী স্বরূপানন্দ দ্রষ্টব্য।

অজিত সিং, রাজা—খেতড়ির মহারাজা; স্বামিজীর শিষ্য।

অতুল—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

অদ্বৈতানন্দ, স্বামী— „ „

অদ্ভুতানন্দ, স্বামী— „ „ „

অভেদানন্দ, স্বামী (কালী)—১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

অলকট, কর্ণেল—বিখ্যাত থিওসফিষ্ট নেতা।

অসীম—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাগবাজারনিবাসী শিষ্য চুনীলাল বসুর পুত্র।

আলাসিঙ্গা—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

ইংগারসোল— „ „ „

ইন্দুমতি মিত্র— „ „ „

উপেন—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য; 'বসুমতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা।

ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায়—ইহা ঋষিবর মুখোপাধ্যায় হইবে।

এনি বেসান্ত—প্রসিদ্ধ বক্তা এবং থিওসফিক্যাল সোসাইটির নেত্রী।

এ্যালবার্টা—মিস্ এ্যালবার্টা স্টারগিস্; মিঃ লেগেটের কন্যা; পরে কাউণ্টেস্ অব স্যান্ড্উইচ্।

ওকাকুরা, মিঃ—কাকাজু ওকাকুরা বিজিৎসুইন; বিখ্যাত জাপানী প্রাচ্য-শিল্প-বিশেষজ্ঞ; স্বামিজীকে জাপানে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। স্বামিজীর সহিত বুদ্ধগয়া, কাশী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন।

ওয়াইকফ্—মিসেস্ কেরী মিড্ওয়াইকফ্; স্বামী তুরীয়ানন্দের আমেরিকানিবাসিনী শিষ্যা; ভগিনী ললিতা বলিয়া পরিচিতা। স্বামিজী কিছু দিনের জন্য ইঁহার গৃহে আতিথ্যস্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার লস্ এঞ্জেলিসের বাড়ী 'বিবেকানন্দ হোম' নামে বিখ্যাত। ভগিনী ললিতার এই গৃহেই হলিউড বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত। তিনি ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

ওয়াল্ডো, মিস্—এস ই ওয়াল্ডো; ভগিনী হরিদাসী নামে পরিচিতা; স্বামিজীর ব্রুকলীননিবাসিনী শিষ্যা। সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Islands Park) জনৈক ভক্তের গৃহে থাকাকালীন স্বামিজীর সঙ্গে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল ইনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন; পরে এইগুলি বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়া 'দেববাণী' (Inspired Talks) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

ওলি বুল, মিসেস্—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

কর্ণেলিয়া সোরাবজি, মিস্—জনৈকা পার্শী মহিলা; কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেন।

কানাই—স্বামী নির্ভয়ানন্দ; স্বামিজীর সন্ন্যাসী শিষ্য।

কার্জ্জন, লর্ড—বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকাল ১৮৯৯ হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ।

কালভে, ম্যাদাম এম্মা—ফরাসীদেশীয়া বিখ্যাত গায়িকা; স্বামিজীর ভক্ত। তাঁহার সহিত ইউরোপ, মিশর, তুর্কীস্তান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। পরে বেলুড় মঠ ও ভারতের বিভিন্ন স্থান দর্শন করেন।

কালী—স্বামী অভেদানন্দ দ্রষ্টব্য।

কালী (কালীকৃষ্ণ)—স্বামী বিরজানন্দ; স্বামিজীর সন্ন্যাসী শিষ্য; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ।

কালীকৃষ্ণ--পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

কিডি— " " "

কৃপানন্দ, স্বামী— " "

কৃষ্ণলাল, কেষ্টলাল (ব্রহ্মচারী)—স্বামী ধীরানন্দ; স্বামী ব্রহ্মানন্দের সন্ন্যাসী শিষ্য। রামকৃষ্ণ মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসী।

কৃষ্ণানন্দ, স্বামী—পূর্ব্বনাম শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন; বিখ্যাত বক্তা ও হিন্দুধর্ম্মপ্রচারক।

ক্রিশ্চিন (কৃষ্টিন), ভগিনী—ডেট্রয়েটের মিস্ কৃষ্টিন গ্রীণষ্টিডেল; স্বামিজীর শিষ্যা। ভারতীয় নারীশিক্ষাকার্য্যে ভগিনী নিবেদিতার সহকর্ম্মিণী; নিবেদিতা বিদ্যালয়ের অন্যতম

প্রতিষ্ঠাত্রী। স্বামিজী ইঁহার আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতার খুব সুখ্যাতি করিতেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি আমেরিকায় দেহত্যাগ করেন।

খগেন— স্বামী বিমলানন্দ; স্বামিজীর সন্ন্যাসী শিষ্য। মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে অনেক বৎসর বাস করিয়াছিলেন; সেখানেই তাঁহার দেহাবসান হয়।

খোকা, স্বামী সুবোধানন্দ—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

গগন—গাজীপুরনিবাসী গগনচন্দ্র রায়; স্বামিজী গাজীপুর-ভ্রমণকালে ইঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন।

গির্জ্জা মাইজী—মিসেস্ জি ডবলিউ হেল দ্রষ্টব্য।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

গুডইয়ার—নিউ ইয়র্কের মিঃ ও মিসেস্ ওয়াল্টার গুডইয়ার; আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারকার্য্যে স্বামিজীর সহায়ক।

গুডউইন—মিঃ জে জে গুডউইন; স্বামিজীর একজন প্রিয় অনুগত ইংরেজ শিষ্য। ইনি স্বামিজীর অনেক বক্তৃতা সাঙ্কেতিক-লিখনপ্রণালীতে (Shorthand) লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা সম্ভবপর হইয়াছে। তিনি স্বামিজীর সহিত আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতবর্ষের অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া পরে ভারতেই দেহত্যাগ করেন।

গুণনিধি—স্বামী অচ্যুতানন্দ দ্রষ্টব্য।

গুপ্ত—স্বামী সদানন্দ দ্রষ্টব্য।

গেডিস, অধ্যাপক—স্কটল্যাণ্ডনিবাসী 'সোশিওলজি'র অধ্যাপক,

প্যাট্রিক গেডিস ; ইনি কিছুকাল বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়েও সোশিওলজির অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। পরে ফরাসী দেশে একটি কলেজ স্থাপন করেন।

গোপাল দাদা—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দলাল সা—স্বামিজীর আলমোড়ানিবাসী জনৈক ভক্ত।

গোলাপ মা—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

গৌর মা— " " "

চক্রবর্ত্তী— " " "

চুনীবাবু— " " "

জনষ্টন, মিঃ (জনসন)—চার্লস জনসন ; ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণের পর ব্রহ্মচারী অমৃতানন্দ নামে পরিচিত। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন।

জনসন, মিসেস—মিসেস এষ্টন জনসন ; ইংলণ্ডে বেদান্তপ্রচার-কার্য্যে যাঁহারা স্বামিজীকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম।

জি জি—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

জি সি— " " "

জুল বোয়া (বোয়েস)—ফরাসী দেশের বিখ্যাত দার্শনিক ও সাংবাদিক। স্বামিজী প্যারিসে কিছু দিনের জন্য তাঁহার আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি স্বামিজীর সঙ্গে ইউরোপের নানা জায়গা এবং তুর্কীস্তান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন।

জেনস্, ডাক্তার—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

জেমস্, ডাক্তার (উইলিয়ম)—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

জো—মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউড দ্রষ্টব্য।

টাটা—স্যার জামশেদজী এম্ টাটা; বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ধনকুবের। জামসেদপুরে (বর্ত্তমান নাম) বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, বাঙ্গালোরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা।

টেসলা—মিঃ নিকোলা টেসলা; আমেরিকার একজন বিখ্যাত তড়িত্তত্ত্ববিৎ।

ডয়সন, অধ্যাপক—পল ডয়সন; জার্ম্মান দেশীয় প্রসিদ্ধ প্রাচ্য-দর্শনবিৎ; কিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। ইনি শাঙ্করভাষ্য-সমেত বেদান্তসূত্র, ৬০ খানি উপনিষদ্ ও মহাভারতের কতকাংশ জার্ম্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ডাক্তার—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

তারক দা— " " "

তুলসী— " " "

তুরীয়ানন্দ, স্বামী (হরি ভাই)—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য।

ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

থার্সবি, মিস্— " " "

দক্ষ— " " "

দয়ানন্দ, স্বামী—আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

দীননাথ (দীনু)—স্বামী সচ্চিদানন্দ; স্বামী সারদানন্দের শিষ্য; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে বুড়োবাবা বলিয়া পরিচিত।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি—কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা ; রাজা রামমোহন রায়ের পর ব্রাহ্মসমাজের নেতা।

ধর্ম্মপাল—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

ধীরামাতা (স্থিরামাতা)—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

ন— ঘোষ—নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ; মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ এবং 'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রিকার সম্পাদক।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রের সম্পাদক।

নঞ্জুণ্ড রাও, ডাক্তার—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

নিত্যানন্দ (যোগেন চাটুয্যে)—স্বামিজীর সন্ন্যাসী শিষ্য।

নিবেদিতা, ভগিনী—মিস্ মার্গারেট ই নোবল ; স্বামিজীর ইংরেজ শিষ্যা। স্বামিজী কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া ইনি ভারতবর্ষকেই নিজের মাতৃভূমি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভারতের সেবাই জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া মনে করিতেন। তিনি এই দেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং ভারতের জাতীয়-জাগরণ-আন্দোলনে প্রধান সহায়ক ছিলেন। The Master as I Saw Him, Web of Indian Life প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িত্রী। ইনি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দার্জ্জিলিংএ দেহত্যাগ করেন।

নিরঞ্জন—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

নীলাম্বর বাবু—নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ; বেলুড়ে গঙ্গাতীরস্থ তাঁহার বাটীতে শ্রীশ্রীমা কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই বাড়ীতেই কিছুকালের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ অবস্থিত ছিল। ইনি কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

নোবল মিস্ ম—ভগিনী নিবেদিতা দ্রষ্টব্য।

প্যারীমোহন মুখার্জ্জী, রাজা—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

প্রতাপ মজুমদার—নববিধান ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত প্রচারক; ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরূপে চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় উপস্থিত ছিলেন। ইনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিতেন।

প্রমদাদাস মিত্র—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

প্রেমানন্দ, স্বামী— " " "

ফার্ম্মার, মিস্ এস্— " " "

ফ্র্যাঙ্ক্ ইন্সেন্স— " " "

ফ্র্যানসিস্ লেগেট, মিঃ ও মিসেস্—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

বদ্রীদাস সা, লালা—আলমোড়ানিবাসী ব্যবসায়ী; স্বামিজীর ভক্ত।

বলরাম—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

বসু, ডাক্তার—বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু।

বাবুরাম—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

বালাজী— " " "

বিজয় গোস্বামী—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী; স্বামিজীর সমসাময়িক বাংলার একজন প্রসিদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মনেতা; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতি প্রিয়পাত্র। পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য ছিলেন। বাংলাদেশে তাঁহার অনেক শিষ্য আছেন।

বিনয়কৃষ্ণ, রাজা—শোভাবাজার রাজপরিবারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব।

বিলগিরি—বিলগিরি আয়েঙ্গার; মান্দ্রাজে সমুদ্রতীরে অবস্থিত 'আইস হাউস' নামক তাঁহার প্রাসাদোপম বাড়ীতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অধ্যক্ষতায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (মান্দ্রাজ কেন্দ্র) স্থাপিত হয়।

বুল, মিসেস্—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

বোয়েস—জুল বোয়া দ্রষ্টব্য।

ব্যারোজ, ডাঃ—রেভারেণ্ড জে এইচ ব্যারোজ; ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় সাধারণ সমিতির সভাপতি ছিলেন।

ব্রহ্মানন্দ, স্বামী—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

ভট্টাচার্য্য— " " "

ভবনাথ— " " "

মজুমদার—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দ্রষ্টব্য।

মণি আয়ার—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

মতি—স্বামী সচ্চিদানন্দ (২নং); স্বামিজীর সন্ন্যাসী শিষ্য; আমেরিকায় কয়েক বৎসর বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন।

মহিম (মহিন)—মহেন্দ্রনাথ দত্ত; স্বামিজীর ভ্রাতা।

মহিম চক্রবর্ত্তী—মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিতেন।

মার্গট, মার্গারেট, মার্গো, মার্গোরাইট—ভগিনী নিবেদিতা দ্রষ্টব্য।

মাষ্টার, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

মিত্র, ডাক্তার—আশুতোষ মিত্র। কাশ্মীরের স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন।

মূলার, মিস্ হেনরিয়েটা—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

মৃণালিনী বসু—স্বামিজীর বড়জাগুলিয়া-নিবাসিনী শিষ্যা। ইনি স্বামিজীর দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া।

মেরী হেল, মিস্—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

ম্যাকলাউড—মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউড; স্বামিজীর পাশ্চাত্ত্য-দেশীয় প্রধান শিষ্যদিগের অন্যতম। তিনি স্বামিজীকে তাঁহার কার্য্যে সর্ব্বদা সহায়তা করিতেন। তাঁহার জীবন স্বামিজীর ভাবে অনুপ্রাণিত থাকিত। স্বামিজী একাধারে তাঁহার গুরু ও বন্ধু ছিলেন; তিনি তাঁহাকে 'জো' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মিস্ ম্যাকলাউড বেলুড় মঠে অনেক-কাল বাস করিয়াছিলেন। ১৯৪৯ খ্রীঃ আমেরিকায় হলিউড সহরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

ম্যাক্সমূলার, এফ্—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য দর্শন ও সংস্কৃত-ভাষাবিৎ প্রসিদ্ধ জার্ম্মান অধ্যাপক। ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থসাহায্যে ঋগ্বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত 'সেক্রেড বুকস্ অব দি ইষ্ট' (পঞ্চাশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) গ্রন্থমালার সমগ্র গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উক্তি উল্লেখযোগ্য।

যোগীন মা—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

যোগেন, স্বামী যোগানন্দ—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—টিহিরী রাজ্যের দেওয়ান; মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

রমাবাঈ—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

রাখাল—স্বামী ব্রহ্মানন্দ দ্রষ্টব্য।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার—প্রসিদ্ধ পণ্ডিত; কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা।

রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

রামদয়াল বাবু— ,, ,, ,,

রাম বাবু—রামচন্দ্র দত্ত; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য; কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের প্রতিষ্ঠাতা।

রামলাল—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

লগান, ডাক্তার—এম এইচ লগান; স্বামিজীর শিষ্য; স্যান ফ্র্যানসিস্কো বেদান্ত সোসাইটির সভাপতি ছিলেন।

লাটু—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

লালাজী—বদ্রী সা দ্রষ্টব্য।

লেগেট, মিসেস্—মিসেস্ ফ্র্যান্সিস লেগেট দ্রষ্টব্য।

ল্যাণ্ডসবার্গ—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

শরৎ—স্বামী সারদানন্দ দ্রষ্টব্য।

শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—স্বামিজীর শিষ্য; স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, সাধু নাগমহাশয় ইত্যাদি গ্রন্থ-প্রণেতা।

শশী—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দ্রষ্টব্য।

শশী ডাক্তার—কলিকাতা বাগবাজারনিবাসী ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ; ইনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, এবং পরে ঠাকুরের একখানি বাংলা জীবনী লিখেন।

শাঁকচুন্নী—অক্ষয়কুমার সেন দ্রষ্টব্য।

শিবানন্দ, স্বামী (তারক দা)—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

শিবু—শিবরাম চট্টোপাধ্যায়; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র।

শুদ্ধানন্দ, স্বামী (সুধীর)—স্বামিজীর শিষ্য; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় সম্পাদক এবং পঞ্চম অধ্যক্ষ (১৯৩৮)। স্বামিজীর অধিকাংশ পুস্তক ইনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

শ্রীম—মাষ্টার দ্রষ্টব্য।

ষ্টার্ডি, মিঃ ই টি—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

সদানন্দ, স্বামী— „ „ „

সান্ন্যাল (সাণ্ডেল)— „ „

সারদা— „ „ „

সারদানন্দ, স্বামী— „ „

সারা বার্ণহার্ড—ফরাসীদেশীয়া বিখ্যাত অভিনেত্রী।

সুকুল—স্বামী আত্মানন্দ; স্বামিজীর সন্ন্যাসী শিষ্য।

সুধীর—স্বামী শুদ্ধানন্দ দ্রষ্টব্য।

সুব্রহ্মণ্য—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

সুরেন—স্বামী সুরেশ্বরানন্দ; স্বামিজীর সন্ন্যাসী শিষ্য।

সুরেন্দ্র ঠাকুর—কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র।

সুরেশ দত্ত—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য। ইনি 'শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি' নামে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

সুশীল—স্বামী প্রকাশানন্দ; স্বামিজীর সন্ন্যাসী শিষ্য। পরে

আমেরিকার স্থান ফ্র্যানসিস্কো বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ।

সেভিয়ার, মিঃ (ক্যাপ্টেন জে এইচ) ও মিসেস্—স্বামিজীর ইংরেজ শিষ্য ও শিষ্যা; বেদান্তপ্রচারকার্য্যে তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম তাঁহারা প্রতিষ্ঠা করেন। মিসেস সেভিয়ার বহু বৎসর মায়াবতীতে বাস করিয়া পরে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে দেহত্যাগ করেন। তিনি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের নিকট মাদার (Mother) বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মায়াবতীতে দেহত্যাগ করেন।

স্বরূপানন্দ, স্বামী (অজয়হরি)—স্বামিজীর সন্ন্যাসী শিষ্য; মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার দ্বিতীয় সম্পাদক।

হরমোহন—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

হরি—স্বামী তুরীয়ানন্দ দ্রষ্টব্য।

হরিদাসী, ভগিনী—মিস্ ওয়াল্ডো দ্রষ্টব্য।

হরিপদ মিত্র—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

হরিপদ ব্রহ্মচারী—হরিপ্রসন্ন দ্রষ্টব্য।

হরিপ্রসন্ন (হরিপদ ব্রহ্মচারী)—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ (১৯৩৭-৩৮) অধ্যক্ষ ছিলেন।

হরি সিং—ঠাকুর হরি সিং লাডকাণি। তিনি এক সময় জয়পুর রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

হরিশ—হরিশচন্দ্র মুস্তফী ; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য।

হলিষ্টার—মিঃ লেগেটের পুত্র।

হাবু—অমৃতলাল দত্ত ; প্রসিদ্ধ বংশীবাদক ; স্বামিজীর সম্পর্কে ভ্রাতা।

হুটকো—হুটকো গোপাল ; গোপালচন্দ্র ঘোষ ; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য।

হেল, মিসেস্ জি ডবলিউ—পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

হেলেন, মিস্—স্বামিজীর লস-এঞ্জেলিসনিবাসিনী শিষ্যা ; ভগিনী ললিতার (ওয়াইকফ্) ভগ্নী।

হ্যানস্‌বরো, মিস্ (মিসেস্ হ্যানস্‌বরো, হ্যানস্‌বার্গ)—স্বামিজীর লস-এঞ্জেলিসনিবাসিনী শিষ্যা ; ভগিনী ললিতার (ওয়াইকফ্) ভগ্নী। ক্যালিফর্ণিয়া ভ্রমণকালে ইনি কিছুকাল স্বামিজীর সেক্রেটারীরূপে কাজ করিয়াছিলেন।

হ্যামণ্ড মিঃ ও মিসেস্—ইংলণ্ডের মিঃ ও মিসেস্ এরিক হ্যামণ্ড। তাঁহারা উভয়েই স্বামিজীর অনুগত ভক্ত ছিলেন।

হ্যারি সেভিয়ার—সেভিয়ার দ্রষ্টব্য।

হ্যারিয়েট হেল, মিস্—মিঃ জি ডবলিউ হেলের কন্যা।

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

ভ্রমসংশোধন—১৩৮নং, ১৫১নং, ১৫৪নং, ১৫৬নং ও ২৩১নং চিঠি ইংরাজী হইতে অনূদিত।

৮৩নং চিঠিখানা ৮২নং, এবং তদনুযায়ী পরের চিঠিগুলির নম্বর হইবে।